আয়ুর্ব্বেদোক্ত

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

নিদানাধ্যায়, চিকিৎসাধ্যায় এবং প্রকীর্ণ অংশ
অর্থাৎ পরিভাষার জ্ঞাতব্য বিষয় সকল
যথাযথ সন্নিবেশিত।

যশোহর মল্লীকপুর নিবাসী
বন্দ্যঘটীয় শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক
সংগৃহীত।

(কলিকাতা. গরাণহাটা ষ্ট্রীট ৪০ নং পুস্তকালয় হইতে)
শ্রীনৃসিংহকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

ঙ্ক ৩২৩ নং ভবনে কমলাকান্ত যন্ত্রে
বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।
১২৯৪ সাল।

ভূমিকা।

"অন্যান্যশাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং
ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি।
চিকিৎসিতজ্যোতিষতন্ত্রবাদাঃ
পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি ॥"

যাবতীয় শাস্ত্রের মধ্যে যে চিকিৎসাশাস্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা আপামর বৃদ্ধ সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ইহার ফল যেরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হয়, অন্য কিছুই তদ্রূপ নহে। এই শাস্ত্র জীবগণের জীবনস্বরূপ। যত প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও আশু ফলপ্রদ, আবার তাহার মধ্যে অন্যান্য ঔষধাদি অপেক্ষা মুষ্টিযোগ বিশেষ উপকারী। অদ্যাবধি সমগ্র রোগের চিকিৎসা করা যায়, এরূপ মুষ্টিযোগের গ্রন্থ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই দেখিয়া আমি বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া ইহা প্রকাশিত করিলাম। পল্লীগ্রামে যে সকল অনভিজ্ঞ চিকিৎসক আছেন, ইহা দ্বারা যে তাঁহাদিগের বিশেষ উপকার দর্শিবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র, বিশেষতঃ গৃহস্থগণ এই পুস্তকের এক একখানি গৃহে রাখিলে চিকিৎসকের সাহায্য ব্যতিরেকেও রোগের প্রতীকার করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে সাদরে সাধুগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব। কিমধিকমিতি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।
সাং যশোহর মল্লীকপুর।

বিজ্ঞাপন।

আমি এই "আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ" নামক পুস্তকখানি যশোহর মল্লিকপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কালী-প্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে কাপীরাইট খরিদ করিয়া লইলাম। ইহাতে তাঁহার নাম ব্যতিত অন্য কোনরূপ স্বত্ব বা সম্পর্ক রহিল না। এবং এই গ্রন্থ ক্রয় করিয়া কাপীরাইট ১৮৪৭ সালের ২০ আইনানুসারে রেজেষ্টি করিলাম। আমার বিনানুমতিতে কেহ এই পুস্তক ছাপিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

শ্রীনৃসিংহকুমার ঘোষ
প্রকাশক।

দ্রষ্টব্য।

আমি এই "আয়ুর্ব্বেদোক্ত পরীক্ষিত মুষ্টিযোগের" কাপীরাইট স্বত্ব শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহকুমার ঘোষ মহাশয়কে বিক্রয় করিলাম, ইহাতে আমার নাম ব্যতীত অন্য কোন সম্পর্ক রহিল না।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।
মল্লিকপুর, যশোহর

সূচীপত্র।

লক্ষণাধ্যায়।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র।

অনুপানাধ্যায়।

চিকিৎসাধ্যায়।

সূচীপত্র

সূচী।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

আয়ুর্বেদোক্ত

পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

লক্ষণাধ্যায়।

জ্বররোগ।

মিথ্যাহারবিহারস্য দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যূরসানুগাঃ॥

জ্বরের উৎপত্তি,—পূর্ব্বে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞায়তনে দেবদেব হরের অবমাননা করিলে শঙ্কর রোষপরবশ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, সেই নিশ্বাস হইতে জ্বরের উৎপত্তি হয়।

জ্বর হইবার কারণ,—আহার বিহারাদির অনিয়মতা প্রযুক্ত আমাশয়াশ্রিত বায়ু পিত্ত কফাদি দোষ সকল রসের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া কোষ্ঠস্থিত অগ্নিকে চর্ম্মাদিতে নির্গত করে, সুতরাং তাহাতেই জ্বরোৎপাদন হয়।

জ্বরোৎপত্তির পূর্ব্বলক্ষণ,—ঘর্ম্মাবরোধ, শরীর সন্তাপ, সর্ব্বাঙ্গবেদনা, কোন কর্ম্ম করিতে অনুৎসাহ, দেহের বিবর্ণতা, দেহের অবসাদ, মুখের বিস্বাদ, জৃম্ভণ, গাত্রভঙ্গ, গাত্রবেদনা, গাত্র ভারবোধ, রোমহর্ষ, আহারে অনিচ্ছা, মনের অপ্রসন্নতা, শীতবোধ, রৌদ্রসেবনে অভিলাষ, নেত্রের বক্রতা ও জ্বালা, অন্ধকার দর্শন, এই সকলই জ্বর হইবার পূর্ব্বলক্ষণ।

জ্বরের ভেদ কথন, জ্বর অষ্টবিধ, বাতজ, (১) পিত্তজ, (২) কফজ, (৩) বাতশ্লেষ্মজ, (৪) বাতপৈত্তিক, (৫) পিত্তশ্লৈষ্মিক, (৬) সান্নিপাতিক (৭) এবং আগন্তুজ (৮)

জ্বরের প্রারম্ভ লক্ষণ,—বাতিক জ্বর হইবার প্রারম্ভে অত্যন্ত জৃম্ভা অর্থাৎ হাঁই উঠে; পৈত্তিক জ্বর হইবার আরম্ভকালে চক্ষু জ্বালা করে; শ্লৈষ্মিক জ্বর হইবার প্রারম্ভে ভোজনে অনিচ্ছা ও অরুচি জন্মিয়া থাকে; বাতপি-

জন্ম জ্বর হইবার আরম্ভে চক্ষুদাহ হয় এবং জৃম্ভা উঠে; বাতশ্লেষ্ম জ্বরের আরম্ভে অরুচি জন্মে ও হাঁই উঠিতে থাকে; পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরের প্রারম্ভে অরুচি জন্মে ও চক্ষুদাহ উপস্থিত হয় এবং সান্নিপাতিক জ্বরের প্রারম্ভে অরুচি, চক্ষুদাহ ও জৃম্ভণ হইয়া থাকে। এই সমস্তই জ্বরের প্রারম্ভ-লক্ষণ।

বাতজজ্বরের লক্ষণ,—বাতিক জ্বরে কম্পন, কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোষ, নিদ্রা-নাশ, শিরোবেদনা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, মুখবৈবর্ণ্য, উদরে শূলবৎ বেদনা ও জৃম্ভণ হইয়া থাকে, কখন উষ্ণতাদি অধিক ও কখন বা কম বোধ হয়, হাঁচি হয় না এবং বিষ্ঠার কাঠিন্য হইয়া থাকে।

পৈত্তিকজ্বরের লক্ষণ,—পৈত্তিক জ্বরে অত্যন্ত বেগ, তরল মল নির্গম, অল্প নিদ্রা, ঘর্ম্ম, মুখের কটুত্ব, মূর্চ্ছা, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা ও ভ্রম এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। এই জ্বরে কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকা এই সকল স্থানে ফোস্কা হয়, রোগী প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করে এবং মল, মূত্র ও নয়ন পীত-বর্ণ হয়।

শ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ —কফজ জ্বরে শরীর আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়, সর্ব্বদা ভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় তৃপ্তি বোধ হয়। এই জ্বরে বেগের মন্দতা, মুখের মাধুর্য্য, আলস্য, দেহের গুরুত্ব বোধ, শীত, রোমাঞ্চ, নিদ্রার আধিক্য, নাসাস্রাব, অরুচি ও কাস এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং মল মূত্র ও নয়ন শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে।

বাতপৈত্তিক জ্বরের লক্ষণ,—বাতপৈত্তিক জ্বরে তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, অনিদ্রা, শিরোবেদনা, কণ্ঠশোষ, মুখ শোষ, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, ধূমদ-র্শন ও জৃম্ভণ এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় এবং শরীরের সন্ধিস্থলে ভঞ্জনবৎ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ,—বাতশ্লেষ্ম জ্বরে শরীর আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছন্ন-বৎ বোধ হয়, বেগের অতি তীক্ষ্ণতা বা অতি হ্রাসও থাকে না; সন্ধি-স্থানে ভঞ্জবৎ বেদনা অনুভূত হয় এবং অতি নিদ্রা, শিরোবেদনা, নাসা-স্রাব, কাস, ঘর্ম্মরোধ ও শরীর-সন্তাপ হইয়া থাকে।

পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বরের লক্ষণ,—পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে মুখের লিপ্ততা ও তিক্ততা, তন্দ্রা, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং মুহুর্ম্মুহুঃ শীত ও মুহুর্ম্মুহুঃ দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ,—সান্নিপাতিক জ্বরে কখন গাত্রদাহ, কখন বা শীত বোধ হয়, অস্থি, সন্ধিস্থল ও মস্তকে বেদনা হয়, চক্ষু রক্তবর্ণ ও কোটরগত হয় এবং চক্ষুস্রাব হইয়া থাকে, চক্ষুতে মলোৎপাদন হয়, শ্রোত্রদ্বয়ে নিরন্তর শব্দশ্রুতি বোধ হয়, কর্ণ বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে এবং কণ্ঠস্থল শূকশিম্বী দ্বারা অবৃত বলিয়া বোধ হয়। তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম উপস্থিত হয়, জিহ্বা অঙ্গারের ন্যায় রক্তবর্ণ ও খরস্পর্শ হয়, মুখ হইতে রক্তপিত্ত মিশ্রিত কফ উদ্গীরণ হইতে থাকে, মস্তক চালন, পিপাসা, নিদ্রানাশ ও হৃদয়ব্যথা উপস্থিত হয়, মল মূত্র ও ঘর্ম্ম বহুক্ষণ পরে অল্প অল্প নির্গত হয়, কণ্ঠদেশে নিরন্তর অস্ফুট ধ্বনি হয় শরীরের তাদৃশ অধিক কৃশত্ব দৃষ্ট হয় না। কোলতাদংশনের ন্যায় শরীরে রক্তবর্ণ ও শ্যাববর্ণ কোঠ ও মণ্ডলাকার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় এবং উদরের [illegible] ও প্রোতোপাক প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিকের ভেদ কথন,—সন্নিপাত ত্রয়োদশ প্রকার, (১) সিগ্রুক, (২) তান্ত্রিক, (৩) চিত্তবিভ্রম, (৪) কণ্ঠকুব্জ, (৫) কর্ণিক, (৬) জিহ্বগ, (৭) রুগ্দাহ, (৮) আগন্তুক, (৯) ভগ্ননেত্র, (১০) রক্তষ্ঠীব, (১১) শীতাঙ্গ, (১২) প্রলাপ ও (১৩) অভিন্যাস।

সিগ্রুক সান্নিপাতিকের লক্ষণ,—যে সন্নিপাতে শূল, কাস, অঙ্গবেদনা ও শোষ দৃষ্ট হয়, তাহাকে সিগ্রুক সন্নিপাত কহে।

তান্ত্রিক সান্নিপাতিক লক্ষণ,—তন্দ্রা, শ্বাস, পিপাসা, কণ্ঠ ও জিহ্বা শোষ, কণ্ঠে অবক্ত্য শব্দ, শ্রুতিশক্তির হ্রাস, শরীরে শূলবেধবৎ বেদনা এবং কফাধিক্য এই সমস্ত তান্ত্রিক সন্নিপাতের লক্ষণ।

চিত্তবিভ্রম সন্নিপাতের লক্ষণ,—প্রলাপ, মদ, মোহ, কম্পন, কখন হাস্য, কখন গীত, কখন নৃত্য, দেহদাহ ও চক্ষুর বিকৃতি এই সমস্ত চিত্তবিভ্রম সন্নিপাতের লক্ষণ।

কণ্ঠকুব্জ সান্নিপাতিকের লক্ষণ,—মূর্চ্ছা, মোহ, দাহ, মস্তকবেদনা, জ্বর, কম্পন, গলদেশে বেদনা ও অযথা বাক্যালাপ এই সমস্ত লক্ষণ কণ্ঠকুব্জ সন্নিপাতে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কর্ণিক সান্নিপাতিক লক্ষণ,—কর্ণিক সন্নিপাতে কর্ণপ্রান্তে শোথ উপস্থিত হয় এবং জ্বর, কাস, শ্বাস, কণ্ঠব্যথা, ভ্রম, স্বেদনির্গম ও [illegible] প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

আয়ুর্বেদোক্ত পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ।

জিহ্বগ সান্নিপাতিকের লক্ষণ,—শ্রুতিশক্তির নাশ, দাহ ও বলের হ্রাস এই সমস্ত জিহ্বগ সন্নিপাতের লক্ষণ।

রুগদাহ সন্নিপাতের লক্ষণ,—শ্বাস, তৃষ্ণা, অঙ্গবেদনা, দেহের জড়তা, বমি, ভ্রম, দেহসন্তাপ, শ্রমবোধ ও প্রলাপ এই সমস্ত রুগদাহ সন্নিপাতের লক্ষণ।

আগন্তুক সন্নিপাতের লক্ষণ,—গাত্রবেদনা, দেহ সন্তাপ, মস্তক কম্পন ও শ্বাস, আগন্তুক সন্নিপাতে এই সকল চিহ্ন দেখা যায়।

ভগ্ননেত্র সন্নিপাতের লক্ষণ,—ভগ্ননেত্র সন্নিপাতে রোগীর চক্ষু কোটরগত হয় এবং কর্ণে শোথ হইয়া থাকে। এই রোগে কম্পন, নিদ্রার আধিক্য, প্রলাপ, ভ্রম ও জ্বরাতিশয্য এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রক্তষ্ঠীব সন্নিপাতের লক্ষণ—যে সন্নিপাতে রক্তমিশ্রিত মুখস্রাব হইয়া থাকে, তাহাকে রক্তষ্ঠীব সন্নিপাত কহে। ইহাতে তৃষ্ণা, জ্বর, মোহ, জ্ঞানলোপ, বমি, ভ্রম, অঙ্গবেদনা ও শ্রম বোধ হইয়া থাকে। এই রোগে তরল মলনির্গম হয় এবং শরীরে শোণিতবর্ণ মণ্ডলাকার চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে।

শীতাঙ্গ সন্নিপাতের লক্ষণ,—তরল মলনিঃসরণ, কম্পন, কর্ণে শোঁ শোঁ অস্ফুট শব্দশ্রবণ, শ্বাস ও হস্তের উষ্ণত্ব এই সমস্ত শীতাঙ্গ সন্নিপাতের লক্ষণ, এই রোগে শরীর হিমের ন্যায় শীতল হইয়া থাকে।

প্রলাপসন্নিপাতের লক্ষণ,—দেহের উষ্ণতা, কম্পন, অঙ্গবেদনা, জ্ঞানলোপ, শরীরের দৌর্গন্ধ্য, এই সমস্ত প্রলাপ সন্নিপাতের লক্ষণ।

অভিন্যাস সন্নিপাতের লক্ষণ,—অগ্নিমান্দ্য, দুর্ব্বলত, জ্ঞানলোপ, বাক শক্তিনাশ, অনিদ্রা ও মুখশোষ এই সমস্ত অভিন্যাস সন্নিপাতের লক্ষণ। অধিক কি, এই সন্নিপাতে বায়ু পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ই প্রবল হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক জ্বরের ভোগকাল,—সিগ্রুক সন্নিপাতের ভোগ কাল সাত দিন, তান্ত্রিকের দশ দিন, চিত্তবিভ্রমের চল্লিশ দিন, কণ্ঠকুব্জির ত্রয়োদশ দিন, কর্ণিকের তিন মাস, জিহ্বগের ষোল দিন, রুগদাহের কুড়ি দিন, আগন্তুকের দশ দিন, ভগ্ননেত্রের আট দিন, রক্তষ্ঠীবের দশ দিন, শীতাঙ্গের বার দিন, প্রলাপের চতুর্দ্দশ দিন এবং অভিন্যাসের ভোগকাল এক পক্ষ নিরূপিত আছে।

সান্নিপাতিকের সাধ্যাসাধ্য কথন,—ত্রয়োদশবিধ সন্নিপাতের মধ্যে, কণ্ঠকুব্জ, জিহ্বক ও রুগ দাহ কষ্টসাধ্য, ভগ্ননেত্র, আগন্তুক, রক্তষ্ঠীব ও প্রলাপ প্রাণনাশক এবং অভিন্যাস সন্নিপাত দ্বিতীয় কৃতান্ততুল্য। শীতাঙ্গ সন্নিপাতে শরীর হিমবৎ শীতল হয়, ক্রমে ক্রমে সমস্ত শরীর একেবারে শীতল হইবামাত্র রোগীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়। সান্নিপাতিক জ্বরে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে চিকিৎসকগণ তাঁহাকে অসাধ্য বলিয়া জানিবেন। এই জ্বর সপ্তম, দশম অথবা দ্বাদশ দিবসে অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পরে হয় উপশম হইয়া থাকে, নচেৎ রোগীকে বিনাশ করে। চতুর্দ্দশ, অষ্টাদশ ও দ্বাবিংশ দিন পর্য্যন্ত রোগমুক্তির অথবা মৃত্যুর দিন নিরূপিত আছে। কর্ণমূলে শোথ হইলে এই রোগে কখন কখন রোগীকে মুক্ত হইতে দেখা যায়।

আগন্তুক জ্বরের লক্ষণ —কোনরূপ আঘাত, মন্ত্রাদি চালন, কাম ও ভূতাদির আবেশ অথবা ব্রাহ্মণাদি গুরু লোকের অভিসম্পাতে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আগন্তুক জ্বর কহে। জ্বর জন্মিবার পরে বাতাদি দোষের মধ্যে যাহার প্রকোপ দৃষ্ট হয়, তদ্দৃষ্টে চিকিৎসা করিবে;

প্রধানতঃ এই অষ্টবিধ জ্বরের লক্ষণ কথিত হইল। অতঃপর বিষজ, কামজ প্রভৃতি অন্যান্য জ্বরের লক্ষণ বিবৃত হইতেছে।——

বিষজ জ্বরের লক্ষণ,—মুখশোষ, মুখের বিবর্ণতা, তৃষ্ণা, ভোজনে অনিচ্ছা, মূর্চ্ছা, গাত্রবেদনা, তরল মলনির্গম, এই সমস্তই বিষজ জ্বরের লক্ষণ। বিষ ভক্ষণ করিলেই এই জ্বর উৎপন্ন হয়।

ওষধিঘ্রাণজ জ্বরের লক্ষণ,—শিরোরোগ, বমি, মূর্চ্ছা এই সকল ওষধিঘ্রাণজ জ্বরের চিহ্ন, অত্যুগ্র ঔষধাদির ঘ্রাণে এই জ্বরের উৎপত্তি হয়।

কামজ জ্বরের লক্ষণ,—আলস্য, চিত্তবিভ্রম, ভোজনে অনিচ্ছা প্রভৃতি কামজ জ্বরের লক্ষণ। কোন রমণীর সহিত রমণেচ্ছা প্রবল হইলে এই জ্বর উৎপন্ন হয়।

ভয়শোকাদিজ জ্বরের লক্ষণ,—ভয়, শোক ও কোপজনিত জ্বরে প্রলাপ ও কম্পন হইয়া থাকে। অভিঘাতোত্থ ও অভিচারোত্থ জ্বরে মোহ ও পিপাসা এবং ভূতাদির আবেশজনিত জ্বরে চিত্তোদ্বেগ, রোদন, কখন বা [illegible] কম্পন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিষম জ্বরকথন,—ঔষধাদি সেবন দ্বারা জ্বরের তরুণাবস্থা অতীত হইয়া যখন প্রাচীনাবস্থা হয়, যদি তখন রোগী অন্যায় আচরণ করে, তাহা হইলে সেই আচরণদোষে পুনরায় বায়ু পিত্ত ও কফাদি প্রকুপিত হয়, সুতরাং তাহারা রক্তাদি আশ্রয় করিয়া জ্বরের বিষমতা উৎপাদন করে, অর্থাৎ কোন্ সময় কখন কি ভাবে জ্বর হয়, তাহার স্থিরতা থাকে না, ইহাকেই বিষম জ্বর কহে।

বিষমজ্বরের ভেদ কথন—বিষমজ্বর ষড়বিধ, (১) সন্তত, (২) সতত, (৩) ঐকাহিক, (৪) তৃতীয়ক, (৫) চাতুর্থক এবং (৬) চাতুর্থক বিপর্য্যয়। এই ছয় প্রকার জ্বরের মধ্যে সন্তত জ্বর রসস্থ, সতত রক্তস্থ, ঐকাহিক মাংসধাতুস্থ, তৃতীয়ক মেদোধাতুস্থ এবং চাতুর্থক অস্থি ও মজ্জা উভয় ধাতুস্থ।

সন্তত জ্বরের লক্ষণ,—যে জ্বর সাত, দশ কিম্বা দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে থাকে, তাহার নাম সন্তত।

সতত জ্বরের লক্ষণ,—যে জ্বর দিন ও রাত্রির মধ্যে দুইবার প্রকাশ পায়, তাহাকে সতত জ্বর কহে।

ঐকাহিক জ্বরের লক্ষণ,—যে জ্বর এক দিবসের মধ্যে একবার মাত্র বেগ করে, তাহাকে ঐকাহিক জ্বর কহে।

তৃতীয়কজ্বরের লক্ষণ,—যে জ্বর এক দিন অন্তর হয় অর্থাৎ প্রতি তৃতীয় দিনে যে জ্বর হয়, তাহাকেই তৃতীয়ক জ্বর কহে। ইহারই নাম পালাজ্বর। তৃতীয়ক জ্বরে গ্রীবায় বেদনা হইলে পিত্তশ্লৈষ্মিক, পৃষ্ঠদেশে বেদনা হইলে বাতশ্লৈষ্মিক এবং মস্তকে বেদনা হইলে বাতপৈত্তিক বলিয়া জানিবে।

চাতুর্থক জ্বরের লক্ষণ,—যে জ্বর চতুর্থ দিবসে বেগ প্রকাশ করে, তাহাকে চাতুর্থক জ্বর কহে। এই জ্বরে জঙ্ঘাদেশে বেদনা জন্মিলে শ্লৈষ্মিক এবং মস্তকে বেদনা হইলে বাতজ বলিয়া জানিবে।

চাতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বরের লক্ষণ,—যে জ্বর উৎপন্ন হইলে ক্রমান্বয়ে দুই দিন উহার ভোগ থাকে এবং এক দিন বিচ্ছেদ থাকিয়া পুনরায় জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই চাতুর্থক বিপর্য্যয় জ্বর বলা যায়।

বলাসক জ্বরের লক্ষণ,—যে জ্বরের ভোগ প্রত্যহই অল্প অল্প পরিমাণে থাকে, শরীরে শোথ হয়, ক্রমশঃ দেহ দুর্ব্বল ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং শরীরে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি পায়, তাহাকেই বলাসক জ্বর কহে।

প্রলেপক জ্বরের লক্ষণ।—এই জ্বরে সর্ব্বদা শরীর ঘর্ম্মাক্ত, গুরু ও অল্প অল্প তাপযুক্ত থাকে এবং যাবৎ জ্বর ভোগ হয় তাবৎ রোগীর শীতানুভব হয়।

সংসর্গজ জ্বরের লক্ষণ।—সংসর্গজ জ্বর দুই প্রকার, প্রথম কফ ও বায়ু রসস্থ থাকিলে অগ্রে শীত উপস্থিত হইয়া জ্বর উৎপন্ন হয়, তৎপর ঐ কফ ও বায়ুর বেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে পিত্ত দাহ সমুৎপাদন করে। দ্বিতীয় ঐরূপ পিত্ত রসস্থ থাকিলে প্রথমে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইয়া জ্বর জন্মে, তৎপরে পিত্তের বেগ হ্রাস হইলে কফ ও বায়ু শীত সমুৎপাদন করে। উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত সংসর্গজ জ্বর অতি কষ্টে প্রশান্ত হইয়া থাকে।

রসধাতুগত জ্বরের লক্ষণ।—শরীরের গুরুত্ব, হৃদয়ের উৎক্লেশ, গাত্রের অবসন্নতা, বমি ও অরুচি এই সমস্ত রসধাতুগত জ্বরের লক্ষণ।

রক্তধাতুগত জ্বরের লক্ষণ।—রক্তোদ্গার, দাহ, মোহ, বমি, ভ্রম, প্রলাপ, ব্রণ, তৃষ্ণা, রক্তধাতুগত জ্বরে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মাংসগত জ্বরের লক্ষণ।—মাংসগত জ্বরে তৃষ্ণা, মলমূত্র নির্গম, অন্তর্দাহ, হস্তাদি চালন ও গ্লানি এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং দণ্ডাদি দ্বারা পীড়ন করিলে যেরূপ বেদনা জন্মে, জানুর অধোভাগে জঙ্ঘাস্থ মাংসের উপরিভাগে সেইরূপ বেদনা বোধ হয়।

মেদোগত জ্বরের লক্ষণ।—অত্যন্ত ঘর্ম্মনির্গম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, গাত্রে দৌর্গন্ধ্য, অরুচি, গ্লানি ও ক্রোধ এই সমস্ত মেদোগত জ্বরের চিহ্ন।

অস্থিগত জ্বরের চিহ্ন।—অস্থিগত জ্বরে অস্থিভঙ্গবৎ বেদনা, অস্থিসংকোচ, শ্বাস, বিরেক, বমি ও গাত্রবিক্ষেপ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মজ্জাগত জ্বরের লক্ষণ।—মজ্জাগত জ্বরে হিক্কা, কাস, বমি, শৈত্য, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস ও মর্ম্মভেদ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগীর বোধ হয় যেন সে গাঢ় অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে।

শুক্রগত জ্বরের লক্ষণ।—শুক্রগত জ্বরে শুক্র ও রক্তাদি ক্ষরিত হয় এবং পুরুষাঙ্গের স্তব্ধতা হইয়া থাকে, এই জ্বর মারাত্মক।

প্রাকৃত ও বৈকৃত জ্বর কথন।—বর্ষাকালে বায়ু, শরৎকালে পিত্ত এবং বসন্তকালে শ্লেষ্মা জ্বর উৎপাদন করে, ইহারই নাম প্রাকৃত জ্বর। এই নিয়মের বিপরীত হইলেই তাহাকে বৈকৃত জ্বর কহে। বৈকৃতজ্বর কষ্টসাধ্য।

বর্ষাকালে প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফের সহিত মিশ্রিত হইয়া, শরৎকালে প্রকুপিত পিত্ত কফের সহিত সংযুক্ত হইয়া এবং বসন্তকালে কফ, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে। এই সকল জ্বর স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অন্তর্ব্বেগ জ্বরের লক্ষণ,—অন্তর্ব্বেগ জ্বরে অন্তর্দ্দাহ, অত্যন্ত তৃষ্ণা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম সন্ধিভেদ, অস্থিবেদন, ঘর্ম্মরোধ, মলরোধ এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বহির্ব্বেগ জ্বরের লক্ষণ - বহির্ব্বেগ জ্বরে বহ্নদাহ অতিশয় পিপাসা, অযথা বাক্যালাপ, অল্পশ্বাস, অল্পভ্রম এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বর সুসাধ্য।

আমজ্বরের লক্ষণ,—আমজ্বরে মুখ হইতে লালা নির্গত হয়, শরীর গুরু ও স্তব্ধ হয়, সর্ব্বদা বমন জ্ঞান হয়, ক্ষুধা থাকে না অতিরিক্ত প্রস্রাব হয়, জ্বরের বেগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং অরুচি, মুখবৈরস্য, অপাক ও আলস্য এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়, এই অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বরবেগ আরও বৃদ্ধি পায়, সুতরাং এ অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

নিরামজ্বরের লক্ষণ,—নিরাম জ্বরে শরীর দুর্ব্বল ও লঘু বোধ হয়, জ্বরের বেগ অধিক থাকে না এবং দোষের পরিপাক, হাঁচির শুদ্ধতা ও অষ্টাহ পর্য্যন্ত দোষপ্রবৃত্তি এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়।

পচ্যমান জ্বরের লক্ষণ —তৃষ্ণা, প্রলাপ, ভ্রম, শ্বাস, মলপ্রবৃত্তি বমনবোধ এই সমস্ত পচ্যমান জ্বরের লক্ষণ। ইহাতে জ্বরবেগ অত্যন্ত প্রবল থাকে।

গম্ভীর জ্বরের লক্ষণ, গম্ভীর জ্বরে শ্বাস, কাস, তৃষ্ণা, অন্তর্দ্দাহ ও দোষের অত্যন্ত বদ্ধতা এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

জ্বরের উপদ্রব কথন,- কাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, ছর্দ্দি, (বমি) তৃষ্ণা, অতীসার বিট্‌গ্রহ (বিবদ্ধতাদি) হিক্কা, শ্বাস, অঙ্গভেদ এই দশটী জ্বরের উপদ্রব।

জ্বরে প্রথম ঔষধ সেবন করাইবার সময়,—যৎকালে জ্বরের বেগ অপেক্ষাকৃত অল্প থাকে, দেহ লঘু ও মলের প্রবৃত্তি হয়, অর্থাৎ যখন বিবেচনা করিবে যে জ্বরের পরিপাক হইয়াছে সেই সময়ে রোগীকে ঔষধ সেবন করাইবে।

জ্বরের সাধ্যাসাধ্যনির্ণয়।—যে ব্যক্তি বলিষ্ঠ, তাহার অল্প দোষে উৎপন্ন ও উপদ্রবশূন্য জ্বর হইলে আশু উপশম হইয়া থাকে। যে জ্বর আরম্ভ কালে সমুৎপন্ন ও বহুলক্ষণযুক্ত এবং যে জ্বর অত্যল্প কালমধ্যে ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত করে, তাহা প্রাণনাশক জানিবে। যে জ্বর প্রথম হইতেই বিষম ও দীর্ঘকালস্থায়ী এবং যে জ্বর গম্ভীর নামে অভিহিত, তাহাও প্রাণান্তকৃৎ সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল ও ক্ষীণদেহ, তাহার দীর্ঘকালানুবন্ধী জ্বর হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য। যে ব্যক্তি হিক্কা, শ্বাস ও মোহগ্রস্ত, পিপাসার্ত্ত, দুর্ব্বল, ক্ষীণদেহ, মাংসহীন ও যাহার চক্ষু কোটরগত, জ্বর তাহার পক্ষে প্রাণনাশকারী। যে জ্বরে রোগী চেতনাবিহীন ও মোহগ্রস্ত হয়, যে জ্বর বেগে কখন বা সমুত্থিত, কখন পতিত, কখন শীতার্ত্ত এবং কখন বা দেহাভ্যন্তরে উষ্ণ হয়, জ্বরবেগে যাহার দেহ রোমাঞ্চিত, নয়ন রক্তবর্ণ ও হৃদয় শূলপীড়িতবৎ বেদনাযুক্ত হয় এবং অবিরত মুখ হইতে শ্বাস পরিত্যাগ হইতে থাকে, যমপুরী তাহার নিকটবর্ত্তী জানিবে। দুর্ব্বল, মাংসহীন ও ক্ষীণদেহ ব্যক্তি জ্বরগ্রস্ত হইয়া বিলুপ্তেন্দ্রিয়, বিবর্ণ ও অরুচি-পীড়িত হইলে চিকিৎসায় তাহার শান্তির সম্ভাবনা নাই।

জ্বর মোচনের প্রথমাবস্থা অর্থাৎ আরোগ্য লাভের প্রথম চিহ্ন।—দাহ, ঘর্ম্ম, কিঞ্চিৎ ভ্রম, পিপাসা, কম্প, মলপ্রবৃত্তি, সংজ্ঞানাশ, মুহু মুহু শব্দ, শীত নাশ, মুখের দৌর্গন্ধ্য, জ্বরমোচনের প্রথমে এই সকল দেখা যায়।

জ্বরমোচনের দ্বিতীয়াবস্থা।—জ্বরমোচনের দ্বিতীয়াবস্থায় দেহের লঘুত্ব, হাঁচি ও আহারে অভিলাষ এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পায়।

জ্বরমুক্তির লক্ষণ।—রোগী জ্বর হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইলে শরীরের লঘুত্ব, মস্তকে কণ্ডু, মুখে বা ওষ্ঠে কোস্কা, হাঁচি, অন্ন ভোজনে ইচ্ছা, মনের শান্তি এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অরুচিরোগ।

বাতাদিভিঃ শোকভয়াতিলোভ-
ক্রোধৈর্ম্মনোঘ্নাশনরূপগন্ধৈঃ।

অরোচকাঃ স্যুঃ পরিহৃষ্টদন্তঃ
কষায়বক্ত্রশ্চ মতোঽনিলেন ॥

অরুচির কারণ,—বাতাদি দোষত্রয় এবং শোক, ভয়, লোভ, ক্রোধ, অপ্রিয় দ্রব্য ভোজন, অপ্রিয় রূপ দর্শন, দুর্গন্ধ আঘ্রাণ, এই সকল অরুচির কারণ।

বাতজনিত অরুচির লক্ষণ — অম্লদ্রব্য ভোজন করিলে দন্ত যেরূপ হইয়া থাকে, বাতজনিত অরুচিরোগীরও দন্ত সেইরূপ হয় এবং মুখ কষায় হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বাতজ অরোচকে বক্ষঃস্থলে এরূপ বেদনা হয় যেন শূল বিদ্ধ হইতে থাকে।

পিত্তজনিত অরুচির লক্ষণ,—মুখের তিক্তত্ব, অম্লত্ব, উষ্ণত্ব, বৈরস্য, ও দৌর্গন্ধ্য এই সমস্ত পিত্তজনিত অরুচির লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন গাত্র-বেদনা, পিপাসা ও দাহ হয়।

কফজনিত অরুচির লক্ষণ,—কফজনিত অরুচি হইলে মুখ মধুর, লবণরসযুক্ত, পিচ্ছিল, গুরু, শীতল ও গলদেশ শ্লেষ্মাযুক্ত বোধ হয় এবং কফস্রাব হইয়া থাকে।

শোকভয়াদিজ অরুচির লক্ষণ,—শোক, ভয়, লোভ, রোষ প্রভৃতি কারণে অরুচি জন্মিলে রোগীর মুখ কোনরূপ বিকৃত হয় না, কিন্তু আহারে অনিচ্ছা হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজনিত অরুচির লক্ষণ,—ত্রিদোষ জনিত অরুচিতে বাত, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এতদ্ভিন্ন ত্রিদোষজ অরোচকে মন ব্যাকুল হয়, শরীর জড়ভাবাপন্ন হয় ও দেহে নানারূপ বেদনা জন্মে।

অতীসার রোগ।

অতীসার নিরূপণ,—রস, জল, মূত্র, ঘর্ম্ম, কফ, মেদ, রক্ত এই সকল নানাবিধ কারণে প্রকুপিত হইয়া বায়ু দ্বারা পরিচালিত হওত মলযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে দাহ সমুৎপাদন পূর্ব্বক যে অতিশয় রূপে মল নিঃসারণ করে, তাহাকেই অতীসার কহে। ইহা একরূপ বিশেষ জ্বরবর্জ্জিত ব্যাধি।

অতীসার উৎপত্তির কারণ—স্নিগ্ধ, গুরু, রুক্ষ ও অত্যন্ত উষ্ণদ্রব্য ভোজন, লড্ডুকপিষ্টকাদি আহার, ক্ষীর—মৎস্যাদি ভোজন, গত দিবসে যাহা আহার করা হইয়াছে, তাহা পরিপাক হইতে না হইতে পুনরায় আহার করা, অনুচিত সময়ে আহার, কোন দিন অধিক এবং কোন দিন অল্প আহার, অর্থনাশ বা কোন আত্মীয়াদির মরণে বিলাপ করা, মলিন জলপান, মদ্যসেবন, মূত্রপুরীষাদির বেগ ধারণ, ক্রিমিদোষ এবং জলক্রীড়া, যে ঋতুতে যে দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ আছে, তাহার অপ্রতিপালন, এই সকল হেতুতেই অতীসার জন্মিয়া থাকে।

অতীসারের পূর্ব্ব লক্ষণ,—অতীসার হইবার পূর্ব্বে হৃদয়, নাভি, পায়ু, (মলদ্বার) উদর, কুক্ষি, এই সকল স্থানে বেদনা জন্মে, শরীর অবশ হয় এবং মলের সঙ্কোচ, উদরাধ্মান, ও অপরিপাক প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে।

অতীসারের ভেদকথন,—অতীসার ষড়বিধ, বায়ুজনিত, পিত্ত জনিত, কফজনিত, ত্রিদোষজ, শোকজনিত ও অপক্ক অন্নরসজনিত।

বায়ুজনিত অতীসারের লক্ষণ—বায়ুজনিত অতীসার জন্মিলে পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প ভেদ হয়, ঐ মল ঈষৎ কৃষ্ণমিশ্রিত রক্তবর্ণ, ফেনবিশিষ্ট, রুক্ষ ও অপক্ক। এই অতীসারে গুহ্যদ্বারে বেদনা হইয়া থাকে।

পিত্তাতিসারের লক্ষণ,—পিত্তজনিত অতীসারে রোগী তৃষ্ণার্ত্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। মল পীত, হরিৎ বা রক্তবর্ণ হয় এবং মলদ্বারে জ্বালা উপস্থিত হয়।

শ্লেষ্মাজনিত অতীসারের লক্ষণ,—কফজ অতীসারে রোগীর মল ঘন, কফমিশ্রিত, আমগন্ধপূর্ণ, শীতল ও শ্বেতবর্ণ হয় এবং শরীরে রোমহর্ষ অর্থাৎ রোমাঞ্চ জন্মিয়া থাকে।

ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক অতীসারের লক্ষণ,—ত্রিদোষজ অতীসারে বায়ু, পিত্ত ও কফজনিত অতীসার মাত্রেরই লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগীর বিষ্ঠা শূকরের বসার ন্যায় অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায় হইয়া থাকে। এই অতীসার চিকিৎসকের দুঃসাধ্য।

শোকাদিজ অতীসারের লক্ষণ,—অর্থনাশ বা আত্মীয়াদির বিনাশ হইলে শোকাদি বশতঃ লোকে আহার করিতে পারে না, অহোরাত্র

চিন্তা ও রোদন করাতে চক্ষু, নাসিকা ও মুখ হইতে যে সকল বাষ্পাদি নির্গত হয়, সেই জল বায়ু কর্তৃক কোষ্ঠে নীত হইয়া থাকে এবং কোষ্ঠাগ্নির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ক্রমে রক্ত দূষিত করিয়া ফেলে। ঐ রক্ত মলদ্বার দিয়া নির্গত হয়, উহার গন্ধ থাকে না, কোন কোন সময়ে গন্ধবিশিষ্টও দেখা যায় অথবা ঐ রক্তের সহিত কুচফল তুল্য বর্ণবিশিষ্ট বিষ্ঠা নির্গত হইয়া থাকে।

অপক্ক অন্নরসজনিত বা আমাতিসারের লক্ষণ,—অপক্ক অন্নরসজনিত অতীসারকেই আমজ অতীসার কহে। বাতাদি দোষত্রয় কুপথগামী হইয়া কোষ্ঠ ও রসাদি ধাতু সকল কুপিত করিয়া এই অতীসার জন্মায়, ইহাতে পুনঃ পুনঃ ভেদ হয়, ঐ মল নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট এবং মলদ্বারে শূলবেধবৎ বেদনা জন্মে।

রক্তাতিসারের লক্ষণ,—অধিক পরিমাণে আম ও রক্তমিশ্রিত মল নিঃসৃত হইলেই তাহাকে রক্তাতিসার বা আমরক্ত বলা যায়। এই অতীসারে প্রথমতঃ উদরে ও মলদ্বারে বেদনা হয় এবং আমমিশ্রিত সরল মল নিঃসৃত হইতে থাকে, তৎপরে যত পীড়া বৃদ্ধি পায়, ততই উদ্বেগ বাড়ে এবং মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়, নাড়ি সূক্ষ্ম ও উদর স্ফীত হইয়া উঠে, জিহ্বার মধ্যভাগ ক্লেদমিশ্রিত ও পার্শ্বভাগ শ্বেতবর্ণ, লোহিত বর্ণ, কটা অথবা কৃষ্ণবর্ণ হয়।

অতীসারের অসাধ্য চিহ্ন।

শ্বাসশূলপিপাসার্ত্তং ক্ষীণজ্বরনিপীড়িতং।
বিশেষেণ নরং বৃদ্ধমতীসারো বিনাশয়েৎ॥

অতীসাররোগী শ্বাস, শূল ও তৃষ্ণাদ্বারা প্রপীড়িত হইলে, ক্ষীণদেহ বা জ্বরাক্রান্ত হইলে বিশেষতঃ বৃদ্ধ হইলে তাহার প্রাণসংশয় জানিবে।

অতীসারের মুক্তি লক্ষণ বা আরোগ্য চিহ্ন।

যস্যোচ্চারং বিনা মূত্রং সম্যগ্বায়ুশ্চ গচ্ছতি।
দীপ্তাগ্নের্লঘুকোষ্ঠস্য স্থিতস্তস্যোদরাময়ঃ॥

মলভিন্ন সম্যক্‌রূপে মূত্রনির্গম, সম্যক্‌রূপে বায়ুনির্গম; অগ্নির দীপ্তি ও কোষ্ঠের লঘুতা হইলেই অতীসাররোগের নিবৃত্তি হইল জানিবে।

গ্রহণী রোগ।

অতীসারে নিবৃত্তেপি মন্দাগ্নেরহিতাশিনঃ।
ভূয়ঃ সংদূষিতো বহ্নির্গ্রহণীমভিদূষয়েৎ॥

গ্রহণীরোগের উৎপত্তির কারণ,—অতীসার রোগের শান্তি হইলে অথবা তাহার উপশম না হইতে হইতে মন্দাগ্নিবান্ ব্যক্তি অহিত ভোজন করিলে অগ্নি পুনরায় সংদূষিত হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে দূষিত করিয়া ফেলে, তাহাতেই গ্রহণীরোগের উৎপত্তি হয়।

গ্রহণীরোগের স্বরূপকথন,——বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ইহারা পৃথক পৃথক্ রূপে অথবা একত্রে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে গ্রহণী নাড়ী দূষিত হয়, সুতরাং ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইতে না হইতেই দুর্গন্ধ মলরূপে তরলভাবে বা কঠিনভাবে যে নিঃসৃত হয় এবং উদরে যে বেদনা বোধ হইতে থাকে, তাহাকেই গ্রহণী কহে।

গ্রহণী উৎপত্তির পূর্ব্বলক্ষণ,- পিপাসা, আলস্য, দুর্ব্বলতা, দেহসন্তাপ, ভুক্ত বস্তুর বহুবিলম্বে পরিপাক এবং দেহের গুরুত্ববোধ, গ্রহণী জন্মিবার পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

গ্রহণীর ভেদ কথন,—— গ্রহণী পঞ্চবিধ, —বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, ত্রিদোষজ ও সংগ্রহ।

বাতজ গ্রহণী উৎপত্তির কারণ —কষায়, কটু, তিক্ত, অত্যন্ত রুক্ষ ও বিরুদ্ধ দ্রব্য আহার, অল্পভোজন, অনাহার, পথপর্য্যটন, মূত্রপুরীষাদির বেগ রোধ এবং অধিক স্ত্রীসহবাস এই সকল কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া গ্রহণীরোগ উৎপাদন করে।

পিত্তজ গ্রহণী উৎপত্তির কারণ,——কটুদ্রব্য, দাহকর দ্রব্য, অম্ল ও ক্ষারদ্রব্য আহার করিলে পিত্ত প্রকুপিত হইয়া উদরাগ্নিকে বিনষ্ট করে, তজ্জন্যই পিত্তজনিত গ্রহণীর উৎপত্তি হয়।

কফজ গ্রহণী উৎপত্তির কারণ,——অত্যন্ত স্নিগ্ধ, অত্যন্ত শীতল, পিচ্ছিল, মধুর ও গুরু দ্রব্য আহার, অপরিমিত ভোজন এবং আহারান্তে শয়ন এই সকল কারণে শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া জঠরাগ্নি বিনষ্ট করত গ্রহণীরোগ জন্মায়।

বাতজ গ্রহণীর লক্ষণ,—বাতজনিত গ্রহণীরোগে সহজে অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক হয় এবং অন্নভোজনে স্পৃহা, তৃষ্ণা, শরীরের কৃশত্ব ও দুর্ব্বলত্ব, মুখবৈরস্য, মনের অবসাদ, বিবিধ রসযুক্ত দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা, পার্শ্ব ঊরু বঙ্ক্ষণ ও গ্রীবাতে বেদনা, অম্ল পাক, কর্ণে বিবিধ শব্দ শ্রবণ, মলদ্বারে বেদনা, দৃষ্টিশক্তির বাধা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আহারীর বস্তু জীর্ণ হইলে উদরে বেদনা জন্মে, কিন্তু আহার করিলেই স্বাস্থ্য অনুভূত হয়, কখন শুষ্ক কখন বা তরল অপক্ক ফেনযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হয়। এই রোগে শ্বাস, কাস, প্লীহা, বাতগুল্ম প্রভৃতি রোগ জন্মায়।

পিত্তজ গ্রহণীর লক্ষণ,—পৈত্তিক গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইলে রোগীর বর্ণ পীত আভাবিশিষ্ট হয়, অজীর্ণ মল নির্গত হইয়া থাকে, তাহাতে পীত ও নীল আভা দৃষ্ট হয়, রোগীর কোষ্ঠপ্রদেশে ও হৃদয়ে দাহ, তৃষ্ণা ও অরুচি জন্মে এবং সর্ব্বদা উদ্গার উঠে, সেই উদ্গার অম্ল ও দুর্গন্ধ মিশ্রিত।

শ্লৈষ্মিক গ্রহণীর লক্ষণ,—শ্লৈষ্মিক গ্রহণীরোগে বমি, অরুচি, মুখ-মাধুর্য্য, মুখের লিপ্ততা, হৃদয়ের ভার উদরের গুরুত্ব, নাসাস্রাব ও বিকৃত এবং মধুর উদ্গার এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। যে মল নির্গত হয়, উহা অপক্ক, শ্লেষ্মামিশ্রিত, ভেদযুক্ত ও গুরু। এই রোগে রোগী কৃশ না হইলেও তাহাকে দুর্ব্বল ও অলস করিয়া ফেলে এবং মৈথুন-সময়ে হর্ষ জন্মে না।

ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক গ্রহণীর লক্ষণ,—ত্রিদোষজ গ্রহণীরোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ গ্রহণীর লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সংগ্রহ গ্রহণীর লক্ষণ,—সংগ্রহ গ্রহণী সহজে অনুমান করা অতি কঠিন, উহা চিকিৎসার অসাধ্য, অধিক কি, উহা নিঃশেষরূপে উপ-শমিত হয় না। এই রোগ দিবাভাগে অধিক প্রবল থাকে, কিন্তু রাত্রিতে শান্তি পায়। এই রোগীর বিষ্ঠা তরল, শ্বেতবর্ণ, পিচ্ছিল, স্নেহযুক্ত, ও অপক্ক হয়; প্রত্যহ, দশ দিন পরে, বার দিন পরে, পক্ষপরে বা মাসান্তেও ঐরূপ মল নির্গত হইয়া থাকে। মল প্রবৃত্তির সময় কটি-দেশে ও মলদ্বারে বেদনা জন্মে।

অজীর্ণরোগ।

অত্যম্বু পানাদ্বিষমাশনাচ্চ
সংধারণাৎ স্বপ্নবিপর্য্যয়াচ্চ।
কালেঽপি সাত্ম্যং লঘু চাপি ভুক্ত-
মন্নং ন পাকং ভজতে নরস্য ॥

অজীর্ণরোগের কারণ,—অধিক জলপান, কোন দিন অধিক কোন দিন বা অল্প আহার, মূত্রপুরীষাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা ও রাত্রি জাগরণ এবং যথাসময়ে অল্প পরিমাণে সাত্ম্য দ্রব্য আহার এই সকল হেতুতে আহারীয় বস্তু পরিপাক প্রাপ্ত হয় না; তাহাতেই অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি হয়।

অজীর্ণরোগের সাধারণ লক্ষণ,—শরীরের গ্লানি, ভ্রম, জঠরের স্ফীততা, পুনঃ পুনঃ বায়ু নিঃসরণ, দেহের গুরুত্ব ও বিবর্ণতা এই সকলই অজীর্ণরোগের সাধারণ লক্ষণ।

অজীর্ণের ভেদকথন,—অজীর্ণ ত্রিবিধ;—আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ।

আমাজীর্ণের লক্ষণ,—দেহের গুরুত্ব, বমনতুল্য বোধ, গণ্ড ও অক্ষিকূটে শোথ, অনম্ল ও মধুর উদ্গার, এই সকল আমাজীর্ণের লক্ষণ। মধুর রস-সমন্বিত অন্ন আহার করিলে ঈষৎ পরিপাকান্তে যে রস জন্মায়, তাহাকে আম কহে, সেই আম বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করত যে অজীর্ণ উৎপাদন করে, তাহারই নাম আমাজীর্ণ।

---

* উদরাগ্নি চতুর্ব্বিধ,——মন্দাগ্নি, তীক্ষ্ণাগ্নি, বিষমাগ্নি ও সমাগ্নি। শ্লেষ্মা হেতু মন্দাগ্নি, পিত্ত জন্য তীক্ষ্ণাগ্নি, বায়ু হেতু বিষমাগ্নি এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সমতা হেতু সমাগ্নি। মন্দাগ্নির দোষে সামান্য ভুক্ত বস্তুও জীর্ণ হয় না, তীক্ষ্ণাগ্নিপ্রভাবে অপরিমিত ভুক্ত বস্তুও পরিপাক পায়; বিষমাগ্নি প্রভাবে ভুক্ত বস্তু কখন শীঘ্র পরিপাক পায়, কখন বিলম্বে পরিপাক হয় আর সমাগ্নি প্রভাবে পরিমিত মাত্রায় ভুক্ত বস্তু পরিপাক পায়। সর্ব্বাপেক্ষা সমাগ্নিই উত্তম। মন্দাগ্নি দ্বারা শ্লেষ্মজ রোগ, তীক্ষ্ণাগ্নি দ্বারা পৈত্তিক রোগ এবং বিষমাগ্নি দ্বারা জ্বর, অতীসার প্রভৃতি বায়ুজনিত রোগ জন্মে।

বিদগ্ধাজীর্ণের লক্ষণ,—বিদগ্ধাজীর্ণ পিত্ত হইতে সমুৎপন্ন। ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পিত্তজনিত বিবিধ বেদনা, ধূম ও অম্লমিশ্রিত উদ্গার, স্বেদ ও দাহ এই সকলই ইহার লক্ষণ। ভুক্ত অন্ন কিঞ্চিৎ পরিপাক পাইয়া অম্লভাব ধারণ করিলে যে অজীর্ণ জন্মে, তাহাকেই বিদগ্ধাজীর্ণ কহে।

বিষ্টব্ধাজীর্ণের লক্ষণ,—এই অজীর্ণ বায়ু হইতে উৎপন্ন। এই রোগে শূলতুল্য বেদনা, আধ্মান, বিবিধ বাতজনিত বেদনা, মলের অপ্রবৃত্তি, বায়ুর অপ্রবৃত্তি, উদরস্তম্ভ, মোহ, অঙ্গপীড়ন এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ভুক্ত অন্ন কিঞ্চিৎ পচ্যমান হইয়া দূষিত হওত উদরে বদ্ধ হইয়া যে অজীর্ণ উৎপাদন করে, তাহাকেই বিষ্টব্ধাজীর্ণ বা বিষ্টব্ধাজীর্ণ কহে।

অজীর্ণরোগের অসাধ্যকথন,—অজীর্ণরোগে মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখ ও নাসিকা হইতে কফস্রাব, দেহাবসাদ ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব লক্ষিত হইলে সে রোগ চিকিৎসার অসাধ্য।

অজীর্ণরোগের আরোগ্য চিহ্ন,—দেহের লঘুত্ব, পিপাসা, ক্ষুধা, অম্লশূন্য ও ধূমহীন উদ্গার, সরল মলমূত্র নির্গম, কার্য্যে উৎসাহিতা এই সকলই অজীর্ণ রোগের মুক্তির লক্ষণ জানিবে। অর্থাৎ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই জানিবে যে, রোগী অজীর্ণ রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

অজীর্ণ হইতে অন্যান্য রোগের উৎপত্তি কথন,—আমাদি ত্রিবিধ অজীর্ণ হইতেই বিসূচিকা, অলসক ও বিলম্বিকা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, যদি অজীর্ণ রোগে কুক্ষিতে অত্যন্ত বেদনা হয়, কুক্ষিস্থ আবদ্ধ বায়ু যদি হৃদয় হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত গমন করে, যদি রোগী মোহগ্রস্ত হইয়া রোদন করিতে থাকে, তৃষ্ণার্ত্ত হয়, ও উদ্গার তুলিতে থাকে এবং মল ও অধোবায়ুর নিরোধ হয়, তাহা হইলে তাহাকেই অলস বলে আর ভুক্ত অন্ন কফ ও বায়ু দ্বারা দূষিত হইলে যে বমন ও বিরেচনের নিরোধ হয়, তাহাকে বিলম্বিকা রোগ বলা যায়।

ক্রিমিরোগকথন।

অজীর্ণভোজী মধুরাম্লনিত্যো
দ্রবপ্রিয়ঃ পিষ্টগুড়োপভোক্তা।
ব্যায়ামবর্জী চ দিবাশয়ানো
বিরুদ্ধভুক্ সংলভতে ক্রিমীংস্তু ॥

ক্রিমিরোগের কারণ,—মধুরাম্ল বস্তু, দ্রবদ্রব্য, পিষ্টক ও গুড় ভক্ষণ, বিরুদ্ধ বস্তু আহার, ব্যায়ামত্যাগ, দিবাশয়ন, এই সমস্ত কারণে ক্রিমিরোগ উৎপন্ন হয়।

পুরীষজ ক্রিমির কারণ ও লক্ষণ,—মাষকলাই, পিষ্টক, লবণ, গুড়, শাক ও অম্ল ভোজন করিলে পুরীষজ ক্রিমির উৎপত্তি হয়; ইহারা পক্বাশয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যখন আমাশয়োন্মুখ হয়, তখন রোগী মলগন্ধবিশিষ্ট উদ্গার ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। এই সকল ক্রিমি বিবিধাকৃতি ও বিবিধ বর্ণ, ইহারা বিপথগামী হইলে মলভেদ, শূল, উদরস্তম্ভ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শরীরের পাণ্ডুত্ব ও কৃশত্ব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং মলদ্বারে কণ্ডু জন্মিয়া থাকে। এই সকল ক্রিমি নামভেদে পঞ্চবিধ; যথা— ককেরুক, মকেরুক, সৌসুরাদ, মসূলাখ্য ও লেলিহ।

রক্তজ ক্রিমির লক্ষণ ও কারণ,—সংযোগবিরুদ্ধ, অজীর্ণকর ও শাকাদি ভক্ষণ করিলে রক্তজ ক্রিমির উৎপত্তি হয়। এই সকল ক্রিমি পাদবিহীন ও গোলাকৃতি; তন্মধ্যে কতকগুলি এত সূক্ষ্ম যে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহারা নামভেদে ষড়্‌বিধ; যথা—কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমদ্বীপ, উডুম্বর, সৌরস ও মাতৃ।

কফজ ক্রিমির লক্ষণ ও কারণ,—মৎস্য, মাংস, দধি, ক্ষীর, গুড় ও অম্ল ভোজনদ্বারা কফজ ক্রিমির উৎপত্তি হয়। এই সকল ক্রিমি আমাশয়ে উৎপন্ন হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিচরণ করে; ইহাদের মধ্যে কেহ গোল, কেহ বিস্তৃত, কেহ জলৌকাবৎ, কেহ বা ধান্যাঙ্কুর সদৃশ, কেহ দীর্ঘ, কেহ সূক্ষ্ম, কেহ শ্বেত, কেহ বা তাম্রবর্ণ। এই রোগে মুখ হইতে লালাস্রাব, মুখে [illegible] অরুচি, জ্বর, আনাহ, কণ্ডু, (হাঁচি), নাসাস্রাব প্রভৃতি উপদ্রব হয়।

এই সকল ক্রিমি নামভেদে সাতপ্রকার; যথা—অন্ত্রাদ, উদরাবেষ্ট, হৃদয়াদ, মহাগুদ, চুরুক, দর্ভকুসুম ও সুগন্ধ।

অর্শরোগকথন।

দোষাস্ত্বঙ্মাংসমেদাংসি সংদূষ্য বিবিধাকৃতীন্।
মাংসাঙ্কুরানপানাদৌ কুর্ব্বন্ত্যর্শাংসি তান্ জগুঃ॥

অর্শের স্বরূপ নির্ণয়।—বায়ুপিত্তাদি দোষসকল ত্বক্, মাংস ও মেদ দূষিত করিয়া মলদ্বারে যে বিবিধরূপ মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাকেই অর্শ কহে।

অর্শের ভেদ কথন,—অর্শ ছয় প্রকার; যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ, শোণিতজ ও সহজ।

অর্শরোগের কারণ,—উপবাস, অধিক ব্যায়াম, শীতলদেশে বাস, শোক, অধিক রৌদ্র ও বায়ু সেবন, মদ্যপান, অতিরিক্ত নারীসঙ্গম, অপরিমিত ভোজন এবং কষায়, কটু, তিক্ত, রুক্ষ, শীতল ও লঘু দ্রব্য ভক্ষণ, এই সকল কারণে বাতজ অর্শ জন্মে। উষ্ণপ্রধান দেশে বাস, উষ্ণ ঔষধ, উষ্ণ পানীয়, উষ্ণ অন্নপ্রভৃতি ভক্ষণ, ক্রোধ প্রকাশ, অতিরিক্ত সুরাপান, রৌদ্রসেবন, অন্যের উন্নতিদর্শনে হিংসা এবং কটু ও অম্ল দ্রব্য ভোজন, এই সকল কারণে পিত্তজ অর্শ জন্মে। দিবানিদ্রা, নিরন্তর শয্যায় অবস্থিতি, বিনা কার্য্যে নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা, মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, লবণাক্ত, অম্ল ও গুরুপাক দ্রব্য ভক্ষণ, এই সকল কারণে কফজ অর্শ জন্মে। এই ত্রিবিধ অর্শের উৎপত্তির কারণে যে অর্শ হয়, তাহাকে ত্রিদোষজ অর্শ বলে এবং ঐ ঐ কারণেও সহজ অর্শ জন্মে। শরীরে রক্তাধিক্য হইলেই শোণিতজ অর্শের উৎপত্তি হয়।

অর্শরোগের পূর্ব্বলক্ষণ,—অর্শ জন্মিবার পূর্ব্বে শরীর ক্ষীণ ও অবসন্ন হয়, বল থাকে না, যাহা আহার করা যায়, তাহা জীর্ণ হয় না, উদ্গার উঠে, উদরমধ্যে গুর্ গুর্ শব্দ হয় ও কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না।

বাতজ অর্শের লক্ষণ,—বাতজ অর্শে রোগীর উরু, উরুর উপরিস্থিত সন্ধিস্থান, কটি, স্কন্ধ, পার্শ্ব, উদর, বক্ষঃ ও মস্তকে বেদনা হয়; কাস, শ্বাস, ও মন্দাগ্নি জন্মে; হাঁচি হয় ও উদ্গার উঠিতে থাকে; কর্ণে অস্পষ্ট শব্দ-প্রতীতি হয়, ভ্রম উপস্থিত হয়, মল, মূত্র, নেত্র, বদন, গাত্রচর্ম্ম, নখ সমস্ত কৃষ্ণ-

বর্ণ হয় এবং রোগী যে মল পরিত্যাগ করে, তাহা গ্রন্থিবিশিষ্ট, পিচ্ছিল ও কঠিন এবং অল্পপরিমিত, অতি কষ্টে রোগীর মল নির্গত হয় এবং মল-নির্গমসময়ে শব্দ হইতে থাকে।

পিত্তজ অর্শের লক্ষণ,—পিত্তজ অর্শরোগে রোগীর অরুচি, মোহ, ঘর্ম ও দাহ জন্মিয়া থাকে, মল নানাবর্ণ হয় এবং কখন কখন পিত্তমিশ্রিত মল নির্গত হইতে দেখা যায়। এই রোগে রোগীর মল, মূত্র, নখ ও গাত্রচর্ম্ম পীত, হরিদ্রাবর্ণ অথবা শ্যামবর্ণ হয়।

কফজ অর্শের লক্ষণ,—কফজ অর্শে রোগীর অরুচি, নাসাস্রাব, মূত্রকৃচ্ছ্র, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, মস্তক আর্দ্রবস্ত্রাবৃত বলিয়া বোধ হয়; স্ত্রীসহবাসে ইচ্ছা থাকে না, উরুর উপরিস্থিত সন্ধিস্থানে বেদনা হয়, অগ্নিমান্দ্য জন্মে; বমি বা বমিবোধ হয়, এই রোগ হইলে কখন কখন অতীসার ও গ্রহণী প্রভৃতি জন্মিতেও দেখা যায়। অঙ্কুরের মুখ দিয়া জলস্রাব হয় এবং কঠিন মল অতিক্লেশে নির্গত হয়।

ত্রিদোষজ ও সহজ অর্শের লক্ষণ,—ত্রিদোষজ ও সহজ অর্শরোগে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং শোণিতজ অর্শরোগে কঠিন মলনির্গম হয়, মাংসাঙ্কুর দিয়া উষ্ণ রক্ত ক্ষরিত হয়, রোগীর শরীর পীতবর্ণ হয়, গাত্রচর্ম্ম কর্কশ হয়, শিরাসমূহ শিথিল হয়, রোগী কৃশ ও নিরুৎসাহ হয়; তাহার ইন্দ্রিয় বিকল হয় এবং অতীসার জন্মে, রোগীর অম্ল দ্রব্য সেবনে ও শৈত্য সেবনে অভিলাষ হইয়া থাকে।

মাংসাঙ্কুর (বলির) লক্ষণ,—বলি বাহ্যস্থ ও অভ্যন্তরস্থ উভয়বিধ হইয়া থাকে। বাতজ অর্শের বলির মাংসাঙ্কুর ধূম বা ঈষৎ শোণিতবর্ণ, কঠিন, অপিচ্ছিল, কর্কশ ও সূক্ষ্মাগ্র। কোন কোনটার মুখ সমান নয়, কোন কোনটার মুখ প্রকাশিত, কোন কোনটা বণকার্পাসফলের ন্যায়, কোন কোনটা কদম্বফুলের ন্যায়, কোন কোনটা শ্বেত সর্ষপের তুল্য। এই মাংসাঙ্কুরে অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে।

পিত্তজ অর্শের মাংসাঙ্কুরের মুখ দিয়া তরল শোণিতস্রাব হয়, উহার মুখ নীলবর্ণ এবং পীত, কৃষ্ণ ও শোণিতাভাযুক্ত। ঐ সকল মাংসাঙ্কুর শুকজিহ্বার ন্যায়, কোন কোনটা যকৃৎপিণ্ডের ন্যায়, কোন কোনটা বা জলৌকার মুখের ন্যায়।

কফজ অর্শের মাংসাঙ্কুর শ্বেতবর্ণ দীর্ঘ, স্থূল ও বেদনাযুক্ত; উহার মূল বিস্তৃত। এই সকল অঙ্কুর বর্তুল ও কণ্ডুযুক্ত, উহা স্পর্শ করিলে রোগীর স্বাস্থ্যবোধ হইয়া থাকে। ঐ সকল অঙ্কুর গরুর বাঁটের ন্যায়, কোন কোনটা কণ্টকিফলের বীজের ন্যায় এবং কোনটা বা বংশাঙ্কুর সদৃশ। উহা এত কঠিন যে, রোগীর মলনির্গম সময়ে অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, তথাপি সেই বেগে উহা কাটিয়া যায় না।

সহজ অর্শ ও ত্রিদোষজ অর্শের মাংসাঙ্কুর গুলি উক্ত ত্রিবিধলক্ষণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। শোণিতজ অর্শের অঙ্কুরের লক্ষণ সমস্ত পিত্তজ অর্শের ন্যায়। ঐ সকল অঙ্কুর বটাঙ্কুর সদৃশ, কোন কোনটা গুঞ্জাফলের ন্যায় এবং কোন কোনটা প্রবালতুল্য।

অর্শের সাধ্যাসাধ্য কথন,—যে অর্শরোগে অতীসার, শোথ ও গুহ্য দিয়া শোণিত ক্ষরিত হয়, যে অর্শরোগী তৃষ্ণার্ত্ত, অরুচিবিশিষ্ট ও শূলবৎ বেদনাযুক্ত হয়, তাহার রোগ তাহাকে নিহত করে। হৃদয়ে বা পার্শ্বে বেদনা, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের নাশ, বমি, গাত্রবেদনা, জ্বর, তৃষ্ণা, গুহ্যের পক্কতা এই সকল উপদ্রব অর্শরোগীর মৃত্যুর কারণ। যে রোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে শূলবেধবৎ বেদনা জন্মে এবং কর, চরণ বদন, নাভি, গুহ্য ও অণ্ডকোষে শোথ হয়, তাহার অর্শ অসাধ্য বলিয়া জানিবে।

ভগন্দর।

গুদস্য দ্ব্যঙ্গুলে ক্ষেত্রে পার্শ্বতঃ পীড়কার্ত্তিকৃৎ।
ভিন্নো ভগন্দরো জ্ঞেয়ঃ স চ পঞ্চবিধো মতঃ॥

ভগন্দরের স্বরূপনির্ণয় ও ভেদ কথন,- গুহ্যদ্বারের চারিদিকে দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে বেদনাবিশিষ্ট যে পীড়কা অর্থাৎ ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হয় এবং যাহা কালক্রমে পক্ক হইয়া তন্মধ্যগত রন্ধ্রযোগে গুহ্যদ্বারের পথের সহিত একত্রিত হইয়া থাকে, তাহাকেই ভগন্দর রোগ কহে। ভগন্দর পঞ্চবিধ; যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও উন্মার্গী।

ভগন্দরপঞ্চকের কারণ ও লক্ষণ,—বাতজ ভগন্দরে কষায় রুক্ষদ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া গুহ্যদ্বারে পীড়কা জন্মায়। ঐ পীড়কা পাকিলে তাহা হইতে শোণিতবর্ণ ফেন ক্ষরিত হয় এবং তন্মধ্য দিয়া

বিষ্ঠা, মূত্র ও রেতঃ স্খলিত হইয়া থাকে, সুতরাং রোগ জন্মিবার প্রথমেই প্রলেপাদি দ্বারা উহা প্রশমিত করা উচিত। বাতজ ভগন্দরের পীড়কা বহু-সংখ্যক ও ছিদ্রযুক্ত হয় বলিয়া উহাকে শতপোনক ভগন্দরও বলে।

পিত্তজ ভগন্দরের কুস্কুড়িগুলি উষ্ট্রের গ্রীবার ন্যায় হয় বলিয়া উহাকে উষ্ট্রগ্রীব বা উষ্ট্রশিরোধর বলে। পিত্ত কুপিত হইয়া গুহ্যদ্বারে ঐ সকল কুস্কুড়ি জন্মায়। উহার মধ্য দিয়া উষ্ণ পূঁয বহির্গত হয়, উহা শীঘ্রই পাকিয়া উঠে।

কফজ ভগন্দরে কফ কুপিত হইয়া গুহ্যদ্বারে পীড়কা জন্মায়। ঐ সকল পীড়কা কঠিন ও শুভ্র, উহার মধ্য দিয়া ঘন পূঁজ নির্গত হয়, উহাতে অল্প অল্প বেদনা বোধ হয় এবং চুলকাইয়া থাকে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া যে ভগন্দরের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই ত্রিদোষজ ভগন্দর কহে। এই ভগন্দরের পীড়কা গরুর বাঁটের ন্যায় হয়, উহাতে বেদনা বোধ হয় এবং উহা দিয়া বিবিধবর্ণ পূঁয বহির্গত হইয়া থাকে। ঐ পীড়কার মধ্যগত ছিদ্র শম্বুকের আবর্ত্তের ন্যায় হয় বলিয়া উহাকে শম্বুকাবর্ত্ত ভগন্দরও বলিয়া থাকে।

নখ বা কণ্টকাদি দ্বারা মলদ্বারের সন্নিহিত কোন স্থান ক্ষত হইলে যদি তাহাতে নালী হয় এবং ঔষধাদি দ্বারা তাহা আরোগ্য করা না হয়, তাহা হইলে উহা মলদ্বারে গিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে তাহাতে কৃমি উৎপন্ন হইয়া বহু ছিদ্র করে, ঐ সকল ছিদ্র দিয়া বিষ্ঠা ও মূত্র নির্গত হয়, উহাকে উন্মার্গী ভগন্দর কহে।

ভগন্দরের অসাধ্যাদি কথন,—যে ভগন্দরে মল, মূত্র রেতঃ ও কৃমি নির্গত হয়, তাহা প্রাণনাশী; ত্রিদোষজ ও উন্মার্গী ভগন্দর অসাধ্য এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত প্রশমিত হইতে পারে।

উপদংশ (গরমি)।

হস্তাভিঘাতান্নখদন্তপাতাৎ
অধাবনাদত্যুপসেবনাদ্বা।
যোনিপ্রদোষাচ্চ ভবন্তি শিশ্নে
পঞ্চোপদংশা বিবিধোপচারৈঃ ॥

উপদংশের স্বরূপনির্ণয়, কারণ ও ভেদকথন,—লিঙ্গে হস্তাঘাত লাগিলে, মর্দ্দন করিলে, লিঙ্গ নখবিদ্ধ হইলে, অপরিষ্কৃত রাখিলে, অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস করিলে, ক্ষারধৌত জলে ও উষ্ণ জলে লিঙ্গ ধৌত করিলে, ব্রহ্মচারিণীগমন করিলে অথবা যোনিদোষে গরমি রোগ উৎপন্ন হয়। গরমি পাঁচ প্রকার ; যথা,—বাতজ, পিত্তজ, রক্তজ, কফজ ও ত্রিদোষজ।

উপদংশের লক্ষণ,—উপদংশ রোগে লিঙ্গনালে অগ্রে বেষ্টনচর্ম্মের নিম্নে উচ্চ মাংসবেষ্টনের নিম্নে ফুস্কুড়ি হইয়া থাকে। বাতজ গরমির ফুস্কুড়ি বেদনাবিশিষ্ট, পিত্তজ গরমির ফুস্কুড়ি জ্বালাযুক্ত, রক্তজ গরমির ফুস্কুড়ি মাংসের ন্যায় বর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ ও শোণিতস্রাবযুক্ত, কফজ গরমির ফুস্কুড়ি পাণ্ডু পুঁজস্রাবযুক্ত এবং ত্রিদোষজ গরমির ফুস্কুড়ি বাতজ, পিত্তজ ও কফজ গরমির ফুস্কুড়ির ন্যায় লক্ষণযুক্ত হয়। বাতজ উপদংশে লিঙ্গ কম্পিত হয়, পিত্তজ গরমির স্ফোটক জ্বালা করে, রক্তজ উপদংশে পিত্তজ উপদংশের ন্যায় লক্ষণ হয়, কফজ উপদংশে লিঙ্গ স্ফীত হয় ও প্রস্রাবের সহিত রেত স্খলিত হইয়া থাকে।

উপদংশের অসাধ্যাদি কথন,—উপদংশ রোগে চিকিৎসা না করাইয়া অনবরত স্ত্রীসহবাস করিলে ক্রমে লিঙ্গে জ্বালা ও শোথ হয় এবং ফুস্কুড়িগুলিতে ক্রিমি জন্মে, কালক্রমে লিঙ্গ ক্ষয় হয়, ঐ রোগ প্রাণনাশক। গরমি রোগে কীটকর্তৃক লিঙ্গনাল ভক্ষিত হইয়া মুষ্কমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে আর সেই রোগের উপশমের প্রত্যাশা থাকে না।

কাসরোগ।

ধূমোপঘাতাদ্রসতস্তথৈব
ব্যায়ামরুক্ষান্ননিষেবনাচ্চ।
বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য
বেগাবরোধাৎ ক্ষবথোস্তথৈব।
প্রাণো হ্যুদানানুগতঃ প্রদুষ্টঃ
সংভিন্নকাংস্যস্বনতুল্যঘোষঃ।

নিরেতি বক্ত্রাৎ সহসা সদোষো
মনীষিভিঃ কাস ইতি প্রদিষ্টঃ ॥

কাসের স্বরূপ কথন,—নাসিকাদি দ্বারা দেহাভ্যন্তরে ধূম প্রবিষ্ট হইলে, অধিক ব্যায়াম করিলে, রুক্ষ অন্ন ভোজন করিলে, প্রাণবায়ু প্রকুপিত হইয়া উদান বায়ুর অনুগত হওয়াতে ভগ্ন কাংস্যর ন্যায় শব্দ পূর্ব্বক দোষের সহিত যে বহিষ্কৃত হয়, তাহাকেই কাস রোগ কহে।

কাসের ভেদ কথন,—কাস পঞ্চবিধ,—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ক্ষত-জনিত ও ক্ষয়জ।

কাস জন্মিবার পূর্ব্বরূপ,—কাস জন্মিবার পূর্ব্বে গলদেশ ও রসনা কণ্টকাবৃত বলিয়া বোধ হয়, কণ্ঠে কণ্ডু জন্মে এবং অরুচি হয় ও যাহা ভোজন করা যায়, তাহা সহজে অধঃকরণ হয় না।

বাতজ কাসের লক্ষণ,—বাতজন্য কাসরোগে রোগীর বক্ষঃস্থল, হৃদয়, শিরঃ, উদর ও পার্শ্বে বেদনা জন্মে, মুখ শুষ্ক হয়, বলের হ্রাস হয়, স্বরের তেজ থাকে না, নিয়ত শুষ্ক কাস নির্গত হয় এবং রোগীর স্বরভেদ ও কাস-বেগ জন্মে।

পৈত্তিক কাসের লক্ষণ,—পৈত্তিক কাসে জ্বর, বক্ষঃস্থলে দাহ, মুখের শুষ্কতা ও তিক্ততা, তৃষ্ণা, পীতবর্ণ বমি ও কটু কাস, এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই রোগে রোগী পাণ্ডুবর্ণ ও দাহ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক কাসের লক্ষণ,—শ্লৈষ্মিক কাসে মুখ লিপ্ত হয়, দেহ অবসন্ন হয়, মস্তক বেদনাবিশিষ্ট হয়, দেহ শ্লেষ্মায় পরিপূর্ণ হয শরীর ভারি বোধ হয়, অরুচি ও কণ্ডু জন্মে এবং কাসের সহিত গাঢ় কফ নির্গত হইয়া থাকে।

ক্ষতজ কাসের লক্ষণ —অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস, ভারবহন, পথপর্য্যটন, যুদ্ধ, অশ্ব ও গজগ্রহণ, এই সকল কারণে উরঃ ক্ষত হইলে কুপিত বায়ু উহা লক্ষ্য করিয়া কাস জন্মায়, ইহাকেই ক্ষতজ কাস বলে। এই রোগে প্রথমতঃ শুষ্ক কাস হইয়া ক্রমে উদ্গীরণ হয। রোগীর কণ্ঠে অত্যন্ত বেদনা জন্মে, বক্ষঃস্থল ভগ্নবৎ ও শূলবিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, স্পর্শ করিলে ক্লেশ ও সন্তাপ বোধ হয়, সন্ধিস্থানে বেদনা জন্মে এবং রোগী জ্বর, শ্বাস, পিপাসা ও স্বরভঙ্গে আক্রান্ত হয়। মধ্যে মধ্যে এরূপ বেগে কাস হয় যে, রোগী পারাবতের ন্যায় অস্ফুট শব্দ করিতে থাকে।

ক্ষয়জ কাসের লক্ষণ।—ক্ষয়জ কাসে রোগীর শরীর শুলবেদনাযুক্ত হয় এবং রোগী জ্বর, দাহ, মোহ ও দুর্ব্বলতায় অভিভূত হইয়া থাকে। ইহাতে ধাতুশোষ হওয়াতে বলের হ্রাস ও মাংস ক্ষীণ হয়, কাসের সহিত পূজমিশ্রিত শোণিত উঠিতে থাকে। ক্ষয়জ কাসের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশিত হইলে সেই রোগীকে চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করা দুঃসহ। অনিয়মিত ভোজন, অসময়ে ভোজন, অতিরিক্ত স্ত্রীসংসর্গ, মূত্র পুরীষের বেগ ধারণ এই সকল কারণে ঘৃণাযুক্ত ও শোকদগ্ধ ব্যক্তির দোষ দ্বারা অগ্নি দূষিত হইলে বায়ু, পিত্ত ও কফ দুষ্ট হইয়াই এই ক্ষয়জ কাস জন্মাইয়া থাকে।

কাসের অসাধ্যাদি কথন,—ক্ষীণ ব্যক্তির ক্ষয়জ কাস হইলে তাহা প্রাণান্তকারী; কিন্তু বলবান ব্যক্তির হইলে যাপ্য থাকে, কখন কখন আরোগ্য লাভ করিতেও দেখা যায়। যদি ঐ কাস অল্প দিবসের হয় এবং রোগী, সেবক, বৈদ্য, ও ঔষধ শাস্ত্রবিহিত হয়, তাহা হইলে রোগ হইতে মুক্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় জরাজনিত কাস হইলে তাহা যাপ্য থাকে। পূর্ব্বে যে বাতাদি ত্রিবিধ কাসের উল্লেখ হইয়াছে, চিকিৎসকেরা তন্মধ্যে সাধ্যকে আরোগ্য করিবেন এবং যাপ্যকে পথ্যাদি দ্বারা প্রশান্ত করিয়া রাখিবেন।

যক্ষ্মা ও ক্ষতরোগাদি কথন।

বেগরোধাৎ ক্ষয়াচ্চৈব সহসাদ্বিষমাশনাৎ।
ত্রিদোষো জায়তে যক্ষ্মাগদো হেতুচতুষ্টয়াৎ॥

যক্ষ্মার স্বরূপনির্ণয়,—মল মূত্রাদির বেগরোধ, ধাতুক্ষয়, অতিরিক্ত সাহস প্রকাশ, অনিয়মিত আহার এই কারণচতুষ্টয়ে বায়ু পিত্তাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া যক্ষ্মারোগ উৎপাদন করে। বিশেষতঃ কফদোষে রসবাহী শিরা সকল রুদ্ধ হইলে এবং অতিশয় স্ত্রীসহবাস দ্বারা শুক্রক্ষয় হইলে ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাহাতেই এই রোগ জন্মিয়া ক্রমে ক্রমে মনুষ্যকে শুষ্ক করিয়া ফেলে। মনুষ্যকে শুষ্ক করে বলিয়াই যক্ষ্মাকে শোষ ও ক্ষয় রোগও বলিয়া থাকে এবং পূর্ব্বকালে চন্দ্র রাজার এই পীড়া জন্মিয়াছিল বলিয়া ইহা রাজযক্ষ্মা নামেও অভিহিত হয়।

যক্ষ্মা উৎপত্তির প্রথম লক্ষণ,—যক্ষ্মা জন্মিবার পূর্বে কাস, স্বাস, বমনাদি জন্মে, বমি হয়, মুখ হইতে কফস্রাব হয়, পীনস অর্থাৎ নাসিকা-স্রাব হয়, নয়ন শ্বেতবর্ণ হয়, নিদ্রার আধিক্য জন্মে, গাত্র আর্দ্র থাকে, তালুশোষ হয়, মাংস ভক্ষণে ও মৈথুনে বাসনা জন্মে। এরূপ ভ্রম জন্মে যে, বোধ হয় যেন, সম্মুখে শুষ্কনদী ও দাবাগ্নি দগ্ধ ভস্মীভূতপ্রায় বৃক্ষ সকল উপস্থিত হইতেছে আর স্বপ্নে রোগীর বোধ হয় যেন সে বায়স, শুক, শল্লকী, ময়ূর, শকুনি, বানর ও কৃকলাস ইহাদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

যক্ষ্মার লক্ষণ,—যক্ষ্মা জন্মিলে সাধারণতঃ করপদ জ্বালা করে, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশে দাহ বোধ হয় এবং সর্ব্বদা দেহে জ্বর বিদ্যমান থাকে। কোন কোন মতে কাস, জ্বর ও রক্তপিত্ত এই তিনটী যক্ষ্মার সাধারণ লক্ষণ।

পিত্তজনিত যক্ষ্মায় জ্বর, তাপ, অতিসার ও রক্তাগম, বাতজনিত যক্ষ্মায় স্বরভঙ্গ, স্কন্ধ ও পার্শ্বসংকোচ, শূল এবং কফজনিত যক্ষ্মায় মস্তকের গুরুত্ব, অন্নাদিতে অরুচি, কাস ও কণ্ঠভেদ এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায়।

যক্ষ্মার অসাধ্যাদি কথন,—উল্লিখিত লক্ষণের মধ্যে যে কোনরূপ লক্ষণযুক্তই হউক না কেন, রোগী দুর্ব্বল ও মাংসহীন হইলে চিকিৎসক তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবেন। সকল প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইলেও যদি রোগীর দেহ সবল ও মাংসযুক্ত থাকে, তাহাকে চিকিৎসা করা যাইতে পারে। যে রোগী ক্ষীণ হইয়াও অধিক ভোজন করে, কিম্বা রোগী অতীসারগ্রস্ত অথবা যে রোগীর কোষে ও উদরে শোথ হয়, তাঁহাকে বৈদ্যগণ পরিত্যাগ করিবেন। যে রোগীর নেত্র শ্বেতবর্ণ হয়, অন্নে দ্বেষ জন্মে, ঊর্দ্ধশ্বাস দ্বারা কষ্ট পায় এবং অতিক্লেশে প্রস্রাব পরিত্যাগ করে, অথচ তখন ভূরিপরিমাণে মূত্র নির্গত হয়, সে রোগীর জীবনের আশা থাকে না। যে রোগী লোভহীন, মলমূত্র ক্রিয়াদি সহ্য করণে সক্ষম, যাহার দেহে অবিচ্ছেদে জ্বর থাকে এবং যাহার দেহ কৃশ না হইয়াছে, সেই যক্ষ্মারোগীই চিকিৎসার যোগ্য ও সাধ্য।

অন্যান্যবিধ ক্ষয়রোগের লক্ষণ।—অধিক স্ত্রীসংসর্গ করিলে যে ক্ষয় জন্মে, তাহাতে লিঙ্গ ও কোষে বেদনা হয়, সঙ্গমকালে বহু বিলম্বে রেতঃস্খলিত হয় আর ঐ রেতের সহিত ঈষৎ শোণিত সংলগ্ন থাকে। এই রোগে রোগীর দেহ পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং দিন দিন ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

শোক হেতু ক্ষয় রোগ জন্মিলে মৈথুনজনিত ক্ষয়ের যাবতীয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু শুক্রক্ষয় হয় না এবং রোগীর অঙ্গ দিন দিন শিথিলতা প্রাপ্ত হয় এবং হৃদয় চিন্তায় নিমগ্ন থাকে।

বার্দ্ধক্য হেতু ক্ষয় রোগ জন্মিলে শরীর বিবর্ণ হয়, শুষ্ক কাস জন্মে, ইন্দ্রিয় শক্তির হ্রাস হয়, মনে উৎসাহ থাকে না, নেত্র মুখ ও চক্ষু স্রাব হয়, শরীরের গুরুত্ব জন্মে, বুদ্ধির হ্রাস হয়, বল বিনষ্ট হয়, কোন কর্ম্ম-করণেই ক্ষমতা থাকে না, দেহ কাঁপিতে থাকে, অরুচি জন্মে এবং ভগ্ন কাংস্যপাত্রে আঘাত করিলে যেরূপ শব্দ হয়, রোগীর স্বরও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

অধিক পথ হাঁটিলেও ক্ষয়রোগ জন্মে, তাহাতে রোগীর মূত্রাধার, গলা ও মুখ শুষ্ক হয়, শরীরের কোন স্থান স্পর্শ করিলে সে স্পর্শশক্তি অনুভব করিতে পারে না এবং করপদাদি চালনে অক্ষম হয়।

অধিক ব্যায়ামজনিত শোষ জন্মিলে পথগমনজনিত শোষের লক্ষণ এবং উরঃক্ষত রোগে যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে, তৎসমুদায় দৃষ্ট হয়; কিন্তু উরঃক্ষতে ক্ষত থাকে, ইহাতে তাহা হয় না।

এতদ্ভিন্ন ব্রণরোগীর ব্রণ হইতে অধিক রক্ত ক্ষরিত হইলে, ব্রণে অত্যন্ত বেদনা জন্মিলে এবং অত্যন্ত যাতনা হইলে শোষরোগ জন্মে; কিন্তু তাহা চিকিৎসার অসাধ্য।

উরুঃক্ষত রোগ।

বৃহৎ নদী সন্তরণদ্বারা পার হওয়া, বলবান্ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ, ধাবমান অশ্বের সহিত গমন, দ্রুতবেগে দূর স্থানে গমন, ধাবমান বৃষ ঘোটকাদি জন্তুকে ধরিয়া নিগ্রহ করিতে যত্ন করা, শিলা, যষ্টি বা অস্ত্রাদি দ্বারা সবলে শত্রুকে প্রহার করা, অধিক ভারবহন, [illegible]

ধনুরাকর্ষণ অধিক উচ্চৈঃস্বরে পুস্তকাদি পাঠ, জলযোদ্ধা মুক্তা, উচ্চ(?) উচ্চ স্থান হইতে নিম্নে পতন, এই সকল কারণে অথবা মল্লযুদ্ধাদি দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হইলে বক্ষঃস্থলে ক্ষতরোগ জন্মে, তাহাকেই উরঃক্ষত রোগ কহে। এতদ্ভিন্ন যে ব্যক্তি অত্যন্ত মৈথুনে আসক্ত থাকে এবং অল্প ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন করে, তাহার বক্ষঃ ভগ্ন হইয়া যায়; তাহাতে তাহার পার্শ্ববেদনা, শোষ, কম্প জন্মে এবং ক্রমে ক্রমে বলক্ষয়, বীর্য্যনাশ, অরুচি, বৈবর্ণ্য, মন্দাগ্নি, জ্বর, বেদনা, তরল মল-নির্গম প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। ক্ষতরোগীর বক্ষঃস্থলে বেদনা ও শোণিত বমন হয় আর অত্যন্ত কাস জন্মিয়া থাকে।

ক্ষীণরোগীর যে মূত্র নিঃসরণ হয়, তাহাতে রক্ত মিশ্রিত থাকে এবং রোগীর পার্শ্ব, পৃষ্ঠ ও কটিতে বেদনা জন্মে।

উরঃক্ষতাদির সাধ্যাসাধ্য কথন।—বলবান্ ব্যক্তির ক্ষত জন্মিলে অথচ তাহা অল্পদিনের হইলে, অল্প লক্ষণবিশিষ্ট হইলে এবং মন্দাগ্নি না জন্মিলে বৈদ্য(?) তাহাকে চিকিৎসাদ্বারা প্রশমিত করিতে পারেন। যদি উহা একবৎসরের পীড়া হয়, তাহা হইলে চিকিৎসা করিলে যাপ্য(?) থাকে, কিন্তু সমগ্র লক্ষণ প্রকাশিত হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য জানিবে।

হিক্কা রোগ।

মুহুর্ম্মুহুর্বায়ুরুদেতি সস্বনো
যকৃৎপ্লীহান্ত্রাণি মুখাদিব ক্ষিপন্।
স ঘোষবানাশু হিনস্ত্যসূন্ যত-
স্ততস্তু হিক্কেত্যভিধীয়তে বুধৈঃ।

হিক্কার স্বরূপ নির্ণয়।—শরীরস্থ উদানবায়ু দূষিত হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ গমনে যকৃৎ প্লীহাদিগকে মুখ দ্বারা যেন আবর্ষণ পূর্ব্বক শব্দ সহকারে গমন করে, তাহাকেই হিক্কা রোগ কহে।

হিক্কা ও শ্বাসের উৎপত্তির কারণ,—যে সকল দ্রব্য বিদাহী, গুরুপাক, অজীর্ণকর, রুক্ষ, শ্লেষ্মকর, তাহা ভোজন করিলে, শীতল পানীয় পান করিলে, শীতল বস্তু ভোজন করিলে, শীতল স্থানে বাস করিলে, নাসাদিদ্বারা শরীরমধ্যে ধূম প্রবিষ্ট হইলে, অধিক রৌদ্র ও অধিক বায়ু সেবন করিলে, অধিক ব্যায়াম, ভারবহন ও পথপর্য্যটন করিলে, মূত্র পুরীষাদির বেগ ধারণ করিলে এবং উপবাস করিলে হিক্কা ও শ্বাস কাসের উৎপত্তি হয়।

হিক্কার ভেদকথন,—বায়ু কফের অনুগত হইয়া পঞ্চবিধ হিক্কা উৎপাদন করে, যথা,—অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহাহিক্কা।

হিক্কা উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বাবস্থা,—হিক্কা জন্মিবার অগ্রে কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থলের গুরুত্ব, বদনের কষায়ত্ব এবং কুক্ষির আটোপ অর্থাৎ উদরমধ্যে গুর্ গুর্ শব্দ হয়।

অন্নজা হিক্কার লক্ষণ,—অধিক অন্নভোজন ও অধিক জলাদি পান করিলে ক্রুদ্ধ বায়ু ঊর্দ্ধগামী হইয়া যে হিক্কা জন্মায়, তাহাকেই অন্নজা হিক্কা বলে।

যমলা হিক্কার লক্ষণ,—বহুক্ষণের পর প্রতিবারে দুই দুইটী করিয়া বেগ দিলে তদ্দ্বারা যে হিক্কা জন্মে, তাহাকে যমলা হিক্কা বলে। ঐ বেগ সময়ে শিরঃ ও গ্রীবা কম্পিত হয়।

ক্ষুদ্রা হিক্কার লক্ষণ,—বহুকালের পর অল্পমাত্র বেগদ্বারা কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল হইতে শব্দ করিয়া যে হিক্কা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ক্ষুদ্রা হিক্কা বলে।

গম্ভীরা হিক্কার লক্ষণ,—নাভিদেশ হইতে গম্ভীর শব্দপূর্ব্বক অনেক উপদ্রববিশিষ্ট যে ভয়ানক হিক্কা জন্মে, তাহাকে গম্ভীরা হিক্কা কহে।

মহাহিক্কার লক্ষণ,— মর্ম্মস্থান সকল পীড়িত করিয়া এবং সমুদায় গাত্র কম্পিত করিয়া যে হিক্কা জন্মে, তাহারই নাম মহাহিক্কা। (বস্তি, হৃদয় ও মস্তককে মর্ম্মস্থান বলে।)

হিক্কার সাধ্যাসাধ্য কথন।

আয়ম্যতে হিক্কতো যস্য দেহো
দৃষ্টিশ্চোর্দ্ধং নাম্যতে যস্য নিত্যং।
ক্ষীণোঽন্নদ্বিট্ ক্ষৌতি যশ্চাতিমিত্রং
তৌ দ্বৌ চান্ত্যৌ বর্জ্জয়েদ্ধিক্কমানৌ॥
অতিসঞ্চিতদোষস্য ভক্তচ্ছেদকৃশস্য চ।
ব্যাধিভিঃ ক্ষীণদেহস্য বৃদ্ধস্যাতিব্যবায়িনঃ॥
আসাং যা সা সমুৎপন্না হিক্কা হন্ত্যাশু জীবিতং।
যমিকা চ প্রলাপার্ত্তিমোহতৃষ্ণাসমন্বিতা।
অক্ষীণশ্চাপ্যদীনশ্চ স্থিরধাত্বিন্দ্রিয়শ্চ যঃ।
তস্য সাধয়িতুং শক্যা যমিকা হন্ত্যতোঽন্যথা॥

হিক্কার সময় যাহার দেহ আকুঞ্চিত হয়, দৃষ্টি উর্দ্ধ দিকে বিস্তৃত হয়, অন্নে যাহার অরুচি জন্মে, দেহ ক্ষীণ হয় ও সর্ব্বদা হিক্কার বেগ হইয়া থাকে, সেই রোগীর হিক্কা এবং পঞ্চবিধ হিক্কার মধ্যে শেষোক্ত দুই অর্থাৎ গম্ভীরা ও মহাহিক্কা চিকিৎসার সাধ্যাতীত। অন্নজা, যমলা ও ক্ষুদ্রা হিক্কা সাধ্য, কিন্তু যে ব্যক্তি কৃশ, ব্যাধিকর্ত্তৃক ক্ষীণদেহ, বৃদ্ধ, অরুচিবান্, সঞ্চিত দোষদ্বারা আক্রান্ত ও অত্যন্ত মৈথুনাসক্ত, তাহার যে কোন হিক্কাই হউক্ না কেন, চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না। অপিচ প্রলাপ, বেদনা, মোহ ও তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট হইলে যমলা হিক্কাও অসাধ্য; পরন্তু যে ব্যক্তির চিত্ত সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যাহার দেহ ক্ষীণ নহে, যাহার ধাতু বিষমতা প্রাপ্ত হয় নাই এবং যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয় স্থির অর্থাৎ বিকল নহে, তাহার যমলা হিক্কা চিকিৎসায় প্রশমিত হয়।

শ্বাসরোগ।

যথা স্রোতাংসি সংরুধ্য মারুতঃ কফপূর্ব্বকঃ।
বিশ্বগ্‌ব্রজতি সংরুদ্ধস্তদা শ্বাসান্ করোতি সঃ।
উদ্ধূয়মানবাতো যঃ শব্দবদ্দুঃখিতো নরঃ।
উচ্চৈঃ শ্বসিতি সংরুদ্ধো মত্তর্ষভ ইবানিশং॥

শ্বাস রোগের উৎপত্তি নিরূপণ ও স্বরূপনির্ণয়,——কফপ্রধান বায় যখন অন্নাদিবাহী স্রোত সকলকে সংরুদ্ধ করিয়া বিপথগামী হওত সর্ব্বতঃ প্রসৃত হয়, তখনই শ্বাসরোগ জন্মে। উদ্ধূয়মান অর্থাৎ ঊর্দ্ধ-ভাগে নীয়মান বায়ু সশব্দ হইলে সেই ব্যক্তি কাতর হইয়া বদ্ধ মত্ত বৃষের ন্যায় সতত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে, তাহাকেই শ্বাসরোগ বা হাঁপানি কহে।

শ্বাসরোগ জন্মিবার পূর্ব্বলক্ষণ,—শ্বাস উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে হৃৎ-ব্যথা, শূল, আধ্মান, (বেদনাযুক্ত উদরস্ফীতি), আনাহ, (মূত্র পুরীষ রোধ,) মুখবৈরস্য ও ললাটে বেদনা এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

শ্বাসের প্রকারভেদ,—শ্বাস পঞ্চবিধ, -মহা, ঊর্দ্ধ, ছিন্ন, তমক ও ক্ষুদ্র। বায়ু হইতে মহা, ঊর্দ্ধ ও ক্ষুদ্র, কফ বায়ু ও পিত্ত হইতে ছিন্ন এবং শ্লেষ্মা হইতে তমক শ্বাসের উৎপত্তি হয়।

মহাশ্বাসের লক্ষণ,—মহাশ্বাসে রোগীর জ্ঞান বিজ্ঞান সকলই নষ্ট হয়, লোচন বিভ্রান্ত হয় মুখ ও চক্ষু বিস্তৃতিপ্রাপ্ত হয়, মলমূত্র রুদ্ধ হইয়া থাকে, রোগীর বাক্যপ্রয়োগে তাদৃশ শক্তি থাকে না, রোগী ...বেগে দীনভাবে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে। এই রোগীকে অচিরে বিপদাপন্ন হইতে হয়।

ঊর্দ্ধশ্বাসের লক্ষণ,—যে ব্যক্তি বহুদিন যাবৎ ঊর্দ্ধশ্বাস পরি-ত্যাগ করে, সে অধঃশ্বাস গ্রহণে সমর্থ হয় না, তাহার মুখস্রোত কফে আবৃত থাকায় বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ক্লেশ প্রদান করে, তাহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধগামী হয়, সুতরাং তাহার চক্ষু বিচলিত হইয়া থাকে, সে বিভ্রান্তনেত্র হইয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করে। সে মোহগ্রস্ত ও বেদ-নার্ত্ত হয়, তাহার মুখ শুষ্ক হইয়া যায়। ক্রমে ঐ ঊর্দ্ধশ্বাস অত্যন্ত

প্রকুপিত হইলে রোগীর অধঃশ্বাস নিরোধ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি মোহগ্রস্ত ও গ্লানিবিশিষ্ট এই ঊর্দ্ধ্বশ্বাস তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করে।

ছিন্নশ্বাসের লক্ষণ,—ছিন্নশ্বাস হইলে সেই রোগী থামিয়া থামিয়া যতদূর সাধ্য বলের সহিত শ্বাস পরিত্যাগ করে, কোন কোন সময়ে অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক বেদনা বোধ হইলে শ্বাস ত্যাগ করে না। এই রোগী আনাহ, ঘর্ম্ম, মূর্চ্ছা, বস্তিদাহ, সজলনেত্রতা, ক্ষীণতা, একচক্ষুর রক্তবর্ণতা, মনের চাঞ্চল্য, মুখের শুষ্কতা, বৈবর্ণ্য, প্রলাপ এই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে। এই শ্বাসে রোগীর অঙ্গ শিথিল হইয়া যায়, সুতরাং সে প্রাণবিসর্জন করে।

তমকশ্বাসের লক্ষণ,—বায়ু বিপরীতভাবে স্রোতসমূহে গমন করিলে শির ও গ্রীবাদেশ আশ্রয় করে, তাহাতে কফ কুপিত হয়, সুতরাং পীনস ছর্দ্দি প্রভৃতি জন্মে। সেই সময় শ্লেষ্মাদ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে সবেগে ঘুর্ ঘুর্ শব্দ করিয়া হৃদয়ে ক্লেশকর শ্বাস জন্মিয়া থাকে। ইহাকেই তমকশ্বাস কহে। অন্ধকার দর্শনে যেরূপ উদ্বেগ বোধ হয়, এই রোগে রোগীর তদ্রূপ বোধ হইয়া থাকে। কোন কার্য্যকরিতে সামর্থ্য থাকে না, কাসিতে কাসিতে বেগে মোহ প্রাপ্ত হইতে হয়। শুষ্ক কাসি হওয়াতে তাহার বড় কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু কাসিতে কাসিতে কফ উঠিলে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবোধ করিয়া থাকে। কথা কহিতে রোগীর কষ্ট হয় এবং কণ্ঠে কণ্ডু জন্মে। শয়ন করিতে রোগীর কষ্ট বোধ হয়, শয়ন করিলে পার্শ্বে বেদনা জন্মে। উপবেশন করিলে রোগীর কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য বোধ হইয়া থাকে। এই রোগে রোগী উষ্ণতা প্রিয় বোধ করে। এই রোগে নয়ন স্ফীত হয়, ললাটে স্বেদ নির্গত হয়, কম্পনবৎ বেদনা জন্মে, মুখ শোষ হয়, মুহুর্মুহু শ্বাসবেগ জন্মে, হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে যেরূপ দেহ বিচলিত হয়, এই রোগেও সেইরূপ গাত্রচালনা হইয়া থাকে। মেঘ দর্শনে এবং শীতলদ্রব্য ও পূর্ব্বদিক্‌স্থিত বায়ুসেবনে এই রোগের বৃদ্ধি হয়। এই শ্বাস যাপ্য, কিন্তু অল্পদিনের হইলে সাধ্য।

তমকশ্বাসে পীড়িত ব্যক্তি জ্বর ও মূর্চ্ছাদ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহাকে প্রতমক শ্বাস কহে। ইহাকে সন্তমকশ্বাসও বলে। আমাশয়ে ধূলিপ্রবেশ, অজীর্ণ, ব্যায়ামাধিক্য, মূত্রপুরীষের বেগধারণ, এই সকল

...এই শ্বাস জন্মে। অন্ধকারে এই শ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ... দ্বারা শান্তি হইয়া থাকে।

ক্ষুদ্রশ্বাসের লক্ষণ,—রুক্ষদ্রব্য সেবন করিলে এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে কোষ্ঠস্থিত বায়ু দূষিত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় এবং তাহাতেই ক্ষুদ্র শ্বাস জন্মে, ইহাতে অল্প অল্প লক্ষণ মাত্র প্রকাশ পায়। অন্যান্য শ্বাসের ন্যায় ইহা তাদৃশ ক্লেশপ্রদ নহে।

হিক্কা শ্বাসের মারকত্বকথন।

কামং প্রাণহরা রোগা বহবো ন তু তে তথা।
যথা শ্বাসশ্চ হিক্কা চ হরতঃ প্রাণমাশু চ ॥

হিক্কা ও শ্বাসে যেরূপ অচিরে জীবন বিনিষ্ট করে, অন্যান্য প্রাণনাশক রোগ তাদৃশ আশু মারাত্মক নহে।

স্বরভেদরোগ।

অত্যুচ্চভাষণবিষাধ্যয়নাভিঘাত-
সন্ধর্ষণৈঃ প্রকুপিতাঃ পবনাদয়স্তু।
স্রোতঃসু তে স্বরবহেষু গতাঃ প্রতিষ্ঠাং
হন্যুঃ স্বরং ভবতি চাপি হি ষড়্‌বিধঃ সঃ।
বাতাদিভিঃ পৃথক্ সর্ব্বৈর্মেদসা চ ক্ষয়েন চ ॥

স্বরভেদের কারণ ও স্বরূপ নির্ণয়,—অতি উচ্চৈঃস্বরে বাক্যপ্রয়োগ, বিষভক্ষণ, উচ্চৈঃস্বরে অধ্যয়ন, কণ্ঠে লগুড়াদিদ্বারা প্রহার, এই সকল কারণে বাতাদি দোষসকল ক্রুদ্ধ হইয়া স্বরবাহী স্রোতসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে স্বরের যে বিকৃতি জন্মে, তাহাকেই স্বরভঙ্গ রোগ কহে।

স্বরভেদ রোগের ভেদকথন,—এই রোগ ছয় প্রকার,—বাতজনিত, পিত্তজনিত, শ্লেষ্মাজনিত, ত্রিদোষজ, মেদোজনিত ও ক্ষয়জনিত।

বাতজনিত স্বরভেদের লক্ষণ।—বাতজনিত স্বরভেদ জন্মিলে নেত্র, বদন, মূত্র ও পুরীষ কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং স্বর গর্দ্দভের তুল্য কর্কশ হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত স্বরভেদের লক্ষণ।—পিত্তজনিত স্বরভেদে নেত্র, মূত্র, বদন, বিষ্ঠা পীতবর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং বাক্য প্রয়োগ সময়ে গলদেশে দাহ জন্মে।

শ্লেষ্মজ স্বরভেদের লক্ষণ।—শ্লেষ্মজন্য স্বরভেদে কণ্ঠ কফে অবরুদ্ধ থাকে, রোগীর স্বর নিশাভাগে বদ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু দিবসে অল্পাল্প পরিমাণে কথা কহিতে পারে।

ত্রিদোষজনিত স্বরভেদের লক্ষণ।—বাত, পিত্ত ও কফজনিত স্বরভেদে যে যে লক্ষণ হয়, সান্নিপাত স্বরভেদেও তৎসমস্ত লক্ষণ, দৃষ্ট হইয়া থাকে এই স্বরভেদ চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না।

ক্ষয়জ স্বরভেদের লক্ষণ।—ধাতু ক্ষয় হইলে যে স্বরভেদ জন্মে, তাহা-কেই ক্ষয়জ স্বরভেদ কহে। এই রোগে বাক্য প্রয়োগের সময় কণ্ঠে বেদনা বোধ হয়, রোগী অল্পমাত্র কথা কহিতে পারে এবং কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গত হইলে যেরূপ বোধ হয়, রোগীরও তদ্রূপ বোধ হইয়া থাকে। এই রোগ চিকিৎসায় অসাধ্য।

মেদোজনিত স্বরভেদের লক্ষণ।—মেদোজনিত স্বরভেদ হইলে রোগীর কথা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় না। গলদেশ শ্লেষ্মা ও মেদ দ্বারা জড়িত থাকে এবং রোগী তৃষ্ণার্ত্ত হয়।

স্বরভেদের অসাধ্যকথন।

ক্ষীণস্য বৃদ্ধস্য কৃশস্য বাপি।
চিরাৎস্থিতো যশ্চ সহোপজাতঃ।
মেদস্বিনঃ সর্ব্বসমুদ্ভবশ্চ
স্বরাময়ো যো ন স সিদ্ধিমেতি॥

যে ব্যক্তি ক্ষীণ, বৃদ্ধ, কৃশ তাহার বহুদিনের স্বরভেদ অথবা জন্মাবধি আজন্ম সেই স্বরভেদ জন্মিয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা দুশ্চিকিৎস্য; ত্রিদোষজ স্বরভেদ ও বহুমেদোযুক্ত মনুষ্যের স্বরভেদ অসাধ্য।

পাণ্ডুরোগ।

পাণ্ডুর স্বরূপ নির্ণয়,—যে রোগে শরীরস্থ চর্ম্ম পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায়, তাহাকেই পাণ্ডু রোগ কহে।

পাণ্ডু রোগের কারণ,—অম্ল, লবণাক্ত, তীক্ষ্ণ মদ্য ও মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে, অধিক পরিশ্রম করিলে, দিবসে অধিক নিদ্রিত হইলে বাতাদি দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগ উৎপত্তির পূর্ব্বাবস্থা,—পাণ্ডুরোগ জন্মিবার অগ্রে শরীর অসবন্ন হয়, মুখ হইতে পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন নির্গত হইতে থাকে, নেত্রগোলকে শোথ জন্মে, মল ও মূত্র পীতবর্ণ হয়, অজীর্ণ জন্মে এবং দেহচর্ম্ম ঈষৎ বিদীর্ণ হইয়া যায়।

পাণ্ডুরোগের ভেদকথন,—পাণ্ডু পঞ্চবিধ,—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষজ, ত্রিদোষজ ও মৃত্তিকাভক্ষণজ।

বাতজনিত পাণ্ডুর লক্ষণ,--বাতজনিত পাণ্ডুরোগে মল, মূত্র, নেত্র, মুখ ও চর্ম্ম কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ এবং রুক্ষ হয়, রোগীর কুক্ষিদেশে বন্ধনবৎ পীড়া জন্মে এবং কম্প, ভ্রমি প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

পিত্তজনিত পাণ্ডুর লক্ষণ,—যাহার পিত্তজনিত পাণ্ডুরোগ জন্মে, তাহার নেত্র, মূত্র, মল ও চর্ম্ম পীতবর্ণ হয় এবং রোগী তৃষ্ণা, জ্বালা, জ্বর ও মলভেদে আক্রান্ত হয়।

কফজ পাণ্ডুর লক্ষণ, শ্লেষজ পাণ্ডুরোগে রোগীর নেত্র, মূত্র, মল ও চর্ম্ম শ্বেতবর্ণ হয় এবং আলস্য, নিদ্রাতুরের ন্যায় গ্লানি, শোথ, শরীরের গুরুত্ব এই সকল লক্ষণ দেখা যায়।

ত্রিদোষজ পাণ্ডুর লক্ষণ,—তৃষ্ণা, বমি, অরুচি, বমিবোধ, জ্বর, ক্ষীণতা, ক্লান্তি, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, এই সকল ত্রিদোষজনিত পাণ্ডুর চিহ্ন। এই পাণ্ডু অচিকিৎস্য।

মৃত্তিকাভক্ষণজ পাণ্ডুর লক্ষণ,—মৃত্তিকাভক্ষণ করিলে যে পাণ্ডু জন্মে, তাহাকেই মৃত্তিকাভক্ষণজ পাণ্ডু কহে। মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে বায়ুপিত্তাদি দোষের যে কোন একটী কুপিত হয়, তাহাতেই এই রোগ জন্মে। মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে অন্যান্য ভুক্ত দ্রব্যও তৎকর্ত্তৃক রুক্ষ হয়, সুতরাং উদরের কোন বস্তু পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। ক্রমে স্রোত সকল রুদ্ধ হইয়া বায়ু

এবং নেত্র কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ বিকীর্য্য হইয়া পড়ে ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে। উষরমৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে পিত্ত কষায়মৃত্তিকা ভোজন করিলে বায়ু এবং মধুর মৃত্তিকা ভোজন করিলে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া থাকে।

পাণ্ডুর অসাধ্য কথন,—পাণ্ডুরোগে যদি রোগী শ্লেষ্মামিশ্রিত হরিদ্বর্ণ, অল্পপরিমিত মল পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই রোগীর জীবন বিনষ্ট হয়। পাণ্ডুরোগ পুরাতন হইলে যদি ধাতুক্ষয় হয়, তাহাও সাধ্যাতীত এবং যে রোগী পাণ্ডু অবস্থায় শোথে আক্রান্ত হইয়া যাবতীয় বস্তু পীতবর্ণ দর্শন করে, তাহার সেই রোগ চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না। পাণ্ডুরোগী তৃষ্ণা বমি ও মূর্চ্ছা দ্বারা আক্রান্ত হইলে, চিত্তভ্রান্তি জন্মিলে, দেহস্থ পাণ্ডু ক্রমে শুক্লতা প্রাপ্ত হইলে সেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে রোগীর নেত্র, দন্ত ও নখ পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং সমুদায় দ্রব্যও পাণ্ডুবর্ণ দেখে, তাহার জীবন মৃত্যুর করগত জানিবে। যে রোগীর শরীরে শোথ নাই, কিন্তু কর চরণে শোথ থাকে, যাহার করচরণে শোথ নাই অথচ শরীরে শোথ আছে এবং গুহ্যে ও কোষে যাহার শোথ হয়, যে রোগী জ্ঞানশূন্য ও মোহাভিভূত এবং জ্বর বা অতিসারে আক্রান্ত, তাহাকে চিকিৎসা করা বৃথা।

কামলারোগ।

পাণ্ডুরোগে যদি পিত্তবৃদ্ধিকর বস্তু সেবন করা যায়, তাহা হইলে পিত্ত মাংস-শোণিতাদি দূষিত করিয়া কামলার উৎপত্তি করে। এই রোগে নয়ন হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং নখচর্ম্মাদিও হরিদ্রাবর্ণতা ধারণ করে। রোগী যে মলমূত্র পরিত্যাগ করে, তাহাও পীতবর্ণ হয়। ভেকের ন্যায় ... ইন্দ্রিয়শক্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং জ্বালা, ক্ষীণতা, অরুচি, দেহের দুর্ব্বলতা, অজীর্ণ এই সকল লক্ষণ জন্মে।

কামলার অসাধ্য কথন,—যে রোগীর তন্দ্রা, মোহ, আনাহ, তৃষ্ণা, দাহ, মন্দাগ্নি ও জ্ঞাননাশ হয়, তাহাকে অবিলম্বে শমনভবনে গমন করিতে হইয়া থাকে। কামলারোগীর যদি শোথ হয় এবং [illegible] মূত্র পীতবর্ণ হয় আর নেত্র ও বদন ঈষৎ রক্তাভ [illegible]

অথবা মল মূত্র ও বমি ঈষৎ রক্তবর্ণ হয় এবং যদি রোগীর মোহ জন্মে, তাহা হইলে সেই রোগ চিকিৎসায় অসাধ্য।

কুম্ভকামলা।

কামলা বহুদিনের হইলেই তাহাকে কুম্ভকামলা কহে। কুম্ভকামলা কৃচ্ছ্রচিকিৎস্য। কুম্ভকামলায় যদি রোগী শ্বাস ও কাসদ্বারা ক্লিষ্ট হয়, মলভেদ হইতে থাকে এবং জ্বর, ক্লান্তি, অরুচি, বমি এই সকল লক্ষণ দেখা যায়, তাহা হইলে সেই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

হলীমক রোগ।

বাতপিত্তজনিত পাণ্ডুরোগে যদি রোগী দুর্ব্বল, উৎসাহহীন, হরিত, শ্যাব বা পীতবর্ণ, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বরযুক্ত এবং দাহ ও তৃষ্ণার্ত্ত হয়, যদি তাহার স্ত্রীসহবাসে অভিলাষ না থাকে, তাহা হইলে সেই পাণ্ডুকেই হলীমক রোগ কহে।

রক্তপিত্তরোগ।

রক্তপিত্তের স্বরূপনির্ণয় ও উৎপত্তির কারণ—যে রোগে চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, মুখ, অধিক কি, কালক্রমে দেহস্থ যাবতীয় রোমকূপ দিয়া রক্তপিত্ত বহির্গত হয়, তাহাকেই রক্তপিত্ত রোগ কহে। অধিক পরিশ্রম, অধিক রৌদ্রসেবন, অতিরিক্ত মৈথুন, শোক, পথপর্য্যটন, লবণ, উষ্ণ, অম্ল, কটু, ক্ষার এবং তীক্ষ্ণ বস্তু সেবন, এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া শোণিতের সহিত ঊর্দ্ধ্ব ও অধোদিকে গমন করে এবং ঊর্দ্ধ্বভাগে নেত্র, কর্ণ, নাসা ও মুখদ্বারা ও অধোভাগে গুহ্য ও যোনি দ্বারা বহির্গত হয়। অত্যন্ত কুপিত হইলে সমস্ত রোমকূপ দিয়াও নির্গত হইয়া থাকে।

রক্তপিত্তের পূর্ব্বরূপ,—রক্তপিত্ত জন্মিবার পূর্ব্বে নিঃশ্বাসে লৌহগন্ধযুক্ত হয়, বমি ও শৈত্যসেবনে অভিলাষ হয়, কণ্ঠদেশ হইতে রক্ত

নির্গত হইলে যেরূপ কষ্ট বোধ হয়, তদ্রূপ ক্লেশ বোধ হইয়া থাকে এবং শরীর অবসন্ন হয়।

পিত্তাদিভেদে রক্তপিত্তের লক্ষণ—পিত্তাধিক্য রক্তপিত্ত হইলে যে রক্তক্ষরণ হয়, উহা কষায়বর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, গোমূত্রতুল্য, চিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণ অথবা অঞ্জনতুল্য দৃষ্ট হয়। কফাধিক্য হইলে ঘন, ঈষৎপাণ্ডু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল শোণিতস্রাব হইয়া থাকে। বাতাধিক্য রক্তপিত্তে রক্তস্রাব শ্যামবর্ণ ও অরুণবর্ণ হয় এবং রক্তস্রাব তরল ও ফেনযুক্ত হইয়া থাকে। বাতপিত্ত উভয় কারণে যে রক্তপিত্ত জন্মে, তাহাকে দ্বন্দ্বজ এবং বাতাদি ত্রিবিধ কারণে যে রক্তপিত্ত জন্মে, তাহাকে ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত বলে।

রক্তপিত্তের ঊর্দ্ধ ও অধোগামিত্ব কথন,—বাতসংশ্লিষ্ট রক্তপিত্ত অধোগ হয় অর্থাৎ গুহ্যাদিদ্বারা রক্তস্রাব হয়। কফানুগত রক্তপিত্ত ঊর্দ্ধগ অর্থাৎ মুখকর্ণাদি দিয়া ক্ষরিত হয় এবং বাতকফানুগত হইলে ঊর্দ্ধগ ও অধোগামী উভয় প্রকারই হইয়া থাকে।

রক্তপিত্তের উপসর্গ—তৃষ্ণা, জ্বর, মত্ততা, মলভেদ, শ্বাস, কাস, বলহীনতা, বমি, অধৈর্য্য, দাহ, মূর্চ্ছা, শরীরের পাণ্ডুত্ব, মস্তকসন্তাপ, দুর্গন্ধ নিষ্ঠীবন, অন্নে অরুচি, অজীর্ণ, এই সকল রক্তপিত্তের উপসর্গ। এতদ্ভিন্ন বক্ষঃস্থলে এরূপ বেদনা জন্মে যে, ঐ বেদনার সহিত অন্য কোনরূপ বেদনার ঐক্য হয় না।

রক্তপিত্তের অসাধ্যাদি কথন,—যে রক্তপিত্তে আকাশ ও যাবতীয় পদার্থ রক্তবর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অসাধ্য। যাহার রক্ত বমি হয়, যাহার চক্ষু লোহিত হয়, তাহার রোগ অসাধ্য। যাহার রক্তপিত্ত মাংসধৌত সলিলের তুল্য, কিম্বা ক্বাথের জলের ন্যায়, অথবা কর্দ্দমযুক্ত বারিবৎ, মেদতুল্য, পূঁযতুল্য, যকৃৎপিণ্ডের ন্যায়, পরিপক্ক জামের তুল্য, কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, দুর্গন্ধ অথবা ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সেই রোগী চিকিৎসকের বর্জ্জনীয়। যে ব্যক্তি [illegible]গ্নিবান্, তাহার সান্নিপাত রক্তপিত্ত জন্মিলে চিকিৎসায় [illegible] [illegible]ত হয় না। বৃদ্ধ, অরুচিবান্ অথবা ক্ষীণ ব্যক্তির রক্তপিত্ত অসাধ্য। [illegible] [illegible] অথবা শীত ঋতুতে যদি বলবান্ ব্যক্তির রক্তপিত্ত জন্মে, তাহাতে [illegible] থাকে, রোগ অল্পদিনের হয় এবং একদোষোৎপন্ন হয়, [illegible]

হইলে তাহা আরোগ্য হইয়া থাকে। একদোষাদ্ভুত রক্তপিত্ত সাধ্য এবং ত্রিদোষজাত হইলে যাপ্য।

সাধারণতঃ ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্ত সাধ্য, অধোগামী রক্তপিত্ত যাপ্য এবং উভয়পথগামী রক্তপিত্ত অসাধ্য।

ছর্দ্দি (বমি) রোগ।

ছর্দ্দির স্বরূপ কথন ও উৎপত্তির কারণ,—বাতাদি দোষত্রয় ক্রুদ্ধ হইয়া জীবের মুখ আবৃত করত বেদনা দ্বারা তাহাকে ক্লেশ প্রদান করে, এই জন্য বমিকে ছর্দ্দিরোগ কহে। অধিক তরল, অধিক স্নিগ্ধ, অধিক লবণযুক্ত ও অপ্রিয় দ্রব্য ভক্ষণ, অপরিমিত আহার, অহিতকর দ্রব্য ভক্ষণ, ভয়, শ্রম, ক্রিমি, শীঘ্র আহার করা এই সকল কারণে বমিরোগ জন্মে। এতদ্ভিন্ন বিকৃত দ্রব্য দর্শন করিলে এবং ঘৃণাজনক দ্রব্য ভক্ষণ করিলেও ছর্দ্দি জন্মিয়া থাকে।

ছর্দ্দির পূর্ব্বরূপ,—ছর্দ্দি জন্মিবার পূর্ব্বে অন্নে ও পানীয় বস্তুতে অরুচি হয়, মুখ হইতে লবণযুক্ত জল নির্গত হয়, বমনবোধ হইয়া থাকে এবং উদ্গার বদ্ধ হয়।

বাতজ ছর্দ্দির লক্ষণ,—বক্ষ, পার্শ্ব, নাভি, মস্তক প্রভৃতি স্থানে বেদনা, মুখের শুষ্কতা স্বরভেদ, এই সকল লক্ষণ বাতজ ছর্দ্দিতে প্রকাশ পায় এবং যে বমি হয়, তাহাতে যেন কষায় রস মিশ্রিত থাকে ও উহা উষ্ণ।

পিত্তজ ছর্দ্দির লক্ষণ,—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মুখের শুষ্কতা, শিরঃসন্তাপ, তালুদাহ, গলদাহ, ভ্রম ও অন্ধকার দর্শন, এই সকল পিত্তজনিত ছর্দ্দির লক্ষণ। ইহাতে যে বমি হয়, তাহা উষ্ণ, তিক্তরসযুক্ত এবং পীত, হরিত ও কৃষ্ণমিশ্রিত রক্তবর্ণ।

শ্লেষ্মজ ছর্দ্দির লক্ষণ,—নিদ্রা, তন্দ্রা, অরুচি, দেহের গুরুত্ব, মুখের মধুরত্ব ও কফমিশ্রিত মুখস্রাব এই সকল কফজ ছর্দ্দির লক্ষণ। ইহাতে যে বমি হয়, তাহা স্নিগ্ধ, ঘন, মধুর রসমিশ্রিত ও শ্বেতবর্ণ। ইহাতে রোগীর শরীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

ত্রিদোষজনিত ছর্দ্দির লক্ষণ,—তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, শ্বাস, অরুচি, অত্যন্ত বেদনা এই সকল ত্রিদোষজ ছর্দ্দির লক্ষণ। ইহাতে যে বমি হয়,

তাহা লবণাক্ত অথবা অম্লরসবিশিষ্ট, নীলবর্ণ অথবা শোণিতবর্ণ, উষ্ণ ও গাঢ়।

আগন্তুক ছর্দ্দির লক্ষণ,—আগন্তুক ছর্দ্দিতে উল্লিখিত বাতাদিজনিত ছর্দ্দির লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এই ছর্দ্দি পাঁচ প্রকার, যথা—বীভৎসজ, (অর্থাৎ কুৎসিত দর্শন করিলে যাহা জন্মে), দৌহৃদজ, (অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় যে ছর্দ্দি জন্মে) অসাত্ম্যজ, (অর্থাৎ অনভ্যাস দ্বারা উৎপন্ন) ক্রিমিজ ও অজীর্ণজ।

ক্রিমিজ ছর্দ্দির লক্ষণ,—হৃদ্রোগে যে সকল লক্ষণ হইয়া থাকে, ক্রিমিজ ছর্দ্দিতেও সেই সেই লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং এই ছর্দ্দিতে বমনেচ্ছা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

ছর্দ্দির অসাধ্য কথন,—ক্ষীণ ব্যক্তি এই রোগাক্রান্ত হইয়া যদি শোণিত ও পূঁযযুক্ত বমি করে এবং ময়ূরপুচ্ছে যে বৃত্তাকার চক্র থাকে, তাহার যেরূপ বর্ণ, ঐ বমিতে তদ্রূপ বর্ণ দৃষ্ট হয় এবং ঐ রোগে উপসর্গ থাকে, তাহা হইলে সেই রোগ চিকিৎসায় অসাধ্য, কিন্তু উপসর্গ না থাকিলে আরোগ্য হইতে পারে।

তৃষ্ণারোগ।

তৃষ্ণার স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়,—উপবাস, ক্রোধপ্রকাশ, কটু ও অম্ল দ্রব্য ভক্ষণ এই সকল কারণে পিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ঐ পিত্ত ভয়, পরিশ্রম ও দুর্ব্বলতাদ্বারা বাতের সহিত কুপিত হইয়া ঊর্দ্ধদিকে গমন করে। পরে ঐ পিত্ত বায়ুসহ তালু প্রভৃতিতে গমন পূর্ব্বক তৃষ্ণা উৎপাদন করে। এতদ্ভিন্ন অন্নকফওঅপক্ক রসজলবাহী শিরাসকলকে দূষিত করিলেও উৎপত্তি হয়।

তৃষ্ণার ভেদ কথন,—তৃষ্ণা সপ্তবিধ,—বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষজ, ক্ষয়জ, আমজ ও অন্নজ।

বাতজ তৃষ্ণার লক্ষণ—মুখমালিন্য, মুখশোষ, ললাটের এক পার্শ্বে বেদনা, শিরোবেদনা মুখবৈরস্য, বাতজ তৃষ্ণায় এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পিত্তজ তৃষ্ণার লক্ষণ,—দাহ, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, অন্নে অনিচ্ছা, রক্তাক্ততা, মুখের কটুত্ব, দেহতাপ, শৈত্য সেবনে ইচ্ছা, এই সকল পিত্তজ তৃষ্ণার লক্ষণ। এই তৃষ্ণায় পীড়িত ব্যক্তি পীতবর্ণ মল পরিত্যাগ করে।

কফজ তৃষ্ণার লক্ষণ,—নিদ্রা, দেহের গুরুত্ব, মুখের মধুরতা, এই সকল কফজ তৃষ্ণার চিহ্ন। এই রোগে রোগী অতি কৃশ হইয়া পড়ে।

ক্ষতজ তৃষ্ণার লক্ষণ,—ক্ষত ব্যক্তির বেদনা ও রক্তক্ষরণ হেতু যে তৃষ্ণা জন্মে, তাহারই নাম ক্ষতজ তৃষ্ণা।

ক্ষয়জ তৃষ্ণার লক্ষণ —রসক্ষয়জন্য যে তৃষ্ণা হয়, তাহাকে ক্ষয়জ তৃষ্ণা বলে, ইহাকে কেহ কেহ সান্নিপাতিক তৃষ্ণাও বলিয়া থাকেন। এই রোগে রোগী কি দিবসে, কি নিশাভাগে, পুনঃ পুনঃ জলপান করে। তথাপি তাহার স্বাস্থ্যবোধ হয় না।

আমজ তৃষ্ণার লক্ষণ,—আমজ তৃষ্ণায় ক্ষয়জ তৃষ্ণার লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা, মুখ হইতে শ্লেষ্মানির্গম, দেহের অবসন্নতা এই সকল চিহ্নও দেখা যায়।

অন্নজ তৃষ্ণার লক্ষণ,—আহারের পরক্ষণেই অন্নজ তৃষ্ণা জন্মে, ইহাকেই ভক্তোদ্ভব তৃষ্ণা কহে। কটু, অম্ল, ও গুরু অন্ন ভক্ষণ করিলেই ইহার উৎপত্তি হয়।

তৃষ্ণার অসাধ্যকথন,—ক্লান্তি, মোহ, স্বরের ক্ষীণতা, মুখশোষ, গলশুষ্কতা, তালুশোষ, এই সকল উপদ্রব হইলে সেই তৃষ্ণা অসাধ্য। তৃষ্ণার্ত্ত রোগী শ্বাসকাসাদি দ্বারা পীড়িত, জ্বরার্ত্ত, মোহার্ত্ত ও কৃশ হইলে ও বমি হইলে সেই রোগী শমনসদনে প্রস্থান করে।

দাহরোগ।

দাহরোগের ভেদ কথন,—দাহ সাতপ্রকার,—মদ্যপানজনিত, রক্তজনিত, পিত্তজনিত, তৃষ্ণারোধজনিত, রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজনিত, ধাতুক্ষয়জনিত ও মর্ম্মাভিঘাতজনিত।

দাহের লক্ষণ.—মদ্যপান করিলে যে দাহ জন্মে, তাহাকেই মদ্যপানজনিত দাহ বলে। মদ্যপান করিলে পিত্ততেজ অত্যন্ত দূষিত হইয়া যায়। সেই দূষিত তেজ পিত্ত ও রক্তদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই শরীরস্থ চর্ম্মে দাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। দেহের শোণিতরাশি দূষিত হইয়া যে দাহ উপস্থিত করে, তাহাকে রক্তজনিত দাহ কহে। এই রোগে শরীর উষ্ণ হয়, পিপাসা, দেহে ও মুখে লৌহগন্ধ, চক্ষু ও দেহের তাম্রবর্ণতা, প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং

অগ্নিরোগে রক্তহ্রদে যেরূপ যাতনা বোধ হয় তদ্রূপ যাতনা অনুভূত হইতে থাকে। পিত্তজ্বরে যে সব লক্ষণ হইয়া থাকে, পিত্তজনিত দাহেও সেই সেই লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তৃষ্ণার সময় জলপান না করিলে শরীরস্থ তরল ধাতু ক্ষয় হয়, তাহাতেই দেহের বাহ্যে ও মধ্যে দাহ জন্মিয়া থাকে, ইহাকেই তৃষ্ণারোধজনিত দাহ কহে। এই রোগে তালু, গলদেশ ও ওষ্ঠের শুষ্কতা দৃষ্ট হয় এবং জিহ্বা নিষ্ক্রান্ত হইয়া বিকম্পিত হয়। শস্ত্রাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে আমাশয়াদি দেহের মধ্যগত যন্ত্রসকল পরিপূরিত হয়, তাহাতে যে ভীষণ দাহ জন্মে, তাহাকেই রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ কহে। রসাদি ধাতু ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যে দাহ জন্মে, তাহার নাম ধাতুক্ষয়জ দাহ। পিপাসা, মোহ, স্বরক্ষীণতা প্রভৃতি এই দাহের চিহ্ন। শির, বস্তি, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইলে যে দাহ জন্মে, তাহাকে মর্ম্মাভিঘাতজ দাহ বলে।

দাহের অসাধ্যকথন,—মর্ম্মাভিঘাতজন্য দাহ অসাধ্য। যে দাহে দেহের অভ্যন্তরে অত্যন্ত জ্বালা বোধ হয় কিন্তু বহির্ভাগ শীতল থাকে, সেই দাহ চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না।

প্রমেহরোগ।

প্রমেহ রোগের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়—অতিরিক্ত দধি, দুগ্ধ, ছাগাদি গ্রাম্য পশুর মাংস, সজল দেশজ বরাহ কচ্ছপ দির মাংস, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, শর্করা ও খিচুরি প্রভৃতি এবং শ্লেষ্মজ দ্রব্য ভোজন করিলে, নিষ্কর্ম্ম হইয়া শয্যা বা আসনে নিরন্তর উপবিষ্ট থাকিলে প্রমেহ রোগ জন্মে।

প্রমেহের ভেদ কথন,—প্রমেহ বিংশতি প্রকার; তন্মধ্যে ছয়টী পিত্তজন্য, চারিটী বায়ুজন্য এবং অবশিষ্ট কয়টী শ্লেষ্মজন্য।

প্রমেহ জন্মিবার পূর্ব্বাবস্থা,—প্রমেহ জন্মিবার পূর্ব্বে হস্তপদে জ্বালা, মুখমধুরতা হয় এবং চক্ষুতে মল জন্মিয়া থাকে। যেমন শ্বেতপীতাদি বর্ণের পরস্পর মিশ্রণে নানাবিধ বর্ণ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বায়ু পিত্তাদি দোষ সকল মেদমাংসাদির সহিত মিলিত হইয়া মূত্রের বর্ণাদিও ভিন্ন [illegible], সুতরাং প্রমেহ এক হইলেও নানারূপ [illegible]

[illegible]

মেহের সাধারণ লক্ষণ।—সাধারণতঃ যাবতীয় [illegible] হয় এবং উহার বর্ণ কর্দমযুক্ত জলের ন্যায় হইয়া থাকে।

পিত্তজনিত ষড়বিধ প্রমেহ,—প্রথম ক্ষারমেহ।—এই মেহে মূত্রের গন্ধ ও বর্ণাদি ক্ষারধৌত জলের ন্যায় হয়। দ্বিতীয় নীলমেহ।—এই মেহের মূত্র নীলবর্ণ হয়। তৃতীয় কৃষ্ণমেহ।—এই মেহের মূত্র মসীবৎ কৃষ্ণবর্ণ। চতুর্থ হরিদ্রামেহ।—এই মেহের মূত্র কটুরসযুক্ত এবং হরিদ্রার তুল্য বর্ণ। পঞ্চম মঞ্জিষ্ঠামেহ।—এই মেহের মূত্র মঞ্জিষ্ঠাজলের ন্যায়। ষষ্ঠ রক্তমেহ।—এই মেহের মূত্র রক্তবর্ণ, উষ্ণ এবং লবণরসযুক্ত ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট।

বাতজনিত মেহচতুষ্টয়,—প্রথম বসামেহ,—এই মেহের প্রস্রাব বসার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, ইহাতে বসাও ক্ষরিত হয়, এই রোগে পুনঃপুনঃ প্রস্রাব হয়। দ্বিতীয় মজ্জামেহ এই মেহের মূত্র মজ্জার ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট, ইহাতে মজ্জাও মিশ্রিত থাকে। তৃতীয় ক্ষৌদ্র মেহ,—এই মেহের মূত্র মধুররসবিশিষ্ট ও কষায়। চতুর্থ হস্তীমেহ,—এই মেহে রোগী মদমত্ত হস্তীর ন্যায় বহু পরিমিত লসীকযুক্ত মূত্র ত্যাগ করে।

কফজনিত দশবিধ মেহ,—যে মেহের মূত্র জলবৎ, পিচ্ছিল, শীতল, শুক্লবর্ণ, ঘোলা ও নির্গন্ধ, তাহার নাম উদকমেহ। যে মেহের মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় মিষ্ট, তাহার নাম ইক্ষুমেহ। যে মেহের মূত্র বাসী অন্নের কাথের (মাড়ের) ন্যায় ঘন, তাহার নাম সান্দ্রমেহ। যে মেহের মূত্র মস্তের ন্যায় এবং যে মূত্র কোন পাত্রে রাখিলে কিয়ৎক্ষণ পরে উহার উপরিভাগ তরল এবং নিম্নে গাঢ় দেখা যায়, তাহার নাম সুরামেহ। তণ্ডুলচূর্ণ অল্প জলের সহিত মিশ্রিত করিলে যেরূপ ঘন শ্বেত বর্ণ হয় যে মেহের মূত্র তদ্রূপ এবং যে মেহে প্রস্রাব সময়ে রোগীর রোমাঞ্চ হয়, তাহার নাম পিষ্ট মেহ। যে মেহের মূত্রের সহিত শুক্র নির্গত হয় এবং যে মূত্রের বর্ণও শুক্রের ন্যায়, তাহার নাম শুক্রমেহ। যে মেহে অপরিষ্কৃত প্রস্রাব হয় এবং প্রস্রাবের সহিত বালুকাকণার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দৃষ্ট হয়, তাহার নাম সিকতামেহ। যে মেহের মূত্র গুরু, শীতল ও মিষ্ট, তাহার নাম শীতমেহ। যে মেহে বারম্বার অল্প অল্প মূত্র ক্ষরিত হয়, তাহাকে শনৈর্মেহ কহে এবং যে মেহের মূত্র পিচ্ছিল [illegible] লালার ন্যায় তন্তুবিশিষ্ট, তাহার নাম লালামেহ।

[illegible] উপদ্রব।—[illegible] দাহ, তৃষ্ণা, মোহ, [illegible] নিদ্রা [illegible]

[illegible] মূত্রাশয়ে বেদনা, [illegible] শীর্ণতা, এই সকল পিত্তজ প্রমেহের; [illegible]

[illegible] বেদনা, কম্প, নিদ্রানাশ, শোষ, তিক্তকষায়াদি [illegible]

[illegible] ও উদাবর্ত রোগ, এই সকল বাতজ প্রমেহের এবং নাসাস্রাব, [illegible]

কাশ, মন্দাগ্নি, অরুচি ও অনিদ্রা, এই সকল কফজ প্রমেহের উপদ্রব।

প্রমেহের অসাধ্যকথন,—যে চিকিৎসায় শ্লেষ্মা নিবারিত হয়, সেই চিকিৎসাতেই মেদমাংসাদির দোষ বিনষ্ট হয়, এই জন্য শ্লেষ্মজন্য প্রমেহ সাধ্য। যে ঔষধ দ্বারা পিত্ত শান্ত হয়, সেই ঔষধে মেদের [illegible] হয়, সুতরাং পিত্তজ প্রমেহ যাপ্য। বায়ু অন্যান্য ধাতু আশ্রয় করিয়া অবিলম্বে অনিষ্ট সাধন করে, সুতরাং বাতজ প্রমেহ অসাধ্য। প্রমেহের সমস্ত উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এবং প্রমেহাবস্থায় পীড়কা হইলে তাহা অসাধ্য। এতদ্ভিন্ন বংশপরম্পরাগত অর্থাৎ পিতৃপিতামহাদি হইতে প্রমেহ জন্মিয়াছে, তাহা প্রশমিত হয় না।

প্রমেহ রোগের পীড়কা,—প্রমেহরোগে মস্তক, কোষ এবং শরীরের মাংসপ্রধান স্থানে যে ব্রণ জন্মে, তাহাকেই পীড়কা কহে। প্রমেহ রোগের পীড়কা দশ প্রকার যথা,—শরাবিকা, কচ্ছপিকা, জালিনী, বিনতা, অলজী, মসূরিকা, সর্ষপিকা, পুত্রিণী, বিদারিকা ও বিদ্রধি।

পীড়কার লক্ষণ,—যে পীড়কার বেষ্টন শরীরের ন্যায় উচ্চ, মধ্যভাগ নিম্ন, তাহার নাম শরাবিকা। কচ্ছপিকা কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের ন্যায় উন্নত এবং দাহবিশিষ্ট। যে পীড়কায় জ্বালা বিদ্যমান থাকে এবং যাহা মাংসাচ্ছাদিত হইয়া উত্থিত হয়, তাহার নাম জালিনী। যে পীড়কা উদরে ও পৃষ্ঠদেশে জন্মে, যাহা কৃষ্ণবর্ণ, [illegible] অত্যন্ত বেদনা হয়, তাহার নাম বিনতা। যে পীড়কা কোড়ার [illegible] বৃহৎ এবং শুক্ল অথবা শোণিতবর্ণ, তাহার নাম অলজী। মসূরের বর্ণ ও আকারবিশিষ্ট পীড়কাকে মসূরিকা কহে। সর্ষপবৎ [illegible] বিশিষ্ট পীড়কাই সর্ষপিকা। যে পীড়কা অধিক উচ্চ [illegible] স্থান ব্যাপিয়া উত্থিত হয়, তাহার নাম পুত্রিণী। [illegible] ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও কঠিন পীড়কাকে বিদারিকা কহে। [illegible] রোগের লক্ষণাদিবিশিষ্ট পীড়কার নাম বিদ্রধি।

[illegible] অসাধ্য [illegible],—[illegible] ব্যক্তির [illegible] [illegible] হইলে এবং তৃষ্ণাদি উপদ্রব ঘটিলে [illegible] অসাধ্য।

মধুমেহ।

উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা না করিলেই প্রমেহ রোগের মূত্র মধুর ন্যায় মিষ্ট হয়, এই জন্য সকল মেহকেই মধুমেহ বলা যায়।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ।

মূত্রকৃচ্ছ্রের স্বরূপকথন ও কারণনির্ণয়,—পুনঃ পুনঃ আহার, অজীর্ণ, অধিক মৈথুন, সজল দেশজাত পশুর মাংসভক্ষণ, মদ্যপান, অধিক ব্যায়াম ও তীক্ষ্ণ ঔষধ ও রুক্ষ বস্তু সেবন করিলেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। এই রোগে অতিক্লেশে মূত্র নির্গত হয় বলিয়াই ইহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ কহে।

মূত্রকৃচ্ছ্রের ভেদ কথন,—এই রোগ আট প্রকার, যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, শৈল্যজ, পুরীষজ, অশ্মরীজ ও শর্করাজ।

মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ,—পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মূত্র নির্গম, [illegible] বঙ্ক্ষণ ও মেঢ্রে বেদনা, এই সকল বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ। মূত্রের রক্তসংযুক্ত পীতবর্ণতা এবং বস্তিদাহ ও বস্তিবেদনা পৈত্তিক মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্র পিচ্ছিল হয় এবং বস্তি ও লিঙ্গে শোথ জন্মে। সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রে উক্ত ত্রিবিধ মূত্রকৃচ্ছ্রের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মূত্রবাহী স্রোতে আঘাত [illegible] হইলে অথবা অস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত হইলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মে, তাহাকে শৈল্যজ মূত্রকৃচ্ছ্র বলে। বাতিক মূত্রকৃচ্ছ্রের যে সকল লক্ষণ [illegible] সেই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। মূত্রপুরীষের বেগধারণ করিলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মায়, তাহার নাম পুরীষজ, উদরস্ফীতি, [illegible] ও বাতশূল ইহার লক্ষণ। মূত্রাশয়ে পাথরি জন্মিলে যে মূত্রকৃচ্ছ্র হয়, তাহার নাম অশ্মরীজ মূত্রকৃচ্ছ্র। মূত্রসহ [illegible]

[illegible]

লিঙ্গ ও মূত্রাশয়ের বেদনাই ইহার লক্ষণ। অশ্মরীগুড়িকাদ্বারা মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে শর্করাজ মূত্রকৃচ্ছ্র কহে। [illegible] উদরস্ফীতি, মন্দাগ্নি, মোহ, মূত্রত্যাগ সময়ে ক্লেশ, বক্ষঃবেদনা এই সকল এই রোগের লক্ষণ। এই রোগে মূত্রত্যাগের সময় অশ্মরী গুড়িকা নির্গত হয়, উহা নির্গত হইলে রোগী কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য বোধ করে, কিন্তু তৎপরে পুনরায় ঐ গুড়িকা সঞ্চিত হইয়া মূত্রপথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে। সুখে মূত্র বহির্গত হয় না, এমন কি, প্রস্রাব করিবার সময় রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

অশ্মরী (পাথরি) রোগ।

অশ্মরী উৎপত্তির কারণ,—বায়ু মূত্রাশয়স্থ শুক্র, মূত্র এবং পিত্ত ও কফ শোষণ করিলেই পাথরি রোগের উৎপত্তি হয়।

অশ্মরী উৎপত্তির পূর্ব্ব লক্ষণ,—এই রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে মূত্রাশয় স্ফীত হয় এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বেদনা জন্মে, মূত্রে ছাগগন্ধ অনুভূত হয় এবং অতিকষ্টে মূত্র নির্গত হইয়া থাকে। জ্বর ও অরুচিও হইতে দেখা যায়।

অশ্মরীর ভেদকথন,—পাথরি চারি প্রকার, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রজ।

অশ্মরীর সামান্য লক্ষণ,—নাভি লিঙ্গ ও মূত্রাশয়ে ধীরে ধীরে অল্প অল্প মূত্রনির্গম, গোমেদ তুল্য মূত্র এই সকল অশ্মরীর সাধারণ লক্ষণ।

অশ্মরীর অসাধ্য কথন,—শুক্রজ অশ্মরী ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় অশ্মরীই কফপ্রধান; সুতরাং অশ্মরী জন্মিবামাত্র চিকিৎসা না করিলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বালকদিগের অশ্মরী সহজে [illegible] বাহির করা যায়, সুতরাং উহা সাধ্য। অণ্ডকোষে শোথ, [illegible] বেদনা, নাভিশোথ এই সকল উপদ্রব হইলে অশ্মরী অসাধ্য।

জন্মায়। এতদ্ভিন্ন তিন প্রকার ত্রিদোষজ গুল্ম আছে অর্থাৎ বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষজ ও পিত্তশ্লেষজ।

গুল্মের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়।—গুল্ম ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে সমস্ত উদর ব্যাপ্ত করে এবং রসমাংসাদি ধাতু অবশেষে শিরা আশ্রয় করে। ক্রমে রোগী ক্ষীণ, জ্বরকাসাদিযুক্ত ও অরুচিবান্ হয়; সুতরাং তাহাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়।

শূলরোগ।

শূল রোগের ভেদকথন।—শূল অষ্টবিধ,—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, ত্রিদোষজ ও আমজ।

বাতজনিত শূলের কারণ ও লক্ষণ।—পরিশ্রম, গজতুরগাদি আরোহণ, অতিরিক্ত মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত শীতল জলপান, মুগ, কলায়, অরহর প্রভৃতি ভক্ষণ, অজীর্ণ অবস্থায় আহার, অপক্ক তণ্ডুলের অন্নভোজন, অতিরিক্ত তিক্তকষায়াদি দ্রব্য সেবন, শুষ্ক মাংস ও শুষ্ক শাক ভক্ষণ, মূত্র, পুরীষ ও রেত প্রভৃতির সম্বরণ, উপবাস, শোক, উচ্চৈঃস্বরে বাক্যপ্রয়োগ, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, এই সকল কারণে বায়ু দূষিত হইয়া বক্ষঃ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, মেরুদণ্ডের নিম্ন ও মূত্রাশয় এই সকল স্থানে বেদনা উৎপাদন করে। ইহাকেই বাতজনিত শূল কহে। বর্ষাকালে, সন্ধ্যার সময়ে, মেঘ দর্শনে, শীতল দ্রব্য ভক্ষণে এবং আহারীয় বস্তু পরিপাক প্রাপ্ত হইলেই সেই সময় এই শূল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই শূল কোন সময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কখন বা হ্রাস হইয়া থাকে, মল ও বায়ু বদ্ধ হয়, সূচীবেধবৎ বেদনা জন্মে। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে এবং তৈলাদি মালিশ করিলে ইহার শান্তি হইয়া থাকে।

পৈত্তিক শূলের কারণ ও লক্ষণ।—পৈত্তিক শূলরোগে তৃষ্ণা, জ্বালা, স্বেদ, ভ্রমি, মূর্চ্ছা, প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে, নিশীথকালে, শরৎকালে, শীতঋতুতে ইহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত মৈথুন, অতিরিক্ত পরিশ্রম, রৌদ্র সেবন, অগ্নি সেবন, সুরাপান,

হৃদ্রোগের ভেদকথন,—ইহা পঞ্চবিধ ;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতক ও ক্রিমিজ।

হৃদ্রোগের সাধারণ লক্ষণ—বাতিক হৃদ্রোগে হৃদয়ে নানাপ্রকার বেদনা, পৈত্তিক হৃদ্রোগে দাহ, তৃষ্ণা, হৃদয়ক্লান্তি, মোহ, স্বেদ ও মুখের শুষ্কতা ; শ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে মন্দাগ্নি, অরুচি, কফস্রাব, দেহের গুরুত্ব এবং সান্নিপাতিক হৃদ্রোগে উল্লিখিত ত্রিবিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। বমি, বমি ইচ্ছা, নয়নের শ্যাবর্ণতা, শোথ, বক্ষঃস্থলে নানারূপ বেদনা ও অন্ধকার দর্শন, এই সমস্ত ক্রিমিজ হৃদ্রোগের লক্ষণ।

গুল্মরোগ।

গুল্মরোগের কারণ,—অনিয়মিত আহার ও অধিক পরিশ্রম করিলে বাতাদি দোষত্রয় ক্রুদ্ধ হইয়া আমাশয়ে প্রবেশপূর্ব্বক হৃদয়, নাভি, মূত্রাশয় ও উভয় পার্শ্বে গ্রন্থিবৎ গুল্ম জন্মায়।

গুল্মের ভেদকথন,—গুল্ম পাঁচ প্রকার ; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও রক্তজনিত।

গুল্ম জন্মিবার পূর্ব্বরূপ,—গুল্ম জন্মিবার অগ্রে উদরমধ্যে নানাবিধ শব্দ হয়, কোষ্ঠবদ্ধ হয়, অরুচি জন্মে, পুনঃ পুনঃ উদ্গার উঠে ও মন্দাগ্নি জন্মে।

গুল্মের সামান্য লক্ষণ,—মূত্রকৃচ্ছ্র, কোষ্ঠের কঠিনতা, উদরে বিবিধ শব্দ, অরুচি এই সকল গুল্মের সাধারণ লক্ষণ।

পৈত্তিকাদিভেদে গুল্মের কারণনির্ণয়,—ঝাল, টক, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য ভোজন, ক্রোধ, সুরাপান, রৌদ্রসেবন প্রভৃতি কারণে পৈত্তিক গুল্ম ; শীতল, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, পরিশ্রম ত্যাগ, অনিয়মিত আহার, এই সকল কারণে শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক গুল্ম ; রুক্ষদ্রব্য ভোজন, অন্যায় পরিশ্রম, মলমূত্ররোধ, শোক ও উপবাস প্রভৃতি কারণে বাতিক গুল্ম জন্মে। বায়ু কুপিত হইয়া নবপ্রসূতা নারীর অথবা অসম্পূর্ণ গর্ভাবস্থায় যাহার গর্ভপাত হইয়াছে, সে ঋতুকালে অহিতকর বস্তু ভোজন করিলেও তাহার শোণিত আশ্রয় করিয়া গুল্ম

শর্করারোগ।

পাথরি জন্মিলে যদি কোষ ও লিঙ্গের মধ্যস্থানে টেপা যায়, তাহা হইলে পাথরি ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হয়, উহারই নাম শর্করা রোগ। বায়ু কুপিত না থাকিলে ঐ শর্করা মূত্রের সহিত নিষ্ক্রান্ত হয়, কিন্তু বায়ু কুপিত থাকিলে বহির্গত হয় না, সুতরাং মধ্যগত থাকিয়া বিবিধ অনিষ্ট জন্মায়। শর্করাগ্রস্ত রোগী অচিরে কালগ্রাসে পতিত হয়।

মূত্রাঘাতরোগ।

মূত্রাঘাতের কারণ,—মূত্রপুরীষের বেগ রোধ করিলে বাতাদি প্রকুপিত হইয়া মূত্রাঘাত জন্মায়।

মূত্রাঘাতের ভেদকথন,—মূত্রাঘাত ত্রয়োদশপ্রকার; বাতকুণ্ডলিকা, অষ্ঠীলা, বাতবস্তি, মূত্রাতীত, মূত্রজঠর, মূত্রোৎসঙ্গ, মূত্রক্ষয়, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রশুক্র, উষ্ণবাত, মূত্রসাদ, বিড়্‌বিঘাত ও বস্তিকুণ্ডল।

মূত্রাঘাতের সাধারণ লক্ষণ,—ঐ সকল মূত্রাঘাত পিত্তজন্য হইলে মূত্রাশয়ে বেদনা ও জ্বালা হয় এবং মূত্রের বর্ণ বিবিধপ্রকার দৃষ্ট হয় এবং কফজন্য হইলে শরীর শোথযুক্ত, গুরু এবং মূত্র ঘন ও শুক্লবর্ণ হয়।

মূত্রঘাতের অসাধ্যকথন,—এই রোগে যদি বস্তিমুখের ছিদ্র কফদ্বারা সংরুদ্ধ হইয়া যায় এবং পিত্তের প্রবলতা থাকে, তাহা চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য হয় না।

হৃদ্রোগ।

হৃদ্রোগের স্বরূপ নির্ণয় ও কারণ নিরূপণ,—অধিক ব্যায়াম, বারম্বার আহার, উষ্ণ কষায়, তিক্ত ও গুরু দ্রব্য ভোজন চিন্তা ও মূত্রপুরীষের বেগসম্বরণ এই সকল কারণে হৃদ্রোগ জন্মে। এই রোগে হৃদয়ে নানাপ্রকার বেদনা হয় বলিয়াই ইহাকে হৃদ্রোগ বলে।

ক্রোধ, তীক্ষ্ণ উষ্ণ অম্ল ক্ষার ও গুরু দ্রব্য ভোজন, শিম ও কুলত্থ কলায়ের যূষ ভক্ষণ এই সকল কারণে পিত্ত দূষিত হইয়া নাভিপ্রদেশে এই রোগ উৎপাদন করে।

শ্লৈষ্মিক শূলের কারণ ও লক্ষণ,—কাস, অরুচি, ক্ষীণতা; শরীরের গুরুত্ব, লালাস্রাব, বমনোদ্বেগ, এই সকল শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ। ভোজনান্তে এই বেদনার বৃদ্ধি হয়; সূর্য্য সমুদিত হইলে, শিশিরকালে ও বসন্ত কালেও ইহা প্রবল হইয়া থাকে। কচ্ছপমাংস ও শম্বূকমাংসভক্ষণ, ছাগমাংস ভক্ষণ, ইক্ষু ও পিষ্টকাদি ভোজন এবং দুগ্ধজনিত দ্রব্য ভক্ষণ দ্বারা কফ কুপিত হইয়া আমাশয়ে এই বেদনার উৎপত্তি করে।

ত্রিদোষজ শূলের লক্ষণ,—ত্রিদোষজ শূলে উপরোক্ত ত্রিবিধ শূলেরই লক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে। এই শূল অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং ইহা চিকিৎসার অসাধ্য জানিবে।

আমজ শূলের লক্ষণ,—আমজ শূলে শ্লৈষ্মিক শূলের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়, বিশেষতঃ দেহের গুরুত্ব, উদরমধ্যে অস্ফুট শব্দ, বমি, মূত্রপুরীষ রোধ ও শ্লেষ্মাস্রাব এব সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং শরীর আর্দ্র বস্ত্রে আচ্ছাদিতের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্মজাদি শূলের বিবরণ,—বক্ষঃস্থল পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে বেদনাই বায়ুশ্লেষ্মজনিত শূলরোগের লক্ষণ। উদর, বক্ষ ও নাভিতে বেদনা, ইহা পিত্তশ্লৈষ্মিক শূলের এবং উদরের জ্বালা ও জ্বর বাতপৈত্তিক শূলের লক্ষণ।

শূলরোগের সাধ্যাসাধ্য কথন,—একদোষজনিত শূল চিকিৎসায় প্রশমিত হয়। দ্বিদোষজাত শূল আরোগ্য হয় না বটে, কিন্তু যাপ্য থাকে। ত্রিদোষজ শূল উপদ্রব বিশিষ্ট হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য।

পরিণামশূল।

পরিণাম শূলের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়,—শূলরোগের উৎপত্তির যে সকল কারণ কথিত হইয়াছে সেই সেই কারণে বায়ু কুপিত হইয়া কফ ও পিত্তাশয়ে প্রবেশ করিলে ত্রিদোষ একত্র হইয়া যে বেদনা জন্মায়, তাহাকেই পরিণামশূল কহে। আহারীয় দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইবার কালেই উদরে এই বেদনা হইয়া থাকে।

বাতিক পরিণাম শূলের লক্ষণ,—উদরে গুর্ গুর্ শব্দ, উদরস্ফীতি, মুত্রপুরীষরোধ, কম্প এই সকল বাতিক পরিণামশূলের লক্ষণ। স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য সেবন করিলে এই শূলে স্বাস্থ্যবোধ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক পরিণাম শূলের লক্ষণ,—তৃষ্ণা, সন্তাপ, স্বেদ, মনের অবসাদ, এই সকল পৈত্তিক পরিণামশূলের লক্ষণ। ঝাল অম্ল ও লবণাক্ত বস্তু সেবনে এই রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শীতবীর্য্য দ্রব্যে ইহার লাঘব হয়।

শ্লৈষ্মিক পরিণাম শূলের লক্ষণ,—মূর্চ্ছা, বমি, বমনোদ্বেগ এই সকল শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলের লক্ষণ। ঝাল ও তিক্ত দ্রব্য সেবন দ্বারা এই বেদনার লাঘব হয়।

বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ পিত্তশ্লেষ্মজ ও ত্রিদোষজ পরিণাম শূলের লক্ষণ,—বায়ুপিত্তজ পরিণাম শূলে বায়ুজনিত ও পৈত্তিক শূলের লক্ষণ, বাতশ্লেষ্মজনিত পরিণামশূলে বাতিক ও শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ, পিত্তশ্লেষ্মজনিত পরিণামশূলে পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ এবং ত্রিদোষজ পরিণামশূলে বাতিক পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শূলের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পরিণামশূলের অসাধ্য কথন,—যে ব্যক্তি কৃশ, বলবান্ ও মন্দাগ্নিবান্, তাহার ত্রিদোষজন্য পরিণামশূল জন্মিলে তাহা চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না।

অন্নদ্রবশূল।

আহারীর বস্তু জীর্ণ হইলে, কিম্বা পরিপাক হইবার সময় অথবা পরিপাক না হইলে যে শূল জন্মে, তাহাকে অন্নদ্রবশূল কহে। কি হিতকারী দ্রব্যদ্বারা, কি অহিতকারী দ্রব্যদ্বারা, কি আহার দ্বারা, কি উপবাসদ্বারা কিছুতেই এই শূল নিবারিত হয় না। এই শূলে বমি হইলে যদি তাহার সহিত পিত্ত উঠিয়া যায়, তাহা হইলে বেদনার শান্তি হইয়া থাকে।

উদাবর্ত্তরোগ।

উদাবির্ত্তের কারণ,—বায়ু নিঃসরণ, মূত্র, পুরীষ, জৃম্ভা, অশ্রু, হাঁচি, উদ্গার, বমন, শুক্র, ক্ষুধা তৃষ্ণা, দীর্ঘনিশ্বাস ও নিদ্রা এই কয়েকটী রোধ করিলেই উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে।

বায়ুনিঃসরণরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ,—এই উদাবর্ত্তে বায়ুর বদ্ধতা, মূত্রপুরীষরোধ, উদরস্ফীতি, দেহের ক্ষীণতা ও বেদনা এবং উদরে বিবিধ রোগ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মূত্ররোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ,—মূত্রকৃচ্ছ্র, শিরোবেদনা, লিঙ্গে ও মূত্রাশয়ে বেদনা, কুচকিতে বেদনা, এই সকল মূত্ররোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

পুরীষরোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ,—উদরে গুর্ গুর্ শব্দ ও বিবিধ বেদনা, মলরোধ, হিক্কা, শ্বাস, মুখদ্বারা মলনির্গম, পুরীষরোধজনিত উদাবর্ত্তে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

জৃম্ভারোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ,—হাঁইরোধ করিলে যে উদাবর্ত্ত জন্মে, তাহাকে জৃম্ভারোধজনিত উদাবর্ত্ত কহে। গলনলীরোগ, মস্তকের পীড়া, নেত্ররোগ, কর্ণরোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, এই সকলই ইহার লক্ষণ।

অশ্রুরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ,—হর্ষেই হউক, আর দুঃখেই হউক, চক্ষে অশ্রু বিনির্গত হইয়া থাকে, সেই অশ্রুরোধ করিলে উদাবর্ত্ত রোগ জন্মে। এই অশ্রুরোধজনিত উদাবর্ত্তে শিরোদেশের গুরুত্ব, নেত্ররোগ ও সর্দ্দি হইয়া থাকে।

হাঁচিরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ,—মস্তকের অর্দ্ধভাগে বেদনা, অথবা সমস্ত শিরোবেদনা, অর্দ্দিত নামক বাতরোগ ও ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস, এই সকল হাঁচিরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

উদ্গাররোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ,—উদ্গাররোধজনিত উদাবর্ত্তে অস্পষ্ট কথা, নিশ্বাসরোধ, সূচীবেধবৎ বেদনা, হিক্কা এবং বায়ুদ্বারা কণ্ঠদেশের ও মুখের পরিপূর্ণতা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বমিরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ,—শোথ, পাণ্ডু, কণ্ডু, ব্যঙ্গ, অরুচি, জ্বর, বীসর্প, কুষ্ঠ ও বমনেচ্ছা, বমিরোধজনিত উদাবর্ত্তে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শুক্ররোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ,—শুক্ররোধজনিত উদাবর্ত্তে মূত্রাশয়, গুহ্য ও মুষ্কে শোথ ও বেদনা, মূত্ররোধ, শুক্রাশ্মরী ও শুক্রক্ষরণ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

ক্ষুধারোধ জনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ,—অরুচি, তন্দ্রা, অঙ্গবেদনা, বিনাশ্রমে শ্রমবোধ এবং দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা এই সকল ক্ষুধারোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ।

তৃষ্ণারোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ,—তৃষ্ণারোধ করিলে যে উদাবর্ত্ত জন্মে, তাহাতে মুখশুষ্কতা, কণ্ঠশোষ, শ্রুতিশক্তির হ্রাস এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা হইয়া থাকে।

নিশ্বাসরোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ,—অতি দুঃখাদি বোধ হইলে লোকের দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ হইয়া থাকে, যদি সেই নিশ্বাস রোধ করা যায়, তাহা হইলে উদাবর্ত্তরোগ জন্মে, ইহাকেই নিশ্বাসরোধজনিত উদাবর্ত্ত-রোগ কহে। এই রোগে মূর্চ্ছা, হৃদ্রোগ ও গুল্ম এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

নিদ্রারোধজনিত উদাবর্ত্তের লক্ষণ,—জৃম্ভণ, দেহে বেদনা, নেত্র ও শিরোজাড্য ও তন্দ্রা এই সকল নিদ্রারোধজনিত উদাবর্ত্তের চিহ্ন।

বায়ুজনিত উদাবর্ত্তের কারণ ও লক্ষণ,—এতদ্ভিন্ন রুক্ষ কষায়, কটু ও তিক্ত দ্রব্য অতিরিক্ত ভক্ষণ করিলে বায়ু ক্রুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠে প্রবেশ করে। তাহাতে অবিলম্বেই উদাবর্ত্ত রোগের উৎপত্তি হয়, উহাকে বায়ুজনিত উদাবর্ত্তরোগ কহে। এই রোগে শ্বাস, কাস, কফস্রাব, তৃষ্ণা, মোহ, জ্বর, হিক্কা, শিরারোগ মনের অধৈর্য্য, শ্রুতিশক্তির হ্রাস এই সকল লক্ষণ জন্মে।

আনাহরোগ।

আনাহরে স্বরূপ নির্ণয় ও কারণ,—শরীরে অপক্ক রস অথবা মল বায়ু কর্ত্তৃক বদ্ধ হইলে যদি তাহা প্রস্রাবাদিদ্বারা নির্গত না হয়, তাহা হইলেই তাহাকে আনাহ রোগ কহে।

আনাহের ভেদ কথন,—আনাহ দুই প্রকার, আমজনিত ও মলজনিত।

আমজনিত আনাহের কারণ ও লক্ষণ,—দেহে অপক্ক রস সঞ্চিত হইলে যে আনাহ জন্মে, তাহাকেই আমজনিত আনাহ কহে। পিপাসা, শিরো-

বেদনা, আমাশয়ে বেদনা, বক্ষঃস্থলে জড়তা ও উদ্গার এই সকল আম-জনিত আনাহের লক্ষণ।

মলজনিত আনাহের লক্ষণ,—পক্কাশয়ে বেদনা, মূর্চ্ছা, মূত্রপুরীষরোধ, কটি ও পৃষ্ঠের জড়তা, মলজনিত আনাহে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এতদ্ভিন্ন শোথ ও অলসক রোগে যে সকল লক্ষণ জন্মে, ইহাতেও সেই সেই লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

মূর্চ্ছারোগ।

মূর্চ্ছার স্বরূপ ও কারণ নির্ণয় —ক্ষীণ ব্যক্তি বিরুদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিলে, মূত্রপুরীষের বেগ সম্বরণ করিলে, অথবা লগুড়াদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলে বাতাদি দোষ তাহার নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে অথবা মনোবহ স্রোতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই সেই ব্যক্তি জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হয়, ইহাকেই মূর্চ্ছারোগ কহে। ইহার অপর নাম মোহ।

মূর্চ্ছার ভেদ কথন,—মোহ ছয় প্রকার,—বাতজনিত পিত্তজনিত, শ্লৈষ্মিক, রক্তজনিত, সুরাপানজনিত ও বিষভক্ষণজনিত।

মূর্চ্ছারোগের পূর্ব্বাবস্থা,—মূর্চ্ছারোগ জন্মিবার পূর্ব্বে হাঁই, দেহের জাড্য গ্লানি, বক্ষঃস্থলের বেদনা, জ্ঞানের হ্রাস এই সকল চিহ্ন দেখা যায়।

বাতিক মূর্চ্ছারোগের লক্ষণ —যে ব্যক্তি বাতিক মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হয়, সে গগনমণ্ডল নীল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ দর্শন করে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, আবার অচিরেই সংজ্ঞালাভ করে। কখন কখন এই রোগে অঙ্গ বেদনা, বক্ষবেদনা, কম্পন এই সকল লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু এই সকল লক্ষণ হইলে রোগীর দেহ ক্ষীণ, শ্যামবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক মূর্চ্ছার লক্ষণ,—যে ব্যক্তি পৈত্তিক মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হয়, সে ব্যক্তি গগনমণ্ডল শোণিতবর্ণ অথবা পীতবর্ণ দর্শন করে এবং দেখিতে দেখিতে তাহার নেত্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আইসে, অমনি সে ভূতলে পতিত হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে ঘর্ম্ম হইয়া চেতনা লাভ করে। তৃষ্ণা, সন্তাপ, নেত্রের রক্ততা বা পীতবর্ণতা, কোষ্ঠপরিষ্কার এবং দেহের পীততা এই সকলই এই মূর্চ্ছার লক্ষণ।

কফজ মূর্চ্ছার লক্ষণ,—যে ব্যক্তি শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হয়, গগনমণ্ডল তাহার নিকট মেঘসদৃশ অথবা মেঘ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়, এবং দেখিতে দেখিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। এই মূর্চ্ছায় বহুবিলম্বে চেতনালাভ হয়। এই রোগে রোগীর মুখ হইতে লালা বিনির্গত হয় এবং বিবমিষা জন্মে। আর রোগীর দেহ সিক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হয়।

ত্রিদোষজ মূর্চ্ছার লক্ষণ,—ত্রিদোষজ মূর্চ্ছায় উপরোক্ত ত্রিবিধ মূর্চ্ছারই লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে এবং অপস্মার রোগে যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, ইহাতেও সেই সেই লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু ফেনবমন, দন্তঘর্ষণ প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হয় না।

রক্তজনিত মূর্চ্ছার কারণ ও লক্ষণ,—যে ব্যক্তির দেহে ভূমিগুণের আধিক্য আছে, শোণিতের গন্ধে সে মূর্চ্ছিত হয়, ইহার কারণ এই যে, পৃথিবী ও জল এই উভয়েতে তমোগুণ অধিক আছে, সুতরাং ভূমি ও জল হইতে উৎপন্ন রক্তেও তমোগুণ অধিকপরিমাণে বিদ্যমান আছে, এই কারণেই শোণিতের গন্ধে ভূমিগুণাধিক্য ব্যক্তি মোহাভিভূত হইয়া থাকে, এই মূর্চ্ছাকেই রক্তজনিত মূর্চ্ছা কহে। দেহের অবসাদ, দর্শন শক্তির অল্পতা, ইহাই এই মূর্চ্ছার লক্ষণ।

বিষজনিত ও মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছার লক্ষণ—বিষপানে যে মূর্চ্ছা হয়, তাহাকে বিষজনিত মূর্চ্ছা এবং সুরাপানে যে মূর্চ্ছা জন্মে, তাহাকে মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছা কহে। বিষপানজনিত মূর্চ্ছায় কম্প, নিদ্রা, তৃষ্ণা ও অন্ধকার দর্শন এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মদ্যপানজনিত মূর্চ্ছায় রোগীর অন্তঃকরণশক্তি বিকৃতি প্রাপ্ত হয় ও ভ্রান্তচিত্ত হইয়া নানাবিধ প্রলাপবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে এবং বিবিধরূপে অঙ্গচালনা করিতে করিতে ভূপতিত হয়। মদ্য জীর্ণ হইলে সেই ব্যক্তি পুনরায় চেতনালাভ করে।

ভ্রম, তন্দ্রা ও সন্ন্যাস রোগ।

ভ্রমরোগের স্বরূপ নির্ণয়,—বাতপিত্তের ও রজোগুণের আধিক্যবশতঃ যে অজ্ঞানতা জন্মে, তাহাকেই ভ্রম রোগ কহে। এই রোগে রোগীকে

চক্রের ন্যায় ঘূরিতে ঘূরিতে ভূমিতলে পতিত হইতে হয়, স্থির-ভাবে দণ্ডায়মান হইবার শক্তি থাকে না।

তন্দ্রারোগ কথন,—বাতশ্লেষ্মা ও তমোগুণ সংবর্দ্ধিত হইয়া তন্দ্রা এবং শ্লেষ্মা ও তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া নিদ্রা রোগ উৎপাদন করে। তন্দ্রারোগীর চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় নিষ্কর্ম্মা হয় এবং নিদ্রাতুরের ন্যায় আলস্য জন্মে।

সন্যাস রোগ কথন,—যে রোগে বাতাদি দোষসকল প্রাণস্থান অবলম্বন করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয়ের শক্তি বিনষ্ট করে এবং রোগী মৃতবৎ হইয়া ভূতলশায়ী হয়, তাহাকেই সন্যাস রোগ কহে। রোগ জন্মিবামাত্র ঔষধ-প্রয়োগ না করিলে এই রোগে রোগীকে অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

মদাত্যয়াদি রোগ।

মদাত্যয় রোগের স্বরূপ ও কারণ প্রভৃতি নির্ণয়,—বিষে যে সকল গুণ বিদ্যমান আছে, মদেতেও সেই সকল গুণ আছে সুতরাং পরিমাণরূপে সুরাপান না করিলে ভীষণ মদাত্যয় রোগের উৎপত্তি হয়। অন্নপানাদি দ্বারা মনুষ্যের যেরূপ উপকার হয়, সুরাপানদ্বারাও তদ্রূপ উপকারিতালাভ হইয়া থাকে, কিন্তু পরিমিতরূপে ব্যবহৃত না হইলেই উৎকট রোগ জন্মে, অমৃত যেরূপ ফলপ্রদ, পরিমিতরূপে সেবন করিলে সুরাও তদ্রূপ হিতকর সন্দেহ নাই। বিষ প্রাণ বিনষ্ট করে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু সেই বিষ যথাসময়ে যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে জীবন প্রদান করে, অধিকপরিমাণে সেবন করিলেই জীবন নষ্ট হয় সেইরূপ সুরাও পরিমিতরূপে ব্যবহৃত হইলে সুফল প্রদান করিয়া থাকে। ঋতুভেদ ও বায়ুভেদ বিবেচনা করিয়া পরিমিতমাত্রায় বিবিধ বৃক্ষাবলীবিরাজিত উদ্যানে উপবিষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে যে সকল দ্রব্য সুরার বিপরীতগুণবিশিষ্ট, তাহার সহিত সুরাপান করিলে মহৎ উপকার দর্শে। মাংস ও স্নিগ্ধ দ্রব্যের সহিত মদ্যপান করিলে পরমায়ু ও বল বৃদ্ধিপ্রাপ্তি হয়, দেহ অপূর্ব্ব কান্তি ধারণ করে ও মন প্রফুল্ল হয়। প্রথমমাত্রায় সুরাপান করিলে বুদ্ধি, স্মৃতি, তুষ্টি, নিদ্রা, ক্ষুধা ও রতিশক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং অধ্যয়ন ও সংগীতশক্তি জন্মে।

দ্বিতীয়মাত্রায় মদ্যপান করিলে বুদ্ধি হ্রাস হয় স্মৃতি বিলুপ্ত হয়, বাক্‌শক্তি থাকে না এবং উন্মত্তের ন্যায় অযথোচিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তৃতীয়মাত্রায় মদ্যপান করিলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, অগম্যাগমনে অভিলাষ হয়, অভক্ষ্য ভোজনে প্রবৃত্তি জন্মে এবং গুপ্তকথাও প্রকাশিত করিয়া ফেলে, গুরুজনকে অবমাননা করে এবং সেই মদ্যপায়ী আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি চতুর্থমাত্রায় মদ্যপান করে, সে নষ্টসংজ্ঞ হইয়া ধরাতলে নিপতিত থাকে, অতএব এরূপে মদ্যপান করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। মাংসাদি বা স্নিগ্ধ দ্রব্যের সহিত সুরা সেবন না করিলে প্রতিদিন একমাত্রা পান করিলেও ভীষণ রোগ উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে ক্রমে দেহ ক্ষীণ হইতে থাকে। যে ব্যক্তি তৃষ্ণার্ত্ত, ভীত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, শোকার্ত্ত ও লগুড়াদি দ্বারা আহত হইয়া মদ্যপান করে, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত জলপান করিয়া তৎক্ষণাৎ সুরাসেবন করে অথবা যে ব্যক্তি ভোজনের তৎপরক্ষণেই মদ্যপান করে, যে ব্যক্তি রৌদ্রাদিতে সন্তপ্ত হইয়া অথবা যে ব্যক্তি দুর্ব্বলাবস্থাতে সুরাপান করে, তাহাকে পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও পানবিভ্রম প্রভৃতি ভীষণ দেহনাশক রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

বাতিক মদাত্যয় রোগের লক্ষণ,—প্রলাপ, অনিদ্রা, শ্বাস, হিক্কা, শিরঃকম্পন, পার্শ্ববেদনা, এই সকল বাতজন্য মদাত্যয়ের লক্ষণ।

পিত্তজ মদাত্যয়ের লক্ষণ—তৃষ্ণা, গাত্রদাহ, স্বেদ, মূর্চ্ছা, ভ্রমি ও অতিসার এই সকল লক্ষণ পিত্তজনিত মদাত্যয়ে দৃষ্ট হয়।

কফজ মদাত্যয়ের লক্ষণ,—যে ব্যক্তি শ্লেষ্মজনিত মদাত্যয়ে আক্রান্ত হয়, সে বমি করে, কখন বা বমির ইচ্ছা হয়, কিন্তু বমি হয় না এবং অরুচি, তন্দ্রা, দেহের গুরুত্ব ও সিক্ততা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ত্রিদোষজ মদাত্যয়ের লক্ষণ,—ত্রিদোষজনিত মদাত্যয়ে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ মদাত্যয়েরই লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পরমদরোগ।

পরমদ রোগে তৃষ্ণা, অরুচি, তন্দ্রা, শিরোবেদনা, মলমূত্র রোধ ও দেহের গুরুত্ব, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং রোগীর নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা ক্ষরিত হইয়া থাকে।

পানাজীর্ণরোগ।

উদরস্ফীতি, দেহসন্তাপ, উদ্গার, এই সকল পানাজীর্ণ রোগের লক্ষণ। এই রোগে মুখে মদের অংশই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

পানবিভ্রমরোগ।

নাসা হইতে শ্লেষ্মক্ষরণ, বক্ষে ও অঙ্গে সূচীবেধবৎ বেদনা, বমি, মোহ, জ্বর, শিরোবেদনা, দেহসন্তাপ এই সকল পানবিভ্রমরোগের লক্ষণ। কণ্ঠ হইতে ধূম নির্গত হইলে যেরূপ বোধ হয়, এই রোগেও সেইরূপ অনুভূত হইয়া থাকে। এই রোগে রোগীর সুরাপানে অনভি-লাষ জন্মে।

পানাত্যয়াদির অসাধ্য কথন,—পানাত্যয় পরমদ প্রভৃতি রোগে যদি রোগীর অধর লম্বিত হইয়া পড়ে এবং রোগীর দেহের অভ্যন্তরে দাহ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু বাহ্যে শীতল বোধ হয়, তাহা হইলে সেই রোগ সাধ্যাতীত জানিবে। যাহার জিহ্বা, ওষ্ঠ ও দন্ত নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং চক্ষু গাঢ় লোহিতবর্ণ ধারণ করে, সেই রোগীকেও অচিরে জীবন বিষর্জ্জন করিতে হয়।

উন্মাদরোগ।

মদয়ন্ত্যদ্ গতা দোষা যস্মাদুন্মার্গমাগতাঃ।
মানসোঽয়মতো ব্যাধিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥

উন্মাদের স্বরূপনির্ণয়,—বায়ু পিত্তাদি দোষ সকল কুপথগামী হইয়া মনোবহ ধমনীতে প্রবেশ করিলেই মনের ভ্রান্তি জন্মে, তাহা-

কেই উন্মাদ রোগ কহে। এই রোগের তরুণাবস্থায় ইহাকেই মদরোগ বলিয়া থাকে।

উন্মাদের ভেদকথন।—উন্মাদ ষড় বিধ ; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, ত্রিদোষজ, শোকজ ও বিষজ, এতদ্ভিন্ন ভূত, যক্ষ, দেবগ্রহ, অসুর, রাক্ষস, পিতৃগ্রহ, সর্পগ্রহ, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ প্রভৃতির আক্রমণেও উন্মাদ রোগ জন্মে। পূর্ণিমাতে দেবগ্রহ, সন্ধ্যাকালে অসুরগ্রহ, অষ্টমীতে গন্ধর্ব্বগ্রহ, প্রতিপদে যক্ষগ্রহ, অমাবস্যাতে পিতৃগ্রহ, পঞ্চমীতে সর্পগ্রহ এবং রজনীযোগে রাক্ষসগ্রহ মনুষ্যকে আক্রমণ করে। ইহারা অলক্ষিতভাবে মানবশরীরে প্রবিষ্ট হয়। ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। যেরূপ দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রবেশ করে, দেহ মধ্যে শীতোষ্ণাদি প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তদ্রূপ উহারাও মানবদেহে অদৃশ্যভাবে প্রবিষ্ট হয়।

উন্মাদরোগের কারণ,—বিষযুক্ত দ্রব্য, অপবিত্র দ্রব্য ও বিরুদ্ধ বস্তু ভোজন, দেবতা বা গুরুজনের অবমাননা, ভয়েই হউক্ অথবা আনন্দেই হউক্ মনের অধৈর্য্য, বলিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ ও চিন্তা এই সকল কারণে বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া মনুষ্যের হৃৎপিণ্ড ও বুদ্ধিস্থান দূষিত করিয়া ফেলে এবং মনোবহ স্রোতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতেই অন্তঃকরণের বিকৃতি জন্মে।

উন্মাদের সামান্য লক্ষণ,—ইতস্ততঃ দর্শন, মনের অধৈর্য্য, ভ্রান্তি, চকিতভাব, অনর্থক বৃথা অসম্বদ্ধ বাক্যালাপ ও বক্ষঃস্থলের শূন্যতা এই সকল উন্মাদ রোগের সামান্য লক্ষণ।

উন্মাদের অসাধ্যকথন,—যে উন্মাদরোগী নিরন্তর নিম্নদিকে অথবা ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, যে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণ হয় এবং দিন রাত্রে যে নিদ্রা যায় না, তাহার রোগ অসাধ্য।

অপস্মাররোগ।

তমঃপ্রবেশঃ সংরম্ভো দোষোদ্রেকহতস্মৃতেঃ।
অপস্মার ইতি জ্ঞেয়ো গদো ঘোরশ্চতুর্ব্বিধঃ॥

অপস্মারের স্বরূপনির্ণয় ও কারণ,—যে রোগে বায়ু পিত্ত ও কফ প্রকুপিত হইয়া মানবগণের স্মৃতিলোপ করে, এবং মুখ হইতে জল-স্রাব হয়, তাহাকে অপস্মার রোগ কহে। অপস্মার চতুর্ব্বিধ, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক।

হৃৎকম্পঃ শূন্যতা স্বেদো ধ্যানং মূর্চ্ছা প্রমূঢ়তা।
নিদ্রানাশশ্চ তস্মিংশ্চ ভবিষ্যতি ভবত্যথ ॥

অপস্মার উৎপত্তির পূর্ব্বরূপ,—অপস্মার উৎপন্ন হইবার অগ্রে নিদ্রানাশ হয়, কখন ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত হয়, কখন বা মন বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, হাঁই উঠিতে থাকে, ঘর্ম্ম হয়, হৃদয় বিকম্পিত হইয়া থাকে এবং হৃদয় শূন্য বলিয়া বোধ হয়।

অপস্মারের সামান্য লক্ষণ,—যে ব্যক্তি অপস্মার রোগে আক্রান্ত হয়, সে জ্ঞানশূন্য হইয়া ইতস্ততঃ করচরণাদি বিক্ষেপ করিতে থাকে এবং তাহার মুখ হইতে ফেন বহির্গত হয়।

অপস্মারের অসাধ্য কথন,—অপস্মার রোগ জন্মিলে ঔষধাদি দ্বারা তাহার প্রতিকার না করিলে যদি সেই রোগ পুরাতন হয়, তাহা হইলে আর তাহার শান্তির উপায় থাকে না। আর এই রোগ যদি বহু লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলেও অসাধ্য জানিবে। যে ব্যক্তি দুর্ব্বল, তাহার অপস্মার রোগ জন্মিলে সে মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

উদররোগ।

রোগাঃ সর্ব্বেপি মন্দেহগ্নৌ সুতরামুদরাণি চ।
অজীর্ণান্মলিনৈশ্চান্নৈর্জায়তে মলসঞ্চয়াৎ ॥

উদর রোগের কারণ,—বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিলে, অতিরিক্ত আহার করিলে এবং অগ্নিমান্দ্য হইলে বাতাদি দোষত্রয় প্রকুপিত হইয়া জলবাহী শিরা সকল অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে এবং প্রাণ বায়ু অপান বায়ু ও অগ্নি দূষিত করিয়া উদররোগ উৎপাদন করে।

উদররোগের ভেদকথন,—এই রোগ আট প্রকার; বাতিক,পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, প্লীহোদর, বদ্ধোদর, ক্ষতোদর ও জলোদর। বায়ু কুপিত হইয়া যে উদররোগ জন্মায়, তাহার নাম বাতিকোদর, পিত্ত কুপিত হইয়া ঐ রোগ উৎপাদন করিলে পৈত্তিকোদর, শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া জন্মাইলে কফোদর এবং ত্রিদোষ কুপিত হইয়া যে উদররোগ জন্মায়, তাহাকে সান্নিপাতিক উদররোগ কহে। প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে উদররোগ জন্মায়, তাহার নাম প্লীহোদর, অন্ত্রপথ রুদ্ধ হইলে মল অন্ত্রমধ্যে একত্রিত হইয়া যে উদররোগ উৎপন্ন করে, তাহাকে বদ্ধোদর কহে; ভুক্ত দ্রব্যের সহিত কণ্টকাদি অন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া সেই কণ্টকাদি দ্বারা অথবা অন্য কোন কারণে অন্ত্র ক্ষত হইলে যে উদররোগ জন্মে, তাহার নাম ক্ষতোদর। জলবাহী ধমনী সকল ঘৃতাদি দ্বারা অবলিপ্ত হইলে মলদ্বার দিয়া জলস্রাব হইয়া উদররোগের উৎপত্তি হয়, ইহাকেই জলোদর রোগ কহে।

আধ্মানং গমনেঽশক্তির্দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিতা।
শোথঃ সদনমঙ্গানাং সঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ ॥
দাহস্তন্দ্রা চ সর্ব্বেষু জঠরেষু ভবন্তি হি ॥

উদররোগের সামান্য লক্ষণ,—মন্দাগ্নি, তন্দ্রা, সন্তাপ, দৌর্ব্বল্য, শোথ, দেহাবসাদ, উদরস্ফীতি, মূত্র ও বায়ু নিঃসরণরোধ, এই সকল উদররোগের সাধারণ লক্ষণ।

উদররোগের অসাধ্যাদিকথন,—উদররোগ উৎপন্ন হইবামাত্র শীঘ্র ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে কষ্টে আরোগ্য হইয়া থাকে। প্রায় অধিকাংশ উদররোগ পঞ্চদশ দিবসে অতিরিক্ত হইলে অসাধ্য হইয়া উঠে।

শোথরোগ।

রক্তপিত্তকফান্ বায়ুর্দুষ্টো দুষ্টান্ বহিঃ শিরাঃ।
নীত্বা রুদ্ধগতিস্তৈর্হি কুর্য্যাৎ ত্বঙ্মাংসসংশ্রয়ং।

উৎসেধং সংহতং শোথং তমাহুর্নিচয়াদতঃ।
সর্ব্বং হেতুবিশেষৈস্তু রূপভেদান্নবাত্মকং।
দোষৈঃ পৃথগ্‌দ্বয়ৈঃ সর্ব্বৈরভিঘাতাদ্বিষাদপি॥

শোথের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়,—বায়ু দূষিত হইয়া রক্ত, পিত্ত ও কফকে বহিস্থিত ধমনীতে লইয়া যায়, পরে তাহাদিগের দ্বারা বায়ুর গতি রুদ্ধ হইলেই দেহের যে কোন স্থানেই হউক, চর্ম্ম ও মাংস আশ্রয় করিয়া রক্ত পিত্ত ও কফের সহিত উন্নত হইয়া উঠে; ইহাকেই শোথ-রোগ বলা যায়। যে ব্যক্তি কোন রোগদ্বারা অথবা উপবাসদ্বারা দুর্ব্বল হইয়াছে, সে যদি ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও গুরুপাক দ্রব্য এবং সকল প্রকার শাক দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সে শোথরোগে আক্রান্ত হয়। এতদ্ভিন্ন অর্শ, পরিশ্রমত্যাগ, অপক্ক গর্ভপাত, বিরেচকাদি ঔষধ ভক্ষণপূর্ব্বক বিরেচন না হওয়া, মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া, বিষভক্ষণ, এই সকল কারণেও শোথ রোগ জম্মে।

শোথের ভেদকথন,—শোথ নয়প্রকার;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক, পিত্তশ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজনিত ও বিষজনিত।

শোথ জন্মিবার পূর্ব্বরূপ,—শোথ উৎপন্ন হইবার অগ্রে শরীর উষ্ণ বোধ হয় এবং শিরা প্রসারণ করিলে যেরূপ কষ্ট বোধ হয়, তদ্রূপ যাতনা বোধ হইতে থাকে।

শোথের সামান্যলক্ষণ,—শরীরের বৈবর্ণ্য ও গুরুত্ব, শিরার সূক্ষ্মতা, রোমাঞ্চ এই সকল শোথ রোগের সাধারণ লক্ষণ।

শোথের উপদ্রব কথন,—তৃষ্ণা, শ্বাস, বমি, দৌর্ব্বল্য, জ্বর, অরুচি এই সকল শোথরোগের উপদ্রব।

শোথের অসাধ্যকথন,—পুরুষের পদে শোথ হইলে এবং সমস্ত উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, স্ত্রীলোকের মুখে শোথ হইলে এবং সমুদায় উপদ্রব প্রকাশ পাইলে সেই শোথ অসাধ্য। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, মূত্রাশয়ে শোথ হইলে কাহারও নিস্তার নাই। যে শোথ নূতন অথচ উপদ্রব নাই,

তাহা সুসাধ্য। কুক্ষি, গলদেশ ও মর্ম্মস্থানে শোথ হইলে তাহা অসাধ্য। বৃদ্ধাবস্থায় শোথ জন্মিলে তাহা চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না।

বৃদ্ধি (কুরণ্ড) রোগ।

ক্রুদ্ধোনূর্দ্ধ্বগতির্ব্বায়ুঃ শোথশূলকরশ্চরন্।
মুষ্কৌ বঙ্ক্ষণতঃ প্রাপ্য ফলকোষাভিবাহিনীঃ।
প্রপীড্য ধমনীর্ব্বৃদ্ধিং করোতি ফলকোষয়োঃ।
দোষাস্রমেদোমূত্রান্ত্রৈঃ স বৃদ্ধিঃ সপ্তধা গদঃ॥

কুরণ্ডের স্বরূপ ও কারণনির্ণয়,—অধোগামী বায়ু দূষিত হওয়াতে কুচকি হইতে অণ্ডকোষে যে শিরা গমন করিয়াছে, তাহাতেই শোথ উৎপন্ন হইয়া অণ্ডকোষ বর্দ্ধিত হয়। ইহাকেই বৃদ্ধি অর্থাৎ কুরণ্ড রোগ বলে।

কুরণ্ডের ভেদকথন,—কুরণ্ড সাত প্রকার ;—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, রক্তজ, মেদোজ, মূত্রজ ও অন্ত্রজনিত।

বাতিক বৃদ্ধির লক্ষণ,—বাতিক বৃদ্ধি রোগে হঠাৎ অণ্ডকোষে বেদনা জন্মে এবং বায়ুপূরিত চর্ম্মপুটক (অর্থাৎ ভিস্তির মুষক) স্পর্শ করিলে যেরূপ বোধ হয়, কোষ স্পর্শেও সেইরূপ অনুভূত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক বৃদ্ধির কথন,—যে ব্যক্তির পিত্তজ কুরণ্ড জন্মে, তাহার অণ্ডকোষের বর্ণ পক্ক যজ্ঞডুম্বুরের ন্যায় দৃষ্ট হয়, কুরণ্ড পাকিয়া উঠে এবং উষ্ণত্ব, জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক বৃদ্ধির লক্ষণ,—শ্লৈষ্মিক কুরণ্ডে কোষ শীতল, ভারি, কঠিন ও অল্প বেদনাযুক্ত হয়।

রক্তজ কুরণ্ডের লক্ষণ,—পৈত্তিক কুরণ্ডে যেরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়, রক্তজ কুরণ্ডেও সেই সেই লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে এবং কুরণ্ড নীলবর্ণ স্ফোটকে পরিবেষ্টিত হয়।

মেদোজ কুরণ্ডের লক্ষণ,—মেদোজ কুরণ্ডে শ্লৈষ্মিক কুরণ্ডের যাবতীয় লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং পক্ক তালফলের ন্যায় উহার বর্ণ হইয়া থাকে।

মূত্রজ কুরণ্ডের লক্ষণ,—মূত্ররোধ করিলে যে কুরণ্ড জন্মে, তাহাকে মূত্রজ কুরণ্ড কহে। এই রোগী যখন গমন করে, তখন ভিস্তির ন্যায় ঐ কুরণ্ড এ দিক্ ও দিক্ দোলায়মান হইতে থাকে এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের ন্যায় ইহাতে বেদনা উৎপন্ন হয়।

অন্ত্রজনিত কুরণ্ডের কারণ,—বায়ুবৃদ্ধিকর দ্রব্য ভক্ষণ, অত্যন্ত শীতল জলে স্নান, মূত্রবেগসম্বরণ, বলপূর্ব্বক মলমূত্র ত্যাগের জন্য বেগ-প্রদান, পথপর্য্যটন, অধিক ভারবহন, এই সকল কারণে বায়ু দূষিত হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্র সংকুচিত করিয়া ফেলে এবং স্বস্থান হইতে উহাকে কুচকিতে লইয়া যায়, তাহাতে কুচকিতে গ্রন্থিবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয়। ঐ শোথের চিকিৎসা না করিলে দূষিত বায়ু ঐ গ্রন্থিবিশিষ্ট ক্ষুদ্র অন্ত্রকে অণ্ডকোষে লইয়া যায়, সুতরাং কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উঠে এবং উহাতে বেদনা জন্মে। উহাকেই অন্ত্রজনিত কুরণ্ড বা অন্ত্রবৃদ্ধি কহে। ঐ অন্ত্র কোষে অবস্থিতিপূর্ব্বক থামিয়া থামিয়া ক্লেশ প্রদান করে, ঐ কোষ চাপিয়া ধরিলে অন্ত্র শব্দকরত কোষকে স্ফীত করিয়া ঊর্দ্ধে নয়ন করে, তাহাতে রোগীর অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্য বোধ হয়, কোষ ছাড়িয়া দিলে পুনর্ব্বার ঐ অন্ত্র কোষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই রোগে বাতিক কুরণ্ডের যাবতীয় লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

গলগণ্ডরোগ।

নিবদ্ধঃ শ্বয়থুর্যস্য মুষ্কবল্লম্বতে গলে।
মহান্ বা যদি বা হ্রস্বো গলগণ্ডং তমাদিশেৎ॥
বাতঃ কফশ্চাপি গলে প্রদুষ্টো
মন্যো তু সংশ্রিত্য তথৈব মেদঃ।
কুর্ব্বন্তি গণ্ডং ক্রমশঃ স্বলিঙ্গৈঃ
সমন্বিতং তং গলগণ্ডমাহুঃ॥

গলগণ্ডের স্বরূপ, কারণ ও লক্ষণাদি,—গলদেশে ক্ষুরণ্ডের ন্যায় শোথকেই গলগণ্ড কহে। দূষিত বায়ু, কফ ও মেদ গলপ্রদেশের পশ্চাদ্ভাগের শিরা আশ্রয় করিলেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। গলগণ্ড একবৎসরের অধিক হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য।

গণ্ডমালারোগ।

কর্কেন্দুকোলামলকপ্রমাণৈঃ
কক্ষাংসমন্যাগলবঙ্ক্ষণেষু।
মেদঃকফাভ্যাং চিরমন্দপাকৈঃ
স্যাদ্ গণ্ডমালা বহুভিশ্চ গণ্ডৈঃ।।

মেদ ও কফ দূষিত হইয়া গলদেশ, স্কন্ধ, কক্ষ ও গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগস্থ শিরাদ্বয়ে বদরীফল বা আমলকীর ন্যায় যে বহুসংখ্যক স্ফোটক জন্মায়, তাহাকে গণ্ডমালা বলে। এই রোগ দুশ্চিকিৎস্য।

অর্ব্বুদরোগ।

গাত্রপ্রদেশে ক্কচিদেব দোষাঃ
সংমূর্চ্ছিতা মাংসমসৃক্ প্রদূষ্য।
বৃত্তং স্থিরং মন্দরুজং মহান্তং
অনল্পমূলং চিরবৃদ্ধ্যপাকং।।
কুর্ব্বন্তি মাংসোচ্ছ্রয়মত্যগাধং
তদর্ব্বুদং শাস্ত্রবিদো বদন্তি।।

বাতাদি দোষসকল রক্তমাংস আশ্রয় করিয়া দেহের স্থানে স্থানে যে গোলাকার মাংসপিণ্ড উৎপাদন করে, তাহাকে অর্ব্বুদরোগ কহে।

শ্লীপদ (গোদ) রোগ।

যঃ সজ্বরো বঙ্ক্ষণজো ভৃশার্ত্তিঃ
শোথো নৃণাং পাদগতঃ ক্রমেণ।
তৎ শ্লীপদং স্যাৎ করকর্ণনেত্র-
শিশ্নৌষ্ঠনাসাস্বপি কেচিদাহুঃ ।।

যে শোথ কুচকিতে উৎপন্ন হইয়া পাদপর্য্যন্ত গমনপূর্ব্বক স্থির হয়, তাহাকেই গোদ বলে। যে গোদ উইয়ের ঢিপির মত ও মাংসাঙ্কুরদ্বারা বেষ্টিত, বৃহৎ এবং যাহা একবৎসরের অধিক হইয়াছে, তাহা আরোগ্য হয় না। যদিও বাতপিত্তাদি দোষের প্রত্যেকেই কুপিত হইয়া এই রোগ সৃষ্টি করে, তথাপি সর্ব্বপ্রকার গোদেই শ্লেষ্মার অংশ আছে।

বাতব্যাধিরোগ।

রুক্ষশীতাল্পলঘ্বন্নব্যবায়াতিপ্রজাগরৈঃ।
বিষমাদুপচারাচ্চ দোষাসৃক্‌স্রবণাদপি।
লঙ্ঘনপ্লবনাত্যধ্বব্যায়ামাদিবিচেষ্টিতৈঃ।
ধাতূনাং সংক্ষয়াচ্চিন্তা শোকরোগাতিকর্ষণাৎ।
বেগসন্ধারণাদামাদভিঘাতাদভোজনাৎ।
মর্ম্মাবাধাদ্‌ গজোষ্ট্রাশ্বশীঘ্রযানাপতংসনাৎ।
দেহে স্রোতাংসি রিক্তানি পূরয়িত্বানিলো বলী।
করোতি বিবিধান্‌ ব্যাধীন্‌ সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ান্‌ ।।

বাতব্যাধির স্বরূপ ও কারণ,—উপবাস, শীতল ও রুক্ষদ্রব্য ভক্ষণ, অতিরিক্ত মৈথুন, রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত বমন বা অতিরিক্ত বিরেচন,

অত্যন্ত লম্ফপ্রদান, অধিক ব্যায়াম, অধিক সন্তরণ, উচ্চস্থান হইতে পতন, অধিক গাত্রসঞ্চালন, মূত্রাদির বেগরোধ, মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রবর্দ্ধিত হইয়া শূন্যগর্ভ শিরা ও ধমনীতে প্রবিষ্ট হয় এবং নানারূপ অঙ্গব্যাপী রোগ উৎপাদন করে, তাহাকেই বাতব্যাধিরোগ কহে।

বাতব্যাধির লক্ষণ,—সন্ধিস্থানের সঙ্কোচ, পঙ্গুত্ব, কুব্জত্ব, খঞ্জতা, দেহশোষ, পৃষ্ঠবেদনা, শিরোবেদনা, হস্তব্যথা, নিদ্রানাশ, মস্তক ঝুসিয়া যাওয়া, নাসিকা চেপ্‌টা হওয়া, চক্ষুর কোটরপ্রবেশ, শরীরের অসারকতা, চক্ষুর ও মুখের ব্যাদানতা, মূত্রপুরীষরোধ, উদরস্ফীতি, গুল্ম, শোথ, অর্শ, দেহকম্পন প্রভৃতি বহুবিধ লক্ষণ এই রোগে প্রকাশ পায়। এই রোগে জিহ্বাস্তম্ভ, মুখস্তম্ভ, লালাস্রাব, বাক্‌শক্তির নাশ, চিত্তভ্রান্তি বিবিধ ভীষণ চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগ কদাচিৎ প্রশমিত হইতে দেখা যায়।

বাতরক্তরোগ।

লবণাম্লকটুক্ষারস্নিগ্ধোষ্ণাজীর্ণভোজনৈঃ।
ক্লিন্নশুষ্কাম্বুজানূপমাংসপিণ্যাকমূলকৈঃ।
কুলত্থমাষনিষ্পাবশাকাদিপললেক্ষুভিঃ।
দধ্যারনালসৌবীরশুক্তক্রসুরাসবৈঃ।
বিরুদ্ধাধ্যশনক্রোধদিবাস্বপ্নপ্রজাগরৈঃ।
প্রায়শঃ সুকুমারাণাং মিথ্যাহারবিহারিণাং।
স্থূলানাং সুখিনাঞ্চাপি কুপ্যতে বাতশোণিতং।

বাতরক্তের স্বরূপ ও কারণ,—অম্ল, কটু, ক্ষার, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও বিরুদ্ধ বস্তু ভক্ষণ, সজলদেশজাত পশুর মাংস ভোজন, শিম, শাক, মাষকলায়, মূলা, তিলকল্‌ক, দধি, আমানি, ঘোল, সুরা প্রভৃতি অহিতকর দ্রব্য সেবন, ক্রোধ, অধিক আহার, রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত গজতুরগাদি আরোহণ, এই সকল কারণে বায়ু ও রক্ত দূষিত হইয়া পাদে শোথ উৎপাদন করে। ইহাতে বাতের প্রাধান্য বলিয়া ইহাকে বাতরক্ত রোগ কহে।

বাতরক্তের লক্ষণ.—দেহকম্পন, বেদনা, অঙ্গুলীসঙ্কোচ, দেহজাড্য, শৈত্যসেবনে অরুচি, কণ্ডু, ঘর্ম্ম, তৃষ্ণা, স্পর্শশক্তির হ্রাস, শরীরের বিবিধ বর্ণান্তরপ্রাপ্তি, প্রকারভেদে এই সকল লক্ষণ দেখা যায়। যাহার পাদ হইতে জানুপর্য্যন্ত স্থানের চর্ম্ম এই রোগে বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহা হইতে ক্লেদ নির্গত হয় ও রোগী দুর্ব্বল হইয়া যায়, তাহার রোগ আরোগ্য হয় না।

ঊরুস্তম্ভরোগ।

ঊরুস্তম্ভের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়,—গুরু, স্নিগ্ধ ও শুষ্ক দ্রব্য ভক্ষণ, শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য বস্তু ভোজন, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত না হইতে আহার, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অধিক গাত্রচালনা, অধিক নিদ্রা, অধিক রাত্রিজাগরণ, এই সকল কারণে বর্দ্ধিত কফ, মেদ ও বায়ু, অপক্ক মল ও পিত্তের সহিত একত্র হইয়া ঊরুতে প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে ঊরুর অস্থি গাঢ় কফদ্বারা জড়ীভূত হইয়া যায় এবং চলৎশক্তিরহিত করিয়া ফেলে। স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হয়, উহাতে অধিক ব্যথাও হয়। ইহাকেই ঊরুস্তম্ভ কহে।

ঊরুস্তম্ভের সাধারণ লক্ষণ,—জ্বর, বমি, তন্দ্রা, করচরণে বেদনা, চরণের দৌর্ব্বল্য, চিন্তা, গাত্রের আর্দ্রতাবোধ, এই সকলই এই রোগের সাধারণ লক্ষণ।

ঊরুস্তম্ভের সাধ্যাসাধ্য কথন,—জ্বালা, কর্ত্তনবৎ বেদনা, কম্প এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ঊরুস্তম্ভ আরোগ্য হয় না।

আমবাতরোগ।

আমবাতরোগের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়,—যে রোগে বায়ু ও শ্লেষ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া মেরুদণ্ডের নীচে এবং সন্ধিস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া বেদনা উৎপাদন করে এবং দেহের জাড্য ও অবসাদ জন্মায়, তাহাকে আমবাত রোগ কহে।

আমবাতের সামান্য লক্ষণ,—দেহে বেদনা, অরুচি, তৃষ্ণা, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও করচরণে ব্যথা, এই সকল এই রোগের সামান্য লক্ষণ।

আমবাতের সাধ্যাসাধ্য কথন,—একদোষোৎপন্ন আমবাত চিকিৎসায় প্রশমিত হয়, কিন্তু ত্রিদোষজ আমবাত আরোগ্য হয় না। ত্রিদোষজ হইলে যাপ্য থাকে।

মুখরোগ।

মুখরোগের স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়,—দধি, ক্ষীর, মৎস্য, মাংস প্রভৃতি অতিরিক্ত ভোজনদ্বারা বাতাদি দূষিত হইয়া মুখরোগ জন্মায়।

মুখরোগের ভেদ কথন,—মুখরোগ বহুবিধ; ওষ্ঠগত, দন্তগত, জিহ্বাগত, সর্ব্বসর, তালুগত, ইত্যাদি।

ওষ্ঠগত মুখরোগ,—ওষ্ঠরোগ নানাপ্রকার। এই রোগে ওষ্ঠে নানাবর্ণের ফুস্কুড়ি হয়; উহাতে বেদনা জন্মে। কোন কোন প্রকার ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠে স্থূল মাংসপিণ্ড উৎপন্ন হয়।

দন্তগত মুখরোগ,—দন্তগত মুখরোগে দন্তে শোথ হয়, বেদনা জন্মে, রক্তস্রাব হয়, পুঁজ নির্গত হয়, দন্ত নড়িতে থাকে, জ্বালা করে, দন্ত অসমান ও বিকৃতিপ্রাপ্ত হইতেও দেখা যায়।

জিহ্বাগত মুখরোগ,—জিহ্বাগত মুখরোগে জিহ্বা কণ্টকাকীর্ণ হয়, জিহ্বার বিদীর্ণতা জন্মে, জ্বালা হয়, জিহ্বায় শোথ ও মাংসাঙ্কুরাদিও জন্মিতে দেখা যায়।

তালুগত মুখরোগ,—তালুগত মুখরোগে তালুমূলে বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপুটক সদৃশ শোথ জন্মে, তৃষ্ণা হয়, বেদনা জন্মে এবং জ্বরও হইয়া থাকে।

কণ্ঠগত মুখরোগ,—কণ্ঠগত মুখরোগে পিত্ত ও শ্লেষ্মা মাংসশোণিত দূষিত করিয়া কণ্ঠে অঙ্কুর জন্মায়, তাহাতে গলনলীর ছিদ্র রুদ্ধ হইয়া যায়।

সর্ব্বসর মুখরোগ,—মুখের সর্ব্বত্র যে স্ফোটক জন্মে, তাহাকে সর্ব্বসর মুখরোগ কহে। এই স্ফোটকগুলি পিত্তাদিভেদে রক্ত, পীত ও মুখবর্ণ সদৃশ বর্ণ হয়। এই রোগে কণ্ডু জন্মে।

কর্ণরোগ।

বায়ু দূষিত হইয়া কর্ণমল শুষ্ক করিলে শ্রুতিশক্তির হ্রাস হয়, কর্ণ দিয়া জল পড়ে, কর্ণে বেদনা হয়। পিত্ত কুপিত হইয়া কর্ণে পীড়া উৎপাদন করিলে কর্ণে জ্বালা হয়, শোথ জন্মে এবং পূঁয নির্গত হইয়া থাকে। কফ দূষিত হইয়া কর্ণরোগ জন্মাইলে কর্ণে শোথ, বেদনা ও কণ্ডু হয়।

নাসারোগ।

পীনস রোগের কারণ,—বায়ু ও কফ কুপিত হইলে নাসিকাপথ অবরুদ্ধ করিয়া ফেলে। তাহাতে নাসিকা উষ্ণতা ও আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়। কোন বস্তুর গন্ধ গ্রহণে সামর্থ্য থাকে না। এই রোগকে পীনস কহে।

পূতিনস্য রোগের কারণ,—কফ পিত্ত ও রক্ত দূষিত হইয়া বায়ুকে গলা ও তালুমূলে লইয়া গেলে ঐ বায়ু পূঁযগন্ধবিশিষ্ট হইয়া নাসাদ্বারা বহির্গত হয়, ইহাকে পূতিনস্য রোগ কহে।

নাসিকাপাকরোগ,—পিত্তকর্ত্তৃক নাসিকাতে পূতিগন্ধবিশিষ্ট ব্রণ উৎপন্ন হইলে তাহাকে নাসিকাপাক বলে।

হাঁচিরোগ,—নাসিকাস্থ বায়ু শৃঙ্গাটক নামক মর্ম্মপ্রদেশে দোষভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্লেষ্মার সহিত নাক দিয়া বহির্গত হয়, ইহাকে হাঁচি কহে।

শর্দ্দিরোগ,—মূত্রপুরীষের বেগরোধ, নাসায় ধূলিপ্রবেশ, ক্রোধ, জাগরণ, অতিরিক্ত মৈথুন, হিমসেবন, ইত্যাদি কারণে কফ মস্তকে গাঢ়ীভূত হইয়া শর্দ্দির উৎপত্তি করে।

নেত্ররোগ।

নেত্ররোগের কারণ,—অধিক রৌদ্রসেবন, অধিক অগ্নিসন্তাপ, অতিদূরদর্শন, রাত্রিজাগরণ, অধিক স্বেদনির্গম, চক্ষুমধ্যে ধূলিধূমাদির প্রবেশ, বমিরোধ, অধিক বমি, নিশাযোগে দ্রবীভূত অন্নভোজন, মূত্র, পুরীষ ও

বায়ু নিঃসরণরোধ, মস্তকে আঘাত, অনবরত ক্রন্দন, মদ্যপান, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত মৈথুন, বাষ্পরোধ, সূক্ষ্ম দ্রব্য দর্শন, প্রভৃতি কারণে নেত্ররোগের উৎপত্তি হয়।

নেত্ররোগের ভেদাদিকথন,—নেত্ররোগ বহুবিধ; নেত্ররোগ জন্মিবামাত্র চিকিৎসা না করিলে রোগীর চক্ষুরত্ন বিনষ্ট হয় কোন কোন নেত্ররোগে ক্রমে মস্তিষ্কের হানি করিয়া রোগীকে মৃত্যুর পথিক করে।

শিরোরোগ।

বাতিক শিরোরোগে হঠাৎ মস্তকে বেদনা হয়, মস্তকে কাপড় বান্ধিলে স্বাস্থ্যবোধ হইয়া থাকে। পৈত্তিক শিরোরোগে নাক ও চক্ষু দিয়া উষ্ণ ধূমনির্গমের ন্যায় বোধ হয় এবং মস্তকে দারুণ যাতনা জন্মে। শ্লৈষ্মিক শিরোরোগে মস্তক কফদ্বারা আচ্ছন্ন হয়। ত্রিদোষজ শিরোরোগে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ লক্ষণ জন্মে। রক্তজনিত শিরোরোগে পৈত্তিক শিরোরোগের লক্ষণ দেখা যায়। কফ, মস্তিষ্ক, বায়ু ও রক্তের হ্রাস হইলে যে শিরোরোগ জন্মে, তাহাকে ক্ষয়জ শিরোরোগ কহে। ধূম গ্রহণ, বমি, নস্য গ্রহণ প্রভৃতি কারণে ইহার বৃদ্ধি হয়। ক্রিমিজনিত শিরোরোগে মস্তকে নানাবিধ বেদনা জন্মে এবং নাসিকাদ্বারা শোণিতসংযুক্ত পূয বহির্গত হয়। নাক দিয়া কৃমি পড়িতেও দেখা যায়। কোন কোন প্রকার শিরোরোগে প্রভাতকাল হইতে মস্তক, নেত্র ও ভ্রূতে বেদনা আরম্ভ হয়, যত দিবাকরের তেজ বৃদ্ধি হয়, ততই বেদনা বাড়িতে থাকে, ইহার নাম সূর্য্যাবর্ত্ত।

অম্লপিত্তরোগ।

অম্ল, গুরু ও বিরুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, তক্র ও সুরা সেবন, মাষকলায় ভক্ষণ প্রভৃতি কারণে পিত্ত দূষিত হইয়া অম্লপিত্ত রোগ উৎপাদন করে। এই রোগ জন্মিলে আহারীয় দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হয় না, পরিশ্রম বোধ হয়, অম্ল কটূদ্গার ও তিক্ত উদ্গার হইতে থাকে, শরীর

গুরু বোধ হয়, বুক জ্বালা করে এবং অরুচি জন্মে। এই রোগ যদি অল্পদিনের হয় এবং রোগী কুপথ্য না করে, তাহা হইলে চিকিৎসায় প্রশমিত হয়।

বিস্ফোটকরোগ।

ক্ষার, গুরু, অজীর্ণকর, অম্ল, ঝাল ও তীক্ষ্ণ, দ্রব্য ভক্ষণ, রৌদ্রসেবন, প্রভৃতি কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া মাংসশোণিতাদি আশ্রয় করে এবং অগ্রে জ্বর জন্মাইয়া,তদনন্তর বিস্ফোটক জন্মায়। ইহার আকার হুতাশন-দগ্ধ ফোস্কার ন্যায় হয়, কৃষ্ণবর্ণও হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত বেদনা জন্মে। কোন কোন বিস্ফোটক পীত বা পাণ্ডু বর্ণও হয়।

বসন্তরোগ।

বসন্তের স্বরূপ ও কারণ,—বসন্তরোগের নামই মসূরিকা। ক্ষার, বিরুদ্ধ, লবণ, অম্ল ও ঝাল দ্রব্য ভক্ষণ, যাহা আহার করা হইয়াছে, তাহা পরিপাক না হইতে পুনরায় আহার, শাক ও শিমের বীজ ভক্ষণ, দূষিত বায়ু সেবন, দূষিত জলপান এবং প্রতিকূল গ্রহের দৃষ্টি; এই সকল কারণে পিত্ত ও শ্লেষ্মা দুষ্ট শোণিতের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহে মসূরের মত যে ফুস্কুড়ি জন্মায়, তাহারই নাম মসূরিকা, অর্থাৎ বসন্তরোগ।

বসন্ত হইবার পূর্ব্বাবস্থা,—বসন্ত হইবার অগ্রে দেহ বিবর্ণ হয়, চর্ম্ম স্ফীত হইয়া উঠে, চক্ষু শোণিতবর্ণ হয়, গাত্রে বেদনা জন্মে, আহারে রুচি থাকে না, জ্বর হয় এবং কণ্ডু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বসন্তের লক্ষণ,—পিত্তজনিত বসন্ত রক্ত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। রোগী তরল মলত্যাগ করে এবং তৃষ্ণা, জ্বর ও যাতনায় কষ্ট পায়। বাতিক বসন্তের ফুস্কুড়ি কৃষ্ণপীত মিশ্রিতবর্ণ এবং কঠিন, ইহাতে রোগী কম্প, বেদনা, তৃষ্ণা, অরুচি, কাস প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়। শ্লৈষ্মিক বসন্তের

ফুস্কুড়ি শুক্ল, কণ্ডুযুক্ত এবং স্থূল; ইহাতে রোগী স্তৈমিত্য, শ্লেষ্মাক্ষরণ, দেহের গুরুত্ব, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্য প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। সান্নিপাতিক বসন্তের ফুস্কুড়ি চিড়ার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট তাহার মধ্যভাগ নিম্ন, উহাতে অত্যন্ত বেদনা জন্মে, এই ফুস্কুড়ি অনেক বিলম্বে পক্ক হইয়া পুঁয ক্ষরিত হইতে থাকে। পিত্তজন্য বসন্তে যে যে লক্ষণ দৃষ্ট হয়, রক্ত-জনিত বসন্তেও সেই সেই লক্ষণ দেখা যায়।

হামের লক্ষণ—শরীরে রোমাঞ্চ হইলে যেরূপ রোমকূপ উন্নত হয়, তদ্রূপ উন্নত শোণিতবর্ণ ফুস্কুড়ি জন্মিলে এবং তৎসহ জ্বর, কাস বা অরুচি থাকিলে তাহাকেই হাম কহে; ইহার নাম রোমান্তিকা।

জলবসন্তের স্বরূপ ও লক্ষণ,—জলবিম্বের ন্যায় শুক্লবর্ণ ফুস্কুড়ি হইলে এবং তাহা ফাটিয়া জল পড়িলে তাহাকে জলবসন্ত কহে। ইহারই নাম ত্বক্‌গত মসূরিকা।

বসন্তের সাধ্যাসাধ্য কথন,—রক্ত আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত হয়, তাহা সত্বর পাকে, উহা সাধ্য। মাংস আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত হয়, তাহা বহু বিলম্বে প্যাকে, ইহা কষ্টসাধ্য। মেদ আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত হয়, তাহা প্রায় আরোগ্য হয় না। অস্থি ও মজ্জা আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত হয়, তাহা অসাধ্য, উহা অতীব যাতনাপ্রদ। শুক্র আশ্রয় করিয়া যে বসন্ত হয়, তাহা রোগীকে অচিরে কালগ্রাসে নিক্ষিপ্ত করে।

ব্রণরোগ।

ব্রণ দ্বিবিধ; শারীর ও আগন্তুক। বাতাদি-দোষ সকল কুপিত হইয়া যে ব্রণ উৎপাদন করে, তাহাকে শারীর ব্রণ কহে এবং অস্ত্রাদির আঘাত দ্বারা যে ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম আগন্তুক ব্রণ।

যে ব্রণ অধিকদিন স্থায়ী, যাহা অতি দুর্গন্ধ, আর ব্রণ দিয়া রক্ত-মিশ্রিত পূঁয নির্গত হয় এবং ব্রণের মধ্যভাগ ক্রমে নিম্ন হইয়া যায়, তাহাই দূষিত ব্রণ।

যে ব্যক্তি কুষ্ঠরোগী, যক্ষ্মাক্রান্ত অথবা মধুমেহরোগে কাতর, তাহার ব্রণরোগ হইলে আরোগ্য লাভ করা কঠিন। দূষিত ব্রণ হইতে মেদ-মাদি ক্ষরিত হইলে তাহা অচিকিৎস্য।

স্তনরোগ।

স্তনরোগ উৎপত্তি কথন,—বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া স্তনগত মাংসশোণিত দূষিত করিয়া ফেলিলেই স্তনরোগের উৎপত্তি হয়।

স্তনরোগের ভেদকথন,—স্তনরোগ পঞ্চবিধ, বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও আগন্তুক।

স্তনদুগ্ধদোষে বালকের রোগোৎপত্তি,—গুরুপাক বস্তু ভক্ষণ করিলে বাতাদি কুপিত হইয়া স্তনদুগ্ধকে দূষিত করিয়া ফেলে। সেই দুগ্ধ পান করিলে বালকদিগের নানাবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

দূষিত স্তনদুগ্ধের লক্ষণ,—বায়ুকর্ত্তৃক স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে উহার স্বাদ কষায় হয় এবং সেই দুগ্ধ জলমধ্যে ফেলিয়া দিলে ভাসমান হইতে থাকে। পিত্তকর্ত্তৃক স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে তাহার আস্বাদ তিক্ত, লবণাক্ত ও অম্লবৎ অনুভূত হয়, অধিক কি, দুগ্ধের বর্ণও পিত্তের ন্যায় হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাকর্ত্তৃক যে স্তনদুগ্ধ দূষিত হইয়াছে, তাহা জলে নিক্ষেপ করিবামাত্র নিমগ্ন হইয়া যায়, উহা গাঢ়। যে দুগ্ধ জলে ফেলিয়া দিলে জলের সহিত মিশিয়া যায়, যাহার স্বাদ মিষ্ট এবং যাহার বর্ণ পীত, সেই দুগ্ধই বিশুদ্ধ জানিবে।

প্রদররোগ।

বিরুদ্ধমদ্যাধ্যশনাদজীর্ণা-
দ্গর্ভপ্রপাতাদতিমৈথুনাচ্চ।
যানাধ্বশোকাদতিকর্ষণাচ্চ
ভারাভিঘাতাচ্ছয়নাদ্দিবা চ॥
অসৃগ্দরং ভবেৎ সর্ব্বং
সাঙ্গমর্দ্দং সবেদনং॥

প্রদররোগের স্বরূপ ও কারণ,—সুরাপান, বিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, গর্ভপাত, অতিরিক্ত মৈথুন, অধিক পদব্রজে গমন, ভুক্ত বস্তু পরিপাক প্রাপ্ত হইতে না হইতে ভোজন, শোক, অধিক ভ্রমণ, আঘাত, ভারবহন, দিবানিদ্রা প্রভৃতি কারণে স্ত্রীলোকের যোনিরন্ধ্র দিয়া শোণিতস্রাব হয়, ইহাকেই প্রদররোগ কহে। সকল প্রকার প্রদরেই অঙ্গবেদনা জন্মে।

প্রদররোগের ভেদকথন,—এই রোগ সাধারণতঃ চারি প্রকার; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক।

বাতিক প্রদরের লক্ষণ,—এই রোগ বাতজনিত হইলে যে রক্ত ক্ষরিত হয়, তাহা রক্তবর্ণ, ফেনযুক্ত অথবা মাংসধৌত জলের তুল্য দৃষ্ট হয়।

পৈত্তিক প্রদরের লক্ষণ,—এই রোগ পিত্তজনিত হইলে যে রক্তস্রাব হয়, তাহা পীত, নীল অথবা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

শ্লৈষ্মিক প্রদরের লক্ষণ,—এই রোগ শ্লেষ্মাজনিত হইলে যে রক্ত ক্ষরিত হয়, তাহা পাণ্ডুবর্ণ অথবা মাংসধৌত জলের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক প্রদরের লক্ষণ,—ত্রিদোষ হেতু প্রদররোগ জন্মিলে তাহাতে যে রক্ত ক্ষরিত হয়, তাহা ঘৃত, মধু ও হরিতাল প্রভৃতি মিশ্রিতের ন্যায় বর্ণ হইয়া থাকে।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রদরের লক্ষণ,—এই রোগ প্রবল হইলে রোগীর দেহ পাণ্ডুতা প্রাপ্ত হয় এবং রোগী তৃষ্ণার্ত্ত, মূর্চ্ছিত, মোহগ্রস্ত, ভ্রান্ত, ও তন্দ্রাযুক্ত হইয়া পড়ে।

ঋতুবিশুদ্ধি কথন।

মাসান্নিষ্পিচ্ছদাহার্ত্তি পঞ্চরাত্রানুবন্ধি চ।
নৈবাতি বহুনোত্যল্পমার্ত্তবং শুদ্ধমাদিশেৎ।
শশাসৃক্প্রতিমং যচ্চ যদ্বা লাক্ষারসোপমং।
তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যচ্চাপ্সু চ বিরজ্যতে॥

যে ঋতু প্রতিমাসে পাঁচদিন পর্য্যন্ত থাকে, অথচ তাহা অপিচ্ছিল, দাহশূন্য ও শূলহীন হয় এবং অধিক বা অত্যন্ত অল্প পরিমাণেও ক্ষরিত না হয়, সেই আর্ত্তবই বিশুদ্ধ জানিবে। যে আর্ত্তব শশকশোণিতবৎ, লাক্ষারস তুল্য গাঢ়, রক্তবর্ণ ও জলে প্রক্ষালন করিলে রক্ত শূন্য হয়, সেই ঋতুই বিশুদ্ধ জানিবে।

প্রদরের অসাধ্য কথন,—ত্রিদোষজনিত প্রদর কিছুতেই উপশমিত হয় না; বিশেষতঃ রোগী দুর্ব্বল ও তৃষ্ণার্ত্ত হইলে এবং নিরন্তর রক্তস্রাব ও বেদনা থাকিলে যে কোনরূপ প্রদরই হউক না কেন, চিকিৎসায় উপকার দর্শে না।

সূতিকারোগ।

বায়ুঃ প্রকুপিতঃ কুর্য্যাৎ সংরুদ্ধরুধিরং চ্যুত।
সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তিশূলং মর্কন্দসংজ্ঞকং।

সূতিকারোগের স্বরূপ ও কারণ,—প্রসবের পর স্ত্রীলোকের যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই সূতিকারোগ কহে। বায়ু প্রকুপিত হইয়া যে সময়ে বদ্ধ শোণিতকে ক্ষরিত করে, তখন প্রসূতির হৃদয়, শিরঃ ও বস্তিস্থানে শূলবৎ বেদনা সঞ্জাত হয়, ইহাই মর্কন্দ নামক সূতিকারোগ। দূষিত অন্নভক্ষণ, অধিক আহার, অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ এই সকল কারণেই সূতিকারোগের উৎপত্তি হয়।

সূতিকারোগের সাধারণ লক্ষণ,—জ্বর, তৃষ্ণা, অঙ্গবেদনা, শোথ, অতীসার ও দেহের গুরুত্ব এই সকলই সূতিকারোগের সাধারণ লক্ষণ।

সূতিকার অসাধ্য কথন,—জ্বর, অতীসার, শোথ, শূল, আনাহ, বলের হ্রাস, তন্দ্রা, অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে সেই সূতিকারোগ অতিকষ্টে প্রশমিত হইতে পারে।

কুষ্ঠরোগ।

বিরোধীন্যন্নপানানি দ্রবস্নিগ্ধগুরূণি চ।
ভজতামাগতাং ছর্দ্দিং বেগাংশ্চান্যান্ প্রতিঘ্নতাং।
ব্যায়ামমতিসন্তাপমতিভুক্তানিষেবিণাং।
ঘর্ম্মশ্রমভয়ার্ত্তানাং দ্রুতং শীতাম্বুসেবিনাং।
অজীর্ণাধ্যাসিনাঞ্চৈব পঞ্চকর্ম্মাপচারিণাং।
নবান্নদধিমৎস্যাতিলবণাম্লনিষেবিণাং।
মাষমূলকপিষ্টান্নতিলক্ষীরগুড়াশিনাং।
ব্যবায়ঞ্চাপ্যজীর্ণেঽন্নে নিদ্রাঞ্চ ভজতাং দিবা।
বিপ্রান্ গুরূন্ ধর্ষয়তাং পাপং কর্ম্ম চ কুর্ব্বতাং।
বাতাদয়স্ত্রয়ো দুষ্টাস্ত্বগ্রক্তাং মাংসমম্বু চ।
দূষয়ন্তি সকুষ্ঠানাং সপ্তকো দ্রব্যসংগ্রহঃ।
অতঃ কুষ্ঠানি জায়ন্তে সপ্ত চৈকাদশৈব তু॥

কুষ্ঠের কারণ,—বমন, বিরেচন, আস্থবসন, নিরূহণ ও নস্যক্রিয়া এই সকল কর্ম্ম অন্যায়রূপে আচরণ করিলে, ব্রহ্মহত্যা, গুরুদারা-গমন বা মদ্যপান করিলে, বিরুদ্ধ দ্রব্য সেবন করিলে, আহারের অব্যবহিত পরেই পরিশ্রম বা মৈথুনক্রিয়া সম্পাদন করিলে, অজীর্ণ-কর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে, অম্ল দ্রব্য অধিক আহার করিলে, মূত্র পুরীষ বা বমির বেগ অবরোধ করিলে, অধিক রৌদ্র বা অধিক অগ্নিতাপ গ্রহণ করিলে, অধিক রাত্রি জাগরণ বা অধিক দিবানিদ্রা গেলে, গুরুজনের অবমাননা করিলে, অপরিমিতরূপে মৎস্য, নূতন তণ্ডুলের অন্ন, দধি বা লবণ ভক্ষণ করিলে এবং অধিক পরিশ্রমের পর বা কোনরূপে ভয় প্রাপ্ত হইবার পর শীতল জলপান করিলে বাতাদি দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া দেহস্থিত মাংস, শোণিত, চর্ম্ম ও রসধাতু-সকল দূষিত করিয়া ফেলে। তাহাতেই কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি হয়।

কুষ্ঠ জন্মিবার পূর্ব্বাবস্থা,—কুষ্ঠরোগ জন্মিবার পূর্ব্বে দেহস্থিত চর্ম্ম রুক্ষ ও কর্কশ হয়, অল্প অল্প স্বেদ নির্গত হয়, শরীরে দাহ জন্মে ও বর্ণান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে, কণ্ডূর উৎপত্তি হয়, স্পর্শ-শক্তির হ্রাস হইয়া যায়, দেহে বেদনা জন্মে, ব্রণ হয় এবং রোমাঞ্চ জন্মিতে থাকে।

কুষ্ঠের ভেদকথন ও বাতাদিভেদে তাহাদের কারণ,—কুষ্ঠ অনেক প্রকার; তন্মধ্যে একাদশটী ক্ষুদ্র কুষ্ঠ ;—এককুষ্ঠ, চর্ম্মাখ্য; কিটিম, বৈপাদিক, অলসক, দদ্রুমণ্ডল, চর্ম্মদল, পামা, কচ্ছু, বিস্ফোট ও সতাক। আর সাতটী মহাকুষ্ঠ বলিয়া অভিহিত; যথা,—কপাল, ঔডুম্বর, মণ্ডল, ঋষ্যজিহ্ব, পুণ্ডরীক, সিধ্ম ও কাকণ। এতদ্ভিন্ন পাদে কণ্ডূ ও স্রাববিশিষ্ট যে ফুস্কুড়ি হয়, তাহাকে বিচর্চ্চিকা বলে, ইহাও কুষ্ঠমধ্যে পরিগণিত। চরণভিন্ন শরীরের অন্যস্থানেও কৃচিৎ এই রোগ হইয়া থাকে। এই সকল কুষ্ঠের মধ্যে কাপাল বায়ু হইতে, ঔডুম্বর পিত্ত হইতে, মণ্ডল ও বিচর্চ্চিকা শ্লেষ্মা হইতে, ঋষ্যজিহ্ব বাতপিত্ত হইতে, চর্ম্মাখ্য, কিটিম, সিধ্ম, অলসক ও বৈপাদিক বাত-শ্লেষ্মা হইতে, দদ্রু, শতাক, পুণ্ডরীক, বিস্ফোটক, পামা ও চর্ম্মদল পিত্তশ্লেষ্ম হইতে, এবং কাকণ কুষ্ঠ ত্রিদোষ হইতে সমুৎপন্ন হয়।

পিত্তজন্য কুষ্ঠের লক্ষণ,—যে সকল কুষ্ঠ পিত্তজনিত, তাহা শোণিতবর্ণ এবং তাহা হইতে পূঁয নির্গত হয়, উহাতে বেদনা ও জ্বালা বিদ্যমান থাকে।

বাতিক কুষ্ঠের লক্ষণ,—যে সকল কুষ্ঠ বায়ুজন্য, তাহা স্পর্শ করিলে কর্কশ বোধ হয়, উহার বর্ণ কৃষ্ণপীতমিশ্রিত, শোণিতবর্ণও হইয়া থাকে এবং ঐ কুষ্ঠেও বেদনা বিদ্যমান থাকে।

কফজনিত কুষ্ঠের লক্ষণ,—যে কুষ্ঠ শ্লেষ্মাজনিত, তাহা ঘন ক্লেদ-বিশিষ্ট, এই কুষ্ঠে কণ্ডূ বিদ্যমান থাকে এবং রোগীর দেহ গুরু ও শীতল হয়।

সান্নিপাতিক কুষ্ঠের লক্ষণ,—ত্রিদোষজনিত কুষ্ঠে উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণই দৃষ্ট হয়।

বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক কুষ্ঠের লক্ষণ,—বাতপিত্ত-জনিত কুষ্ঠে বায়ুজন্য ও পিত্তজন্য কুষ্ঠের লক্ষণ, বাতশ্লেষ্মজন্য কুষ্ঠে

বাতজন্য ও শ্লেষজন্য কুষ্ঠের লক্ষণ এবং পিত্তশ্লেষ্মজনিত কুষ্ঠে পিত্ত-জনিত ও কফজনিত কুষ্ঠের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রসগতাদিভেদে কুষ্ঠের লক্ষণ,—দেহস্থিত রস আশ্রয় করিয়া কুষ্ঠ জন্মিলে দেহ বিবর্ণ ও রুক্ষ হয়, রোমাঞ্চ জন্মে, স্বেদ নির্গত হয় এবং স্পর্শশক্তি বিলুপ্ত হইয়া থাকে। শোণিত আশ্রয় পূর্ব্বক কুষ্ঠ জন্মিলে অত্যন্ত পূঁয নির্গত হয় এবং ব্রণে অত্যন্ত কণ্ডু জন্মে। মাংস আশ্রয় করিয়া কুষ্ঠ জন্মিলে দেহ কর্কশ হয়, জাড্য জন্মে, শরীরে বেদনা হয় এবং মুখ শুষ্ক হইয়া যায়। মেদ আশ্রয় পূর্ব্বক কুষ্ঠ জন্মিলে বোধ হয় যেন, দেহ ও হস্তাদি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, ইহাতে অঙ্গুলি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, ক্ষত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, রোগীর চলৎশক্তি রহিত হইয়া যায়; এই কুষ্ঠে রসগত, শোণিতগত ও মাংসগত কুষ্ঠের লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে। অস্থি ও মজ্জা আশ্রয় করিয়া কুষ্ঠ জন্মিলে রোগীর নাসিকা বসিয়া যায়, স্বর বিকৃত হয়, নেত্র শোণিত-বর্ণ হইয়া উঠে এবং ক্ষতমধ্যে কীটের উৎপত্তি হয়। শুক্র আশ্রয় করিয়া কুষ্ঠ জন্মিলে পূর্ব্বে রসগতাদি যে যে কুষ্ঠ বর্ণিত হইল, সেই সমস্তেরই লক্ষণ প্রকাশিত হয়। যে ব্যক্তি শুক্রাশ্রিত কুষ্ঠে আক্রান্ত, তাহার সন্তান জন্মিলে সেই সন্তানও কুষ্ঠরোগী হইয়া থাকে।

এককুষ্ঠের লক্ষণ,—দাহ, কণ্ডু, খরস্পর্শ, বিবর্ণতা, বেদনা, রুক্ষত্ব ও রোমাঞ্চ এই সকল এককুষ্ঠের লক্ষণ।

চর্ম্মাখ্য কুষ্ঠের লক্ষণ,—যে কুষ্ঠ ঘর্ম্মশূন্য, অনেকস্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত, মৎস্যের ত্বক্‌তুল্য এবং হস্তিচর্ম্মবৎ কর্কশ, তাহাকেই চর্ম্ম-কুষ্ঠ কহে।

কিটিম কুষ্ঠের লক্ষণ,—যে কুষ্ঠের ব্রণস্থল খরস্পর্শ ও রুক্ষ, তাহার নাম কিটিম।

বৈপাদিক কুষ্ঠের লক্ষণ,—যে কুষ্ঠে করচরণে স্ফোট জন্মে এবং দারুণ বেদনা হয়, তাহার নাম বৈপাদিক।

অলসক কুষ্ঠের লক্ষণ,—যে কুষ্ঠের স্ফোটগুলি কণ্ডু ও রাগযুক্ত হয়, তাহার নাম অলসক।

দদ্রুমণ্ডলের লক্ষণ,—কণ্ডু ও রাগযুক্ত পীড়কা জন্মিলেই তাহাকে দদ্রুমণ্ডল কহে।

চর্ম্মদলের লক্ষণ.—যে কুষ্ঠ শোণিতবর্ণ, শূলযুক্ত, কণ্ডূবিশিষ্ট, স্ফোটকসমন্বিত এবং যাহা বিদীর্ণ হইলেও সম্যক্‌রূপে স্পর্শাসহ হয়, তাহার নাম চর্ম্মদল।

পামা কুষ্ঠের লক্ষণ,—যে কুষ্ঠের পীড়কাগুলি অতি ক্ষুদ্র, যাহা স্রাবসমন্বিত এবং কণ্ডূ ও দাহযুক্ত, তাহার নাম পামা। পামা কুষ্ঠ স্ফোটকযুক্ত ও দারুণ দাহবিশিষ্ট হইলেই তাহাকে পাণীকুষ্ঠ বলা যায়।

কচ্ছুকুষ্ঠের লক্ষণ,—যে কুষ্ঠ কণ্ডূযুক্ত ও পাঁচড়ার ন্যায়, তাহাকেই কচ্ছুকুষ্ঠ কহে; ইহার অপর নাম স্ফীচ কুষ্ঠ।

বিস্ফোট কুষ্ঠের লক্ষণ,—কপিশমিশ্রিত অরুণবর্ণ স্ফোটক জন্মিলেই তাহাকে বিস্ফোটক কুষ্ঠ কহে।

সতারু কুষ্ঠের লক্ষণ,—যে কুষ্ঠ দাহ ও পীড়াসমন্বিত, লোহিতবর্ণ, কপিশ ও বহুব্রণবিশিষ্ট, তাহার নাম সতারু।

কাপালকুষ্ঠের লক্ষণ,—যে কুষ্ঠ উৎপন্ন হইলে দেহ ও চর্ম্ম কৃষ্ণারুণ, শর্করাবর্ণ, রুক্ষ, খরস্পর্শ ও বেদনাবিশিষ্ট হয়, তাহার নাম কাপাল।

ঔডুম্বর কুষ্ঠের লক্ষণ,—যে কুষ্ঠ জন্মিলে কপিল রোমাবৃত উডুম্বর ফলের ন্যায় হয় এবং যাহাতে দাহ, পীড়া, রাগ ও কণ্ডূ বিদ্যমান থাকে, তাহার নাম ঔডুম্বর।

মণ্ডলকুষ্ঠের লক্ষণ,—যে কুষ্ঠ শুভ্র ও শোণিতবর্ণ, কঠিন, স্নিগ্ধ, আর্দ্র ও যাহার মণ্ডল উদ্গত হয়, তাহার নাম মণ্ডল কুষ্ঠ।

ঋষ্যজিহ্ব কুষ্ঠের লক্ষণ,—যাহা কর্কশ, যাহার নিম্নভাগ কপিলবর্ণ, হরিণের জিহ্বার ন্যায় এবং যাহা বেদনাযুক্ত, তাহাকে ঋষ্যজিহ্ব কহে।

পুণ্ডরীক কুষ্ঠের লক্ষণ,—যাহা পদ্মপত্রের ন্যায়, উৎসেধসমন্বিত এবং যাহার মধ্যস্থল শুভ্র ও শোণিতবর্ণ, তাহার নাম পুণ্ডরীক।

সিধ্মকুষ্ঠের লক্ষণ,—ঘর্ষণ দ্বারা ধূলি যেরূপ ক্রমশঃ সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষয় হইয়া যায়, সেইরূপ যে কুষ্ঠ অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং শুভ্র লোহিতাত্মক ও অলাবুপুষ্পের ন্যায় আর যাহা প্রায়ই বক্ষঃপ্রদেশে দৃষ্ট হয়, তাহাকে সিধ্ম কহে। ইহারই অপর নাম ছলি।

কাকণ কুষ্ঠের লক্ষণ,—যে কুষ্ঠের মধ্যভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও অন্তভাগ লোহিতবর্ণ কিম্বা মধ্যস্থল রক্তবর্ণ ও অন্তভাগ কৃষ্ণবর্ণ, যাহাতে পাক ও বেদনা জন্মে, যাহা ত্রিদোষচিহ্নবিশিষ্ট, তাহার নাম কাকণ।

কুষ্ঠের সাধ্যাসাধ্য কথন,—এককুষ্ঠ রস, রক্ত ও মাংস আশ্রয় পূর্ব্বক উৎপন্ন হইলে তাহা চিকিৎসায় প্রশমিত হইতে পারে। দ্বিদোষজন্য কুষ্ঠ মেদ আশ্রয় করিয়া জন্মিলে উহা আরোগ্য হয় না, কিন্তু যাপ্য থাকে। ত্রিদোষজনিত কুষ্ঠ মজ্জা ও অস্থি আশ্রয় পূর্ব্বক উৎপন্ন হইলে এবং সেই ক্ষতে জ্বালা বিদ্যমান থাকিলে অথবা কীট জন্মিলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য। যে কুষ্ঠে কোন অঙ্গ খসিয়া যায়, কুষ্ঠস্থান ফাটিয়া পড়ে, রোগীর নেত্র শোণিতবর্ণ, ও স্বর বিকৃত হয়, সেই কুষ্ঠ রোগীর মৃত্যুস্বরূপ জানিবে।

শ্বিত্ররোগ।

শ্বিত্ররোগও একপ্রকার কুষ্ঠ বা মহারোগ বলিয়া কথিত। শ্বিত্র দ্বিবিধ ; ব্রণজন্য ও বাতাদি দোষ জনিত। ব্রণজন্য শ্বিত্ররোগ জন্মিলে অতি কষ্টে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে। দোষজনিত শ্বিত্র ক্বচিৎ আরোগ্য হয়। যে স্থানে শ্বিত্ররোগ হয়, যদি ঐ স্থানের রোমগুলি কৃষ্ণবর্ণ থাকে, আর শ্বিত্রগুলি পরস্পর একত্রিত না হইয়া কিঞ্চিৎ ব্যবধান থাকে এবং রোগ বহুদিনের পুরাতন না হয়, তাহা হইলেই শ্বিত্র প্রশমিত হয়, নচেৎ ইহার বিপরীত হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য।

সংক্রামকরোগ।

যে ব্যক্তি জ্বর, কুষ্ঠ, যক্ষ্মাপ্রভৃতি রোগে পীড়িত, তাহাকে স্পর্শ করিলে, তাহার নিশ্বাস গ্রহণ করিলে, তাহার সহিত একত্র শয়ন করিলে, তাহার সহিত একত্র ভোজন করিলে, তাহার সহিত এক আসনে আসীন হইলে এবং উক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির (পুরুষই হউক্ আর স্ত্রীই হউক,) সহিত মৈথুন করিলে ঐ সকল রোগ জন্মে, ইহাকেই সংক্রামক রোগ বলে।

আমরক্তরোগ।

আমরক্তের স্বরূপ নির্ণয়,—অতীসার রোগে কুপথ্য সেবন করিলে দেহস্থ বায়ু প্রকুপিত হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত কফকে খণ্ডন পূর্ব্বক অধোগামী হয়, তাহাকেই আমরক্ত কহে।

আমরক্ত জন্মিবার কারণ,—বহুদিন উষ্ণদেশে অবস্থিতি, আর্দ্র বায়ু সেবন, কদর্য্য দ্রব্য ভক্ষণ; উত্তেজক, লবণ সংযুক্ত এবং গলিত মৎস্য মাংস প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, অধিক পরিশ্রম, মনের উদ্বেগ, অধিক সুরাপান, শারীরিক দুর্ব্বলতা, যে দেশে সর্ব্বদা ম্যালেরিয়া বিদ্যমান, তথায় বাস, এই সকল কারণেই আমরক্ত রোগের উৎপত্তি হয়।

পীড়া বৃদ্ধির নিয়ম,—সর্ব্বাগ্রে সাধারণতঃ উদরাময়ের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তৎপরে প্রহরেক পরে অথবা দুই তিন দিন পরে বেদনা উপস্থিত হয় এবং অল্প অল্প বিরেচন হইতে থাকে, ঐ মলের সহিত আম ও রক্তও দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ অন্ত্র হইতে শোণিত বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ আমাশয়ের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। প্রথমতঃ কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া যায়, তৎপরে কঠিন বর্ত্তুলাকৃতি মল সহ আম ও রক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আমরক্তের সাধারণ লক্ষণ —ক্ষুধানাশ, উদরবেদনা, বমনবোধ, দেহের উষ্ণতা, মলনির্গমের বেগ, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প আম ও রক্ত মিশ্রিত মল নির্গম, জিহ্বার শুভ্রতা ও আর্দ্রতা, অল্প তৃষ্ণা এবং ভোজনে অনিচ্ছা এই সকলই আমরক্তের সাধারণ লক্ষণ।

আমরক্তের প্রবল লক্ষণ,—প্রথমতঃ দেহ ঈষৎ কম্পিত হইতে থাকে, তৎপরে ঈষৎ উষ্ণ হইয়া উঠে, নাড়ী বেগগামী হয়, উদরে অধিক বেদনা জন্মে এবং মধ্যে মধ্যে বেগের সহিত মল বিসর্জ্জনের অভিলাষ হয়। প্রথমতঃ মলসংযুক্ত বিরেচন হয়, তদনন্তর উহা আম ও রক্ত মিশ্রিত হয় এবং পরিমাণে অল্প হইয়া থাকে। যদি এই রোগে সরলান্ত্রে অধিক বেদনা হয়, তাহা হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের উৎপত্তি হইবার সম্ভব। যদি পুনঃ পুনঃ মলের বেগ অল্প হয়, তাহা হইলেই যে রোগ সামান্য জ্ঞান করিবে, এমন নহে, কারণ উহা দ্বারা এইমাত্র বোধগম্য হয় যে, সরলান্ত্রের কোনরূপ বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। ক্রমে ক্রমে ক্লেশপ্রদ বেগ উপস্থিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ মলত্যাগ হইতে থাকে, রোগীর শরীরে বল থাকিলেও শয্যাত্যাগ

করিতে তাহার অভিলাষ হয় না; উদরের স্থানে স্থানে বেদনা ও আধ্মান জন্মে আর নিরন্তর মল বিসর্জ্জনের বেগ উপস্থিত হয়, সুতরাং রোগী মলত্যাগ করিতে গিয়া আর তথা হইতে গাত্রোত্থান করিতে ইচ্ছা করে না। এই রোগে অল্পদিন মধ্যেই রোগী তেজোহীন হয় এবং তাহার স্বভাব রুক্ষ হইয়া পড়ে। রোগীর মুখ দেখিলেই বোধ হয় যে, সে অত্যন্ত যাতনা উপভোগ করিতেছে। এই রোগ প্রথমতঃ অল্পপরিমিত হয় এবং আম ও রক্ত মিশ্রিত থাকে, তৎপরে উহা মাংসধৌত জলবৎ লক্ষিত হয়। ক্রমে ক্রমে রোগ যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে, ততই বদন উদ্বেগযুক্ত ও রক্তশূন্য হইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে দেহে জ্বরভাব বোধ হয় এবং নাড়ী বেগগামী ও সূক্ষ্ম হইয়া পড়ে। জঠরদেশে ঢক্কার ন্যায় স্ফীত হয়, জিহ্বায় ক্লেদ জন্মে এবং জিহ্বার পার্শ্বভাগ শ্বেত, লোহিত ও কটা হইয়া যায়; কোন কোন সময়ে কৃষ্ণবর্ণও হইয়া পড়ে। যদি বিশেষ চিকিৎসা দ্বারা রোগ আরোগ্য করা না হয়, তাহা হইলে রোগী ক্রমে বলহীন হয় এবং দেহ হইতে মৃত শবের ন্যায় দুর্গন্ধ বহির্গত হয়। ক্রমে ক্রমে উদরের বেদনার হ্রাস হয়, তখন রোগের গতি বোঝা ভার হইয়া উঠে, রোগী মনে করে যে, আশু রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে; কিন্তু অবিলম্বে প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে।

আমরক্তের সুলক্ষণ,—রোগের প্রথম হইতেই যদি লক্ষণ সকল প্রবল হইতে না থাকে, মুখের চিহ্ন স্বাভাবিক থাকে, নাড়ী দ্রুতগামী না হয়, মলে পচা মাংসবৎ দুর্গন্ধি না থাকে, তাহা হইলেই সুলক্ষণ জানিবে।

আমরক্তের কুলক্ষণ ও অসাধ্যকথন,—যদি রোগের প্রথম হইতেই স্নায়বিক নিস্তেজস্কতা জন্মে, নাড়ী বেগগামী ও বলহীন হয়, মুখের মলিনতা জন্মে, মন চঞ্চল হয়, সহসা উদরের বেদনা কমিয়া যায় এবং তৎসহ মলের দুর্গন্ধি বৃদ্ধি পায়, অন্ত্র, বদন ও নাসাবিবর হইতে শোণিতস্রাব হয়, হিক্কা উঠিতে থাকে, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হয়, রোগী প্রলাপ বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকে এবং মূত্র বন্ধপ্রায় হইয়া যায়, তাহা হইলেই তাহা কুলক্ষণ জানিবে। কুলক্ষণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইলেই সে রোগ আর চিকিৎসায় প্রশমিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

উৎকাশী রোগ।

উৎকাসীর স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়,—এই রোগ কাসরোগের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়াই পরিগণিত। পাকাশয়ের উত্তেজনা হেতু মল ও মুত্র পরিষ্কৃতরূপে ত্যক্ত না হইলেই এই রোগ প্রকাশিত হয়। অধিক ধূমপান, শ্বাসযন্ত্রে ধূলি প্রভৃতি প্রবেশ, অধিক ব্যায়াম প্রভৃতি কারণেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। সহসা শীতলতা ও আর্দ্রতার পরিবর্ত্তনও এই রোগের একটী মহৎ কারণ বলিয়া পরিগণিত।

উৎকাসীর লক্ষণ,—মুখ ও গলার মধ্যে শুঁয়া লাগিলে যেরূপ বোধ হয়, এই রোগেও তদ্রূপ অনুভব হইয়া থাকে এবং কণ্ঠকণ্ডু, ভোজনে অনিচ্ছা, ঈষৎ স্বরভেদ, বক্ষঃস্থলের উষ্ণত্ব ও বেদনা, তালু পার্শ্ব দাহ, অরুচি, জিহ্বা-দাহ, ভোজন সময়ে কাসিতে কাসিতে বমি, শিরোবেদনা, পার্শ্ব ব্যথা, চক্ষে জল পতন, দেহের জ্বরভাব এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

উৎকাসীর সাধ্যাসাধ্য কথন,—উৎকাসী চিকিৎসা দ্বারা সহজেই উপশমিত হয়, কিন্তু অবহেলা করিলে ইহা হইতে কাস প্রভৃতি রোগ জন্মিবার সম্ভব; সুতরাং তাহা হইলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

কাউর রোগ।

কাউর রোগ বালকদিগকেই প্রায় আক্রমণ করে, এই রোগে বালকেরা অত্যন্ত যাতনা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এ রোগ সংক্রামক নহে। এই রোগ প্রায় সর্ব্বদা বালকদিগের পায়ে জন্মিয়া থাকে, অন্যান্য স্থলে কৃচিৎ দৃষ্ট হয়। এই রোগ সহজে উপশমিত হয় না, এক বৎসর বা ততোধিক সময়ও এই রোগ বিদ্যমান থাকে। শোণিতের অপকৃষ্টতাই এই রোগের প্রধান কারণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। অনেকগুলি ফুস্কুড়ি একত্র হইয়া এক স্থানে বর্দ্ধিত হয়, তাহারই নাম কাউর। কোন কোন সময়ে ঐ ফুস্কুড়িগুলি বিদীর্ণ হইয়া অনিয়ম খুস্‌কি পীড়িত স্থলে বহির্গত হয়। যখন ঐ খুস্‌কি উঠিয়া যায়, তখন পীড়িত স্থল ক্ষতবৎ বোধ হইয়া থাকে এবং সেই স্থলে সূচিকার চিহ্নের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র দৃষ্ট হয়; সেই সকল রন্ধ্র দিয়া রস বহির্গত হইতে থাকে, তৎপরে পুনরায় আবার তদুপরি খুস্‌কি জন্মে। ঐ

স্থানে হস্ত লাগিলে রোগী শিহরিয়া উঠে এবং তথায় দাহ জন্মে। কোন কোন সময়ে খুস্‌কি উঠিয়া রোগ আরাম হইয়া যায় আবার কণ্ডু উপস্থিত হইয়া পুনরায় জন্মে। এই রোগে রোগীর মধ্যে মধ্যে জ্বরভাব হয় এবং রোগী চঞ্চলও হইয়া থাকে।

ঘুঙ্‌রীরোগ।

ঘুঙ্‌রীর স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়,—নিরন্তর সজল স্থানে অবস্থান করিলেই এই রোগ জন্মিয়া থাকে এবং যে যে কারণে প্রদাহ জন্মে, সেই সেই কারণেই এই রোগের উৎপত্তি হয়। কোন কোন চিকিৎসক এই রোগকে সংক্রামক বলিয়া গণনা করেন। এই রোগে কণ্ঠনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে দাহ সমুৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে ফুস্‌ফুসি কিম্বা শ্বাসরন্ধ্রের নলী ও স্বরনলী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। অনন্তর সেই দাহস্থানে অন্য একটী বৃথা ঝিল্লী জন্মে, উহা কাসী ও বমনের সহিত উদ্গত হয়। ঘুঙ্‌রীকেই কণ্ঠনালী প্রদাহ কহে।

ঘুঙ্‌রীর লক্ষণ,—প্রথমে বালক রসশূন্য কাসিতে থাকে এবং তাহার সহিত স্বরভেদ দৃষ্ট হয়, যখন তাহারা নিদ্রিত হয়, তখন গলদেশে ঘড়্ ঘড় শব্দ হইতে থাকে এবং গলদেশে বেদনা জন্মে, তাহাতে শিশু যার পর নাই কষ্ট পায়। যখন শ্বাস গ্রহণ করে, তখন বায়সের স্বরের ন্যায় স্বর বহির্গত হয়। নীরস কাসি কাসিতে কাসিতে তাহার সহিত সূত্রবৎ একরূপ শ্লেষ্মা বহির্গত হয়, তাহাও অতি ক্লেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে, এই অবস্থায় শিশুর জ্বরভাব লক্ষিত হয়। গাত্রের উষ্ণত্ব, মুখের লোহিতবর্ণতা এবং নাড়ীর বেগগামিত্ব, এই সকলই এই রোগের লক্ষণ।

ঘুঙ্‌রীর সাধ্যাসাধ্য কথন,—ঘুঙ্‌রী শিশুদিগের পক্ষে ভয়াবহ রোগ বলিলেই হয়। এই রোগের সূত্রপাতেই অতি সাবধানে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য, নচেৎ উপশম হইবার সম্ভাবনা নাই। সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে দুই তিন দিন মধ্যেই শিশু কালগ্রাসে নিপতিত হয়।

জিহ্বারোগ।

বায়ুজনিত জিহ্বারোগ,—বায়ু কুপিত হইয়া জিহ্বারোগ জন্মিলে জিহ্বা ঈষৎ বিদীর্ণা হয়, শাকবৎ কণ্টকবিশিষ্টা হইয়া থাকে এবং কোনরূপ রসাস্বাদন অনুভব করিতে পারে না।

পৈত্তিক জিহ্বারোগ,—পিত্ত কুপিত হইয়া জিহ্বারোগ জন্মিলে জিহ্বা কণ্টকবিশিষ্ট, দীর্ঘ, দগ্ধ, রক্তসংযুক্ত ও উপচিত হইয়া থাকে;

শ্লৈষ্মিক জিহ্বারোগ,—শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া জিহ্বারোগ সমুৎপাদন করিলে জিহ্বা শাল্মলীকণ্টকযুক্ত বলিয়া বোধ হয় এবং গুরুভার ও উপচিত বোধ হইয়া থাকে।

অলাস নামক জিহ্বারোগ,—জিহ্বার তলদেশে কফরক্ত জনিত শোথ জন্মিয়া থাকে, তাহাতে জিহ্বা পাকবিশিষ্ট স্তম্ভিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহারই নাম অলাস।

উপজিহ্বক নামক জিহ্বারোগ,—রক্তকফের দোষ বশতঃ জিহ্বার মূলদেশে জিহ্বামূল রূপ শোথ জন্মে। উহাতে লালা স্রাব হয়, কণ্ডূ বিদ্যমান থাকে এবং উপতাপ জন্মে, ইহারই নাম উপজিহ্বক।

দন্তরোগ।

দন্তরোগের কারণ,—শীতল স্থানে বাস, অধিক অম্লদ্রব্য ভোজন, রুক্ষদ্রব্য আহার, বিনা উপাধানে শয়ন প্রভৃতি নানা কারণে দন্তরোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

দন্তরোগের ভেদকথন,—দন্তরোগ সপ্তবিধ,—দালন, ক্রিমিদন্তক, ভঞ্জনক, দন্তহর্ষ, দন্তশর্করা, কাপালিকা ও শ্যাবদন্তক।

দালন দন্তরোগ,—দন্তে বিদীর্য্যমানবৎ বেদনা জন্মিলেই তাহাকে দালন দন্তরোগ কহে। বায়ু কুপিত হইয়া এই রোগের উৎপত্তি করে।

ক্রিমিদন্তক,—বায়ু প্রকুপিত হইয়া এই রোগ জন্মায়। এই রোগ জন্মিলে দন্তে দুষ্ট রক্ত ও ক্রিমি জন্মে, দন্ত কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্রবিশিষ্ট, বেদনাযুক্ত, শোথসমন্বিত ও স্রাবসংযুক্ত হইয়া থাকে। বিনা অবঘট্টনেও এই রোগে দন্তে বেদনা উপস্থিত হয়।

ভঞ্জনক দন্তরোগ,—বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। দন্ত ভগ্ন হইলে বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইয়া মুখ বক্র করিয়া ফেলে, ইহাকেই ভঞ্জনক রোগ কহে।

দন্তহর্ষ,—বায়ু ও পিত্ত প্রকুপিত হইয়া এই রোগ সমুৎপাদন করে। এই রোগে দন্ত সমুহ শীত, উষ্ণ, বায়ু ও অম্ল স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না।

দন্তশর্করা,—বায়ু ও কফ প্রকুপিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে দন্তগত মল শুষ্ক হইয়া শর্করাবৎ খরস্পর্শ হইয়া যায়।

কাপালিকা,—যে রোগে দন্ত ও দন্ত মল কঠিন ও চূর্ণ হইয়া শর্করা তুল্য হয়এবং নিরন্তর দন্ত নষ্ট করিতে থাকে, তাহার নাম কাপালিকা।

শ্যাবদন্তক.—রক্তসংযুক্ত পিত্ত প্রভাবে দন্ত দগ্ধ হইয়া যায় এবং দন্ত কপিশবর্ণ অথবা নীলবর্ণ হইয়া পড়ে, তাহাকেই শ্যাবদন্তক কহে।

ধনুস্তম্ভরোগ।

বায়ু প্রকুপিত হইয়া ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনী সকলে গমন করে; সুতরাং হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিলে যেরূপ গাত্র আন্দোলিত হয়, সেইরূপ রোগীর দেহ সর্ব্বদা সঞ্চালিত হয়। ঐ কুপিত বায়ু যখন নিজ-স্থান হইতে ঊর্দ্ধগামী হয়, তখন ক্রমে ক্রমে বক্ষঃস্থল, শিরোদেশ ও ললাটস্থ অস্থিকে পীড়ন করিয়া রোগীর সমস্ত দেহকে ধনুকের ন্যায় করতঃ অচেতন করে, ইহাকেই ধনুস্তম্ভ রোগ কহে।

ধ্বজভঙ্গরোগ।

ধ্বজভঙ্গের স্বরূপকথন,—রতিশক্তি না থাকিলে তাহাকেই নপুংসক বা ক্লীব বলা যায়। রতিবিষয়ে অশক্তিকেই ক্লৈব্য বা ধ্বজভঙ্গ রোগ কহে।

ধ্বজভঙ্গের ভেদকথন,—ধ্বজভঙ্গ সাতপ্রকার; ভয় শোকাদিজ (১), মানষিক বা বিদ্বেষভাজনস্ত্রীসহ সঙ্গমজনিত (২), পিত্তজ (৩), শুক্রক্ষয়জ (৪), লিঙ্গরোগজনিত (৫), কামরোধজনিত (৬) ও সহজ (৭)।

ভয়শোকাদিজ ধ্বজভঙ্গ,—ভয় ও শোক প্রভৃতি কারণে সঙ্গমেচ্ছুক ব্যক্তির চিত্ত বিমুগ্ধ হইলে তাহার শিশ্ন পতিত হইয়া যায় এবং কিছু-তেই উন্নমন শক্তি উৎপাদন করিতে পারে না, তাহাকেই ভয়শোকাদিজ ধ্বজভঙ্গ কহে।

মানসিক অথবা বিদ্বেষভাজনস্ত্রীসহ সঙ্গমজনিত ধ্বজভঙ্গ,—বিদ্বেষ-ভাজন নারীর সহিত রমণ করিলেও পুরুষের ক্লৈব্য জন্মে। ইহাকেই মানসিক অথবা মনোভিঘাতজনিত ধ্বজভঙ্গ বলা যায়।

পিত্তজ ধ্বজভঙ্গ,—অতিরিক্ত পরিমাণে কটু দ্রব্য, অম্ল দ্রব্য, উষ্ণ বস্তু ও লবণাক্ত সামগ্রী সেবন করিলে পিত্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দেহস্থ শুক্রের হ্রাস করে, তাহাতেই মানবের ক্লীবত্ব জন্মিয়া থাকে। ইহারই নাম পিত্তজ ধ্বজভঙ্গ।

শুক্রক্ষয়জ ধ্বজভঙ্গ,—অধিক পরিমাণে স্ত্রীসঙ্গম করিলে এবং তদবস্থায় বাজীকর ঔষধাদি সেবন না করিলে দেহস্থ শুক্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তজ্জন্য যে ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মে, তাহাকেই শুক্রক্ষয়জ ধ্বজভঙ্গ কহে।

লিঙ্গরোগজ ধ্বজভঙ্গ,—লিঙ্গে উৎকট রোগ জন্মিলেও পুরুষের ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মিয়া থাকে; কারণ রোগ প্রভাবে বীর্য্যবাহিনী শিরা ছিন্ন হইয়া যায়। এই রোগের নামই লিঙ্গরোগজ ধ্বজভঙ্গ।

কামরোধজ ধ্বজভঙ্গ,—যে সকল ব্যক্তি বলিষ্ঠ, অথচ তাহারা ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত অবলম্বন করিয়া কামের উদয়েও তাহা দমন পূর্ব্বক স্তম্ভিত করিয়া রাখে, তাহাদিগের যে ধ্বজভঙ্গ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই কামরোধজ ধ্বজভঙ্গ কহে।

সহজ ধ্বজভঙ্গ,—যে ব্যক্তি আজন্ম ক্লীব, তাহার রোগই সহজ ধ্বজভঙ্গ বলিয়া অভিহিত।

ধ্বজভঙ্গের সাধ্যাসাধ্যকথন,—সহজ ও লিঙ্গরোগজনিত ধ্বজভঙ্গ কিছুতেই প্রশমিত হয় না। এতদ্ব্যতিরিক্ত অপরাপর সমস্তই চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য হইতে পারে। যে সকল ধ্বজভঙ্গ সুসাধ্য, সেই সেই রোগের চিকিৎসার প্রারম্ভেই যে হেতুতে ধ্বজভঙ্গ জন্মিয়াছে, তাহার বিপরীত ক্রিয়ায় অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

পাঁচড়ারোগ।

পাঁচড়ার স্বরূপ কথন,—শরীরের যে কোন স্থানে প্রথমতঃ কণ্ডূকীট জন্মিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ির ন্যায় করে, পরে ক্রমশ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং চুল্‌কাইয়া ক্ষত উৎপাদন করে, তাহা হইতে রস ও পুঁজ নির্গত হয়, তাহাকেই পাঁচড়া কহে।

পাঁচড়ার কারণ নির্ণয়,—চর্ম্মের উষ্ণত্ব, রুক্ষত্ব এবং অপরিষ্কৃততা এই সকল কারণেই রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে।

পাঁচড়ার সাধারণ লক্ষণ,—এই রোগ অধিকাংশই করস্থ অঙ্গুলীর মধ্যে, মণিবন্ধ, প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরদিক্, সন্ধিস্থানের বক্রাংশ এই সকল স্থানে জন্মিয়া থাকে। গাত্রের অন্যান্য স্থলেও দৃষ্ট হয়, কিন্তু বদনমণ্ডল লক্ষিত হয় না। ইহার স্ফোটক প্রকাশিত হইবার অগ্রে গাত্রকণ্ডু জন্মে। সন্ধ্যাকালে, নিশীথে ইহার কণ্ডু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এই প্রকারে স্ফোটক হইতে ক্রমে পাঁচড়া জন্মে। অগ্রে স্ফোটকগুলি কিঞ্চিৎ রক্তবর্ণ বা ধূসর বর্ণ ও ঈষৎ তীক্ষ্ণ হয় এবং চর্ম্ম হইতে ঈষৎ উন্নত হইয়া উঠে, পরে উহার অভ্যন্তরে পূঁজ জন্মে। যত রোগের বৃদ্ধি হয়, ততই স্ফোটকগুলির আকৃতি বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ অধিকতর পূঁজ জন্মে। স্ফোটকের গুটিকাগুলি এক একটী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকে, কোন কোন সময়ে চারি পাঁচ বা ততোধিকও একত্র হইতে দেখা যায়।

পাঁচড়ার সাধ্যাসাধ্য কথন,—যে পাঁচড়ার গুটিকা এক একটী পৃথক্ তাহা অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রশমিত হয়, কিন্তু অনেকগুলি একত্র হইলে কিছু বিলম্বে উপশমিত হইয়া থাকে।

বাতরোগ।

বাত রোগের স্বরূপ,—শরীরস্থ কোন সন্ধিস্থানে কিম্বা তাহার চতুর্দ্দিকে দাহ জন্মে এবং স্ফীত হয়, কখন কখন জ্বর কিম্বা জ্বরভাব বোধ হইয়া থাকে। কখন কখন সেই স্থান পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক সেই দাহাদি দেহের অন্যস্থানেও গমন করে, ইহাকেই বাতরোগ কহে।

বাতরোগ জন্মিবার কারণ,—পিতা মাতার এই রোগ থাকিলে তৎসন্তানেরও জন্মিয়া থাকে। বাল্যকালে এবং যৌবনে এই রোগের প্রবলতা দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের রজোবন্ধ হইলে বা রজঃক্ষরণের কোনরূপ বিঘ্ন জন্মিলে এই রোগ জন্মিবার সম্ভব। কোন প্রকার রোগে শরীর বলহীন হইলেও এই রোগ জন্মিয়া থাকে।

বাতরোগের লক্ষণ,—শরীরে অধিক শীত লাগিলে দুই তিন দিনের মধ্যেই পদের গুল্ফ (গোড়ালি) ও হাঁটুতে বেদনা জন্মে, এমন কি চলিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয়। ক্রমশঃ আরোগ্যার্থ চিকিৎসা না করিলে

সন্ধিস্থল ফুলিয়া উঠে এবং বেদনা বোধ হয় আর সেই স্থান উষ্ণ ও ঈষৎ রক্তবর্ণ হয়। ক্রমে ক্ষুধার হ্রাস, তৃষ্ণা, কোষ্ঠবদ্ধ এবং মূত্রের অল্পতা ও রক্তবর্ণত্ব জন্মে। শরীরস্থ বৃহৎ গাঁইট সকলে প্রথমে বেদনা হয়, তৎপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাঁইট আক্রমণ করে। রাত্রিতেই যন্ত্রণার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্লীহারোগ।

প্লীহার আকার কথন,—প্লীহা স্থিতিস্থাপক, মৃদু, দীর্ঘাকৃতি, অতীব সূক্ষ্মনাড়ীময় এবং গাঢ় ধূম্রবর্ণ। প্লীহার ওজন সাধারণতঃ তিন ছটাক এবং ইহা দীর্ঘে পাঁচ ও প্রস্থে কিঞ্চিদধিক তিন ইঞ্চি। বাম উপপর্শুকাদেশে ইহা অবস্থিতি করে। ইহার বহির্দ্দেশ মুজ আর উহাকে নিম্ন পর্শুকা হইতে মাংসপেশীব্যবধান দ্বারা বিভিন্ন করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যভাগ কুব্জাকৃতি এবং উহা পাকস্থালীর বামপার্শ্বের সহিত মিলিত। দেহের অভ্যন্তরস্থ অপরাপর যন্ত্রের সহিত ইহার প্রায় সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না।

প্লীহার কার্য্য,—প্লীহার সাহায্যে দেহাভ্যন্তরে শোণিতকণিকা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। শোণিতের মধ্যে যে শুভ্র ও রক্তবর্ণ কণা দৃষ্ট হয়, প্লীহাই তাহার উৎপত্তির প্রধান কারণ। ঐ সমস্ত শোণিতকণা প্লীহাস্থ শিরা হইতে বহির্গত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র রক্তপ্রবাহের সহিত একত্রিত হইয়া থাকে। যাহা আহার করা যায়, প্লীহার সাহায্যে সেই সকল ভুক্ত বস্তু শোষিত হয়। যে সকল পদার্থ দ্বারা প্লীহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা স্থিতিস্থাপক অর্থাৎ সেই সকল পদার্থকে অনায়াসে আকুঞ্চন ও প্রসারণ করা যায়, এই জন্য প্লীহা রক্তসঞ্চয়ের স্থান বলিয়া কথিত। প্লীহার সাহায্যে শোণিতের গুণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্তির কারণ কথন,—যে সকল দেশে ম্যালেরিয়া বিদ্যমান নাই এবং যে সকল প্রদেশ নাতিশীতোষ্ণ, তথায় প্লীহারোগ দৃষ্ট হয় না। যে সকল দেশে জলাভূমি অধিক, ইহা তথায়ই অধিক দেখা যায়। ম্যালেরিয়া প্লীহা উৎপাদনের একটী মহৎ কারণ। বহির্দ্দেশে কোন প্রকার প্রহার লাগিলে প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও উহাতে বেদনা জন্মিয়া থাকে।

বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্লীহার লক্ষণ,—যদি সহসা প্লীহার অভ্যন্তরভাগে শোণিত সঞ্চয় হয়, তাহা হইলে উহাতে অত্যন্ত বেদনা জন্মে। সাধারণতঃ অত্যল্প বিরামজ্বরে ইহা দৃষ্ট হয়। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে ফুলিয়া উঠে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হয়। যদি উহা চাপিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ব্যথা ও অস্বাস্থ্য জন্মিয়া থাকে। যদি প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বহুদিন তদবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে পাকযন্ত্র ও পরিপোষণযন্ত্রের কার্য্যের বৈপরীত্য ঘটে এবং রোগী ক্রমশঃ জীর্ণ, শুষ্ক, বলহীন, রক্তশূন্য ও চলৎশক্তিরহিত হইয়া যায়; বিষ্ঠা কৃষ্ণবর্ণ ও মুত্র বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; জিহ্বা মলদ্বারা আচ্ছন্ন ও শিথিল বলিয়া অনুভূত হয়।

প্লীহার অসাধ্য কথন,—প্লীহা জন্মিবামাত্র অপক্কাবস্থায় চিকিৎসা না করিলে ক্রমে উহা সমধিক স্ফীত ও কঠিন হইয়া পড়ে। তখন কোন চিকিৎসাই ফলপ্রদ হয় না; এমন কি, উহা বিদীর্ণ হইয়া রক্ত বহির্গত হয় এবং রোগী কালগ্রাসে পড়িয়া থাকে।

পানিবসন্ত বা জলবসন্ত।

জলবসন্তের স্বরূপ,—ইহা একরূপ স্ফোটকজনিত ব্যাধি বলিয়া কীর্ত্তিত। এই স্ফোটকগুলি আটদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে। ঐ সকল স্ফোটক জ্বরের সহিত পংক্তিবদ্ধ হইয়া বক্ষে, পৃষ্ঠে, বদনে ও করচরণাদির শাখাতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

জলবসন্তের গুপ্তাবস্থার লক্ষণ,—প্রথমতঃ স্ফোটকাবস্থায় এই বসন্তের বীজ শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ১২। ১৪ দিন প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। তখন কিছু নির্ণয় করা কঠিন। পরে ক্রমে মস্তক বেদনা, জ্বরানুভব, কাসী ইত্যাদি সাধারণ লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

জলবসন্তের স্ফোটকাবস্থার লক্ষণ,—প্রথম জ্বর হইবার ২।৩ দিন মধ্যেই গুটি প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথম দিনে কোন কোন গুটি অগ্রে লোহিতবর্ণ হয়, পরে বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় দিনে অল্প শুভ্র বা পীতবর্ণ লসিকাদ্বারা পুর্ণ হয়। তৃতীয় দিনে ও চতুর্থ দিনে সম্পূর্ণ আয়তনবিশিষ্ট হইয়া পড়ে এবং উহার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ হয়; অনন্তর

উহার অগ্রভাগ ছিন্ন হইলেই ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া পড়ে। এক একটী গুটিকার অভ্যন্তরে পুঁজ সঞ্চিত হয়, তজ্জন্য তাহার চারি পার্শ্বস্থ চর্ম্মে দাহ জন্মিয়া থাকে। পঞ্চম দিন কচ্ছুর ন্যায় হইতে আরম্ভ হয় এবং চারি পাঁচদিনের মধ্যেই খশিয়া যায়, তাহার পরে নিম্নভাগে কিঞ্চিৎ লোহিতবর্ণ চিহ্নমাত্র বিদ্যমান থাকে। এই চিহ্ন দীর্ঘকালস্থায়ী এবং উহা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী চর্ম্মাপেক্ষা ঈষৎ নিম্ন। এই রোগের সমস্ত গুটি একত্র প্রকাশিত হয় না, অনেকগুলি এক এক পংক্তিবদ্ধ হইয়া এক দিবস অন্তর উত্থিত হয়। কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে, দুই তিন দিনের পর আর গুটি প্রকাশিত হয় না, কিন্তু কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, দশ বার দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক দল গুটি নিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে।

পানিবসন্তের ভেদকথন,—সাধারণতঃ এই বসন্ত ত্রিবিধ; অল্পোন্নত, তীক্ষ্ণাগ্র ও বৃহদ্রক্ত।

অল্পোন্নত পানিবসন্ত,—যে সকল বসন্ত ঈষৎ উন্নত, গোলাকৃতি ও স্থূল, তাহাকেই অল্পোন্নত কহে। ইংরাজীতে ইহার নাম ভেরিসেলা লাল্টি কিউলেরিস্।

তীক্ষ্ণাগ্র জলবসন্ত.—যে সকল জলবসন্ত স্বাভাবিক তীক্ষ্ণাগ্রযুক্ত,তাহার নাম তীক্ষ্ণাগ্র পানিবসন্ত। ইংরাজীতে ইহাকে ভেরেসিলা কোনয়ডিস্ কহে।

বৃহদ্রক্ত জলবসন্ত,—যে বসন্তের গুটিকা স্বাভাবিক বসন্ত অপেক্ষা বৃহৎ ও সম্পূর্ণ বর্ত্তুল নহে আর পার্শ্বদেশ লোহিতবর্ণ রেখা দ্বারা অঙ্কিত, তাহাকেই বৃহদ্রক্ত কহে। ইংরাজীতে ইহার নাম ভেরিসেলা গ্লোবেটা।

জলবসন্ত নিরূপণ,—স্বাভাবিক বসন্ত হইতে এই বসন্তের ভেদ নির্ণয় করিবার উপায় এই যে, ইহাতে প্রথমাবধি গাত্রে কোন প্রকার দুর্গন্ধ অনুভূত হয় না। প্রথমতঃ গাত্রে ও তদনন্তর বদনে গুটী প্রকাশিত হয়। কিন্তু স্বাভাবিক বসন্ত প্রথমতঃ বদনে ও গ্রীবায় এবং তদনন্তর অন্য স্থানে বাহির হয়। এই বসন্ত এক দিনে এক দল প্রকাশিত হয়, কিন্তু স্বাভাবিক বসন্তে জ্বর হইবার পর তিন চারি দিনে গুটি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয় এবং তিন দিন পর্য্যন্ত প্রকাশ পাইতে থাকে। এই জলবসন্তের গুটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে শুভ্রবর্ণ হয়, পরে এক একটী গুটীর প্রায় চারিদিকে ঈষৎ লোহিত বর্ণ রেখা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বসন্তের গুটিকা সকল অত্যল্প

দিনের মধ্যেই সঙ্কুচিত ও শুষ্ক হইয়া যায় আর স্বাভাবিক বসন্তের ন্যায় ইহার উপরিভাগ ঈষৎ চাপা হয় না। স্বাভাবিক বসন্তে যেরূপ ভীষণ জ্বর হয়, জলবসন্তে তদ্রূপ হয় না, ইহা দ্বারাই রোগ অনায়াসে নির্ণয় করা যায়।

ওলাউঠা।

ওলাঠার স্বরূপ,—বিহিত কারণে পিত্তাদি দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া দেহস্থ রক্তাদি ধাতুকে জলবৎ তরল করত যে মলদ্বার দিয়া ও মুখ দিয়া বমনরূপে নির্গত করায়, তাহারই নাম ওলাউঠা।

ওলাউঠা উৎপত্তির কারণ,—অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধপূর্ণ স্থানে অবস্থিতি, অস্বাস্থ্যকর বস্তু আহার, অধিক পরিশ্রম, কোন পীড়াজন্য দুর্ব্বলতা এই সকল কারণেই ওলাউঠা জন্মে। এতদ্ভিন্ন বায়ুসন্তাপের আধিক্যাবস্থায় তাপ ও শীতলতার যোগ, দুর্গন্ধপূর্ণ ও সজল স্থানে যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা সেবন, মলিন জল পান, অপরিষ্কৃত বায়ু সেবন এবং অনুচিত আহারও এই রোগের কারণ।

ওলাউঠার গুপ্তাবস্থা,—দুই তিন দিনের মধ্যে কোন কোন সময়ে উহার প্রথমেও পীড়া জন্মে। উদরাময়াবস্থায় অনেক দিন পর্য্যন্ত এই রোগ গুপ্ত ভাবে থাকে।

ওলাউঠার পুর্ব্ব লক্ষণ—দেহের অবসাদ, জঠরের ঊর্দ্ধদেশে ভারানুভব, মানসিক উদ্বেগ, মুখের মালিন্য ও রক্তশূন্যত', মস্তকপীড়া, মস্তক ঘোরা, শ্রবণবিবরে ঝন্ ঝন্ শব্দ শ্রুতি. এবং দেহের দুর্ব্বলতা, ওলাউঠা জন্মিবার অগ্রে এই সকল লক্ষণ দেখা যায়। কোন কোন সময়ে হঠাৎ ভেদ বমন আরম্ভ হইয়া রোগের উৎপত্তি হয়, সময়ে সময়ে উদরাময়ের চিহ্ণ প্রকাশ পাইয়া পরে এই রোগ জন্মে। কোন কোন সময়ে ওলাউঠা হইবার পুর্ব্বে এরূপ উদরাময় হয় যে, দিনরাত্রির মধ্যে পাঁচবার কিম্বা সাতবার তরল অল্পমলমিশ্রিত ভেদ হয়, উদর বেদনা করিতে থাকে আর দেহও দুর্ব্বল হয়।

ওলাউঠার লক্ষণ,—সাধারণতঃ প্রায়ই নিশা যোগে কিম্বা প্রভাতে প্রথম ভেদ ও বমন আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রথমে বিরেচনের সহিত

অধিক মল সংযুক্ত থাকে, কিন্তু ক্রমে মলের অংশ কম হইয়া যায়। ক্রমে জলস্রোতের ন্যায় গুহ্য দিয়া তরল ভেদ হইতে থাকে, এমন কি উহার পরিমাণ কখন কখন এক সেরও লক্ষিত হয়। এই প্রকার বারম্বার ভেদ হওয়াতে দেহ বলহীন হইয়া পড়ে এবং রোগীর আর উঠিবার সাধ্য থাকে না। সাধারণতঃ ভেদের সহিত কোন প্রকার উপসর্গ দেখা যায় না, কোন কোন সময়ে জঠরে চর্ব্বণতুল্য বেদনা বোধ হয়। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, উদরে বেদনা থাকিলে তাহা ওলাউঠার মধ্যে পরিগণিত নহে, কিন্তু উহা তাহাদিগের ভ্রমমাত্র। দুইবার বা তিনবার ভেদের পরই সেই ভেদ ঈষৎ পীত ও শুভ্রবর্ণ দেখা যায়। কেহ কেহ ফেনবৎ বলিয়া থাকেন। ঐ ভেদ অত্যন্ত তরল, এবং উহা স্বচ্ছ নহে। ঐ ভেদ অল্পক্ষণ স্থিরভাবে একটী পাত্রে স্থাপন করিলে উহার নীচে অতি মৃদু অন্নখণ্ডের তুল্য সূক্ষ্ম পদার্থ পতিত হইতে দেখা যায়। কোন কোন সময়ে সলিলসংযুক্ত দুগ্ধবৎ বর্ণবিশিষ্ট ভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণত দুই চারিবার ভেদ হইয়াই বমন হইতে থাকে। যদি বমির সহিত ভুক্ত বস্তু কিছু না থাকে, তাহা হইলে ঐ বমন স্বচ্ছসলিলবৎ তরল হয় এবং এক একবার অর্দ্ধ সেরেরও অধিক বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। ভেদ যত শীঘ্র শীঘ্র হয়, বমন সেরূপ হয় না বটে, কিন্তু যদি ঔষধাদি সেবন করান যায়, তাহা হইলে বমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফেনতুল্য ভেদ হইবার উপক্রম হইতেই করচরণাদির অঙ্গুলীতে, উরুতে এবং কোন কোন সময়ে জঠরদেশে আক্ষেপ জন্মে। রোগী নিতান্ত তেজোহীন হইলেও ঐ আক্ষেপ তাহাকে পরিত্যাগ করে না। কিয়ৎকাল ভেদ ও বমন হইলে বদনমণ্ডল শোণিতশূন্য ও সীসকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হয় এবং মুখ আকুঞ্চিত হইয়া পড়ে। নাড়ী বলহীন ও ক্ষুদ্র হয়, চর্ম্মসন্তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া যায়; দুই প্রহর কালের মধ্যেই অথবা তাহার পূর্ব্বে মণিবন্ধের উপরে নাড়ী লক্ষিত হয়; কোন কোন সময়ে দেহ একান্ত তেজোহীন হইলেও নাড়ী একেবারে বিলুপ্ত হয় না। প্রায় ১০ দণ্ড পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে তেজোহীন ও মধ্যে মধ্যে বলবান হইয়া ক্রমশঃ রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে দেহ শীতল হইয়া যায়, বদন কুঞ্চিত হইয়া পড়ে এবং রক্ত সঞ্চালনের অল্পতা হয়।

ওলাউঠার অসাধ্য কথন,—এই রোগ প্রাণহারী এবং বহুব্যাপক। এই রোগে হঠাৎ তেজ বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রায়ই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর

মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহার সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশিত হইলে এবং দেহ শীতল হইলে চিকিৎসা করা বিফল।

মেদরোগ।

শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর দ্রব্য আহার পূর্ব্বক ব্যায়াম না করিলে এবং দিবাভাগে নিদ্রা গেলে শরীরস্থ মেদো ধাতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহাকেই মেদো রোগ কহে। ঐ মেদ ধাতু শরীরস্থ মার্গ সকল আচ্ছন্ন করিলে অপরাপর ধাতুও পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, পরে যে সময়ে মেদ নামক ধাতু অপরাপর ধাতুর সহিতে একত্রিত হয়, তখন মেদ ধতু কোমল হইয়া যায়, সুতরাং মানব সকল কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়ে। তখন মানবের অল্প অল্প শ্বাস, পিপাসা মোহ, নিদ্রা, হঠাৎ উচ্ছ্বাসাবরোধ, অবসন্নতা, ক্ষুধা, স্বেদজলের দৌর্গন্ধ্য এই সকল লক্ষণ দেখা যায় এবং সেই মানবের মৈথুনশক্তিরও হ্রাস হইয়া থাকে। সাধারণতঃ জঠরদেশেই মেদের বৃদ্ধি হয়, কারণ মেদোধাতু জীবগণের জঠরদেশস্থ অস্থিতে অবস্থিতি করে। মেদ পরিবর্দ্ধিত হইলে অগ্নির উদ্দীপক হয় এবং ভুক্ত রস শীঘ্র পরিপাক পায়, এই জন্যই ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়। যদি আহারের সময়ের ব্যত্যয় হয়, তাহা হইলে ভীষণ বিকার জন্মে। এই ধাতু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বায়ু পিত্ত ও কফ সহসা দূষিত হইয়া বিকার জন্মায়, সুতরাং মানব হঠাৎ দেহ পরিত্যাগ করে।

বিদ্রধিরোগ।

ত্বদ্রক্তমাংসমেদাংসি সংদুষ্যাস্থিসমাশ্রিতা।
দোষাঃ শোথং শনৈর্ঘোরং জনয়ন্ত্যুচ্ছ্রিতা ভৃশং।
মহামূলং রুজাবন্তং বৃত্তং বাপ্যথবা যতং।
বিদ্রধিরিতি বিখ্যাতো বিজ্ঞেয়ঃ ষড়বিধশ্চ সঃ॥

বিদ্রধির স্বরূপ কথন,—অস্থ্যাশ্রিত দোষ সকল মাংস, মেদ, রক্ত প্রভৃতিকে দূষিত করতঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ গভীরমূলবিশিষ্ট বেদনাসমন্বিত দীর্ঘাকৃতি ও বর্ত্তুল যে শোথ উৎপাদন করে, তাহারই নাম বিদ্রধি।

পৃথগ্‌দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ ক্ষতেনাপ্যসৃজস্তথা।
ষণ্ণামপি হি তেষান্তু লক্ষণং সংপ্রচক্ষ্যতে॥

বিদ্রধির ভেদ কথন,—বিদ্রধি ষড়্‌বিধ; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, ক্ষতজ এবং রক্তজ। যথাক্রমে ইহাদের লক্ষণ কথিত হইতেছে।

বাতিক বিদ্রধির লক্ষণ,—এই বিদ্রধি কৃষ্ণবর্ণ, অরুণ বর্ণ, কখন অল্প বেদনাযুক্ত ও কখন অধিক বেদনাবিশিষ্ট হয়।

পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণ —ইহা পক্ক ডুম্বুর ফলের ন্যায় কিম্বা কপিশ-বর্ণও হইয়া থাকে। এই বিদ্রধি যখন উত্থিত হয়, তখন জ্বর ও দাহ জন্মে। ইহা অতি শীঘ্র উত্থিত ও পরিপক্ক হয়।

শ্লৈষ্মিক বিদ্রধির লক্ষণ,—ইহা পাণ্ডুবর্ণ, শীতল, কণ্ডুযুক্ত স্নিগ্ধ এবং অল্প বেদনাবিশিষ্ট। ইহা অতি বিলম্বে উত্থিত ওপরিপক্ক হয়।

বিদ্রধির পক্কাবস্থা,—পরিপক্ক হইলে বাতিক বিদ্রধি হইতে অল্প কৃষ্ণা-রুণবর্ণ, পৈত্তিক বিদ্রধি হইতে পীতবর্ণ এবং শ্লৈষ্মিক বিদ্রধি হইতে শুভ্রবর্ণ ক্লেদ নির্গত হয়। সান্নিপাতিক বিদ্রধিতে কৃষ্ণ, পীত, শুভ্র প্রভৃতি নানা বর্ণবিশিষ্ট ক্লেদস্রাব হয় এবং বেদনা, সন্তাপ, কণ্ডু প্রভৃতি জন্মে।

আগন্তু বিদ্রধি,—লোষ্ট্রাদি দ্বারা আহত হইয়া তদবস্থায় অপথ্য সেবন করিলে বায়ু দূষিত হইয়া রক্তপিত্তের সহিত একত্রিত হয়, তাহাতেই রোগী দাহ, পিপাসা, জ্বর প্রভৃতিতে কাতর হইয়া বিদ্রধিতেআক্রান্ত হইয়া থাকে। ইহাকেই আগন্তু বিদ্রধি কহে। এই বিদ্রধিতে পৈত্তিক বিদ্রধির লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

বিদ্রধির সাধ্যাসাধ্য কথন।

সাধ্যা বিদ্রধয়ঃ পঞ্চ বিবর্জ্জ্যঃ সান্নিপাতিকঃ।
আমপক্কবিদগ্ধত্বমেষাং শোথবদাদিশেৎ।

আধ্মাতং বদ্ধনিষ্যন্দং ছর্দ্দিহিক্কাতৃষান্বিতং।
রুজা শ্বাসসমাযুক্তং বিদ্রধির্নাশয়েন্নরং॥

সান্নিপাতিক বিদ্রধি ব্যতিরেকে আর সমস্তই চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয়। আমপক্ক ও বিদগ্ধ হইলে শোথবৎ নির্দ্দেশ করিবে। জঠরদেশে মূত্রাদি বদ্ধ হইলে এবং রোগী ছর্দ্দি, হিক্কা, পিপাসা, বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতিতে আক্রান্ত হইলে সেই ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ভগ্নরোগ।

ভগ্নরোগের ভেদকথন,—ভগ্নরোগ দ্বিবিধ; কাণ্ডভগ্ন ও সন্ধিভগ্ন। ইহার মধ্যে সন্ধিভগ্ন ষড়্‌বিধ; উৎপিষ্টজ, বিশ্লিষ্টজ, বিবর্ত্তিতজ, তির্য্যগ্‌গতজ, ক্ষিপ্তজ ও অধোজ।

ভগ্নরোগের লক্ষণ।

প্রসারণাকুঞ্চনবর্ত্তনোগ্রা
রুক স্পর্শবিদ্বেষণমেতদুক্তং।
সামান্যতঃ সন্ধিগতস্য লিঙ্গ-
মুৎপিষ্টসন্ধেঃ শ্বযথুসমন্তাৎ।
বিশেষতো রাত্রিভবা রুজা চ
বিশ্লিষ্টা যে তৌ চ রুজা চ নিত্যং।
বিবর্ত্তিতে পার্শ্বরুজশ্চ তীব্রা
তির্য্যগ্‌গতে তীব্ররুজো ভবন্তি।
ক্ষিপ্তেতি শূলং বিষমত্বমস্থোঃ
ক্ষিপ্তেত্বধোরুগ্‌ বিঘটশ্চ সন্ধেঃ॥

ভগ্ন সন্ধিস্থল আকুঞ্চন বা প্রসারণ করিতে হইলে বেদনা অনুভূত হয়, এমন কি, স্পর্শ করিলেও কষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই সাধারণতঃ সন্ধিভগ্নের লক্ষণ। সন্ধিদ্বয়ের ঘর্ষণ জন্য তাহার চারিদিকে ব্যথা ও শোথ হয়, বিশেষতঃ রজনীযোগ শীতলতায় বায়ু প্রবর্দ্ধিত হইয়া বেদনা জন্মায়, ইহাই উৎপিষ্টজ ভগ্নের লক্ষণ। বিশ্লিষ্টজ ভগ্নে সন্ধিস্থল অল্প পরিমাণে শিথিল হয়, এই হেতু তাহাতে শোথ ও অল্প বেদনা জন্মে।

ভগ্নরোগের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়।

অল্পাশিনোর্নাত্যবতো জন্তোর্বাতাত্মকস্য চ।
উপদ্রবৈর্বাজুষ্টস্য ভগ্নং কৃচ্ছ্রেণ সিধ্যতি।
ভিন্নং কপালং কট্যান্তু সন্ধিযুক্তং তথা চ্যুতং।
জঘনং প্রতিপিষ্টঞ্চ বর্জ্জয়েদ্ধি বিচক্ষণঃ।
অসংশ্লিষ্টকপালঞ্চ ললাটে চূর্ণিতঞ্চ যৎ।
ভগ্নং স্তনান্তরে পৃষ্ঠে শংখে মূর্দ্ধ্নি চ বর্জ্জয়েৎ।
সম্যক্ সন্ধিতমপ্যস্তি দুর্নিক্ষেপনিবন্ধনাৎ।
সংক্ষোভাদ্বাপি যদ্গচ্ছেদ্বিক্রিয়াং তচ্চ বর্জ্জয়েৎ।
তরুণাস্থিনি নম্যন্তে ভিদ্যন্তে নলকানি চ।
কপালানি বিভজ্যন্তে স্ফুটন্তি রুচকানি চ॥

যে ব্যক্তির দেহ বাতাত্মক, সে ভগ্নরোগে অল্প পরিমাণে এবং অহিতকর দ্রব্য ভোজন করিলে আর জ্বর আধ্মান প্রভৃতি দ্বারা ক্লিষ্ট হইলে সহজে আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। কাণ্ডভগ্নে যাহার কপাল ভিন্ন হয় আর কটিদেশস্থ সন্ধি অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং জঘনপ্রদেশ উৎপিষ্ট হয়, তাহার রোগ অসাধ্য। যাহার ললাট চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, মস্তকের খুলি সংশ্লিষ্ট না থাকে, হৃদয়, পৃষ্ঠ ও ললাটস্থ চূড়াস্থল ভগ্ন হয়, চিকিৎসা দ্বারা তাহার আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। সন্ধিস্থল সংশ্লিষ্ট থাকিলেও যদি রোগী অভিঘাত-ভয়াদি নিবন্ধন বিকার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে

সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এই রোগে মানবের কোমল অস্থি সমূহ বক্র হইয়া যায় এবং ললকাস্থি বিদীর্ণ হয় আর ললাটস্থ অস্থি খণ্ডিত ও দশন-সমূহ স্ফুটিত হইয়া থাকে।

বিসর্পরোগ।

লবণাম্লকটূষ্ণাদিসংসেবাদ্দোষকোপতঃ।
বীসর্পঃ সপ্তধা জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বতঃ পরিসর্পণাৎ॥

বীসর্পের কারণ,—লবণাক্ত, অম্ল, কটু ও উষ্ণ দ্রব্য আহার করিলে বাতাদি দোষ সকল প্রকুপিত হইয়া দেহের সর্ব্বত্র পরিসর্পণ করে, তাহা-তেই বীসর্প রোগের উৎপত্তি হয়। ইহা সপ্তবিধ।

পৃথক্‌ত্রয়স্ত্রিভিশ্চৈকো বীসর্পো দ্বন্দ্বজাস্ত্রয়ঃ।
বাতিকঃ পৈত্তিকশ্চৈব কফজঃ সান্নিপাতিকঃ॥
চত্বার এতে বীসর্পা বক্ষ্যন্তে দ্বন্দ্বজাস্ত্রয়ঃ॥

বীসর্পের ভেদকথন,—বীসর্প সপ্তবিধ; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, বাতপিত্তজ, বাতশ্লেষ্মজ ও পিত্তশ্লেষ্মজ। বাতপৈত্তিক বীস-র্পকে আগ্নেয়, বাতশ্লৈষ্মিককে গ্রন্থ্যাখ্য এবং পিত্তশ্লৈষ্মিককে কর্দ্দমক কহে।

রক্তং লসীকত্বঙ্‌ মাংসং দূষ্যং দোষাস্ত্রয়োমলাঃ।
বীসর্পাণাং সমুৎপত্তৌ বিজ্ঞেয়া সপ্তধাতবঃ॥

বীসর্প উৎপত্তির ধাতুনির্ণয়,—রক্ত, লসীকা, * চর্ম্ম, মাংস এবং বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই সকল দূষিত ধাতু হইতেই বীসর্পের উৎপত্তি হয়।

---

* লসীকা—চর্ম্ম ও মাংসের মধ্যস্থ রসবিশেষ।

তত্র বাতাৎ পরীসর্পো বাতজ্বরসমব্যথঃ।
শোফস্ফুরণনিস্তোদভেদায়াসার্ত্তিহর্ষবান্॥

বাতিক বীসর্পের লক্ষণ,—বাতজনিত বিসর্প রোগে জ্বরতুল্য বেদনা, শোথ, কম্প, অঙ্গভেদ, আয়াস, কাতরতা ও রোমাঞ্চ এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

পিত্তাদ্দ্রুতগতিঃ পিত্তজ্বরলিঙ্গোঽতিলোহিতঃ।

পৈত্তিক বিসর্পের লক্ষণ,—পিত্তজনিত বিসর্পরোগ অত্যন্ত রক্তবর্ণ এবং দ্রুতগতিশালী আর ইহাতে পৈত্তিক জ্বরের চিহ্ন প্রকাশ পায়।

কফাৎ কণ্ডুযুক্তঃ স্নিগ্ধকফজ্বরসমানরুক্।

শ্লৈষ্মিক বীসর্পের লক্ষণ,—শ্লেষ্মাদোষে যে বীসর্প জন্মে, তাহা কণ্ডু-সমন্বিত, স্নিগ্ধ এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরের চিহ্ন যুক্ত।

সন্নিপাতসমুত্থশ্চ সর্ব্বলিঙ্গসমন্বিতঃ।

সান্নিপাতিক বিসর্পের লক্ষণ,—সান্নিপাতিক বীসর্পে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক ত্রিবিধ বীসর্পের লক্ষণই প্রকাশ পায়।

বাতপৈত্তিক বা আগ্নেয় বিসর্পের লক্ষণ,—বাতপিত্ত দোষে বীসর্প জন্মিলে জ্বর, ছর্দ্দি, মোহ, পিপাসা, অতীসার, ভ্রম, অস্থিভঙ্গ, মন্দাগ্নি, অন্ধকার দর্শন ও অরুচি এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইতেছে, এরূপ বোধ হইয়া থাকে আর শরীরের যে যে স্থলে বীসর্প প্রসৃত হয়, সেই সেই স্থল নীল বা শোণিতবর্ণ হইয়া উপচিত হয়। ইহাতে অতি কষ্টকর বীসর্পের উৎপত্তি হয়। ক্রমে বায়ু অধিক বলশালী হওয়াতে দেহ বেদনামুক্ত হয় এবং নিদ্রা ও চেতনা বিনাশ পায়। রোগী শ্বাস ও হিক্কায় আক্রান্ত হয় এবং কি ভূতলে কি শয্যায় কোন স্থানে তাহার স্বাস্থ্য বোধ হয় না।

বাতশ্লৈষ্মিক বা গ্রন্থ্যাখ্য বীসর্পের লক্ষণ —প্রথমে শ্লেষ্মা প্রভাবে বায়ু সংরুদ্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া শ্লেষ্মাকে বিস্তীর্ণ করিয়া ফেলে। তদনন্তর সেই ক্রুদ্ধ শ্লেষ্মা ও বায়ু ত্বক্ শিরা, স্নায়ু এবং মাংসগত শোণিতকে দূষিত

করত দীর্ঘ, কঠিন, বৃত্তাকার গ্রন্থিমালা জন্মায়। ইহারই নাম গ্রন্থি বীসর্প, এই রোগে ভীষণ ব্যথা, জ্বর, কাস, শ্বাস, শোথ, অতীসার, বমি, হিক্কা, মোহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দেহের বৈবর্ণ্য, অঙ্গভেদ ও মন্দাগ্নি এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

পিত্তশ্লৈষ্মিক বা কর্দ্দমক বীসর্পের লক্ষণ,—শ্লেষ্মা ও পিত্ত দূষিত হইয়া যে বীসর্প উৎপাদন করে, তাহাতে জ্বর, মস্তকবেদনা, প্রলাপ, অঙ্গাবসাদ, তন্দ্রা, নিদ্রা, মূর্চ্ছা অরুচি, দেহের গুরুতা, ভ্রম, মন্দাগ্নি, তৃষ্ণা, অস্থিবিভেদ, তৃষ্ণা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইন্দ্রিয় গুরু বোধ হয় এবং আমযুক্ত মল নির্গত হইয়া থাকে। পিত্ত ও শ্লেষ্মা আমাশয়স্থলে গমন করে, এই জন্য অল্প অল্প বেদনাসহ আমাশয়ের একদেশগত হয়; সুতরাং শোথবিশিষ্ট পীত লোহিতাদি অথবা পাণ্ডুবর্ণ পীড়কা জন্মে। ঐ পীড়কা বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে যে ক্লেদ নির্গত হয়, তাহা শবগন্ধপূর্ণ ও ক্রমশীর্ণ।

ক্ষতজ বীসর্পের লক্ষণ,—অস্ত্রাঘাত বা অন্য কোন প্রকারে ক্ষত হইলে বায়ু রক্তপিত্তযোগে ক্রুদ্ধ হইয়া কুলত্থকলায়বৎ বীসর্প উৎপাদন করে। এই রোগে স্ফোটক, জ্বর, ব্যথা, শোথ, দাহ এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় এবং শোণিত কপিশবর্ণ হইয়া পড়ে।

বিসর্পের উপসর্গ,—অরুচি, বমি এবং ও মাংসের বিদীর্ণতা, জ্বর, পরিশ্রমাদ্ভব, অতীসার এই সকলই বীসর্পের উপদ্রব।

বিসর্পের সাধ্যাসাধ্য নির্ণয়।

সিদ্ধ্যন্তি বাতকফপিত্তকৃতা বিসর্পাঃ
সর্ব্বাত্মকঃ ক্ষতকৃতশ্চ ন সিদ্ধিমেতি।
পিত্তাত্মকোঽঞ্জনবপুশ্চ ভবেদসাধ্যঃ
কৃচ্ছ্রাশ্চ চর্ম্মসু ভবন্তি সর্ব্ব এব।

বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক, এই ত্রিবিধ বিসর্প সাধ্য। সান্নিপাতিক ও ক্ষতজ বিসর্প অসাধ্য। যে বিসর্প পিত্তাঞ্জনতুল্য বর্ণবিশিষ্ট ও যে

বিসর্প জন্মিলে দেহে অতীব উদ্বেগ জন্মে, তাহাও চিকিৎসায় প্রশমিত হয় না। আর মর্ম্মস্থানে জাত বিসর্প কৃচ্ছ্রসাধ্য।

বালকরোগ।

বায়ুজন্য দূষিত স্তন্য পান করিলে বালকদিগের মূত্র, পুরীষ ও বায়ু অবরুদ্ধ হইয়া যায়, দেহ দুর্ব্বল হইতে থাকে, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়। যে স্তন্য পিত্তকর্ত্তৃক দূষিত হইয়াছে, তাহা পান করিলে বালকদিগের দেহ উষ্ণ হয়, তৃষ্ণা জন্মে, স্বেদ নির্গত হয়, তরল মলনির্গম হয় এবং কামলারোগ জন্মিতেও দেখা যায়। যাহার স্তনদুগ্ধ কফকর্ত্তৃক দূষিত হইয়াছে, তাহার স্তন পান করিলে বালক নিদ্রা, শোথ, দেহজাড্য, বমি প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়, শিশুর নেত্র রক্তবর্ণ হয়, মুখ হইতে লালা বহির্গত হইতে থাকে এবং নানাবিধ কফরোগ জন্মে। ত্রিদোষজনিত স্তন্যপান করিলে উক্ত ত্রিবিধ লক্ষণই দৃষ্ট হয়।

বালকেরা কথা কহিয়া আপনার মনোগত ভাব বলিতে পারে না। তাহাদিগের রোদনের ভাব দেখিয়া রোগের প্রাবল্য বুঝিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন শিশুরা জ্বর, অতীসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগেও আক্রান্ত হইয়া থাকে। বিবিধ গ্রহদ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নানা রোগ জন্মায়। বালকেরা রেবতী গ্রহদ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহার দেহে কর্দ্দমের গন্ধ হয়, ব্রণ জন্মে, আর সেই সকল ব্রণ হইতে শোণিতক্ষরণ হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন তরল মলভেদ, জ্বর ও দাহাদি জন্মে। শকুনী গ্রহদ্বারা পীড়িত হইলে সর্ব্বাঙ্গে ফোড়া হয়, ঐ ফোড়া দিয়া পূঁয নির্গত হয় এবং জ্বালা করে, দেহ শিথিল হয় এবং শিশু থাকিয়া থাকিয়া চমকিত হইয়া উঠে; শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীদিগের গাত্রে যেরূপ দুর্গন্ধ, এই রোগে শিশুর দেহেও তদ্রূপ গন্ধ অনুভূত হয়। যে শিশু পূতনা গ্রহদ্বারা আক্রান্ত হয়, সে জ্বর, অতীসার, পিপাসা, কুটিল দৃষ্টি, নিদ্রানাশ ক্রন্দন প্রভৃতিদ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে। গন্ধপূতনা গ্রহদ্বারা অভিভূত হইলে পিপাসা, জ্বর, কাস, বমি, অতীসার, ক্রন্দন প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এই রোগে বালক দুগ্ধপানে অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং তাহার দেহে বসার গন্ধ অনুভূত হয়। যে বালক শীতপূতনাগ্রহদ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহার বমি,

অতীসার, কম্প, দৌর্ব্বল্য, কাস, দেহে দৌর্গন্ধ্য ও চক্ষুরোগ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। মুণ্ডিকা গ্রহদ্বারা অভিভূত হইলে বালকের মুখ প্রফুল্ল দেখা যায়, কিন্তু উহা শিরাদ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং দেহে মূত্রের গন্ধ জন্মে, এই রোগে বালক অধিক আহার করিতে পারে।

বিষজজনিত রোগ।

বিষ দ্বিবিধ ; স্থাবর ও জঙ্গম। তন্মধ্যে স্থাবরবিষ দশ প্রকার এবং জঙ্গম-বিষ ষোড়শবিধ। মূল, পত্র, বল্কল প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন বিষকে স্থাবর এবং সর্প, কুক্কুর প্রভৃতির নিঃশ্বাস-দংশনাদি হইতে উৎপন্ন বিষকে জঙ্গম-বিষ কহে। অর্থাৎ মূল, পত্র, ফল, পুষ্প, বল্কল, শ্বেতরস, সার, নির্য্যাস, ধাতব ও কন্দ এই দশবিধ স্থাবর এবং দৃষ্টি, নিশ্বাস, দন্ত, নখ, মল, মূত্র, শুক্র, লালা, মুখসন্দংশ, বায়ুনিঃসরণ, গুহ্য, স্পর্শ, অস্থি, শূঁক, সর ও পিত্ত এই ষোড়শবিধ জঙ্গম। সেঁকো, হরিতাল প্রভৃতিকেই ধাতব বিষ বলে।

কতকগুলি স্বর্গীয় সর্প আছে, তাহাদিগের দৃষ্টি ও নিশ্বাসে বিষ ; পৃথিবীস্থ সর্পদিগের দন্তে বিষ ; বানর, বিড়াল, ব্যাঘ্র প্রভৃতির দন্তে ও নখে বিষ, পিচিটাদির মলমূত্রে বিস ; মাকড়শা প্রভৃতির লালা, স্পর্শ, মল, মূত্র, শুক্র ও দংশনে বিষ ; মৎস্যের অস্থি প্রভৃতিতে বিষ ; শকুনী প্রভৃতির পিত্তে বিষ ; ভ্রমর ও মৌমাছি প্রভৃতির শূঁকে বিষ।

বিষের সাধারণ লক্ষণ।

জঙ্গমবিষ সেবন করিলে দেহে দাহ, তন্দ্রা, ক্লান্তি, রোমাঞ্চ, শোথ, মন্দাগ্নি ও অতীসার এবং স্থাবরবিষ সেবন করিলে জ্বর, কফবমন, অরুচি, হিক্কা, শ্বাস, মোহ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

কোন অস্ত্রে বিষ লিপ্ত থাকিলে যদি সেই অস্ত্র দ্বারা দেহের কোন স্থান ক্ষত হয়, তাহা হইলে ঐ স্থান কৃষ্ণবর্ণ ও ক্লেদবিশিষ্ট হয়, ক্ষত হইবামাত্র চিকিৎসা না করিলে ঐ স্থান পচিতে আরম্ভ হয় এবং কালক্রমে

মাংস খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়ে; তখন রোগী জ্বর, তৃষ্ণা, মোহ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

স্থাবর বিষই হউক, আর জঙ্গমবিষই হউক, যদি উহা বহুদিনের হয়, কৃমি দ্বারা ভক্ষিত হয় অথবা বিষের যে সকল গুণ থাকে, তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া যায় কিম্বা অগ্ন্যাদি দ্বারা দগ্ধ বা শোষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকেই দূষী বিষ বলে। দূষী বিষ সেবন করিলে উহার তেজের ন্যূনতা-বশতঃ জীবন নষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু নানাবিধ রোগ জন্মাইতে পারে। উহা শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে শ্লেষ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায় এবং বহুকাল দেহমধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া দেহীর মলের দ্রবতা জন্মায়, দেহ বিবর্ণ করিয়া ফেলে, মুখ শুষ্ক হইয়া যায়, মুখে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা জন্মে, মোহ ও ভ্রম উপস্থিত হইয়া দেহীকে অভিভূত করে, স্বর বিকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং রোগী কিছুতেই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না। এই দূষী বিষ যদি আমাশয়ে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে বায়ু ও শ্লেষ্মাজনিত বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়। যদি উহা পক্কাশয়ে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে পিত্ত ও বায়ুজনিত রোগ জন্মায়, তাহা হইলে দেহীর মস্তকের কেশ ও দেহের রোম উঠিয়া যায়; সুতরাং বিহঙ্গগণ পক্ষহীন হইলে যেরূপ বিরূপ হয়, সেই ব্যক্তিও তদ্রূপ কদাকৃতি হইয়া পড়ে।

দূষীবিষ রস, শোণিত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সপ্ত প্রকার ধাতুকে আশ্রয় করিলে রসাদি ধাতুজনিত বিবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

বিষের সাধ্যাদি কথন।

স্থাবরবিষ সেবনান্তে চিকিৎসা না করিলে কালসহকারে রোগী মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। সর্পাঘাতে যদি চারিটী দন্তদ্বারা দংশিত হয়, তবে সেই রোগী শমনভবনে গমন করিবে।

বিষপ্রয়োগকারীর লক্ষণ।

কোন ব্যক্তি কাহারও জীবন বিনাশের জন্য বিষপান করাইলে তাহার যেরূপ ভাবভঙ্গী ও লক্ষণ প্রকাশ পায়, তদ্দ্বারা চিকিৎসা করিয়া

তাহাকে ধৃত করিবেন। যে ব্যক্তি বিষ প্রদান করে, তাহার মুখ মলিনতা প্রাপ্ত হয়, সে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে থাকে, সহসা কাহাকেও আগত দেখিলে চমকিয়া উঠে, তাহার বুদ্ধি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যায়, সে চিন্তাকুলিতচিত্তে একদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে, কাহার দিকে নেত্রপাত করে না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না, অসম্বদ্ধ কথা বলে এবং বিনাকারণে বৃথা হাস্য করিয়া থাকে। হয় ত অঙ্গুলীদ্বারা ভূতলে মৃত্তিকায় রেখাপ্রদান করে অথবা নখদ্বারা তৃণাদি ছেদন করিতে থাকে। এই সকল লক্ষণদ্বারা বিষদাতাকে ধৃত করিতে হয়।

মৃত্যুলক্ষণ।

স্থিত্বা স্থিত্বা চলতি যা সা স্মৃতা প্রাণনাশিনী।
অতিস্ফীতা শীতলা চ জীবিতং হন্ত্যসংশতঃ।
ক্রমেণ ত্যজতি স্থানং যা নাড়ী সাপি মৃত্যবে॥

যে নাড়ী অতিস্ফীত ও শীতল এবং যে নাড়ী থামিয়া থামিয়া স্পন্দিত হয়, অর্থাৎ একবার লোপ পায়, আবার অনুভূত হয়, আর যে নাড়ী ক্রমে স্থানত্যাগ করে, অর্থাৎ একবার লোপ পাইয়া পুনর্ব্বার অঙ্গুলিস্পর্শ করে, ক্ষণপরে উহা অঙ্গুলিমূলে অনুভূত হয়, তাদৃশ নাড়ী মৃত্যুর কারণ।

অঙ্গুষ্ঠমূলতো বাহ্যে হ্যঙ্গুলে যদি নাড়িকা।
প্রহরৈকাৎ বহির্মৃত্যুর্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

যদি নাড়ী অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে এক অঙ্গুল বাহিরে সরিয়া যায়, তাহা হইলে সেই রোগী এক প্রহরের মধ্যে নিশ্চয় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

দ্ব্যঙ্গুলাৎ বাহতো বাপি মধ্যে রেখাবহির্যদা।
সার্দ্ধপ্রহরতো মৃত্যুরবশ্যং জায়তে নৃণাং॥

যাহার নাড়ী দ্বি অঙ্গুল বাহিরে সরিয়া যায়, সে দেড় প্রহরের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়।

সর্ব্বাঙ্গুলিব্যাপিকা তু যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা।
চতুর্ভিঃ প্রহরৈর্মৃত্যুর্নাস্তি তস্য তু সংশয়ঃ॥

যদি নাড়ী সর্ব্বাঙ্গুলি ব্যাপিয়া নিস্পন্দ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চারি প্রহরের মধ্যে মৃত্যু হইবে।

সদা চাঙ্গুলতো নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা।
প্রহরৈঃ পঞ্চভিশ্চৈব মরণং তস্য নির্দ্দিশেৎ॥

যদি নাড়ী এক অঙ্গুলি নিম্নগত হইয়া নিস্পন্দভাবে থাকে, তাহা হইলে পঞ্চ প্রহর অন্তে রোগীর মৃত্যু হয়।

সপাদাঙ্গুলতো নাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চলা।
ষষ্ঠৈশ্চ প্রহরৈর্মৃত্যুর্জ্ঞেয়স্তস্য বিচক্ষণৈঃ॥

যাহার নাড়ী সপাদাঙ্গুলি (সওয়া অঙ্গুলি) নিম্নগত হইয়া নিস্পন্দ থাকে, বিচক্ষণ চিকিৎসকগণ ছয় প্রহরান্তে তাহার মৃত্যু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্ব্যঙ্গুলাভ্যন্তরে নাড়ী বক্রতা যদি বা ভবেৎ।
মরণং তস্য জানীয়াৎ সপ্তভিঃ প্রহরৈর্বুধঃ॥

নাড়ী দুই অঙ্গুল অভ্যন্তরগত হইয়া বক্রভাবাপন্ন হইলে সাত প্রহর অন্তে সেই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

অঙ্গুলাভ্যন্তরে নাড়ী মন্দা মন্দা যদা ভবেৎ।
অষ্টভিঃ প্রহরৈর্মৃত্যুর্নির্দ্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

নাড়ী এক অঙ্গুলি অভ্যন্তরে মন্দ মন্দ গতি হইলে সেই রোগী অষ্ট প্রহরান্তে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

অঙ্গুলাভ্যন্তরে নাড়ী যদি তিষ্ঠতি শীতলা।
প্রহরৈর্নবভিস্তস্য মরণং নিশ্চিতং ভবেৎ॥

নাড়ী একাঙ্গুলি অভ্যন্তরগত হইয়া শীতল হইলে নিশ্চয়ই নবম প্রহরান্তে মৃত্যু হয়।

পাদেনাঙ্গুলীমধ্যে তু নাড়ী তিষ্ঠতি চঞ্চলা।
প্রহরৈর্দশভির্জ্জ্ঞেয়ো মৃত্যুস্তস্য ন সংশয়ঃ॥

সওয়া অঙ্গুলী মধ্যে নাড়ী নিম্ন হইয়া চঞ্চলগতি হইলে দশপ্রহর মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

পাদেনাঙ্গুলীমধ্যে তু নাড়ী সোষ্ণাভিজায়তে।
প্রহরৈ রুদ্রসংখ্যৈশ্চ মৃত্যুস্তস্য বিনির্দ্দিশেৎ।

নাড়ী সওয়া অঙ্গুলী মধ্যগত হইয়া উষ্ণভাবাপন্ন হইলে একাদশ প্রহরান্তে সেই রোগীর মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট আছে।

পাদেনাঙ্গুলীমধ্যে তু নাড়ী শীততরা ভবেৎ।
দ্বাদশপ্রহরৈর্মৃত্যুস্তস্য জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ॥

সপাদ একাঙ্গুলী মধ্যে নিম্নগা নাড়ী শীততরা হইলে দ্বাদশ প্রহরের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

অর্দ্ধাঙ্গুলীগতা নাড়ী শীতলা যদি তিষ্ঠতি।
ত্রিপূর্ব্বদশভির্যামৈর্ম্মরণং জায়তে ধ্রুবম্॥

যদি নাড়ী অর্দ্ধাঙ্গুলী অভ্যন্তরগতা হইয়া শীতল হয়, তাহা হইলে ত্রয়োদশ প্রহরের মধ্যে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে।

অর্দ্ধাঙ্গুলীগতা নাড়ী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ।
প্রহরৈর্বেদচন্দ্রৈশ্চ মৃত্যুর্জ্জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ॥

যাহার নাড়ী অর্দ্ধাঙ্গুলী অভ্যন্তরগত হইয়া উষ্ণ ও বেগবতী থাকে, সে চতুর্দ্দশ প্রহর মধ্যে কালভবনে গমন করে।

অর্দ্ধাঙ্গুলীগতা নাড়ী চঞ্চলা যদি তিষ্ঠতি।
প্রহরৈস্তিথিসংখ্যৈশ্চ মরণং নির্দ্দিশেৎ বুধঃ॥

যাহার নাড়ী অর্দ্ধাঙ্গুলী অভ্যন্তরগত হইয়া চঞ্চলগতি হয়, পঞ্চদশ প্রহরের মধ্যে তাহার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট আছে।

পাদাঙ্গুলীগতা নাড়ী সহসা যদি তিষ্ঠতি।
ষোড়শপ্রহরৈস্তস্য পঞ্চত্বং নির্দ্দিশেৎ বুধঃ॥

যদি সহসা নাড়ী সপাদাঙ্গুলী মধ্যগতা হইয়া নিশ্চল হয়, তাহা হইলে সেই রোগী ষোড়শ প্রহর মধ্যে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়।

স্থিরা নাড়ী মুখে যস্য স্ফুরদ্বিদ্যুদিবেক্ষতে।
দিনৈকং জীবিতং তস্য দ্বিতীয়ে ম্রিয়তে ধ্রুবং॥

অগ্রভাগে যাহার নাড়ী বিদ্যুতের ন্যায় থামিয়া থাকিয়া অনুভূত হয়, একদিনমাত্র তাহার পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট আছে, দ্বিতীয় দিবসে নিশ্চয় তাহার মৃত্যু হইবে।

জহাতি যস্য স্বস্থানং যবার্দ্ধমপি নাড়িকা।
ন স জীবিতমাপ্নোতি ত্রিদিনাভ্যন্তরে মৃতিং॥

যাহার হস্তস্থিত নাড়ী যবার্দ্ধ পরিমাণেও স্বস্থানভ্রষ্ট হয়, সে তিনদিন মধ্যে প্রাণত্যাগ করে।

পদাঙ্গুলীগতা নাড়ী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ।
চতুর্ভির্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

যাহার নাড়ী সপাদ একাঙ্গুলী পরিমাণে অভ্যন্তরগত হইয়া উষ্ণ বেগবতী হয়, সে নিঃসন্দেহ চারি দিবসে প্রাণত্যাগ করে।

তির্য্যগ্ যবপ্রমাণেন যা মুঞ্চতি নিজাস্পদং।
পঞ্চাহাদ্ভাবিনং মৃত্যুং পাদনাড়ী বিনির্দ্দিশেৎ॥

যাহার পাদস্থিতা নাড়ী যবপরিমাণেও বক্রভাবে নিজস্থান পরিত্যাগ করে, সে পঞ্চ দিবসের পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মন্দং মন্দং কুটিলকুটিলং স্পন্দতে যস্য নাড়ী।
তস্যাবশ্যং ভবতি মরণং পঞ্চ সপ্তাহতো বা॥

যাহার নাড়ী মন্দ মন্দ ও অতি কুটিলভাবে স্পন্দিত হয়, সে পাঁচ বা সাতদিন পরে প্রাণত্যাগ করে।

ক্ষণাদ্ গচ্ছতি বেগেন শান্ততাং লভতে ক্ষণাৎ।
সপ্তাহাৎ মরণং তস্য যদ্যঙ্গো শোথবর্জ্জিতঃ॥

যাহার নাড়ী ক্ষণকাল বেগে গমন করে, আবার ক্ষণকাল শান্তগতি আশ্রয় করে, যদি সেই রোগীর অঙ্গে শোথ না থাকে, তাহা হইলে সে সপ্তাহপরে অষ্টমদিবসে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।

ভূলতাভুজগাকারা নাড়ী দেহস্য সংক্রমাৎ।
বিশীর্ণে ক্ষণতাং যাতি মাসান্তে মরণং ধ্রুবং॥

রোগীর ক্ষীণাবস্থায় নাড়ী সূক্ষ্ম এবং ভূলতা (কেঁচো) ও ভুজঙ্গের ন্যায় বক্রগতি হইয়া শরীরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীণ হইলে সেই ব্যক্তি মাসান্তে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়া থাকে।

এবং সূক্ষ্মাদিভেদেন নাড়ী জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ।
স্বর্গেপি দুর্লভা বিদ্যা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ॥

বিচক্ষণ বৈদ্যগণ এইরূপে সূক্ষ্মাদিভেদে নাড়ীর গতি বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবেন। এই বিদ্যা স্বর্গেও সুদুর্লভ, সুতরাং ইহা সর্ব্বপ্রযত্নে গোপনীয়।

জিহ্বা ও নেত্র পরীক্ষা।

বায়ুজনিত রোগ জন্মিলে রোগীর জিহ্বা শোণিতবর্ণ ও কণ্টকাবৃত, পিত্তজনিত রোগে পীতবর্ণ, কফজনিত রোগে শুক্লবর্ণ ও জড়িত এবং ত্রিদোষজনিত রোগে জিহ্বা নীলবর্ণ ও গোরসনার ন্যায় কণ্টকাকীর্ণ হয়, কোন কোন রোগীর জিহ্বা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেও দেখা গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন পিত্তপ্রকোপিত রোগে জিহ্বায় ক্ষত হইতেও দেখা যায়।

সাধারণতঃ পিত্তজনিত রোগে নেত্র পীতবর্ণ, বায়ুজনিত রোগে অরুণবর্ণ অথবা শ্বেতমিশ্রিত অরুণবর্ণ, কফজনিত রোগে শুক্লবর্ণ এবং ত্রিদোষজনিত রোগে নীলাভাযুক্ত শ্বেত অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক রোগে নয়ন ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টি ও নিমেষরহিতপ্রায়ও দেখা যায়।

ইতি লক্ষণাধ্যায় সমাপ্ত।

অনুপানাধ্যায়।

ধন্বন্তরিরুবাচ।

হিতাহিতবিবেকায় অনুপানবিধিং বদে।
রক্তশালি ত্রিদোষঘ্নং তৃষ্ণামেদোনিবারকং ॥ ১ ॥
মহাশালি পরং বৃষ্যং কলমঃ শ্লেষ্মপিত্তহাঃ ॥
শীতো গুরুস্ত্রিদোষঘ্নঃ প্রায়শো গৌরষষ্টিকঃ ॥ ২ ॥
শ্যামাকঃ শোষণো রুক্ষো বাতলঃ শ্লেষ্মপিত্তহাঃ।
তদ্বৎ প্রিয়ঙ্গুনীবারকোরদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩ ॥
বহুবারঃ সরুচ্ছীতঃ শ্লেষ্মপিত্তহরো যবঃ।
বৃষ্যঃ শীতো গুরুঃ স্বাদুর্গোধূমো বাতনাশনঃ ॥ ৪ ॥
কফপিত্তাস্রজিন্মুদ্গঃ কষায়ো মধুরো লঘুঃ।
মাষো বহুবলো বৃষ্যঃ পিত্তশ্লেষ্মহরো গুরুঃ ॥ ৫ ॥

ধন্বন্তরি কহিলেন, এক্ষণ হিতাহিতবিবেকের নিমিত্ত অনুপানবিধি বলিতেছি। দ্রব্যের গুণাগুণ জানিয়া অনুপানের ব্যবস্থা করিবে; অতএব দ্রব্যের গুণাগুণবিবেক আবশ্যক। রক্তশালি ত্রিদোষ বিনাশ করে এবং তৃষ্ণা ও মেদোনিবারণ করে। ১। মহাশালি পরমবলকারক, ধ্যান্যের কলম শ্লেষ্মপিত্তবিনাশক; গৌরবর্ণ ষষ্ঠিধান্য শীতবীর্য্য, গুরু এবং ত্রিদোষঘ্ন। ২। শ্যামাক শোষণকারী, রুক্ষ, বায়ুবৃদ্ধিকারী এবং শ্লেষ্মপিত্তঘ্ন। প্রিয়ঙ্গু, নীবার, কোরদোস, (শস্যবিশেষ) ইহারাও পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন। ৩। বহুবার (বৃক্ষবিশেষ) শীতবীর্য্য; যব শ্লেষ্মপিত্তহারী; গোধূম বলকারক, শীতবীর্য্য, গুরু, স্বাদু ও বাতনাশক। ৪। মুদ্গ কফ, পিত্ত ও রক্তনিবারক কষায়, মধুর ও লঘু; মাষ (মাষকলাই) বহুবলকারক, পুষ্টিসাধক, পিত্তশ্লেষ্মনিবারক ও গুরু। ৫। রাজমাষ, পুষ্টিনাশক, পিত্তশ্লেষ্ম-

অরহরাঃ শ্লেষ্মপিত্তঘ্নো রাজমাষোঽনিলার্ত্তিনুৎ।
কুলথঃ শ্বাসহিক্কাহৃৎ কফগুল্মানিলাপহঃ ॥ ৬ ॥
রক্তপিত্তজ্বরোন্মাথী শীতো গ্রাহীমকুষ্টকঃ।
পুংস্ত্বাসৃক্কফপিত্তঘ্নশ্চণেকো বাতলঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥
মসূরো মধুরঃ শীতঃ সংগ্রাহী কফপিত্তহাঃ।
তদ্বৎ সর্ব্বগুণাঢ্যশ্চ কলায়শ্চাতিবাতলঃ ॥ ৮ ॥
আঢ়কী কফপিত্তঘ্নী শুক্রলা চ তথা স্মৃতা।
অতসী পিতলা জ্ঞেয়া সিদ্ধার্থঃ কফবাতজিৎ ॥ ৯ ॥
সক্ষারমধুরস্নিগ্ধো বলো পিত্তকৃত্তিলঃ।
বলঘ্না রুক্ষলাঃ শীতা বিবিধাঃ শস্যজাতয়ঃ ॥ ১০ ॥
চিত্রকেঙ্গুদিনালীকাঃ পিপ্পলীমধুশিগ্রবঃ।
চর্য্যাচরণনির্গুণ্ডীতর্কারীকাশমর্দ্দকাঃ ॥ ১১ ॥
সবিল্বাঃ কফপিত্তঘ্নাঃ ক্রিমিঘ্না লঘুদীপিকাঃ।
বর্ষাভূমার্কবৌ বাতকফঘ্নৌ দোষনাশনৌ ॥ ১২ ॥

নিবারক ও বায়ুরোগাপহারক; কুলথ শ্বাস, হিক্কা, কফ, গুল্ম ও বায়ুরোগ বিনাশ করে। ৬। বনমুগ রক্তপিত্ত ও ও জ্বরবিনাশক এবং রক্তপিত্ত ও কফঘ্ন; বিশেষতঃ ইহার বাতবৃদ্ধিকারিকা শক্তি আছে। ৭। মসূর মধুররসযুক্ত, শীতবীর্য্য, সংগ্রাহী ও কফপিত্তাপহারী; কলাই পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন, বিশেষতঃ বাতবৃদ্ধিকারক। ৮। অরহর কফপিত্ত বিনাশ করে এবং শুক্রবৃদ্ধি করিয়া থাকে। তিসি পিত্তবৃদ্ধিকারী এবং সর্ষপ কফ ও বায়ু নিবারণ করে। ৯। তিল ক্ষার ও মধুররসযুক্ত, স্নিগ্ধ, বলকারক, উষ্ণবীর্য্য এবং পিত্তবৃদ্ধিকারক। অন্যান্য শস্যসকল বলঘ্ন, রুক্ষ, শীতবীর্য্য জানিবে। ১০। চিত্রক, ইঙ্গুদিফল, পদ্মনাল, পিপ্পলী, মধু, শজিনা, চৈ-মূল, মিসিন্দা, জয়ন্তী, কালকাসন্ধা ও বিল্ব এই সকল দ্রব্য কফ, পিত্ত ও ক্রিমি বিনাশ করে; ইহারা অতিলঘু ও দীপক। পুনর্নবা ও মার্কব (ওষধিবিশেষ) ইহারা বায়ু ও শ্লেষ্মদোষ বিনাশ করে। ১১-১২। এরণ্ড তিক্তরসযুক্ত এবং কাকমাচী ত্রিদোষ বিনাশ করে। আমরুল কফ ও বায়ু

তিক্তরসঃ স্যাদেরণ্ডঃ কাকমাচী ত্রিদোষহৃৎ।
চাঙ্গেরী কফবাতঘ্নী সর্ষপং সর্ব্বদোষদং ॥ ১৩ ॥
তদ্বদেব চ কৌসুম্ভং রাজিকা বাতপিত্তলা।
নাড়ীচঃ কফপিত্তঘ্নঃ চুচুর্ম্মধুরশীতলঃ ॥ ১৪ ॥
দোষঘ্নং পদ্মপত্রঞ্চ ত্রিপুটং বাতকৃৎ পরং।
সক্ষারঃ সর্ব্বদোষঘ্নো বাস্তকো রোচনঃ পরঃ ॥ ১৫ ॥
তণ্ডুলীয়ো বিষহরঃ পালঙ্ক্যাশ্চ তথাপরে।
মূলকং দোষকৃচ্চামং স্বিন্নং বাতকফাপহং ॥ ১৬ ॥
সর্ব্বদোষহরং হৃদ্যং কণ্ঠ্যং তৎপক্বমিষ্যতে।
কর্কোটকং সবার্ত্তাকং পটোলং কারবেল্লকং ॥ ১৭ ॥
কুষ্ঠমেহজ্বরশ্বাসকাসপিত্তকফাপহং।
সর্ব্বদোষহরং হৃদ্যং কুষ্মাণ্ডং বস্তিশোধনং ॥ ১৮ ॥
কলিঙ্গালাবুনী পিত্তনাশিনী বাতকারিণী।
ত্রপুষের্ব্বারুকে বাতশ্লেষ্মলে পিত্তবারণে ॥ ১৯ ॥

বিনাশ করে; সর্ষপ সর্ব্বদোষপ্রদ। ১৩। কুসুম্ভ সর্ব্বদোষপ্রদ এবং রাজিকা বাত ও পিত্তবৃদ্ধিকর। নালিতা কফ ও পিত্তবিনাশ করে; শুষণীশাক মধুরসরযুক্ত ও শীতবীর্য্য। ১৪। পদ্মের কোমলপত্র সর্ব্বদোষঘ্ন, খেসারী বাতবৃদ্ধিকারক; বাস্তক (বেতোশাক) লবণসংযুক্ত হইলে সর্ব্বদোষঘ্ন ও রুচিকারক হয়। নটেশাক বিষদোষ হরণ করে এবং পালঙ্কপ্রভৃতি শাকেরও ঐ গুণ আছে। আম মূলক সর্ব্বদোষকারী, উহা স্বিন্ন হইলে বাত ও কফ বিনাশ করে। ১৫-১৬। মূলক উত্তমরূপ পরিপক্ব হইলে সর্ব্বদোষ হরণ করে এবং তাহা অতিসুস্বাদু হয়। কাকরোল, বেগুণ, পটল, করলা এই সকল দ্রব্য কুষ্ঠ, মেহজ্বর, শ্বাস, কাস, পিত্ত ও কফ বিনাশ করিয়া থাকে। কুষ্মাণ্ড সর্ব্বদোষ হরণ করে এবং উহা অতি সুস্বাদু। কুষ্মাণ্ডদ্বারা বস্তিশোধন হইয়া থাকে। ১৭-১৮। ইন্দ্রযব ও অলাবু ইহারা পিত্তনাশ ও বাতবৃদ্ধি করে; শসা ও কুটি এই উভয় দ্রব্য বায়ু ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি করে, কিন্তু ইহার পিত্তবিনাশকতা শক্তি আছে। ১৯। রক্তাম্র ও জম্বীর এই উভয়ই কফ ও

বৃক্ষাম্লং কফবাতঘ্নং জম্বীরং কফবাতনুৎ।
বাতঘ্নং দাড়িমং গ্রাহি নাগরঙ্গফলং গুরু॥ ২০॥
কেশরং মাতুলুঙ্গঞ্চ দীপনং কফবাতনুৎ।
বাতপিত্তহরং মাষং ত্বক্‌স্নিগ্ধোষ্ণানিলাপহং॥ ২১
সর্ব্বমামলকং বৃষ্যং মধুরং হৃদ্যমম্লকৃৎ।
ভুক্তপ্ররোচকা পুণ্যা হরীতক্যমৃতোপমা॥ ২২॥
স্রংসনী কফবাতঘ্নী পরং তদ্বত্রিদোষজিৎ।
বাতশ্লেষ্মহরং ত্বম্লং স্রংসনং তিন্তিড়ীফলং॥ ২৩॥
দোষলং লকুচং স্বাদু বকুলং কফবাতজিৎ।
গুল্মবাতকফশ্বাসকাসঘ্নং বীজপূরকং॥ ২৪॥
কপিত্থং গ্রাহি দোষঘ্নং পক্বং গুরু বিষাপহং।
কফপিত্তকরং বালমাপূর্ণং পিত্তবর্দ্ধনং॥ ২৫॥

বাত বিনাশ করে। দাড়িম্ব বাতঘ্ন এবং গ্রাহী; নাগরঙ্গফল অতি গুরু-পাকী। ২০। কেশর, মাতুলুঙ্গ, (গোঁড়ালেবু) এই উভয় দ্রব্য কফবাতঘ্ন এবং অগ্নিদীপক; মাষ বাতপিত্তাপহারী, উহা সেবনে চর্ম্মের স্নিগ্ধতা সাধিত হয় এবং বায়ুরোগ বিনাশ পায়। ২১। আমলকী বলকারক, মধুর, রুচিকারক ও অম্লরসযুক্ত; হরীতকী রুচিকারক, পুণ্যপ্রদ, অমৃততুল্য, বিরেচক ও কফবাতবিনাশক। তিন্তিড়ীর কফবাতবিনাশিনী শক্তি আছে, উহা বিরেচক ও ত্রিদোষজিৎ, উহা বাতশ্লেষ্ম হরণ করে, উহা অম্লরসযুক্ত ২২-২৩। লকুচফল সর্ব্বদোষের আকর, কিন্তু উহা সুস্বাদু। বকুলফল কফ ও বাতপিত্ত বিনাশ করে; বীজপূর অর্থাৎ লেবু, গুল্ম, বাত, কফ, শ্বাস, কাস এই সকল বিনাশ করে। ২৪। কপিত্থ (কদবেল) গ্রাহী ও সর্ব্বদোষঘ্ন, উহা পরিপক্ক হইলে অতি গুরুপাকী হয়, কিন্তু বিষদোষ নষ্ট করিয়া থাকে। কপিত্থফল বাল্যাবস্থায় কফপিত্ত বৃদ্ধি করে, পূর্ণাবস্থায় পিত্তবৃদ্ধি করিয়া থাকে। ২৫। পক্ক আম্রফল বাতকারী; মাংস, শুক্র, বল, বর্ণ,

পক্বাম্রং বাতকৃন্মাংসং শুক্রবর্ণবলপ্রদং।
বাতঘ্নং কফপিত্তঘ্নং গ্রাহি বিষ্টম্ভি জাম্বরং ॥ ২৬ ॥
তিন্দুকং কফবাতঘ্নং বদরং বাতপিত্তহৃৎ।
বিষ্টম্ভি বাতলং বিল্বং পিয়ালং পবনাপহং ॥ ২৭ ॥
রাজাদনফলং মোচং পানসং নারিকেলজং।
শুক্রমাংসকরান্যাহুঃ স্বাদুস্নিগ্ধগুরূণি চ ॥ ২৮ ॥
দ্রাক্ষামধুকখর্জ্জূরং কুঙ্কুমং বাতরক্তজিৎ।
মাগধী মধুরা পক্বা শ্বাসপিত্তহরা পরা ॥ ২৯ ॥
আদ্রর্কং রোচকং বৃষ্যং দীপনং কফবাতহৃৎ।
শুণ্ঠীমরিচপিপ্পল্যঃ কফবাতজিতো মতাঃ ॥ ৩০ ॥
অবৃষ্যং মরিচং বিদ্যাদিতি বৈদিকসম্মিতং।
গুল্মশূলবিবন্ধঘ্নং হিঙ্গু বাতকফাপহং ॥ ৩১ ॥
যমানীধন্যকাজাজ্যঃ বাতশ্লেষ্মনুদঃ পরং।
চক্ষুষ্যং সৈন্ধবং বৃষ্যং ত্রিদোষশমনং স্মৃতং ॥ ৩২ ॥

ইহাদিগের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। জামফল বাতবৃদ্ধিকারক, কফপিত্তঘ্ন, গ্রাহী ও বিষ্টম্ভী। ২৬। গাবফল কফবাতঘ্ন ; বদরীফল বাতপিত্তঘ্ন ; বিল্বফল বাতবৃদ্ধিকারী ও বিষ্টম্ভী,পিয়ালফল বাতাপহারী। ২৭। রাজাদনফল,কদলীফল, পনসফল ও নারিকেলফল এই সকল শুক্র ও মাংস বৃদ্ধি করে ; ইহারা স্নিগ্ধ ও গুরুপাকী ; কিন্তু অতি সুস্বাদু। ২৮। দ্রাক্ষা, মধুকফল, খর্জ্জূর ও কুঙ্কুম এই সকল দ্রব্য বাতরক্ত জয় করে, সুপক্ক পিপ্পলী মধুর এবং শ্বাস ও পিত্ত নিবারণ করে। ২৯। আদা রুচিকর, বলকারক, অগ্নিদীপক এবং কফবাতহারী। শুণ্ঠী, মরিচ ও পিপ্পলী, ইহারা কফ ও বাত জয় করিয়া থাকে। ৩০। বৈদিকমতে মরিচ অবৃষ্য বলিয়া উক্ত আছে। ইহা গুল্ম, শূল ও বিবন্ধ বিনাশ করে, হিঙ্গু কফ ও বাতনাশকারী। ৩১। যমানী, ধনিয়া, জীরা, এই সকল দ্রব্য বাতশ্লেষ্ম বিনাশ করিয়া থাকে। সৈন্ধব চক্ষুর তেজোবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারী ও ত্রিদোষবিনাশক। ৩২। সৌবর্চ্চল উষ্ণগুণশালী এবং বিবন্ধ ও হৃচ্ছূল বিনাশ করে, বিড়ঙ্গ উষ্ণ, শূলাপহারী

সৌবর্চ্চলং বিবন্ধঘ্নং উষ্ণং হৃচ্ছূলনাশনং।
উষ্ণং শূলহরং তীক্ষ্ণং বিড়ঙ্গং বাতনাশনং ॥ ৩৩ ॥
রোমকং বাতলং স্বাদু রোচনং ক্লেদনং গুরু।
হৃৎপাণ্ডুগলরোগঘ্নং যবক্ষারোঽগ্নিদীপনঃ ॥ ৩৪ ॥
দহনো দীপনস্তীক্ষ্ণঃ সর্জ্জিক্ষারো বিদারণঃ।
দোষঘ্নং নাভসং বারি লঘু হৃদ্যং বিষাপহং ॥ ৩৫ ॥
নাদেয়ং বাতলং রুক্ষং সারসং মধুরং লঘু।
বাতশ্লেষ্মহরং বাপ্যং তাড়গং বাতলং স্মৃতং ॥ ৩৬ ॥
রৌচ্যমগ্নিকরং রুক্ষং কফঘ্নং লঘু নৈর্ঝরং।
দীপনং পিত্তলং কৌপমৌদ্ভিদং পিত্তনাশনং ॥ ৩৭ ॥
দিবার্ককিরণৈর্জ্জুষ্টং রাত্রৌ চৈবেন্দুরশ্মিভিঃ।
সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং তত্তুল্যং গগনাম্বুনা ॥ ৩৮ ॥
উষ্ণং বারি জ্বরশ্বাসমেদোঽনিলকফাপহং।
শৃতশীতং ত্রিদোষঘ্নমুষিতং তচ্চ দোষলং ॥ ৩৯ ॥

তীক্ষ্ণ ও বাতবিনাশক। ৩৩। রোমকলবণ বাতবৃদ্ধিকারী, স্বাদু, রুচিকারক ও গুরু। ইহা হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও গলরোগ বিনাশ করে। যবক্ষার অগ্নি-সন্দীপন করিয়া থাকে। ৩৪। সর্জ্জিক্ষার অর্থাৎ সাজিমাটী পাচন, অগ্নি-দীপন, তীক্ষ্ণ ও বিদারণ। নাভস বারি অর্থাৎ বৃষ্টির জল ত্রিদোষঘ্ন, লঘু, সুস্বাদু ও বিষাপহ। ৩৫। নদীজল, বাতবৃদ্ধিকারক ও রুক্ষ। সরোবরের জল মধুর ও লঘু। বাপীজল বাতশ্লেষ্মহর এবং তড়াগের জল বাতবৃদ্ধি-কারক। ৩৬। ঝরণার জল রুচিকারক, অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কফঘ্ন ও লঘু। কূপজল অগ্নিদীপক, পিত্তবৃদ্ধিকারক এবং উদ্ভিদ্‌জল পিত্তনাশক। ৩৭। যে জল দিবাভাগে সূর্য্যকিরণে পক্ক হইয়া রাত্রিতে চন্দ্ররশ্মিতে শীতল হয়, তাহাতে কোনপ্রকার দোষ থাকে না, উহা গগনবারির তুল্য। ৩৮। উষ্ণজল জ্বর, শ্বাস, মেদোরোগ, বায়ুদোষ এবং কফ বিনাশ করে, জল পাক করিয়া শীতল করিলে উহা ত্রিদোষঘ্ন, ঐ জল পর্য্যুষিত হইলে দুষ্ট হইয়া থাকে। ৩৯। গব্য দুগ্ধ বাতপিত্তঘ্ন, স্নিগ্ধ, গুরুপাকী ও পোষক।

গোক্ষীরং বাতপিত্তঘ্নং স্নিগ্ধং গুরু রসায়নং।
গব্যাদ্ গুরুতরং স্নিগ্ধং মাহিষং বহ্নিনাশনং॥ ৪০॥
ছাগং রক্তাতিসারঘ্নং কাসশ্বাসকফাপহং।
চক্ষুষ্যং জীবনং স্ত্রীণাং রক্তপিত্তে চ লাবণং॥ ৪১॥
পরং বাতহরং বৃষ্যং পিত্তশ্লেষ্মকরং দধি।
দোষঘ্নং মস্তুজাতস্তু মস্তু স্রোতোবিশোধনং॥ ৪২॥
গ্রহণ্যর্শোর্দ্দিতার্ত্তিঘ্নং নবনীতং নবোদ্ধৃতং।
বিকারাশ্চ কিলাটাদ্যা গুরবঃ কুষ্ঠহেতবঃ॥ ৪৩॥
পরং গ্রহণীশোথার্শপাণ্ড্বতীসারগুল্মনুৎ।
ত্রিদোষশমনং তক্রং কথিতং পূর্ব্বসূরিভিঃ॥ ৪৪॥
বৃষ্যঞ্চ মধুরং সর্পির্ব্বাতপিত্তকফাপহং।
গব্যং মেধ্যঞ্চ চক্ষুষ্যং সংস্কারাচ্চ ত্রিদোষজিৎ॥ ৪৫॥

মহিষদুগ্ধ গব্যদুগ্ধ হইতে গুরুতর, স্নিগ্ধ এবং অগ্নিমান্দ্যকারী॥ ৪০॥ ছাগদুগ্ধ রক্তাতিসারঘ্ন এবং কাস, শ্বাস ও কফাপহারী। স্ত্রীদুগ্ধ চক্ষুর তেজের বৃদ্ধিকারক, জীবনপ্রদ, রক্তপিত্তঘ্ন ও লবণরসযুক্ত। ৪১। দধি বলকারক, বাতহারক, পুষ্টিপ্রদ এবং পিত্তশ্লেষ্মাকর। মস্তু অর্থাৎ দধির মাৎ ত্রিদোষঘ্ন ও শিরাস্রোতের শোধনকারক। ৪২। নবোদ্ধৃত নবনীত গ্রহণী, অর্শ ও অর্দ্দিতাদিরোগঘ্ন। কিলাট অর্থাৎ ক্ষীরবিকৃতি গুরু ও কুষ্ঠজনক। ৪৩। তক্র অর্থাৎ ঘোল, গ্রহণী, অর্শ, শোথ, পাণ্ডু, অতিসার ও গুল্ম বিনাশ করে এবং ত্রিদোষ নিবারণ করিয়া থাকে। ৪৪। ঘৃত মধুর এবং বাতপিত্ত ও কফনাশক। গব্যঘৃত মেধাবৃদ্ধিকারক ও চক্ষুর তেজোবৃদ্ধি করে। উহার সংস্কার হইলে ত্রিদোষ বিনাশ করিয়া থাকে। ৪৫। ঘৃত সংস্কৃত হইলে অপস্মার, উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি রোগ বিনাশ করিয়া থাকে। ছাগমেষাদির ঘৃতেও পূর্ব্বোক্ত গুণসকল আছে, বিশেষতঃ উহা কফবাতহারী ও মূত্রদোষ ক্রিমিদোষ এবং বিষদোষ

অপস্মারগদোন্মাদমূর্চ্ছাঘ্নং সংস্কৃতং ঘৃতং।
অজাদীনাঞ্চ সপীংষি বিদ্যাৎ গোক্ষীরসদ্‌গুণৈঃ।
কফবাতহরং মূত্রসর্ব্বক্রিমিবিষাপহং ॥ ৪৬ ॥
পাণ্ডুত্বোদরকুষ্ঠার্শঃশোথগুল্মপ্রমেহনুৎ।
বাতশ্লেষ্মহরং বল্যং তৈলং কেশ্যং তিলোদ্ভবং ॥ ৪৭ ॥
সার্ষপং ক্রিমিপাণ্ডুঘ্নং কফমেদোনিলাপহং।
ক্ষৌমং তৈলমচক্ষুষ্যং পিত্তহৃদ্বাতনাশনং ॥ ৪৮ ॥
অক্ষজং কফপিত্তঘ্নং কেশ্যং ত্বক্‌স্রোততর্পণং।
ত্রিদোষঘ্নং মধু প্রোক্তং বাতলঞ্চ প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৪৯ ॥
হিক্কাশ্বাসক্রিমিচ্ছর্দ্দিমেহতৃষ্ণাবিষাপহং।
ইক্ষবো রক্তপিত্তঘ্না বল্যা বৃষ্যা কফপ্রদাঃ ॥ ৫০ ॥
ফাণিতং পিত্তলং তীব্রং সুরামৎস্যণ্ডিকা লঘুঃ।
খণ্ডং বৃষ্যং তথা স্নিগ্ধং স্বাদ্বসৃক্‌পিত্তবাতজিৎ ॥ ৫১ ॥
বাতপিত্তহরো রুক্ষো বাতঘ্নঃ কফকৃদ্‌গুড়ঃ।
স পিত্তঘ্নঃ পরঃ পথ্যঃ পুরাণোঽসৃক্‌প্রসাদনঃ ॥ ৫২ ॥

বিনাশ করে। ৪৬। তিলতৈল পাণ্ডুতা, উদররোগ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, গুল্ম, প্রমেহ ও বাতশ্লেষ্মবিকার বিনাশ করে এবং উহা বলপ্রদ ও কেশের উজ্জ্বলতাসাধক। ৪৭। সার্ষপতৈল ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগঘ্ন, কফ, মেদ ও বায়ুবিনাশী। মসিনাতৈল চক্ষুর তেজোহানিকারক এবং পিত্ত, বাতরোগ ও হৃদ্রোগনাশক। ।৪৮। বহেড়াফলের তৈল, কফপিত্তঘ্ন, কেশচর্ম্মস্নিগ্ধকারক, স্রোতোবিশোধন, মধুর ও ত্রিদোষঘ্ন; কিন্তু বাতবৃদ্ধিকারক এবং হিক্কা, শ্বাস, ক্রিমি, ছর্দ্দি, মেদ, তৃষ্ণা ও বিষদোষবিনাশক। ইক্ষু রক্তপিত্তঘ্ন, বলকারক, পুষ্টিসাধক এবং কফবৃদ্ধিকারক। ৪৯ ৫০। শক্‌পিত্তকারক ও তীব্র। সুরা ও মিছরি অতিলঘুপাকী। খণ্ড (বাতাসা) বলকারক, স্নিগ্ধ, স্বাদু এবং রক্তপিত্ত ও বাতনাশক। ৫১। গুড় পিত্তহারী, রুক্ষ, বাতঘ্ন ও কফকারী। পুরাতন গুড় পিত্তঘ্ন, পথ্য এবং রক্তবিশোধনকারক। ৫২। স্নেহ যুক্ত গুড়শর্করা রক্তপিত্তহর ও বলকারী। মদ্য সর্ব্বপিত্তকর এবং উহাতে অম্ল-

রক্তপিত্তহরা বৃষ্যা সস্নেহা গুড়শর্করা।
সর্ব্বপিত্তকরং মদ্যমম্লত্বাৎ কফবাতজিৎ ॥ ৫৩ ॥
রক্তপিত্তকরাস্তীক্ষ্ণাস্তথা সৌবীরজাতয়ঃ।
পাচনো দীপনঃ পথ্যো মণ্ডঃ স্যাদ্ভৃষ্টতণ্ডুলঃ ॥ ৫৪ ॥
বাতানুলোমনী লঘ্বী পেয়া বস্তিবিশোধিনী।
সতক্রদাড়িমব্যোষা সগুড়মধুপিপ্‌পলী ॥ ৫৫ ॥
হন্তীয়ং সুকৃতা পেয়া কাসশ্বাসপ্রবাহিকাঃ।
পায়সঃ কফহৃদ্বল্যঃ কৃশরা বাতনাশিনী ॥ ৫৬ ॥
সুধৌতঃ প্রশ্রুতঃ স্নিগ্ধঃ সুখোষ্ণো লঘুরোচনঃ।
কন্দমূলফলস্নেহৈঃ সাধিতো বৃংহণো গুরুঃ ॥ ৫৭ ॥
ঈষদুষ্ণসেবনাচ্চ লঘুঃ সূপঃ সুসাধিতঃ।
স্বিন্নং নিষ্পীড়িতং শাকং হিতং স্নেহাদিসংস্কৃতং ॥ ৫৮ ॥

গুণ থাকাতে কফবাত জয় করে। ৫৩। কাঁজি রক্তপিত্তকর ও তীক্ষ্ণ। ভৃষ্ট-তণ্ডুল ও মণ্ড পাচন, অগ্নিদীপন ও পথ্য। ৫৪। পেয়া বায়ুর অনুলোম গতিসাধন করে, উহা অতি লঘুপাকী। তক্র, দাড়িম, ত্রিকটু, গুড়, মধু ও পিপ্পলীযুক্ত পেয়া বস্তিশোধন করে। ৫৫। পেয়া সুসাধিত হইলে কাস, শ্বাস ও প্রবাহিক বিনাশ করে। পায়স কফবাতহারী ও বলকৃৎ। কৃশর (তিলমিশ্রিত তণ্ডুল) বাতবিনাশ করে। ৫৬। সূপ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া সিদ্ধ করিবে, পরে উহা বস্ত্রগালিত করিয়া লইবে। এইরূপ সূপ ঈষদুষ্ণ থাকিতে ভক্ষণ করিলে উহা অতি লঘুপাকী ও রুচিকর হয়। ঐ সূপ ফলমূলাদির সহিত সাধিত হইলে গুরুপাকী ও বৃংহণকারক হয়। ঐ সূপ উত্তমরূপে পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করিলে অল্পসময়ে পরিপাক হয়। শাক সিদ্ধ করিয়া নিপীড়নকরতঃ ঘৃততৈলাদির সহিত পাক করিবে; এইরূপ শাক হিতকর। ৫৭।৫৮। দাড়িম ও আমলকীর সহিত যূষ পাক করিলে যূষ অগ্নিবৃদ্ধি ও বাতপিত্ত নষ্ট করে এবং মূলকের সহিত যূষ

দাড়িমামলকৈর্যূষো বহ্নিকৃদ্বাতপিত্তহাঃ।
শ্বাসকাসপ্রতিশ্যায়কফঘ্নো মূলকৈঃ কৃতঃ ॥ ৫৯ ॥
যবকোলকুলত্থানাং যূষঃ কণ্ঠ্যোঽনিলাপহঃ।
মুদ্গামলকজো গ্রাহী শ্লেষ্মপিত্তবিনাশনঃ ॥ ৬০ ॥
সগুড়ং দধি বাতঘ্নং শক্তবো রুক্ষবাতলাঃ।
ঘৃতপূর্ণোঽগ্নিকারী স্যাৎ বৃষ্যা গুর্ব্বী চ শষ্কুলী ॥ ৬১ ॥
বৃংহণাঃ সামিষা ভক্ষ্যাঃ পিষ্টকা গুরবঃ স্মৃতা।
তৈলকৃতাশ্চ দৃষ্টিঘ্নাস্তোয়স্বিন্নাশ্চ দুর্জ্জরাঃ ॥ ৬২ ॥
অত্যুষ্ণা মণ্ডকাঃ পথ্যাঃ শীতলা গুরবো মতাঃ।
অনুপানঞ্চ পানীয়ং শ্রমতৃষ্ণাদিনাশনং ॥ ৬৩ ॥
অনুপানাদিরক্ষাকৃৎ স্যাদ্বিষাদ্রোগবর্জ্জিতঃ।
অনুষ্ণঃ শিখিকণ্ঠাভো বিষশ্চৈব বিবর্ণকৃৎ ॥ ৬৪ ॥

প্রস্তুত করিলে সেই যূষ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় ও কফরোগ বিনাশ করিয়া থাকে। ৫৯। যব, বদরী, কুলত্থ ইহাদিগের যূষ মুখপ্রিয় ও বাতবিনাশক। মুগ ও আমলকীর যূষ গ্রাহী ও শ্লেষ্ম পিত্তবিনাশন। ৬০। গুড়মিশ্রিত দধি বাত বিনাশ করে; শক্তু রুক্ষ এবং বাতবৃদ্ধিকারী; শষ্কুলী (মৎস্যবিশেষ) ঘৃতপক্ক হইলে অগ্নি এবং বলবৃদ্ধি করে,কিন্তু উহা গুরুপাকী পদার্থ। আমিষ-মাত্রেই শারীরিক পোষণসাধন করে,সর্ব্বপ্রকার পিষ্টক গুরুপাকী। তৈলপক্ক পিষ্টক দৃষ্টিহানি করে, জলসিদ্ধ পিষ্টক অতি দুর্জ্জর অর্থাৎ সহজে পরিপাক পায় না। ৬১-৬২। অত্যুষ্ণ মণ্ডই পথ্য, উহা শীতল হইলে গুরুপাকী হয়। উক্তরূপে দ্রব্যসকলের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া অনু-পানের ব্যবস্থা করিবে। অনুপানের সহিত ঔষধ সেবন করিলে শ্রম ও তৃষ্ণা বিনাশ পায়। ৬৩। অনুপান মনুষ্যকে বিষাদি হইতে রক্ষা করিয়া রোগবিহীন করে। বিষ অনুষ্ণ, শিখিকণ্ঠাভ এবং বিবর্ণকারী; ইহার গন্ধ, স্পর্শ, রস, সকলই তীব্র; এই বিষ ভক্ষণ করিলে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। বিষ আঘ্রাণ করিলে চিকিৎসার

গন্ধস্পর্শরসাস্তীব্রা ভোক্তুশ্চ স্যান্মনোব্যথা।
আঘ্রাণে চাক্ষিরোগঃ স্যাদসাধ্যশ্চ ভিষগ্বরৈঃ।
বেপথুর্জৃম্ভণাদ্যং স্যাদ্বিষস্যেতত্তু লক্ষণং ॥ ৬৫ ॥

অসাধ্য চক্ষুরোগ জন্মে এবং গাত্রকম্প ও জৃম্ভণ হইয়া থাকে এই সমস্তই বিষের লক্ষণ। ৬৪ ৬৫।

অন্নপানাধ্যায় সমাপ্ত।

চিকিৎসাধ্যায়।

জ্বরচিকিৎসা।

প্রথমতঃ জ্বরের প্রারম্ভে দোষের আধিক্য ও অল্পতা বিবেচনা পূর্ব্বক লঘু ভোজন দিবে অথবা লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস করিতে হইবে। এইরূপ করিলে দেহস্থ রসের পরিপাক হয়, সুতরাং তৎপরে যে ঔষধ প্রদান করা যায়, তাহা আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে। যদি বায়ু প্রকুপিত হইয়া জ্বরের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে জ্বরের উপক্রমে বিশুদ্ধ ঘৃত সেবন করিবে, যদি পিত্ত প্রকুপিত হইয়া জ্বর জন্মে, তাহা হইলে জ্বরের প্রারম্ভে অল্প পরিমাণে বিরেচন করান কর্ত্তব্য এবং যদি শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া জ্বরোৎপত্তি হয়, তাহা হইলে জ্বরের উপক্রমে বমন করান বিধেয়। দ্বন্দ্বজ জ্বরের প্রারম্ভে উভয় প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান এবং ত্রিদোষজনিত জ্বরে ত্রিদোষহারক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। নবজ্বর উপস্থিত হইলে যে সকল কার্য্য নিষিদ্ধ, তাহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ তৎকালে রোষ প্রকাশ, স্ত্রীসহবাস, দিবানিদ্রা, গাত্রে তৈলাদি লেপন, স্নান, অতিরিক্ত বায়ু সেবন, কষায় ঔষধ সেবন এবং অধিক পরিশ্রমকর কার্য্য করিলে রোগ উত্তরোত্তর সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব এই সকল সর্ব্বথা পরিবর্জ্জন করিবে। নবজ্বরে রোষ প্রকাশ, দিবানিদ্রা, স্ত্রীসহবাস, অতিরিক্ত বায়ু সেবন, পরিশ্রম, গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন, দুইবার আহার, প্রভাতে ও নিশাকালে আহার, গুরুপাক দ্রব্য ও কফবৃদ্ধিকর দ্রব্য ভোজন, শীতল জলপান এই সকল কার্য্য করিলে অরুচি, মত্ততা, মুখশোষ, বমি ও মূর্চ্ছা এই সকল উপসর্গ উপস্থিত হয়। নবজ্বরে উপবাস করিলে দোষের পরিপাক হয়, আমাশয়স্থিত দোষ দূষিত হইয়া অপক্ব রসবিশিষ্ট হয়, তজ্জন্য অগ্নি বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং সেই দোষ রসপথকে আবৃত করিয়া রাখে এই

জন্যই সাদাজ্বর জন্মে, উপবাস করিলেই সেই দোষ পরিপাক পায় এবং জ্বরের উপশম হয়, অগ্নি বৃদ্ধি পায়, আহার করিতে ইচ্ছা হয়, শরীর লঘুবোধ হয় এবং রুচি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, রোগীর বল বিবেচনা করিয়া তদনুসারে উপবাস করাইবে, কারণ আরোগ্য বলাধীন অর্থাৎ বল ব্যতিরেকে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা নাই। যে সকল রোগী বায়ুপ্রধান, অতি ক্ষুধা বা অতি তৃষ্ণাতুর, ক্লান্ত ও মুখশোষযুক্ত এবং যে অতি শিশু, অতি বৃদ্ধ, গর্ভবতী অথবা অত্যন্ত বলহীন, তাহাকে উপবাস করান কর্ত্তব্য নহে। বিবেচনা পূর্ব্বক উপবাস করাইবে, কারণ অধিক উপবাস দেওয়াইলে গ্রন্থিস্থানে বেদনা জন্মে, অঙ্গে ব্যথা হয়, ক্ষুধার হ্রাস হইয়া যায়, অরুচি জন্মে, কাসের উৎপত্তি হয়, পিপাসা জন্মে, শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তির হ্রাস হয়, দেহে বলমাত্র থাকে না, অন্ধকার দর্শন হয় এবং মস্তক ঘুরিতে থাকে। যখন রোগী স্বাভাবিকরূপ মল মূত্র বিসর্জ্জন করিবে, দেহ লঘু বোধ হইবে, মুখ বা কণ্ঠের বিরসতা থাকিবে না, গ্লানি ও তন্দ্রা বিনাশ পাইবে, স্বেদ নির্গত হইবে, মন প্রফুল্ল হইবে এবং ক্ষুধা জন্মিবে, তখনই জানিবে যে রোগী রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, তখন বিবেচনা পূর্ব্বক আহারের ব্যবস্থা করিবে।

হিঙ্গুল, পিঁপুল ও মরিচ এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া আদার রসের সহিত মর্দ্দন করত সর্ষপ প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই বড়ী সেবন করিলে ত্রিবিধ জ্বরই আরোগ্য হইয়া থাকে। আদার রস ও মধুর সহিত মৌরী বাটিয়া তাহা অনুপান দিবে, অথবা কেবল মধু কিম্বা শ্বেতচন্দন বাটা অনুপান দিতে পারে।

শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা, চিরতা, চাকুলিয়া, শালপর্ণী, কণ্টকারি, বৃহতী এবং গোক্ষুর এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া তাহার দুই তোলা পরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিবে, আট তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, এই ক্বাথ পান করিলে বাতিক ও পৈত্তিক জ্বর, বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্বেত করবীর শিকড় ও কনক ধুতুরার শিকড় এই দুই দ্রব্য সম-ভাগে লইয়া সন্ধিপূজার বলিদানের পাঁটার রক্তের সহিত মর্দ্দন করত

মটরসদৃশ বড়ী করিবে। বাসী জলের সহিত ঐ বটী সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার জ্বর উপশমিত হয়।

জ্বররোগে হিক্কা জন্মাইলে আনারসের পাতার রস অর্দ্ধ পোয়া এক তোলার কিছু অধিক মিছরির চূর্ণ মিশাইয়া খাওয়াইবে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ হিক্কা নিবৃত্তি হইবে সন্দেহ নাই।

কণ্টকারি, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, মুথা, পল্‌তা, কটকী ও রক্তচন্দন এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া দুই তোলা পরিমাণ করিবে। পরে বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া আট তোলা থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং কাস, পার্শ্ব বেদনা, বমন, দাহ, অরুচি ও পিপাসাও ধ্বংস পাইয়া থাকে।

হাড়কাঁকড়ার শিকড়, পাতা, ফুল, ছাল ও ফল এই সমস্ত একটী পুটলী মধ্যে রাখিয়া তাহা দগ্ধ করত দুই তোলা রস নিষ্পীড়ন করিয়া লইবে। পরে সেই রস শুঠী সহযোগে সেবন করিলে পুরাতন জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কতকগুলি বালুকা একটী খোলায় চড়াইয়া ভাজিয়া গরম করিবে, পরে উহা একখানি বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন পূর্ব্বক কাঁজি মধ্যে ভিজাইয়া গাত্রে স্বেদ দিবে। এইরূপ করিলে শারীরিক স্রোত সকল সরল হওত অগ্নি স্বস্থানে গমন পূর্ব্বক বায়ু ও কফের স্তব্ধতা রহিত করে এবং বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এক তোলা ক্ষেতপাপড়া ও এক তোলা গুলঞ্চ একত্র করিয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে উত্তোলন পূর্ব্বক মধু সহযোগে সেই ক্বাথ পান করিলে পুরাতন জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এক কলসী জল উষ্ণ করিয়া তাহার সহিত এক পোয়া সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিবে। পরে নিশাযোগে শয়ন সময় সেই জল উষ্ণ থাকিতে থাকিতে হস্তদ্বয়ের কণুই পর্য্যন্ত ও পদদ্বয়ের হাঁটু পর্য্যন্ত ধৌত করত শয়ন করিবে। দুই তিন দিন এইরূপ করিলে পুরাতন জ্বর নিঃসংশয় বিনাশ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই।

রক্তচন্দন, শুঁঠ, মুথা, বালা, ক্ষেতপাপড়া ও বেণার শিকড় এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। পরে উহা চারি

সের জলে সিদ্ধ করত অর্দ্ধেক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঐ জল পান করিলে জ্বররোগীর পিপাসা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মুস্তপর্পটকোশীরচন্দনোদীচ্যনাপটৈঃ।
শৃতশীতং জলং দদ্যাৎ পিপাসাজ্বরশান্তয়ে॥

মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে জ্বরার্ত্ত ব্যক্তির পিপাসা শান্তির নিমিত্ত পান করিতে দিবে।

নাগরং দেবকাষ্ঠঞ্চ ধন্যাকং বৃহতীদ্বয়ং।
দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বং জ্বরিতায় জ্বরাপহং॥

শুণ্ঠী, দেবদারু, ধনিয়া, বৃহতী, কণ্টকারি এই সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে সেই পাচন সেবন করিলে জ্বর ও পিপাসা শান্তি হয়।

আরগ্বধাভয়া মুস্তা তিক্তা গ্রন্থিকনির্ম্মিতঃ।
কষায়ঃ পাচনো নামে সশূলে চ জ্বরে হিতঃ॥

সোঁদালু, হরীতকী, মুথা, ইন্দ্রযব, পিপ্পলীমূল এই সকল দ্রব্যের কষায় পান করিলে তরুণজ্বরী ব্যক্তির গাত্রবেদনা ও জ্বর বিনাশ পায় এবং রসের পরিপাক হইয়া থাকে।

মধূকসারবিন্দূত্থবচোষণকণাঃ সমাঃ।
শ্লক্ষ্ণং পিষ্টাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞাপ্রবোধনং॥

যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বচ, মরিচ, পিপ্পলী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে, পরে উহা জলের সহিত গুলিয়া নস্য গ্রহণ করিলে জ্বররোগে অচৈতন্য ব্যক্তির প্রবোধ হয়।

ত্রিবৃদ্বিশালাত্রিফলাকটুকারগ্বধৈঃ কৃতঃ।
সক্ষারো ভেদনঃ ক্বাথঃ পেয়ঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ॥

তেউড়ী, গোরক্ষ কর্কটী ত্রিফলা, কটুকী, সোঁদালু এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ করিয়া যবক্ষারের সহিত পান করিলে উদরের সারক হইয়া সর্ব্বপ্রকার জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে।

মহৌষধামৃতামুস্তচন্দনোশীরধন্যাকৈঃ।
ক্কাথস্তৃতীয়কং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ॥

শুণ্ঠী, গুড়ূচী, মুথা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ধনিয়া এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ করিয়া মধু ও শর্করার সহিত পান কবিলে তৃতীয়ক জ্বর বিনাশ পায়।

অপামার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ।
বদ্ধ্বা বারে রবের্নূনং জ্বরং হন্তি তৃতীয়কং॥

রবিবারে অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া সপ্ত রক্তসূত্রদ্বারা কটিতে বন্ধন করিলে ত্র্যাহিকজ্বর বিনাশ পায়।

গুড়ূচ্যাঃ ক্কাথকল্কাভ্যাং ত্রিফলায়া বৃশস্য চ।
মৃদ্বীকায়া বলায়াশ্চ সিদ্ধাঃ স্নেহা জ্বরচ্ছিদঃ॥

গুড়ূচী, ত্রিফলা, বাসক, দ্রাক্ষা, বেড়েলা, ইহাদিগের প্রত্যেকের ক্কাথ ও কল্ক দ্বারা ঘৃত কিম্বা তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর শান্তি হয়।

ধাত্রীশিবাকণাবহ্নিক্কাথঃ সর্ব্বজ্বরান্তকঃ।
জ্বরাতিসারহরণমৌষধং প্রবদাম্যহং॥

আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী, চিতা এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনাশ পায়।

অগ্নিস্বেদাজ্জরাস্ত্বেবং নাশমায়ান্তি হীশ্বর।
বাতজ্বরহরঃ ক্কাথো গুড়ূচ্যা মুস্তকস্য চ॥

জ্বররোগী জ্বরের প্রারম্ভে লঙ্ঘনাদি দিয়া তৎপরে নিজ শরীরে অগ্নিস্বেদ প্রদান করিবে, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনাশ পায়। গুড়ূচী ও মুথার ক্বাথ বাতিক জ্বর বিনাশ করে।

দুরালভৈঃ কৃতঃ ক্বাথঃ পিত্তজ্বরহরঃ শৃণু।
শুণ্ঠীপর্পটমুস্তৈশ্চ বালকোশীরচন্দনৈঃ।
সাজ্যঃ ক্বাথঃ শ্লেষ্মজস্ত সশুণ্ঠিঃ সদুরালভঃ।
সবালকঃ সর্ব্বজ্বরং সশুণ্ঠিঃ সহপর্পটঃ॥

দুরালভার ক্বাথ পান করিলে পিত্তজ্বর নিবৃত্তি পায়; শুঠী, ক্ষেত-পাপড়া, মুথা, বালা, বেণার মূল ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া ঘৃত সহযোগে শুঠীচূর্ণ ও দুরালভার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শ্লেষ্ম-জ্বর বিনষ্ট হয়। বালা, শুঠী ও ক্ষেতপাপড়া ইহাদিগের ক্বাথ সর্ব্বপ্রকার জ্বর হরণ করে।

ক্বাথশ্চ তিক্তকৈরণ্ডগুড়ূচীশুণ্ঠিমুস্তকৈঃ।
পিত্তজ্বরহরঃ স্যাচ্চ শৃণ্বন্যং যোগমুত্তমং॥

চিরতা, এরণ্ড, গুড়ূচী, শুঠী ও মুথা ইহাদিগের ক্বাথ করিয়া পান করিলে পিত্তজ্বর বিনাশ পায়। অতঃপর অন্যান্য যোগ কথিত হইতেছে।

বালকোশারপাঠাভিঃ কণ্টকারিকমুস্তকৈঃ।
জ্বরনুচ্চ কৃতঃ ক্বাথস্তথা বৈ সুরদারুণা॥

বালা, বেণার মূল, আক্নাদি, কণ্টকারি, মুথা এই সকলের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিদূরিত হইয়া যায় এবং দেবদারুর ক্বাথেও জ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে।

ধন্যাকনিম্বমুস্তানাং সমধুঃ স তু শঙ্কর।
পটোলপত্রযুক্তস্ত গুড়ূচীত্রিফলাযুতঃ।
পাতোখিলজ্বরহরঃ ক্ষুধাকৃদ্বাতনুৎ ত্বিদং॥

ধনিয়া, নিম্ব, মুথা, পটোলপত্র, গুড়ূচী, ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া মধু সহযোগে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনাশ পায় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ও বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হরিতকীপিপ্পলীনামামলীচিত্রকোদ্ভবং।
চূর্ণং জ্বরঞ্চ ক্কথিতং ধন্যাকোশীরপর্প্পটৈঃ ॥

হরীতকী, পিপ্পলী, আমলকী ও চিতা ইহাদিগের চূর্ণ করিয়া ধনিয়া, বেণার মূল ও ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথের সহিত পান করিলে জ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে।

আমলক্যা গুড়ূচ্যা চ মধুযুক্তং সচন্দনং।
সমস্তজ্বরনুচ্চ স্যাৎ সান্নিপাতহরং শৃণু ॥

আমলকী, গুড়ূচী ও রক্তচন্দন ইহাদিগের ক্বাথ মধুসহযোগে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনাশ পায়। এক্ষণ সান্নিপাতিকহর যোগ শ্রবণ কর।

হরিদ্রানিম্বত্রিফলামুস্তকৈর্দেবদারুণা।
কষায়ং কটুরোহিণ্যা সপটোলং সপত্রকং।
ত্রিদোষজ্বরনুচ্চ স্যাৎ পীতন্তু ক্কাথিতং জলং।

হরিদ্রা, নিম্ব, ত্রিফলা, মুথা, দেবদারু, কটুকী, পটোল, পটোলপত্র, এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া পান করিলে ত্রিদোষ জ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে।

কণ্টকার্য্যা নাগরস্য গুড়ূচ্যা পুষ্করেণ চ।
জগ্ধ্বা নাগবলা চূর্ণং ত্রিদোষজ্বরনুদ্ভবেৎ ॥

কণ্টকারী, শুণ্ঠী, গুড়ূচী, কুড়, গোরক্ষচাকুলিয়া এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষ জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কফবাতজ্বরে দেয়ং জলমুষ্ণং পিপাসিনে।
বিশ্বপর্পটকোশীরমুস্তচন্দনসাধিতং ॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগীর পিপাসা হইলে শুণ্ঠী, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, মুথা ও রক্ত চন্দন এই সকল দ্রব্যের সহিত জল সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ থাকিতে পান করিতে দিবে।

বিল্বাদিপঞ্চমূলস্য ক্বাথঃ স্যাদ্বাতিকে জ্বরে।

বাতিকজ্বরে বিল্বাদি পঞ্চমুল অর্থাৎ বিল্ব, শোণা, গাম্ভারী, পারুলী ও গণিয়ারি এই সকলের ক্কাথ পান করা বিধেয়।

পাচনং পিপ্পলীমূলং গুড়ূচীবিশ্বভেষজং।
বাতজ্বরে ত্র্যয়ং ক্কাথো দণ্ডঃ শান্তিকরঃ পরঃ।
পিত্তজ্বরনুৎ সমধুঃ ক্কাথঃ পর্পটনিম্বয়োঃ।

পিপ্পলীমূল, গুড়ূচী ও শুঠী এই সকলের ক্কাথ পান করিলে উদরের পরিপাক হইয়া বাতিকজ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে। ক্ষেতপাপড়া ও নিম্ব ইহাদের ক্কাথ মধু সহযোগে পান করিলে পিত্ত জ্বর বিনষ্ট হয়।

চিরতা, মুথা, রক্তচন্দন, সূঁদি ফুল, বেণার শিকড়, ক্ষেতপাপড়া এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা গ্রহণ করত বত্রিশ তোলা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া আটতোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঐ ক্কাথ অর্দ্ধতোলা চিনির সহিত সেবন করিলে পৈত্তিক জ্বর, পিপাসা, দাহ, অরুচি ও বমি প্রশান্ত হয়।

দুই তোলা ধনিয়ার চাউল নিশাযোগে বার তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিন প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ শর্করা সহযোগে সেই জল পান করিলে জ্বররোগীর অন্তর্দ্দাহ বিদূরিত হয়।

কণ্টকারে, বিল্বের ছাল, গুলঞ্চ, গাম্ভারীর ছাল, মুথা, শুঁঠ, চিরতা, সোনাছাল, আমলা, ইন্দ্র যব, পারুল ছাল, দুরালভা ও কটকী এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুইতোলা করিবে। পরে উহা বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া আট তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ক্কাথ সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক দ্বন্দ্বজ ও চিরোৎপন্ন রাত্রিজ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পিপুল, বচ, মৌলসার, সৈন্ধব লবণ ও গোলমরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করত চূর্ণ প্রস্তুত করিবে। ঐ চূর্ণ দ্বারা জলসহযোগে নস্য গ্রহণ করিলে ত্রিদোষজ জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির জ্ঞান-সঞ্চার হয়।

বিধানে ক্রিয়মাণেপি যস্য সংজ্ঞা ন জায়তে।
পাদয়োস্তু ললাটে বা দহেল্লৌহশলাকয়া ॥

জ্বররোগে অচৈতন্য হইলে যদি ঔষধাদি প্রয়োগে সংজ্ঞালাভ না হয়, তাহা হইলে তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা পাদ ও ললাটস্থান সন্তপ্ত করিয়া দিবে।

তিক্তা পাঠা পটোলশ্চ বিশালা ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।
সক্ষীরো ভেদনঃ ক্কাথঃ সর্ব্বজ্বরবিশোধনঃ ॥

কটুকী, আক্নাদি, পটল, গোরক্ষকর্কটী, ত্রিফলা, তেউড়ী ইহাদিগের ক্কাথ দুগ্ধের সহিত পান করিলে উদরভেদ হইয়া সর্ব্বপ্রকার জ্বরের শান্তি হয়।

এক তোলা শেফালিকা ফুলের পাতা ও এক তোলা ক্ষেত্পাপড়া এই দুই তোলা পত্র একটী পাতায় পুটলী করিয়া রাত্রিকালে দগ্ধ করিয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতে তাহার রস মধু সহযোগে সেবন করিলে পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয়।

পলতা আদ তোলা, গুলঞ্চ আদ তোলা, ক্ষেতপাপড়া আদ তোলা ও মউরী আদ তোলা এই কয় দ্রব্য একত্র করিয়া দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিবে। ঐ জল সকালে কিঞ্চিৎ ও বৈকালে কিঞ্চিৎ সেবন করিলে দুই তিন দিন মধ্যে নূতন রসজ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

ফুলের কুঁড়ি এক ছটাক বাটিয়া এক সের জলের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে খানিকক্ষণ হাতদিয়া নাড়িতে থাকিবে, অনন্তর একছটাক জীরাভাজাচূর্ণ উহাতে মিশাইয়া হাত ও পদতলে মর্দ্দন করিলে পৈত্তিক জ্বরে আক্রান্ত রোগীর হাত পা জ্বালা দূর হয়।

এক তোলা গুলঞ্চরস সেবন করিলে সামান্য পৈত্তিক জ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে কটী পথ্য দিতে হয়।

কতকগুলি হেলাফুল জলে সিদ্ধ করিয়া ক্কাথ প্রস্তুত করিবে। সেই ক্কাথ এক তোলা লইয়া অর্দ্ধ পোয়া মিছরির জলে মিশাইয়া সেবন করিলে পৈত্তিকজ্বর বিদূরিত হয়।

তামাজারা একভাগ, শোধিত গন্ধক একভাগ, শোধিত পারদ একভাগ, জারিত স্বর্ণমাক্ষিক একভাগ, গোঁড়া লেবুর রসে শোধিত হিঙ্গুল এক ভাগ, অভ্র এক ভাগ, রসাঞ্জন একভাগ, জারিত স্বর্ণ এক ভাগ, এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া যত হইবে, তত পরিমাণ জল দিয়া উহা মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইলে এক রতি পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। রোগ বিবেচনায় যথাবিধি অনুপান সহ এই বটী সেবন করাইলে বিষম জ্বর ভাল হয়।

শোধিত জয়পাল, শোধিত বিষ ও সোহাগার খৈ এই কয় দ্রব্য প্রত্যেকে চারি আনা ওজনে লইয়া জলসহযোগে মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইলে একরতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে। কিঞ্চিৎ আদার রসের সহিত ঐ বড়ী ১ টী বা দুইটী সেবন করিলে মল নির্গত হইয়া যাইবে, তাহা হইলেই সাধারণ জ্বর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া শিরীষ ফুলের রস ও ঘৃত সহযোগে নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্থক জ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে।

পারদং গন্ধকং স্বর্ণমভ্রকং তাম্রমেব চ।
টঙ্কণং পঞ্চলবণং বঙ্গকং বিষমেব চ।
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ সর্ব্বমেকীকৃতং সুধীঃ।
দাপয়েদ্ভাবনাং বৈদ্যো রসৈঃ সপ্ত সুপণ্ডিতঃ।
ভৃঙ্গরাজরসেনৈব কেশরঙ্গরসেন চ।
কোকিলাক্ষরসেনৈব দাপয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
বিল্বপত্ররসেনৈব ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।
পুনর্নবারসেনৈব সপ্তবারং পৃথক্ পৃথক্।
বটিকা চণকাভা চ কার্য্যা বৈদ্যেন জানতা।
শোথং নানাবিধং হন্তি বিশেষাদ্ধস্তপাদয়োঃ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব বিষং তদ্দোষসম্ভবং।
গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি প্রদরামতিদুস্তরাং।

প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব জ্বরং ধাতুগতং তথা।
মন্দাগ্নিং বিষমাগ্নিঞ্চ কামলাঞ্চ হলীমকং।
শোথশার্দ্দূলনামায়ং শোথানাং মূলনাশকঃ॥

পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, অভ্র, তাম্র, সোহাগা, পঞ্চলবণ, বঙ্গ, বিষ, জায়ফল, লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজরস, কেশুরতিয়ার রস, কাকমাচীর রস, বিল্বপত্ররস ও পুনর্নবার রসে পৃথক্ পৃথক্ সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে চণকপ্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধকে শোথশার্দ্দূলরস কহে। ইহা দ্বারা গুল্ম, প্রদর, প্রমেহ, কামলা, হলীমক, মন্দাগ্নি, বিষমাগ্নি, শোথ ও ধাতুগত জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অর্দ্ধতোলা শোধিত গন্ধক, অর্দ্ধতোলা শোধিত পারদ, ও বকপুষ্পের পাতার রসের সহিত আতপতাপে মর্দ্দন করত শোধিত মৈঞ্জন এক তোলা, দারমুজ এক তোলা, বিষ এক তোলা এই পঞ্চ দ্রব্য একত্র করিয়া আদার রসে এক প্রহর যাবৎ মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে সর্ষপ পরিমিত বড়ী প্রস্তুত করিবে। আদার রস উষ্ণ করিয়া এক ছটাক ও একমাষা কজ্জলী অনুপান দিয়া ঐ বটী সেবন করাইলে সদ্য জ্বর বিনাশ পাইয়া থাকে।

যে জ্বর পাঁচ সাত দিনের অধিক হইয়াছে এবং যে জ্বরে কফের আধিক্য আছে, তাহা সদ্য আরোগ্য করিতে হইলে বিশুদ্ধ পারদ, গন্ধক, বিষ, জারিত তাম্র, এই কয় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক আদার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া একপ্রহর মর্দ্দন করিবে। পরে নিসিন্দার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে এক প্রহরকাল মর্দ্দন করত এক রতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। আদার রস ও মধু দিয়া এই ঔষধ সেবন করাইতে হয়। সেবনান্তে রোগীর গাত্রে সর্ষপ তৈল মাখাইবে, আর্দ্র গামছা দ্বারা গাত্র মুছাইয়া দিবে এবং ইক্ষু, ডালিম, পানিফল, ইত্যাদি খাইতে দিবে। একদিনের মধ্যে জ্বর উপশম করাইবার অভিলাষ হইলে দুইটী বড়ী এক মাষা পরিমাণ কজ্জলীর সঙ্গে মর্দ্দন করিয়া এক ছটাক উষ্ণ আদার রসের সহিত সেবন করাইবে। জ্বরান্তে বিলমৎস্যের ঝোল ও পরিষ্কৃত অন্ন, ধাতু বিবেচনায় ও অবস্থা বিবেচনায় শীতল দ্রব্য প্রদান করিতে পারে।

এত তোলা চিনি, এক ছটাক ছাগদুগ্ধ এবং এক তোলা তেলাকুচো পাতার রস এই তিন দ্রব্য একত্র করত রোগীর গাত্রে তৈল মাখাইয়া ঐ ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পরে স্নান সমাধা করাইয়া অন্ন ভোজন করিতে দিবে। নিশাকালে লেপ গাত্রে দিয়া শয়ন করাইবে, যখন অধিক পরিমাণে স্বেদ নির্গত হইয়া যাইবে, তখন রোগীকে শয্যা হইতে উঠাইবে, কিন্তু সে দিন আর কিছু আহার করিতে দিবে না। এইরূপ করিলে নিঃসন্দেহ পুরাতন জ্বর আরোগ্য হইবে।

রবিবারে অপামার্গের মূল উত্তোলন পূর্ব্বক আদখানি শুপারির সহিত রোগীর মুখে স্থাপন করিবে এবং তাহাকে আতপতাপে গাত্রে মোটা কাপড় বা লেপ দিয়া শয়ন করাইবে। রোগী শয়ন করিয়া সেই ঔষধি চর্ব্বণ করত ভক্ষণ করিবে। যখন অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইবে, তখন উঠাইয়া পর্য্যুষিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। এইরূপ করিলে পুরাতন জ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে।

চারিমাষা গাওজবান, তিন মাষা গুলবনফসা, চারি মাষা ক্ষেতপাপড়া, তিনমাষা হেলাফুল, চারিমাষা সম্বুল গাছ ও চারিমাষা মকোর বীচি এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। তিন ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দিনের মধ্যে তিনবার সেবন করিতে হইবে। একমাষা খাকসির ও এক তোলা গুলবনফসা ইহার অনুপান। এই ঔষধ সেবন করিলে পিত্তজ্বর ও বাতিকজ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

কট্‌কী, বেণার শিকড়, পল্‌তা, মুথা, বালা, রক্তচন্দন ও ক্ষেতপাপড়া এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। পরে বত্রিশ তোলা জলে উহা সিদ্ধ করিয়া আট তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধ তোলা শর্করার সহিত সেবন করিলে পিত্তজ্বর বমন, পিপাসা, দাহ ও অরুচি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যদি জ্বরে শ্রবণশক্তির হ্রাস হয় কিম্বা জঙ্ঘা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তাহা হইলে দুই তোলা নিসিন্দাপাতা বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া আটতোলা থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধতোলা মরিচচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করত সেবন করাইবে।

পৈত্তিক জ্বরে পিপাসা ও দাহ উপস্থিত হইলে একতোলা পল্‌তা, একতোলা যবের চাউল এই দুই দ্রব্য বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া

আটতোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। উহা শীতল হইলে অর্দ্ধতোলক মধুর সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিতে দিবে।

গণিয়ারি, গাম্ভারী, নিম্ব, সোণা, পারুল, এই সকলের ছাল, শালপর্ণী, গোক্ষুর, বৃহতী, চাকুলিয়া ও কণ্টকারি এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে একত্র করত দুই তোলা করিবে। পরে বত্রিশ তোলা জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া আটতোলা থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধতোলা পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর ও তৎসহ কাস, পার্শ্বব্যথা, অজীর্ণ প্রভৃতি উপশম হয়।

গুলঞ্চ, শুঁঠ, মুথা, দশমুল, চিরতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মোট দুই তোলা করিয়া বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করত আট তোলা থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ সেবন করিলে পুরাতন জ্বর দূরীভূত হয়।

গুলঞ্চ, বৃহতী, ভূমি আমলা, দারু হরিদ্রা, দেবদারু, ইন্দ্রযব, শ্যামালতা, মঞ্জিষ্ঠা কণ্টকারি; ক্ষেতপাপড়া, পিউলিছোপ, শুঠী, গজপিপ্পলী, নিম্বের ছাল, কুড়, মুথা, পদ্মকাষ্ঠ, বলা ডুম্বুর, চিরতা, রাসবাসকের শিকড়, হাড়ভাঙ্গা, কুশার মুল, পিপ্পলী, সরল কাষ্ঠ, শঠী, ভেলার মুটি, কট্কী, পিপ্পলী, আকনাদি ও ধনিয়া এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুই তোলা পরিমাণ সঞ্চিত করিবে। অনন্তর বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া আট তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহাতে অর্দ্ধতোলক মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, সন্নিপাতজ, দ্বন্দ্বজ, সতত, অন্তঃস্থ, বহিস্থ, ধাতুস্থ, বিষম, ইত্যাদি জ্বর, প্লীহা, অগ্রমাংস প্রভৃতি অচিরে বিনাশ পাইয়া থাকে।

খস্খসের মুল, ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, বালা, কটকী, ধনিয়া, পলতা, মুথা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই মাষা লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। তিন ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া রোগীকে সেবন করাইলে বাতিক ও পৈত্তিক জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শোধিত কাটবিষ, গোলমরিচ, মুথা, কুড়, মহাম্বরী বচ, আম্বর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক তোলা পরিমাণ গ্রহণ করত এক প্রহর যাবৎ আদার রসে মর্দ্দন করিয়া সর্ষপ প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। আদার রস ও মধু অনুপান সহযোগে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ দ্বারা সন্নিপাতজ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

দুগ্ধ মধ্যে সিদ্ধ করা ধুস্তূরবীজ এক তোলা, আর সবীজ একতোলা, শুঁঠ এক তোলা, বীজশূন্য হরীতকী এক তোলা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া চারি দণ্ড পর্য্যন্ত আদার রসে মর্দ্দন করত মটর সদৃশ বড়ী প্রস্তুত করিবে। আদার রস ও মধুর সহযোগে এই ঔষধ সেবন করিলে উর্দ্ধগ সন্নিপাত জ্বর প্রশমিত হয়।

গাম্মারফল, অনন্তমূল, পদ্মফুল, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, বেণার শিকড় ও মউলপুষ্প এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুই তোল গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। পরে এক পোয়া অবশিষ্ট থাকেতে নামাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ শর্করা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে। তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে হয়। ঐ এক পোয়া জল চারিবারে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা পুরাতন ও অন্যান্য জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

দুই আনা পরিমিত ওজনে কাষ্ঠের অঙ্গার এক কাঁচ্চা জলের সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে সবিরাম ও বিরাম উভয়বিধ জ্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বকফুলের বৃক্ষের পত্রের রস দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্থক জ্বর বিদূরিত হয়।

গোদন্তি হরিতাল, হিঙ্গুল, অমৃত, পিপ্পলীবীজ, এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক জলে মর্দ্দন করিয়া সর্ষপ পরিমিত বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা সেবন করিলে নবজ্বর ও জীর্ণজ্বর উপশমিত হইয়া থাকে। কফজ্বরে এই ঔষধ সেবন করাইয়া দুই দণ্ড পরে বাতাসা মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। কফজ্বরে আদার রস, পিত্ত জ্বরে পানের রস এবং বাতিকজ্বরে চিনির রস ইহার অনুপান।

পলতার রস লৌহযোগে উষ্ণ করিয়া তাহার সহিত আদার রস মিশ্রিত করত কিঞ্চিৎ লবণ সহযোগে সেবন করিলে পৈত্তিক জ্বর দূরীভূত হয়।

রক্তচন্দন, বেণার শিকড়, গুলঞ্চ, শুঁঠ, শিমুলের শিকড়ের ছাল ও ধনিয়া এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উহার আট গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লবণ ও তৈল অনুপান যোগে সেবন করাইলে রসজ্বর পলায়িত হয়।

বাসকের শিকড় আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার চতুর্থাংশ পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লবণ ও তৈল অনুপান যোগে সেবন করিলে রসজ্বর পলায়িত হয়।

ধনিয়া, মুথা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, নিমপাতা ও পলতা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চিনির সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে রসজ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে।

শ্বেত জবার শিকড়, শ্বেতকবরীর শিকড় ও শ্বেত অপরাজিতার শিকড় এই দ্রব্যত্রয় প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণ লইয়া ৬ গণ্ডা গোলমরিচ ও কিঞ্চিৎ গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া তাহা এক সপ্তাহ সেবন করিলে পুরাতন জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

এলাইচ ১ টা, লবঙ্গ সাতটা, জীরা অর্দ্ধতোলা, ইন্দ্রযব একতোলা, শুলফা অর্দ্ধতোলা, গোলমরিচ অর্দ্ধ তোলা, কটকী অর্দ্ধ তোলা ও চিরতা অর্দ্ধ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক বটী করত এক সপ্তাহ সেবন করিলে ধাতুস্থ জ্বর দূরীভূত হয়।

আকুলা গুলঞ্চের শিকড়ের ছাল বাটিয়া রবিবারে সেবন করিলে পালাজ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে।

মস্থনের কাঠ ও বেণার শিকড় করে বন্ধন করিলে পালাজ্বর দূরীভূত হয়।

পাণের গোড়ার শিকড় শনিবারে জাগাইয়া রবিবারে নিয়ম করত তেমাথা পথে রোগীকে লইয়া গিয়া শোণস্থত্র দ্বারা দুলের দুই মুখ একত্রিত করত রোগীর হাতে বা গলদেশে বান্ধিলে তিনদিনের মধ্যে পালাজ্বর পলায়িত হয়।

বাঁশ গাছের নীচের আপাঙ্গমূল দুইরতি, হরিতাল দুই রতি, সুপারী একটা, পান পাঁচটা, এই কয় দ্রব্য চুণের সহিত মর্দ্দন করত সেবন করিলে পালাজ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে।

আকুলো নাটার শিকড় তিনটা গোলমরিচের সহিত বাটীয়া মটরসদৃশ বড়ী প্রস্তুত করিবে। পরে সেই বটিকা বাসিমুখে জলের সহিত সেবন করিলে পুরাতন ধাতুস্থ জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শর্করা, দধি ও ঘি এই তিন দ্রব্য সমভাগে লইয়া জ্বর আসিবার অগ্রে সেবন করিলে ত্র্যাহিক জ্বর ও পালাজ্বর দূরীভূত হয়।

একভাগ সেঁকোবিষ, দুইভাগ তুঁতে হুরমুজী, এই উভয় দ্রব্য উচ্চের পাতার রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে মাষকলায় সদৃশ বড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে। যদি বাতিক জ্বরে অথবা শ্লেষ্মজ্বরে কম্প উপস্থিত হয়, কিম্বা বৃদ্ধ ব্যক্তির নাড়ী নরম হয়, তাহা হইলে তাহাকে ইহার একটী বা দুইটী বড়ী কিঞ্চিৎ চিনির জল দিয়া বাটীয়া সেবন করাইবে।

পারদ, গন্ধক, বিছনাগ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ, হরিতাল, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া এই সমস্ত দ্রব্যের সমান গন্ধক তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। সমস্ত বস্তু চূর্ণ করিয়া ভাঙ্গড়ার রসে দুই দিন মর্দ্দন করিবে। অনন্তর মরিচপ্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিতে হইবে। যখন জ্বর হইবে, তখন চিনির সহিত উহা সেবন করাইবে, আমাশয় বা ভেদ হইলে মধু সহযোগে সেবন করাইতে হয়।

শুঁঠ, সৈন্ধব, পিঁপ্পলী ও গোলমরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করত আদার রসের সহিত আকণ্ঠ বদন মধ্যে ধারণ করিবে, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ কফ নির্গত হইতে থাকিবে, ইহাদ্বারা জ্বর ও তৎসহ হৃদয় পার্শ্ব গলা প্রভৃতি স্থানের বেদনা দূরীভূত হয় এবং বসা সর্দ্দি নির্গত হইয়া দেহ লঘু বোধ হইয়া থাকে।

বেণার শিকড়, আমলা, রক্তচন্দন, আকনাদি, শুঁদিফুল, বালা, হরীতকী, মুথা, পিপ্পলী, চিতামূল, ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত ঐ সমস্ত দ্রব্যের সমান লৌহভস্ম উহাতে মিশাইয়া জলে মর্দ্দন করত চারিরতি পরিমাণ বড়ী করিবে। ধনিয়াবাটার জলের সহিত ঐ বটী সেবন করিলে পিত্তজ্বর বিনাশ পায়।

বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, শুঁঠ, চিরতা, বলাডুম্বুর, হাড়জোড়া, গজ-পিপ্পলী, দেবদারু, শটী, নীলঝিণ্টী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, সজিনার ছাল, ক্ষেতপাপড়া, ধনিয়া, বালা, মুথা, কণ্টকারি, সরলকাঠ, কুড়, অনন্তমূল, কুশমূল, কট্‌কী, ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। পরে বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া আটতোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধতোলা মধুসহযোগে সেবন করিলে ঐকাহিক জ্বর, দ্ব্যাহিক জ্বর, কানজ্বর, ধাতুস্থ

জ্বর, বিষমজ্বর, সন্তত জ্বর, সতত জ্বর, প্রভৃতি বিনাশ পাইয়া থাকে।

এক তোলা পটোলের পাতা ও এক তোলা যবের তণ্ডুল একত্র করিয়া চারি পল জলে সিদ্ধ করিবে। এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। চল্লিশ রতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়।

দুই তোলা ক্ষেতপাপড়া চারিপল জলে সিদ্ধ করিয়া এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে চারি রতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তজ্বর দূরীভূত হয়।

ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, বালা ও শুঠী এই সকল বস্তু প্রত্যেকে চাল্লিশ রতি প্রমাণ লইয়া একত্র করত চারি পল জলে সিদ্ধ করিবে। এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পৈত্তিক জ্বর বিনাশ পায়।

দুই তোলা ধনিয়ার চাউল চারি পল জলে সিদ্ধ করিয়া এক পল শেষ থাকিতে নামাইবে। রাত্রিকালে সিদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়। পরে প্রভাতে চল্লিশ রতি শর্করা মিশ্রিত করত সেবন করিলে পিত্তজ্বর ও তজ্জনিত অন্তর্দাহ দূরীভূত হয়।

মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, কটুকী, বেণার শিকড়, পটোলের পাতা, বালা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২৩ রতি প্রমাণ গ্রহণ করত একত্র করিয়া চারি পল জলে সিদ্ধ করিবে। এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ইহা শীতল হইলে চল্লিশ রতি চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা পিত্তজ্বর বিনাশ পায়।

ডালিমের ছাল, লোধ্‌কাঠ ও ভূমি কুষ্মাণ্ডের মূল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে চল্লিশ রতি এবং চল্লিশ রতি পিপ্পলীচূর্ণ গ্রহণ করত একত্র করিয়া মধু সহ লেহন করিবে অর্থাৎ চাটিবে। ইহা দ্বারা পৈত্তিক জ্বরে উপকার দর্শে এবং হিক্কা ও প্লীহা প্রশমিত হয়।

জীরা, শুঁঠ, মরিচ, পিপ্পলী, শোধিত গন্ধক ও শোধিত পারদ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আদার রসের সহিত মর্দ্দন করত দুই রতি পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। পানের রসের সহিত এই বড়ী সেবন করিলে বাতজ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

মুথা, কটকী, কিস্‌মিশ্, ক্ষেতপাপড়া ও সিদ্ধি এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত মোট দুই তোলা করিবে। পরে অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। জ্বর আসিবার অগ্রে অর্দ্ধ ছটাক প্রমাণে প্রতি ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে জ্বর প্রশমিত হয়।

দুই তোলা যষ্টিমধু ও দুই তোলা সুঁদি ফুল একত্র করিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধেক শুষ্ক হইলে উত্তোলন করত কিঞ্চিৎ শর্করা মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিলে জ্বর দুরীভুত হয়।

পারদ একভাগ, গন্ধক একভাগ, তাম্র একভাগ, হরিতাল একভাগ বিষ একভাগ, ত্রিফলা একভাগ, ত্রিকটু একভাগ এবং এই সমস্ত দ্রব্য একত্র হইলে যত হয়, তত পরিমাণে জয়পালবীজ, সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দুই দিন অনবরত ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর ইহার এক রতি প্রমাণ সেবন করিলে বিরেচন হইয়া দেহ বিশুদ্ধ হয়। বিরেচনান্তে ঘৃত মিশ্রিত মৎস্যমাংসাদি সেবন করিতে পারে। সান্নিপাতিক জ্বরেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

পারদ একভাগ, গন্ধক পারদের দ্বিগুণ, হিঙ্গুল পারদের তিনগুণ এবং দন্তিবীজ পারদের চতুর্গুণ এই সকল সামগ্রী একত্র মিশ্রিত করিয়া দন্তীর ক্কাথে পেষণ করিবে। উত্তমরূপে পেষিত হইলে তিন রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে, রোগীর অবস্থা ও বলাবল বিবেচনা করিয়া অনুপান দিতে হয়। নবজ্বরে এই ঔষধ সেবনীয়।

গোমুত্র দ্বারা সংশোধিত বিষ একভাগ, মরিচ একভাগ, পিপ্পলী একভাগ, গন্ধক একভাগ, সোহাগা একভাগ, এবং জম্বীরের রসে শোধিত হিঙ্গুল দুইভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া খলে উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক মুগের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সাক্ষাৎ শিবের তুল্য। যে জ্বর মৃত্যু স্বরূপ, এই ঔষধ দ্বারা তাহাও পরাজিত হয়, সুতরাং এই ঔষধের গুণে বৈদ্য অসীম যশোলাভ করিতে পারেন। এই ঔষধ মধুর সহিত লেহন করিলে সকল প্রকার জ্বর শান্তি পায়, দধির মাতের সহিত সেবন করিলে বাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়, আদার রসের সহিত সেবন করিলে ভীষণ সান্নিপাতিক জ্বর পলায়ন করে, জম্বীরের রসের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ প্রশান্ত হয় এবং

গুড়মিশ্রিত কৃষ্ণজীরার সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন দ্বারা নবজ্বর এক প্রহরের মধ্যে প্রশান্ত হয়, মধ্যবিধ জ্বর ত্রিরাত্রির মধ্যে এবং সান্নিপাতিক জ্বর সাত দিনের মধ্যে বিদূরিত হয়। চারিটী বটী এই ঔষধের পূর্ণমাত্রা জানিবে। যুবা ব্যক্তির পক্ষে পূর্ণমাত্রায় ঔষধ সেবনই ব্যবস্থেয়। বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী ও ক্ষীণশরীর ব্যক্তি অর্দ্ধমাত্রায় এবং অত্যন্ত শিশু এবং অত্যন্ত ক্ষীণ ব্যক্তি সিকি মাত্রায় সেবন করিবে।

গন্ধক, পারা, সোহাগার খৈ, বিষ ও মরীচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ধুস্তুরপত্রের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করত দুই রতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। জ্বর বিরামে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। আদার রস ইহার অনুপান।

চারি মাষা পারদ, চারি মাষা বিষ, দুই মাষা জায়ফল, সাত মাষা পিপ্পলীচূর্ণ এই সকল দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করত দুই রতি পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। আদার রস, পানের রস ও ষল্‌ষসের পাতার রস ইহার অনুপান। ইহা সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর বিদূরিত হয়।

শুঠী, পিপ্পলী, দুরালভা, মরীচ, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কৃষ্ণজীরক, কট্‌ফল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করত মধুর সহিত লেহন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর, হিক্কা, শ্বাস ও কণ্ঠরোধ প্রভৃতি বিনাশ পায়।

তিল তৈল সহযোগে দগ্ধ লশুন প্রতিদিন সেবন করিলে বাতব্যাধি ও বিষম জ্বর বিনাশ পায়।

শুঁঠ, হরীতকী, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, দুরালভা, রক্তচন্দন, ইন্দ্রযব, কটকী, বালা, ধনিয়া সোঁদাল আটা, আকনাদি ও মুথা এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করত মোট দুই তোলা করিবে। বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া আট তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। অর্দ্ধ তোলা মরীচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, শ্বাস, কাস, বিনাশ পায়।

নিম্বের কচি পাতা অথবা কুলের কচি পাতা বাটিয়া কাঁজির সহিত মন্থন করত সেই ফেণা গাত্রে মর্দ্দন করিলে জ্বররোগীর দাহ নিবারণ হয়।

সজিনার বীজ, সৈন্ধব, কুড়, ও শ্বেত সরিষা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে

গ্রহণ করত ছাগীদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে সান্নিপাতিক জ্বরে ইহার নস্য গ্রহণ করিলে তন্দ্রা বিনাশ পায়।

কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুটের ডিমের অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ দ্বারা অঞ্জন দিলে,নস্য গ্রহণ করিলে অথবা তাহা পান করিলে সান্নিপাতিক জ্বর দূরীভূত হয়।

যে জ্বর দিবাভাগে থাকে না, কিন্তু রাত্রিকালে হয়, সেই জ্বর বিনাশার্থ কর্ণে কাকমাচীর শিকড় বন্ধন করিবে।

ত্রিফলা, পটোলপত্র, বাসকের শিকড়, গুলঞ্চ, চিতার শিকড়, কটকী ও বচ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে আঠার রতি পরিমাণে লইয়া একত্র করত চল্লিশ পল জলে সিদ্ধ করিবে।' এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া আট মাষা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে কফজ্বর বিনাশ পায়।

শুঁঠ, মরীচ যমানী, দূর্ব্বামূল, কটকী, বচ, চিতামূল, শ্বেতসর্ষপ ও বামনহাটীর শিকড় এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে উনিশ রতি পরিমাণে লইয়া চারি পল জলে সিদ্ধ করিবে। এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া আট-মাষা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে কফজ্বর বিনাশ পায়।

বৃহতী, দেবদারু, পিপ্পলী, নিম্বছাল, কুড়, গন্ধশঠী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও চিতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক আঠার রতি পরিমাণে গ্রহণ করত চারি পল জলে সিদ্ধ করিয়া এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। বিংশতি রতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে কফজ্বর বিনাশ পায়।

কাকড়াশৃঙ্গী, পিপ্পলী, কটফল ও কুড় এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত চূর্ণ করিয়া চারি মাষা মধুর সহিত সেবন করিলে কফজ্বর দূরীভূত হয়।

দুই তোলা পিপ্পলী চারি পল জলে সিদ্ধ করিয়া এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। বিশ রতি মধু অথবা চারি মাষা পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া উহা সেবন করিলে কফজ্বর দূরীভূত হয়।

বাসকের পাতা ও ফুল পেষণ করত দুই তোলা রস প্রস্তুত করিবে, কিন্তু জল দিয়া পেষণ করিবে না। চল্লিশ রতি মধুর সহিত ঐ রস সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর বিনাশ পায়।

গুলঞ্চ বামনহাটী, চিরতা, কটকী, কণ্টকারি, ইন্দ্রযব, দুরালভা, মুথা, শুঁঠ ও পটোলপাতা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে চল্লিশ রতি পরিমাণে লইয়া চারি পল জলে সিদ্ধ করতঃ এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে।

চল্লিশ রতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, পিপাসা, দাহ; অরুচি, বেদনা, ছর্দ্দি প্রভৃতি দূরীভূত হয়।

এক তোলা ধনিয়ার চাউল ও এক তোলা পটোলপাতা একত্রে চারি পল জলে সিদ্ধ করিয়া এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। উহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তিশ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায়।

ইন্দ্রযব, মুথা, পটোলপাতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, নিমছাল, কটকী ও রক্ত-চন্দন এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে কুড়ি রতি লইয়া একত্র করত চারি পল জলে সিদ্ধ করিবে। এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া এক রতি মধু ও চল্লিশ রতি পিপ্পলীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর ও তজ্জনিত তৃষ্ণা, অরুচি প্রভৃতি বিনাশ পাইয়া থাকে।

শুঁঠ, রক্তচন্দন, বালা, ধনিয়া, সালুক ফল, কটকী, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, দুরালভা, ইন্দ্রযব, আকনাদি ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে তের রতি পরিমাণে লইয়া চারি পল জলে সিদ্ধ করিবে। এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া মধু বা পিপুলের চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর বিনাশ পায়।

দুই মাষা পিপ্পলীচূর্ণ, তিন মাষা হিঙ্গুল, দুই মাষা শৃঙ্গীবিষ এই কয় দ্রব্য একত্র করত বেগুনের রসে মর্দ্দন করিয়া মটর প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। আদার রসের সহিত ঐ বটী সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর পলায়ন করে।

গন্ধক, সোহাগা, পারদ, হরিতাল, এই চারি দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া দুই দিন যাবৎ রোহিত মৎস্যের পিত্তের সহিত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইলে তিনগুঞ্জা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার একটী বড়ী সেবন করিলেই কিয়ৎকালমধ্যে ঘাম হইয়া যায়। এই ঔষধ সেবন দ্বারা জ্বর শান্তির পর বার্ত্তাকী ও ঘোলের সহিত অন্ন পথ্য দিবে।

পারদ, তাম্র, গন্ধক, পিপ্পলী, জয়পালবীজ, কটকী, হরীতকী, তেউড়ী, গাব এই নয়টী পদার্থ সমান অংশে গ্রহণ করিয়া একত্রে সীজের দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিবে। এই বড়ী মধুর সহিত সেবন করিলে অতি সত্বর নবজ্বর প্রশান্ত হয়।

বিষ একভাগ, হিঙ্গুল তাহার দ্বিগুণ, জয়পালবীজ বিষের তিনগুণ,

সোহাগা বিষের চারিগুণ এই সকল দ্রব্য একত্র করিলেই ঔষধ প্রস্তুত হইল। রোগের অবস্থা দেখিয়া অনুপানের ব্যবস্থাপূর্ব্বক তাহার সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে সন্তোজ্বর বিনাশ পায়।

জয়পালবীজ, গন্ধক, বিষ, পারদ এই চারি দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসের সহিত পেষণ করিবে। উত্তমরূপে পেষিত হইলেই তরুণজ্বরারিরস নামক ঔষধ হয়। ইহা সেবনের পরিমাণ দুই রতি। চিনি ও জল ইহার অনুপান। ইহা সেবন করিলে বিরেচন হইয়া নবজ্বর নিবারিত হয়। যে দিন জ্বর হইয়াছে, সেই দিন হইতে গণনা করিয়া পঞ্চম দিবসে, ষষ্ঠ দিবসে অথবা সপ্তম দিবসে এই ঔষধ সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া পটোল ও মুগের যূষ পথ্য করিতে হয়।

পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, লৌহ, ত্রিকটু, তাম্র, হিঙ্গুল, সীস এই সমস্ত দ্রব্য সমান অংশে লইয়া উত্তমরূপ পেষণ পূর্ব্বক বড়ী করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে এক দিনের মধ্যেই নবজ্বর পলায়িত হয়।

কম্পজ্বর চিকিৎসা।—যে গৃহে কম্পজ্বরী রোগী থাকে, সেই গৃহের মধ্যে মার্জ্জারের বিষ্ঠার ধূপ প্রদান করিলে কম্প দূরীভূত হয়।

মরীচ, অহিফেন, সেঁকোবিষ, এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া পানের রসের সহিত মর্দ্দন করত অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। পানের রসযোগে ইহা সেবন করিলে কম্পজ্বর দূরীভূত হয়।

বেণার মূল, ধনিয়া, শুঁঠী, রক্তচন্দন, গুলঞ্চের ডাঁটা, এই কয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। পরে উহা শিলাতে কুটিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে উত্তোলন করিতে হয়। শীতল হইলে মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে কম্পজ্বর ও তৎসহ শিরোবেদনা বিনাশ পাইয়া থাকে।

নিরামজ্বর—একভাগ পারদ, একভাগ সোহাগা, একভাগ মরিচ ও চারিভাগ বিষ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চতুর্ব্বিংশতি প্রহর পর্য্যন্ত বারম্বার মৎস্যপিত্তে ভাবনা দিবে। ইহার তিন রতি পরিমাণ লইয়া আদার রসের সহিত সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ দ্বারা নবজ্বর পলায়িত হয়। পিত্তাধিক্য হইলে মস্তকে জলসেক করিতে পারে এবং দেহ সন্তাপের প্রাবল্য থাকিলে তক্র পথ্য দেওয়া যায়।

প্রথমতঃ একভাগ পারদ ও দুই ভাগ গন্ধক লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে

মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে গন্ধক ও পারদ উভয় যে পরিমাণে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ মৃত তাম্র ও লৌহভস্ম উহার সহিত একত্র করিয়া পাক করিতে হইবে। পাকের সময়ে লৌহ চাটু দ্বারা চালনা করিবে। অনন্তর গোময়ের উপর একখানি কলাপাত রাখিয়া সেই পাতার উপরে ঐ ঔষধ ঢালিয়া দিবে। তখন উহা পর্পটীর ন্যায় হইবে। তৎপরে উহা খলের মধ্যে ফেলিয়া চূর্ণ করিবে। উত্তম রূপ চূর্ণীকৃত হইলে এক দিন পর্য্যন্ত নিসিন্দার রসে ভাবনা দিবে। অনন্তর জয়ন্তী, ত্রিফলা, ঘৃতকুমারী, বাসক, বামনহাটী, ত্রিকটু, ভৃঙ্গরাজ, চিতার শিকড়, ও মুণ্ডিরী ইহাদিগের রসে এক সপ্তাহ ভাবনা দিয়া প্রজ্বলিত অঙ্গারে স্বেদ প্রদান করিয়া লইলেই ঔষধ প্রস্তুত হইল। হরীতকী, শুঁঠ ও গুড়ুচীর ক্বাথ অনুপান এই ঔষধের চারি রতি পরিমাণ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হয়।

হাপরমালি নামক বৃক্ষের পাতার রস করিয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে ঐকাহিক জ্বর বিনাশ পায়।

বাসকের শিকড়ের রস, আদা, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মধু ও মরীচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত মোট ছয় তোলা করিবে। ইহা প্রত্যহ সেবন করিলে তিন দিনের মধ্যে ঐকাহিক জ্বর প্রশমিত হয়।

কাকড়াশৃঙ্গী, পিপ্পলী ও আতইস চূর্ণ করত মধু সহযোগে মর্দ্দন পূর্ব্বক তিনবার বা চারিবার জিহ্বাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়া লেহন করিলে জ্বর ও তৎসহ কাস ও বমি বিনাশ পায়।

যষ্টিমধু, শ্যামালতা, দ্রাক্ষা, মৌলফল, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, গাম্ভারী-ফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোহছাল, ত্রিফলা, পদ্মবীজ, নাগেশ্বর, বেণামুল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক মাষা পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। পরে তণ্ডুলোদক চারি মাষার সহিত উহা উষ্ণ করিয়া সেবন করত সেবনান্তে মধু, খৈ ও চিনি ভক্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা বাতপিত্ত জ্বর ও তৎসহ পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি, ভ্রমি প্রভৃতি বিনাশ পায়।

শুঁঠ, গুলঞ্চ, চিরতা, মুথা, শালপাণী চাকুলিয়া, কণ্টকরি, গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অ টাইস রতি পরিমাণে লইয়া চারি পল জলে সিদ্ধ করত এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ৪০ রতি মধু

প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বাতপৈত্তিক জ্বর ও তৎসহ তৃষ্ণা দাহ অরুচি প্রভৃতি ধ্বংস হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক জ্বরে,—সান্নিপাতিক জ্বরে উপবাস, বালুকাস্বেদ, নস্য নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন এই ছয় প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ইহার কারণ এই যে, এই রোগে শ্লেষ্মা প্রধান, সুতরাং অগ্রে কফ বিনাশ করিয়া পরে পিত্ত ও বাতিকের চিকিৎসা করা বিধেয়। টাবা লেবুর রস, আদার রস, বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ, এইসকল দ্রব্য উষ্ণ জলে পেষণ করিয়া নস্য দিতে হয়,, তাহা হইলেই শিরস্থিত জল বহির্গত হইয়া শরীর লঘু ও বেদনা শূন্য হয়।

শুঁঠ পিপ্পলী, মরীচ, কটফল, কুড়, দুরালভা, কাকড়াশৃঙ্গী ও কৃষ্ণজীরক, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া চূর্ণ করত মধু বা আদার রস যোগে লেহন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর এবং তৎসহ শ্বাস, কাস, হিক্কা, উদ্গার প্রভৃতি বিনাশ পায় আর শরীর উষ্ণ হয়।

বচ, মরীচ, মনঃশিলা, শিরীষবীজ, লশুন, সৈন্ধব, পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক অঞ্জন দিলে সান্নিপাতিক জ্বর প্রশমিত হয়।

শুদ্ধ পারদ, মৃত তাম্র, মৃত সীস, মনঃশিলা, তুঁতে এই পঞ্চ দ্রব্য প্রত্যেকে এক এক ভাগ লইয়া গোবক্ষ চাকুলিয়ার রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে চনক প্রমাণ বড়ী করিতে হইবে। এই ঔষধকে কুলবধূ কহে। এই বড়ী—জলে ঘসিয়া নস্য গ্রহণ করিলে দুস্তর সান্নিপাতিক জ্বর বিদূরিত হয়।

পারদ ভস্ম, অভ্র, রৌপ্য, মুণ্ড লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, চিতা, সোহাগা ও ত্রিকটু এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। অনন্তর আকনাদি, নিসিন্দা, যষ্টিমধু ও বিল্বমূলের ক্বাথে একদিন মর্দ্দিত করিয়া মূষামধ্যে অবরুদ্ধ করত ভূধরযন্ত্রে পুটপাক করিতে হইবে। এক মাষা পরিমাণে এই ঔষধ দশমূলের ক্বাথের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধ দ্বারা অঞ্জন বা নস্য গ্রহণ করিলে সান্নিপাতিক জ্বর পলায়ন করে। ইহাকে জয়মঙ্গলরস কহে।

রসসিন্দূর, তাম্র, লৌহ, চিতা, সোহাগা খর্পর ও ত্রিকটু এই সমস্ত দ্রব্য সমান অংশে গ্রহণ করিয়া আকন্দের দুগ্ধে এক দিন মর্দ্দন করিতে

হইবে। ইহার নাম নস্য ভৈরব। ইহা আকন্দের ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘসিয়া নস্য গ্রহণ করিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়।

একভাগ ও গন্ধক একভাগ পারদ লইয়া রশুনের রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইলে তাহা রশুনের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিবে। ইহা দ্বারা জ্বররোগাভিভূত অচেতন ব্যক্তিও চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। ইহাকে অঞ্জনরস কহে। মরীচচূর্ণের সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে তন্দ্রা প্রলাপ প্রভৃতিও বিনষ্ট হয়।

পারদ একভাগ, লৌহ একভাগ, পিঁপুল একভাগ, গন্ধক একভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া যত হইবে, তাহার তিনগুণ জয়পালবীজ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ জম্বীরের রস উহার সহিত মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে, উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলেই অঞ্জনভৈরব নামক ঔষধ প্রস্তুত হইল। এই ঔষধ দ্বারা চক্ষে অঞ্জন করিলে সর্ব্ববিধ উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

হিঙ্গুল, ফটিকারী, তুঁতে, কর্পূর ও মৃত তাম্র এই পঞ্চ দ্রব্য সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করত অর্দ্ধ দিন পর্য্যন্ত কালকাসন্দার রসে মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকেও অঞ্জন রস কহে। এই বড়ী ঘসিয়া চক্ষে অঞ্জন করিলে সর্ব্ববিধ দোষ যুক্ত জ্বর ও দাহ বিনষ্ট হয়।

দুই মাষা পারদ, ও দুই মাষা গন্ধক একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিবে। পরে কটুজ, তালমুলী, ধুতুরা, কেশুরতে, ঘোষাফল, জয়ন্তী ও থুলকুড়ি এই সপ্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের পাতার রস অর্দ্ধ তোলা লইয়া সেই রসের সহিত উক্ত কজ্জলী মর্দ্দন করিবে। অনন্তর উহা শুষ্ক করিয়া সর্ষপের ন্যায় বড়ী করিতে হইবে। ইহার নাম ত্রৈলোক্যসুন্দর। এই ঔষধ সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনাশ পায়। যদি রোগীর শরীরে অত্যন্ত তাপ থাকে, তাহা হইলে এক রতি প্রমাণ বটী করিয়া প্রয়োগ করিবে এবং ঔষধ সেবনান্তে নারিকেলোদক পান করাইবে।

অর্দ্ধ তোলা পারদ এবং অর্দ্ধ তোলা গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। ঐ কজ্জলীর সহিত অর্দ্ধ তোলা স্বর্ণমাক্ষিক মিশাইবে। অনন্তর শিবজটা, নিসিন্দা, হরীতকী, আমলকীবিষ, কাঁটালী এই পঞ্চ দ্রব্যের প্রত্যেকের রস অর্দ্ধ তোলা লইয়া ঐ কজ্জলীর সহিত

মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে মুগের ন্যায় এক একটী বড়ী করিতে হইবে। ইহার নাম সচ্ছন্দ ভৈরব। আদার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধে সান্নিপাতিক জ্বর এবং গ্রহণী ও সূতিকা রোগ বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, মরিচ, সোহাগা, পিঁপুল ও জয়িত্রী এই কয় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর এই চূর্ণ জম্বীরের রসের সহিত মিশাইয়া উত্তমরূপ মর্দ্দন পূর্ব্বক এক গুঞ্জা পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে আনন্দভৈরব বলে। এই বড়ী আদার রস অনুপানে সেবন করিতে হয়। ইহার দুইটী কিম্বা তিনটী বড়ী প্রয়োগ করিলেই সান্নিপাতিক জ্বর পলায়ন করে। এই ঔষধ দ্বারা অষ্টবিধ জ্বর, অতীসার, জীর্ণ জ্বর এবং আমবাত নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হয়।

এক তোলা পারা ও তিন তোলা গন্ধক এই উভয়ে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া সেই কজ্জলী চিতার শিকড়ের রসে আট দিন ভাবনা দিয়া আটবার রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর তাহাতে শোধিত বিষ মিশাইয়া পুনরায় চিতার শিকড়ের রসে মাড়িবে। পরে মৎস্যপিত্তে কিয়ৎক্ষণ মর্দ্দন করত গুঞ্জাপরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। আদার রস অনুপানে এই ঔষধ সেবন করাইলে সান্নিপাতিক জ্বর বিদূরিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর কিয়ৎ পরিমিত আদার রস পান করাইতে হয়।

বিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, সোহাগা, মৃত তাম্র, ধুতুরার বীজ ও হিঙ্গুল এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া জয়ন্তী পাতার রসে এক দিন মর্দ্দন করিবে। উত্তম রূপে মর্দ্দিত হইলে চণক পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার নাম আনন্দ ভৈরবী। আকন্দ মূলের ক্বাথ অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ত্রিকটুর সহিত সেবন করিলেও দুস্তর সান্নিপাতিক জ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে। ধনিয়া, পিঁপুল, শুঁঠ, কটকী ও কণ্টকারীর ক্বাথ করিয়া তৎসহ পিপ্পলী চূর্ণ মিশ্রিত করত তাহা অনুপান করিয়া আনন্দভৈরবী বড়ী সেবন করিলে ত্রিদোষ-জনিত সামান্যজ্বর ও শীতাঙ্গ সন্নিপাত জ্বর পলায়িত হয়। এই ঔষধের চারিরতি প্রমাণ ক্ষেতপাপড়ার রস দিয়া সেবন করিলেও সান্নি-পাতিকজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে কটুকীর মূল,

বিল্ব, শুঁঠ ও জীরক সমভাগে লইয়া দধির সহিত মর্দ্দন করিয়া ভক্ষণ করিবে। তাহা হইলে শীঘ্রই সান্নিপাতিক জ্বর বিদূরিত হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে কদাচ শাক ভক্ষণ করিবে না। এই ঔষধ সেবনান্তে যদি বরুণমূলের ক্বাথ পান করা যায়, তাহা হইলে সাত দিনের মধ্যে পাথরি রোগ প্রশান্ত হয়। যে ব্যক্তি গলৎ কুষ্ঠে আক্রান্ত হইয়াছে, সে এই ঔষধ এক নিষ্কপরিমাণে লইয়া সোমরাজির তৈলের সহিত লেহন করিবে, তাহা হইলে সে রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারে। দধির মাত, শর্করা ও মধুর সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিদূরিত হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে এই ঔষধ সেবন করিয়া তৎপর যবক্ষার, শর্করা ও গব্য দুগ্ধের সহিত পাক করিবে, উহা শীতল হইলে মধুর সহিত অথবা গুঞ্জামূল দুগ্ধের সহিত পান করিবে। যাবতীয় মেহ রোগে কদ্রজটার ক্বাথ অনুপানে এই বটিকা প্রয়োগ করিবে।

তাম্র, গন্ধক, পারদ, শ্বেত গুঞ্জা, মরীচ, হরীতকী, মৎস্যের পিত্ত, জয়পালবীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিলেই সন্নিপাত-ভৈরব নামক নবজ্বরনাশক ঔষধ প্রস্তুত হয়। চারি রতি প্রমাণ সেবন করাই ইহার নিয়ম।

একভাগ পারদ, এক ভাগ গন্ধক, অর্দ্ধভাগ বিষ, এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তালমূলীর রসে তিন দিন মর্দ্দন করিতে হইবে, অনন্তর উহা কাচকুপীর মধ্যগত করিয়া রুদ্ধ করতঃ সেই কুপীটী মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র দ্বারা সাত বার বেষ্টন করিবে; তদনন্তর কুম্ভীপাকে পুট প্রদান করিতে হইবে। পরে শীতল হইলে নামাইয়া জীরা, কৃষ্ণজীরা, হিঙ্গ, সর্জ্জিকাক্ষার, সোহাগা, গুগ্গুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিঁপুল এই কয়েক দ্রব্য সমাংশে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথের সহিত উহা একদিন মর্দ্দন করিবে। ঐ ক্বাথে সাতবার ভাবনা দিয়া সাতবার সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিবে। প্রথমে ঔষধ প্রস্তুত কালে যত পরিমাণ পারদ গৃহীত হইবে, ক্বাথ করিবার সময় জীরা প্রভৃতি দ্রব্যও তত পরিমাণ লইবে। এই ঔষধ পাঁচ রতি পরিমাণ লইয়া পানের রস অনুপানে সেবন করিতে হয়। ইহাকে প্রাণেশ্বর রস কহে। এই ঔষধ দ্বারা সান্নিপাতিক জ্বর বিনাশ পায়। উগ্র নবজ্বরে ও এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারে,

কিন্তু নবজ্বরে এই ঔষধ সেবন করিয়া কিঞ্চিত উষ্ণ জল পান করিতে হয়। শীতজ্বর, দাহজ্বর, শূল, গুল্ম ও ত্রিদোষ বিকারেও এই ঔষধ ব্যবহার হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবনান্তে রোগীর গাত্রে চন্দন লেপন করাইতে পারে। এই ঔষধ দ্বারা বিবিধ অতিসারও বিনষ্ট হয়।

পারদ একভাগ, হিঙ্গুল একভাগ, এবং জয়পালবীজ তিনভাগ, এই সমুদায় দ্রব্য একত্রিত করিয়া দন্তীর ক্বাথে মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ তিন রতি পরিমাণে সেবন করাই বিধি, আদার রস ইহার অনুপান। ইহার নাম শীতভঞ্জীরস। এই ঔষধ সেবন করিলে এক প্রহরের মধ্যে নবজ্বর বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ঔষধ সেবনের পর কিঞ্চিৎ শীতল জলপান করিবে। ইক্ষু ও মুগের যূষ এই ঔষধ সেবনের পর হিতকর পথ্য। শর্করা, দধি মিশ্রিত অন্নও পথ্য দিতে পারে।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ধুতুরার ফলের রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিবে। অনন্তর মরীচ চূর্ণ, পিপ্পলী চূর্ণ ও শুণ্ঠীচূর্ণ এই ত্রিবিধ চূর্ণ প্রত্যেকে পারদের সমানাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত ঔষধের মর্দ্দিত ভাগের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধের নস্য গ্রহণ করিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিদূরিত হয়। ইহাকে উন্মত্তরস কহে।

চারি ভাগ তাম্র, তিনভাগ জয়পালবীজ, দুই ভাগ সোহাগা, ও একভাগ বিষ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া শুণ্ঠীর ক্বাথে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর শুষ্ক হইলেই মৃত সঞ্জীবন রস প্রস্তুত হইল। দুই মাষা পরিমাণে সেবন করাই এই ঔষধের বিধি, ত্রিকটু, চিতা ও সৈন্ধব ইহার অনুপান। এই ঔষধ সেবন মাত্র জ্বরের তাপ বিদূরিত হয়। এই ঔষধ সেবনের পর রোগীর গাত্রে কর্পূর মিশ্রিত চন্দন প্রদান করিবে, ঐ চন্দন কাংস্যপাত্রে রাখিতে হয়। ইক্ষুরস, ঘোল ও অতি উৎকৃষ্ট শালিধান্যের অন্ন এই ঔষধ সেবনের পর পথ্য। এই ঔষধ দ্বারা সতত-জ্বর, বিষমজ্বর, শীতপূর্ব্বজ্বর, দাহপূর্ব্বজ্বর, মন্দাগ্নি ও বাত রোগ প্রভৃতিতে উপকার দর্শে।

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া খলে মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। অনন্তর একভাগ অভ্র, এক ভাগ লৌহ,

একভাগ তাম্র, একভাগ বিষ,একভাগ হরিতাল,একভাগ কড়ি, একভাগ মনঃশিলা, এক ভাগ হিঙ্গুল, একভাগ চিতা, একভাগ হাতিশুঁড়া, একভাগ আতিষ, একভাগ ত্রিকটু ও একভাগ স্বর্ণমাক্ষিক এই কয়েকটী দ্রব্য একত্রিত করিয়া চূর্ণ করতঃ ঐ কজ্জলীর সহিত একত্রিত করিবে। পরে তিনদিন অবধি আদার রসে মর্দ্দন করিয়া তৎপরে তিনদিন নিসিন্দার রসে এবং তিনদিন জয়ন্তীপত্রের রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। অনন্তর কাচকুপীর মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া বালুকা যন্ত্রে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে আদার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। এই ঔষধ দ্বারা সান্নিপাত রোগ দূরীভূত হয়। ইহাকেও মৃতসঞ্জীবন রস কহে।

বিশুদ্ধ তাম্র একভাগ, একভাগ মরীচ এবং একভাগ বিষ এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর বিষলাঙ্গলীয়ার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাকে পাক করিতে হইবে। এই ঔষধকে স্বল্প বড়বানলরস কহে। এই ঔষধ রোগীর অবস্থা বিবেচনায় দুই বা তিন রতি প্রদান করিতে পারে। ত্রিকটুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে ত্রিদোষজন্য বিকার নষ্ট হয় এবং উগ্র বায়ু রোগেও এই ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, মনঃশিলা অভ্র, বৎসনাভ, (এক প্রকার মুল বিষ) দারুমুষ, কালসর্পবিষ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহার সহিত একশত পঞ্চাশটী জয়পালবীজচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। অনন্তর সমস্তদ্রব্য একত্র পেষিত হইলে মৎস্য, মহিষ, ময়ূর ও ছাগল ইহাদিগের পিত্তে প্রত্যেকে এক একবার করিয়া চারিবার ভাবনা দিয়া এক গুঞ্জা পরিমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। শীতল জলের সহিত অথবা নারিকেলোদকের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা সন্নিপাতজ্বর বিনাশিত হয়, ইহাকে বৃহদ্বাড়বানল রস কহে।

পারদ, গন্ধক,সীস, স্থাবর বিষ, জঙ্গম বিষ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মৎস্য, বরাহ, ময়ূর, ছাগল ইহাদের প্রত্যেকের পিত্তে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধকে সূচিকাভরণ কহে। ভৈরব এই ঔষধের আবিষ্কার কর্ত্তা। এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার সান্নিপাত দূর

করে। আর্দ্রকের রসের সহিত এই ঔষধ পান করিতে হয়। সূচিকার অগ্র দ্বারা এই ঔষধ প্রদান করিবে।

দুই ভাগ বিষ, চারি ভাগ মরীচ, দুই ভাগ গন্ধক, এক ভাগ হিঙ্গুল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া আকন্দমূলের রসের সহিত খলে মর্দ্দন করিবে। ইহাকে পঞ্চানন রস কহে। জ্বররূপ হস্তীর পক্ষে এই ঔষধ সিংহের তুল্য। এক গুঞ্জা পরিমাণে এই ঔষধ সেবনই ব্যবস্থেয়।

এক ভাগ পারদ ও দুই ভাগ গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া আট দিন যাবৎ চিরতার রসে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন পূর্ব্বক ভাবনা দিবে। তৎপরে পারদের অষ্টমাংশ বিষ মিশ্রিত করিয়া চিতার রসে ভাবনা দিয়া লইবে। পৈত্তিক জ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে, ইহার নাম ত্রিদোষনীহার রস। ভাস্করদেব যেরূপ হিমরাশি বিনাশ করেন, এই ঔষধও তদ্রূপ রোগ বিনাশ করে।

পারদ, তাম্র, লৌহ, অভ্র, সীস, বঙ্গ, গন্ধক, হরিতাল ও বিষ এই নয় দ্রব্য প্রত্যেকে আট তোলা করিয়া লইয়া চূর্ণ করিবে। উত্তমরূপ চূর্ণ হইলে আদার রসে ও কাকমাচীর রসের সহিত মর্দ্দন করিতে হয়। তৎপরে মৎস্য, শূকর, ছাগল ও মহিষ ইহাদের প্রত্যেকের পিত্তে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া তৎপরে ত্রিকটুর কাথে ভাবনা দিয়া লইবে। তুলসীপাতার রসের সহিত এক গুঞ্জা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করাই ব্যবস্থেয়। ঔষধ সেবনান্তে রোগীর শিরোদেশে জল সেক করিবে। অত্যন্ত দাহ থাকিলে চিনিপানা পান করিতে পারে। এই ঔষধকে রসরাজেন্দ্র বলে। ধন্বন্তরি দেব এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা।

কণ্টকারি, নিসিন্দা ও নাটাকরঞ্জা এই তিন দ্রব্যের রসের সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে গলাইবে। গন্ধক গলিয়া যখন তরল হইবে, তখন তাহাতে গন্ধকের সমভাগে পারদ প্রদান করিবে। অনন্তর সমস্ত উত্তমরূপ মিশ্রীভূত হইলে নামাইবে। পরে শীতল হইলে মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ এক রতি পরিমাণে সেবন করাই বিধি। এক মাষা পরিমাণে জীরা, এক মাষা পরিমাণে লবণ এবং পানের সহিত উহা সেবন করিবে।

সান্নিপাতিক জ্বরে এই ঔষধ সেবন করিয়া গরম জল পান করিতে হয়। ইহার নাম গন্ধককজ্জলী। এই ঔষধ শর্করার সহিত সেবন করিলে ছর্দ্দি রোগ, গুড়ের সহিত সেবন করিলে আমরোগ, ছাগ-দুগ্ধের সহিত সেবনে যক্ষ্মারোগ, কুরচির মূলের রস ও বনফলের রসের সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার এবং যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে রক্তবমন প্রভৃতি প্রশান্ত হয়। এই ঔষধ দ্বারা আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যে সকল পিত্তসংযুক্ত ঔষধ উক্ত আছে, তাহা বলবান ব্যক্তিকে সেবন করাইবে। এই সকল ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে জলসেক ও অবগাহন স্নান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পারদ, গন্ধক, বিষ, মরীচ ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলাতে মর্দ্দন করিবে, মর্দ্দন করিতে করিতে কজ্জলীবৎ হইলেই ঔষধ হইল। এই ঔষধকে বেতালরস কহে। এক রতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করাই বিধেয়। ইহা দ্বারা সাধ্যাসাধ্য দ্বাদশবিধ ঘোরতর সান্নিপাতিক জ্বর বিনষ্ট হয়। যাহার দন্তপংক্তি দৃঢ়, যাহার নয়ন ভ্রান্ত হইয়াছে, যাহার ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়াছে, যে ম্লান, মোহাভিভূত ও যাহার দেহ লিপ্ত হইয়াছে, সেই রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইলে আশু প্রতীকার হয়।

প্লীহাশ্রিত জীর্ণজ্বরে—চিতামূল, সৈন্ধব, ত্রিকটু, হিঙ্গু, জীরা, মূসব্বর, যবক্ষার, বনযমানী, চিরতা, বিটলবণ, কৃষ্ণজীরা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া জম্বীরের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক জম্বীরের রস অনুপানে দুই মাষা ভক্ষণ করিলে প্লীহাশ্রিত জীর্ণজ্বর বিদূরিত হয়।

তাম্রভস্ম, অভ্র, লৌহভস্ম, শুদ্ধ জপালবীজ, সমুদ্রফেনা, চিতামূল, জীরা, হিঙ্গু, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সৈন্ধব, নীলবড়ি, চিরতা, বিটলবণ, ফটকারি, মুসব্বর এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করত জম্বীরের রসে মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে জম্বীরের রস অনুপানে দুই মাষা সেবন করিলে প্লীহাশ্রিত জ্বর, শোথ, পাণ্ডু, গুল্ম, শূল প্রভৃতি বিনাশ পায়।

চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুথা, হরীতকী, পিপ্পলীমূল, বেণামূল, দেবদারু, চিরতা, গুলঞ্চ, বালা, কটুকী, কণ্টকারিমূল,

লৌহ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মধু ঘৃত যোগে মর্দ্দন করত বদরাস্থি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। কুলিয়াখাড়ার রসের সহিত ইহা সেবন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ, বিষজ, কম্পজ, ধাতুস্থ সর্ব্ববিধ জ্বর, বমি, হিক্কা, শ্বাস, অরুচি, প্লীহা, গুল্ম, মন্দাগ্নি, রক্তপিত্ত সকল বিনাশ পায়।

মুল সহিত আলকুশির গাছ চারি সের লইয়া ষোল সের কাঁজির সহিত পাক করিবে। যখন চারি সের মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন ছাঁকিয়া সেই জলের সহিত শুঁঠ, যবক্ষার, হিঙ্গু, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, করকচ লবণ, সচল লবণ, স্বস্তর লবণ, সমুদ্রফেনা, মরীচ, যমানী, জীরা, কালজীরা, সোহাগা, চিতামূল, চই, অপাঙ্গক্ষার, তালসাড়ার ক্ষার, বিড়ঙ্গ, পিপুল, এলাইচ, গুড়ত্বক, তেজপাতা এই সকলের প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা মিশ্রিত করিয়া এবং ষোল তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া ষোল মাষা পরিমাণে সেবন করিবে। আলকুশির রস ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা প্লীহাজ্বর, গুল্ম প্রভৃতি বিনাশ পায়।

অভিঘাত এবং অভিচার জনিত জ্বরে স্নিগ্ধ দ্রব্যাদি ও সদ্‌গন্ধ দ্রব্য দিবে, স্নান করাইবে না।

ক্রোধজনিত জ্বরে রোগীকে মধুর বাক্য বলিবে, কঠোর বচন প্রয়োগ করিবে না, রোগীর ক্রোধ পরিত্যাগ করা উচিত আর শোকজ জ্বরে ও ভয়জ জ্বরে যাহাতে রোগীর মন সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকে, তাহাই করিতে হয়।

সন্তত্জ্বরে।—ইন্দ্রযব, পটলপত্র, কটকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৫৭ রতি পরিমাণে লইয়া চারিপল জলে পাক করিবে। এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চাল্লিশ রতি মধু ও পিপ্পলীচূর্ণ মিশাইয়া সেবন করাইলে সন্তত জ্বর বিদূরিত হয়।

পটলপত্র, অনন্তমূল, মুথা, কটকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ছাব্বিশ রতি পরিমাণে লইয়া চারি পল জলে পাক করিবে। এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু ও চল্লিশ রতি পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে সন্তত জ্বর বিদূরিত হয়!

গুগ্‌গুল, নিমছাল, বচ, কুড়, হরীতকী, সরিষা যব, এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রোগীর শরীরে ধূম দিলে সন্তত জ্বর পলায়ন করে।

আগন্তুকজ্বরে,—বাত পিত্ত কফ হঠাৎ কুপিত হইয়া ঘোরতর জ্বর উৎপাদন করিলে তাহাকে দ্ব্যাহিক আগন্তুক জ্বর কহে। চিরতা, জীরা, চিনি, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে চারিমাষা পরিমাণে লইয়া জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক মধুর সহিত সেবন করিলে উক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

জীর্ণ দ্ব্যাহিক জ্বরে,—কফ পিত্তযুক্ত বা কফকাশ জ্বর হইলে উদরে যে প্লীহা পাণ্ডু ও শোথ হয়, তাহাকে জীর্ণ দ্ব্যাহিক জ্বর বলে। কৃষ্ণজীরা, কুড়, গাবমুল, তেউড়ীমূল, শুঠী, গুলঞ্চ, দশমুল, গন্ধশঠী, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামনহাটীর মূল, শ্বেতপুনর্নবা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একমাষা পরিমাণে লইয়া এক সের গোমূত্রে সিদ্ধ করিবে। এক ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে উক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

ত্র্যাহিক আগন্তুক জ্বরে,—জ্বরাবস্থায় শোথ, সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা, অরুচি ও বলের হ্রাস হইলে তাহাকে ত্র্যাহিক আগন্তুক জ্বর কহে। দশমূল প্রত্যেকে দুই মাষা পরিমাণে লইয়া এক সের গোমূত্রে সিদ্ধ করিবে। এক ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়াচারি মাষা আদার রস ও চারি মাষা সজিনার রস প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে উক্ত জ্বর প্রশমিত হয়।

চাতুর্থক আগন্তুক জ্বরে,—এই জ্বরে জ্বরাতীসার, অরুচি, শোথ, ভ্রম, প্লীহা ও মন্দাগ্নি হয়। শোধিত পারদ, শোধিত গন্ধক, চিরতা, ত্রিকটু, জীরা, ত্রিফলা, ত্রিজাতক, ত্রিমদ, অভ্রভস্ম, লৌহভস্ম এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সম পরিমাণে চূর্ণ করিয়া পর্পটীর রসে মর্দ্দন করত এক মাষা পরিমাণ বটী করিবে। শ্বেত কুলিয়াখাড়ার রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে চাতুর্থক আগন্তুক জ্বর ও তৎসহ তন্দ্রা, অরুচি ইত্যাদি বিদূরিত হয়।

বিষম জ্বরে,—মুথা, আমলকী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টকারি, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে বত্রিশ রতি পরিমাণে লইয়া চারি পল জলে সিদ্ধ করিবে। এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চল্লিশ রতি পিপুলচূর্ণ ও কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বিষম জ্বর দূরীভূত হয়।

দুই তোলা ক্ষেতপাপড়া চারিপল জলে সিদ্ধ করিয়া এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চল্লিশ রতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া সূর্য্যোদয়ে র

অগ্রে বাসক পাতার রস দুই তোলার সহিত সেবন করিলে বিষম জ্বর পলায়িত হয়।

অপক্ব ভঞ্জন কৃষ্ণজীরক চূর্ণ ও পুরাতন গুড় একত্র লড্ডুক করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে বিষম জ্বর দূরীভূত হয় আর ঐ লাড্ডুতে শ্বেত জীরা ও মরীচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ঐকাহিক জ্বর বিদূরিত হইয়া থাকে।

গুলঞ্চ ও সেফালিকা পাতার রস প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে লইয়া চারি পল জলে সিদ্ধ করিবে। একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দুই তোলা মধুর সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনাশ পায়।

জ্বরাতীসার চিকিৎসা।

বালা, আতিস, বেলশুঁঠ, মুথা, শুঠী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে আটাইশ রতি পরিমাণে লইয়া একত্র করত চারি পল জলে সিদ্ধ করিবে। এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া টক ডালিমের রস অনুপান যোগে সেবন করিলে বাতিক জ্বরাতীসার বিনাশ পায়। এই ঔষধ সেবনান্তে যবচূর্ণের মণ্ড পথ্য দিবে।

জীরা, লবঙ্গ, আক্‌নাদি মূলের চূর্ণ, সোহাগা, জায়ফল এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত ভাজিয়া আতপ তণ্ডুলের জলে সিদ্ধ করিবে। পরে ডালিমের মধ্যে পূরিয়া ঘুঁটিয়ার আগুনে দগ্ধ করত শীতল হইলে সেই ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। চারি রতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিতে হয়, চেলেনির জলের সহিত প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে ঐ বটী সেবন করিলে জ্বরাতীসার বিনাশ পায়।

একভাগ পিপুল, একভাগ বিষ, দুইভাগ হিঙ্গুল, এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করত জামীরের রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইলে মূলকবীজবৎ এক একটী বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে মৃতসঞ্জীবনী বড়ী বলে। শীতল জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে জ্বরাতীসার প্রশান্ত হয়, ভীষণ সান্নিপাতিক বিষম জ্বরে ও বিসূচিকা রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারে।

হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগা ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মিশ্রিত করত জম্বীরের রসের সহিত ত্রিপ্রহর পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিতে হইবে। উক্তরূপ মর্দ্দিত হইলে এক গুঞ্জা পরিমাণে বড়ী করিবে। ইহা দ্বারা জ্বরাতীসার প্রশান্ত হয়। শ্বাস, কাস, গ্রহণী অতীসার, সান্নিপাতিক, অপস্মার বায়ুরোগ, মেহ, অজীর্ণ, মন্দাগ্নি এই সকল রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারে

একতোলা হিঙ্গুলোদ্ভব পারদ, একতোলা লৌহ, একতোলা সোহাগা, একতোলা গন্ধক, একতোলা শঠী, একতোলা ধনিয়া, এক তোলা বালা, একতোলা মুথা, একতোলা আকনাদি, একতোলা জীরা, একতোলা আতিস, এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর ঐ চূর্ণ ছাগীদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া এক মাষা প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ধনিয়া ও জীরার যূষ, সিদ্ধি ও শণবীজ, মধু ও ছাগীদুগ্ধ, মণ্ড, শীতল জল, মোচার রস, অথবা কাঁচড়ার রস ইহার অনুপান। ইহা দ্বারা একজ, দ্বন্দ্বজ, ও ত্রিদোষ জনিত যাবতীয় অতিসার প্রশান্ত হয়। শূল, মন্দাগ্নি, গ্রহণী, অর্শ, অম্লপিত্ত, কাস, ও গুল্ম এই সকল রোগেও এই ঔষধ বিশেষ ফলদায়ক।

চারিভাগ গন্ধক, চারিভাগ পারদ, একভাগ সাজিমাটী, একভাগ সোহাগা, একভাগ যবক্ষার, একভাগ পঞ্চলবণ, একভাগ ত্রিফলা, একভাগ ত্রিকটু, একভাগ ইন্দ্রযব, একভাগ জীরা, একভাগ কৃষ্ণজীরা, একভাগ চিতা, একভাগ যমানী, একভাগ হিঙ্গুল, একভাগ বিড়ঙ্গ, একভাগ শুলফা, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিবে। এক মাষা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করাই বিধি, পানের রস ইহার অনুপান। এই ঔষধ সেবন করিয়া তিন পল গরম জল পান করিবে। ইহা দ্বারা জ্বরাতীসার, অতিশ্রুতি, ত্রিদোষজনিত জ্বর, গ্রহণী, বাতরোগ, শূল, পরিণামশূল প্রভৃতি প্রশান্ত হয়।

দুই তোলা পারদ, দুই তোলা গন্ধক ও দুই তোলা অভ্র গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ পারদ ও গন্ধক একত্র পেষণ করিয়া কজ্জলী করিবে, ঐ কজ্জলীর সহিত পুর্ব্বোক্ত অভ্র ও দুই তোলা ত্রিকটু চূর্ণ একত্রিত করিবে। অনন্তর দুই তোলা কেশুরতের রস, দুই তোলা ভৃঙ্গরাজের রস, দুই তোলা নিসিন্দার রস, দুই তোলা চিতার রস, দুই তোলা

শুঁঠ, আতিস, মুথা, দেবদারু, পিঁপুল, বচ, যমানী বালা, ধনিয়া, কুরচির ছাল, হরীতকী, ধাইফুল, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আকনাদি, মোচার রস এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে জ্বরাতীসার বিনষ্ট হয়। (১)

হিঙ্গুল, কর্পূর, মুথা ও ইন্দ্রযব এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক আফিঙ্গের জলে ভাবনা দিয়া লইবে। ইহাকেই অতীসার বারণরস কহে। ইহাদ্বারা সকলরূপ অতীসার বিনাশ পায়।

সিদ্ধি ও ধনিয়া এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করত লাজ অর্থাৎ খইয়ের মণ্ডের সহিত সেবন করিলে জ্বরাতিসার বিদূরিত হয়।

গ্রহণী রোগের চিকিৎসা।

জাতিফলাদি গ্রহনীকবাটরস,—একভাগ জাতিফল, একভাগ সোহাগা, একভাগ অভ্র, একভাগ ধুতুরাবীজ, দুইভাগ আফিং এই সকল বস্তু একত্র করত গেন্ধাইলের রসে মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তম-রূপ মর্দ্দিত হইলে চণকের ন্যায় বড়ী করিবে। রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহার অনুপানের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহার নাম জাতিফলাদি গ্রহণীকপাটরস। ইহা দ্বারা গ্রহনী, আমশূল, রক্তদোষ ও পঞ্চাপক্ক অর্শ বিনষ্ট হয়। গ্রহণী রোগে মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করা উচিত। এই ঔষধ সেবনান্তে দধি মিশ্রিত অন্ন পথ্য করিবে।

অপর গ্রহণীকপাটরস।—অর্দ্ধতোলা সোহাগা, অর্দ্ধতোলা অশ্বগন্ধা, অর্দ্ধতোলা জাতীফল, অর্দ্ধতোলা বেলশুঁঠ, অর্দ্ধতোলা খদিরসার, অর্দ্ধতোলা জীরা, অর্দ্ধতোলা মুর্ব্বামূল, অর্দ্ধতোলা শূকশিম্বীবীজ, অর্দ্ধতোলা চোরপুষ্পী, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া ঐ সকল চূর্ণ মিশ্রিত করত বিল্বপত্র, কার্পাসফল, সাঞ্চে শাক, ক্ষীরাই, সাঞ্চা শাকের মুল, কুকচির ছাল ও কাঁচড়া এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের রসে পৃথক্ পৃথক্ রূপে মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে একগুঞ্জা প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে অপর গ্রহণীকপাটরস কহে। এই ঔষধ তিন দিবস সেবন করিতে হয়, এই ঔষধ সেবনের পর একপল পরিমাণ

(১) পিত্তজনিত জ্বরের মধ্যে পিত্তজনিত আতীসার হইলে কিম্বা অতীসার রোগীর জ্বর হইয়া যদি দোষ ও দূষ্যের সমভাব হয়, তাহা হইলেই সেই রোগকে জ্বরাতীসার বলা গিয়া থাকে।

দধির মাত পান করিতে হয়। বহু ঔষধদ্বারাও যে গ্রহণী প্রশান্ত হয় নাই, ইহা দ্বারা তাহাও প্রশান্ত হয়। আমশূল, জ্বর, শ্বাস, কাস, প্রবাহিকা এই সকল রোগেও এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারে। যে সকল দ্রব্য সেবন করিলে রক্তস্রাব হইবার সম্ভব, তাহা এই ঔষধ সেবনের পর পরিত্যাগ করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে কৃষ্ণ বার্ত্তাকী, মাছ, দধি ও ঘোল পথ্য দিবে। গ্রহণী রোগে বায়ুর প্রাবল্য বিবেচনা করিয়া তৈল সেবন ও স্নানের ব্যবস্থা করিবে।

জাতীফলাদ্যবটীকা।—চারিমাষা অভ্র, চারিমাষা পারদ ও চারি মাষা গন্ধক এই তিন দ্রব্য একটী পরিষ্কার পাথরের পাত্রে বাটিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ঐ কজ্জলীর সহিত অর্দ্ধতোলা জাতিফল, অর্দ্ধতোলা মোচার রস, অর্দ্ধতোলা মুথা, অর্দ্ধতোলা সোহাগা, অর্দ্ধতোলা আতিস, অর্দ্ধতোলা জীরা ও অর্দ্ধতোলা মরীচ মিশাইবে। অনন্তর এক মাষা বিষ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। তৎপরে নিসিন্দা, বিজয়া, জাম, জয়ন্তী, দাড়িম, কেশুর্ তে, আক্নাদি, ভৃঙ্গরাজ, এই সকলের পাতার রসে ভাবনা দিয়া কুলের আঁঠির ন্যায় বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে জাতীফলাদ্যবটিকা কহে। এই ঔষধ দ্বারা আমগ্রহণী, বায়ুরোগ, পঞ্চবিধ কাস, অম্লপিত্ত, অসাধ্য ও জীর্ণগ্রহণী, অতীসার, শ্বাস, পাণ্ডু, অরুচি, কোষ্ঠরোগ ও অসারকতা বিনষ্ট হয়। শত শত ঔষধেও যে রোগ প্রশান্ত না হয়, ইহা দ্বারা তাহাও পলায়িত হইয়া থাকে। জগতীতলে এই ঔষধ রোগসমুদ্রের তরিণ স্বরূপ।

পর্ণকলাবটী।—তিন তোলা পারদ, তিন তোলা গন্ধক, তিন তোলা মুথা, তিন তোলা লৌহ, তিন তোলা ধাইফুল, তিন তোলা বেলশুঁঠ, তিন তোলা বিষ, তিন তোলা ইন্দ্রযব, তিন তোলা আক্নাদি, তিনতোলা জীরা, তিন তোলা ধনিয়া, তিন তোলা রসাঞ্জন, তিন তোলা সোহাগা, তিন তোলা শিলাজতু, তিন তোলা ত্রিফলা, তিন-তোলা অভ্র, দুই তোলা থুলকুড়ি, দুই তোলা স্বল্পপঞ্চমূলী, দুই তোলা বেড়েলা, দুই তোলা কাঁচড়া, দুই তোলা দাড়িম, দুই তোলা পানিফল, দুই তোলা নাগকেসর, দুই তোলা জাম, দুই তোলা দধির মাত, দুই তোলা জয়ন্তী, দুই তোলা কেশুরতে ও দুই তোলা ভৃঙ্গরাজ এই

সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক দুই মাষা প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে পর্ণকলাবটী কহে। এই বড়ী ঘোলের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা গ্রহণীশূল, দাহ, মন্দাগ্নি, জ্বর, ভ্রমি, ছর্দ্দি, প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বজ্রকপাটরস।—পারদ, গন্ধক, আফিং, মোঁচার রস, ত্রিকটু ও ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিতে হইবে। অনন্তর সিদ্ধিপাতা ও ভৃঙ্গরাজের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া লইবে। ইহাকে বজ্রকপাটরস কহে। তিনরতি প্রমাণে এই ঔষধ সেবন করা বিধেয়। মধু ইহার অনুপান। এই ঔষধদ্বারা অসাধ্য গ্রহণীও প্রশান্ত হয়।

জাতীফলরস।—পারদ, অভ্র, রসসিন্দূর, গন্ধক, জাতীফল, ইন্দ্রযব, ধুতুরার বীজ, সোহাগা, ত্রিকটু, মুথা, হরীতকী, আম্রের আঁঠির শাঁস, বেলশুঁঠ, ধুনা, বীজপূর, দাড়িমের বল্কল এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিপত্রের রসের সহিত খলে মর্দ্দন করিবে। উক্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে একরতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। কুরচির ছালের রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাকে জাতীফলরস কহে। এই ঔষধ দ্বারা আমাতীসার বিনষ্ট হয় ও অগ্নি-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মধু ও বেলশুঁঠের সহিত এই ঔষধ সেবন করিলে রক্তগ্রহণী বিনষ্ট হয়, শুঁঠ ও ধনিয়ার ক্বাথের সহিত সেবন করিলে অতীসার ধ্বংস হয়, এবং জাতীফলের রসের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা।—পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খ, সোহাগা, হিঙ্গুল, শঠী, তালীশপত্র, মুথা, ধনিয়া, জীরা, সৈন্ধব, ধাইফুল, আতিস, শুঁঠ, গৃহধূম, হরীতকী, ভেলা, তেজপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, দারুচিনী, এলাচী, বালা, বেলশুঁঠ, মেথি ও ভাঙ্গ এই সকল বস্তু সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিতে হইবে। উত্তম-রূপ মর্দ্দিত হইলে দুইমাষা প্রমাণ বড়ী করিবে। ইহাকে গ্রহণী-গজেন্দ্র বটিকা কহে। এই ঔষধ দ্বারা গ্রহণী, জ্বর, গুল্ম, শূল, অম্ল-পিত্ত, হলীমক, কামলা, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ও ক্রিমি রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ বল, বর্ণ, আয়ু ও অগ্নিবৃদ্ধি করিয়া দেয়।

পীযূষবল্লীরস।—অর্দ্ধতোলা পারদ, অর্দ্ধতোলা অভ্র, অর্দ্ধতোলা গন্ধক, অর্দ্ধতোলা রৌপ্য, অর্দ্ধতোলা লৌহ, অর্দ্ধতোলা সোহাগা, অর্দ্ধতোলা রসাঞ্জন, অর্দ্ধতোলা স্বর্ণমাক্ষিক, একতোলা লবঙ্গ, একতোলা রক্তচন্দন, একতোলা মুথা, একতোলা আকনাদি, একতোলা জীরা, একতোলা ধনিয়া, একতোলা বরাহক্রান্তা, একতোলা আতিস, একতোলা লোধ, একতোলা কুরচির ছাল, একতোলা ইন্দ্রযব, একতোলা দারুচিনি, একতোলা জাতীফল, একতোলা শুঁঠ, একতোলা বেলশুঁঠ, একতোলা বালা, একতোলা দাড়িমের ছাল, একতোলা ধাইফুল, একতোলা কুড়, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া কেশুরতের রসে সাতবার ভাবনা দিতে হইবে। তৎপর ছাগদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া চনকের ন্যায় বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে পীযূষবল্লীরস কহে। পোড়া বেল ও গুড়ের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। যাবতীয় অতীসার, গ্রহণী, পুরাতন গ্রহণী, উদরাময় ও প্রমেহদোষ এই ঔষধ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং ইহাদ্বারা অগ্নির উদ্দীপন হয়।

গ্রহণীশার্দ্দূলরস।—দুইতোলা পারদ ও দুইতোলা গন্ধক একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিতে হইবে। পরে পারদের ষোড়শাংশ স্বর্ণভস্ম, দুইতোলা লবঙ্গ, দুইতোলা নিম্বপাতা, দুইতোলা জাতিফল, দুইতোলা জয়িত্রী ও দুইতোলা ছোট এলাচ এই সকল সামগ্রী চূর্ণ করিয়া একটী ঝিনুকের মধ্যে রাখিবে। পরে পুটপাকে পাক করিয়া শীতল হইলে গ্রহণ করিবে। প্রতি দিন পাঁচ রতি প্রমাণ এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা গ্রহণী, অর্শ ও সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ কাস, শ্বাস, অতীসার, উগ্র গ্রহণী, ও আমশূলে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহাদ্বারা দেহের পুষ্টি সাধন, বলবৃদ্ধি, ও অগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে। রুদ্রদেব স্বয়ং এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা।

অগস্ত্য পুষ্পের রসের সহিত মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলেগ্রহণীরোগ বিনাশ পায়।

একতোলা মরীচচূর্ণ, দুইতোলা শুঁঠ, চারিতোলা কুরচির ছাল, একতোলা পুরাতন গুড় এই সকল দ্রব্য একত্রিত করত সেবন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ তক্রপান করিবে। ইহাতে গ্রহণী নিদূরিত হয়।

অর্দ্ধতোলা মিছরি ও একতোলা ইসবগুল একত্র করত সেবন করিবে।

নাগকেশর, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, জায়ফল, তগরপাদুকা, মরীচ, বংশ-লোচন, গুড়ত্বক্, পিপ্পলী, চিতামূল, তালীশপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেজপত্র, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, আমলা ও কর্পূর এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা, সাতপল সিদ্ধিচূর্ণ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যত হইবে, তত পরিমাণ চিনি উহার সহিত একত্রিত করত সেবন করিলে গ্রহণী বিনাশ পায়। অগ্নিমান্দ্য ও অতীসার রোগেও ইহা দ্বারা উপকার দর্শে।

শুঁঠ, আতিস, মুথা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৫৩ রতি পরিমাণে লইয়া চারিপল জলে সিদ্ধ করিবে, একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে গ্রহণী বিদূরিত হয়।

পরিষ্কৃত পাত্রে কিঞ্চিৎ গুড়, গুড়ের দ্বিগুণ মধু, চারিগুণ কাঁজি এবং আটগুণ দধির মাত একত্রিত করত স্থাপন পূর্ব্বক ধান্যের মধ্যে রাখিবে। পরে উহা বিকৃত হইলে উত্তোলন করত ছঁকিয়া সেই জল পান করিলে গ্রহণী রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শুণ্ঠী, যবক্ষার, লবঙ্গ, জীরা, আতিস, বেলশুঁঠ, ধাইপুষ্প, ধনিয়া, বরাক্রান্তা, রসাঞ্জন, আকনাদি, মুথা, কাঁকড়া শৃঙ্গী, সৈন্ধব, শ্বেত ধুনা, বালা ও ইন্দ্রযব এই সকল বস্তু একত্রিত করত সেবন করিবে। দশ অবধি কুড়ি রতি পর্য্যন্ত ইহার মাত্রা। মধু, অজদুগ্ধ বা চালুনির জল ইহার অনুপান। ইহা দ্বারা গ্রহণী রোগ বিনাশ পায়, অগ্নিমান্দ্য রোগেও বিশেষ উপকার দর্শে।

একশত পল কুরচির ছাল চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিয়া যখন দেখিবে যে ষোল সের মাত্র অবশিষ্ট আছে, তখন তাহার মধ্যে কুড়ি পল চিনি দিবে। গুড়ের ন্যায় পাক হইলে তন্মধ্যে আকনাদি, বরাক্রান্তা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, ধাইফুল, মুথা, দাড়িম্বছাল, আতিস, মোচরস, লোধ, রসাঞ্জন, ধনিয়া, বেণামূল, বালা এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের সূক্ষ্মচূর্ণ এক পল দিবে এবং ক্রমাগত নাড়িতে থাকিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে একপল মধু মিশ্রিত করিয়া

লইবে। শুষ্ক হইয়া না যায়, এরূপ পাত্রে রাখিতে হয়। বাসি জলের সহিত প্রতি দিন ইহার একতোলা অবলেহ করিলে অর্থাৎ চাটিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী বিনাশ পায়।

ভৃঙ্গরাজ, বরাক্রান্তা, বেলশুঁঠ, শ্বেত ধুনা, মোচরস, আকনাদি, সিদ্ধিপাতা, আতিস, পানিফলের পাতা, বালা, দাড়িম্বপত্র, ইন্দ্রযব, মুথা, ধাইপুষ্প, দারু হরিদ্রা, মরীচ, নিম্বছাল, পিপ্পলী, শুঠী, চিরতা ও জামের ছাল এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে হইয়া সমস্ত দ্রব্যের সমান কুরচির ছালের চূর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। মধু অন্নের মণ্ড অথবা ছাগদুগ্ধের সহিত এক মাষা পরিমাণে এই ঔষধ প্রত্যহ সেবন করিলে যাবতীয় গ্রহণী ধ্বংস হইয়া থাকে।

বিল্বপত্রচূর্ণ সিদ্ধিচূর্ণ, নিসিন্দার পত্রচূর্ণ ও নিম্বপত্রচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চারিআনা মাত্রায় প্রত্যহ সেবন করিলে গ্রহণী বিনাশ পাইয়া থাকে। শীতল জল ইহার অনুপান।

একতোলা পুরাতন আম্রের কেশী, একতোলা শ্বেত ধুনা, একতোলা বেলশুঠ, একতোলা শিমুল আঠা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করত আতপ তণ্ডুলের জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে গ্রহণী বিনাশ পায়।

কাসচিকিৎসা।

শালপানি, চাকুলিয়া, বাকুড়, কণ্টকারি, গোখুর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে চারি মাষা পরিমাণে লইয়া একসের জলে সিদ্ধ করিবে। এক ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দুই রতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে কাসরোগ বিনাশ পায়।

আকন্দছাল, মনঃশিলা ও মরীচ এই তিন দ্রব্য মিশ্রিত করত আকন্দের আটায় ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি শুষ্ক হইলে তাহা জ্বালিয়া ধূম গ্রহণ করিলে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

একতোলা যবক্ষার, একতোলা পিপ্পলীচূর্ণ, দুইতোলা মরীচচূর্ণ, আটতোলা দাড়িম্ববীজচূর্ণ এবং ষোলতোলা পুরাতন গুড় এই সকল দ্রব্য একত্র করতঃ জলে মর্দ্দন করিয়া দুই আনা পরিমাণে বটী প্রস্তুত

করিবে। উষ্ণ জলের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা ভীষণ কাস বিনষ্ট হয়, ক্ষয়রোগেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। এই ঔষধকে সমশর্কর চূর্ণ কহে।

একতোলা মনঃশিলা, একতোলা আকন্দের ছাল, অর্দ্ধতোলা ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করত অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া সেই ধুম পান করিবে। পরে জলমিশ্রিত দুগ্ধ ও তাম্বূল সেবন করিতে হয়। এইরূপ করিলে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

দ্রাক্ষা, আমলা, পিণ্ড খর্জ্জুর, পিপ্পলী ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করত ঘৃত ও মধুযোগে অবলেহ করিলে পৈত্তিক কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তেঁতুল পত্রের ক্বাথ প্রস্তুত করত তাহার সহিত সৈন্ধব লবণ ও হিঙ্গ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাস রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

মুলাশুষ্ক, পিপ্পলীচূর্ণ ও চিতার শিকড় এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করত মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাসরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে।

বাসক পাতার রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাস নষ্ট হয়।

হরীতকী, মুথা, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে কাস বিনাশ পায়।

সৈন্ধব, কণ্টকারি ফল, জীরা, কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ভস্ম করিবে। পরে উহার পাঁচ রতি ভস্ম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে কাস বিনাশ পায়।

মধুর সহিত আদার রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাসরোগে অনেক উপকার দর্শিয়া থাকে।

শ্যেন পক্ষীর মাংস সেবন করিলে কাসরোগে উপকার দর্শে।

একটী বহেড়া ফলে ঘৃত মাখাইবে, পরে সেই ফলটী গোময়মধ্যে পুরিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করিবে। পরে তাহার আঁটি ফেলিয়া দিয়া কিঞ্চিৎ মুখের মধ্যে রাখিলে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ বিনাশ পায়।

মরীচ, পিপ্পলী, দ্রাক্ষা, পিণ্ড খর্জ্জুর ও যষ্টিমধু এই সকল

দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করত ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে কাস বিনষ্ট হয়।

পারদ, গন্ধক, মৃত লৌহ, সোহাগা, রাস্না, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, দেবদারু, গুড়ূচী, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও বিল্ব এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ দুই রতি পরিমাণে সেবন করিলে বাতজনিত কাসরোগ বিনাশ পায়। ইহার নাম অমৃতার্ণবরস।

যক্ষ্মাচিকিৎসা।

প্রথমতঃ আটপল চিনি একটী পাত্রে অগ্নির উপর চড়াইয়া দিবে, উহা লেহন করিবার উপযুক্ত হইলে তাহার মধ্যে ষোলপল বাসকছালের চূর্ণ, দুই পল পিপ্পলীচূর্ণ ও দুই পল ঘৃত দিয়া নাড়িতে থাকিবে। শীতল হইলে নামাইয়া আটপল মধু উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। একতোলা পরিমাণে উহা সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

অর্দ্ধতোলা মিছরি একছটাক ছাগদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ সেবন করিলে যক্ষ্মা বিদূরিত হয়।

চিনি, পিপ্পলীচূর্ণ ও কিস্‌মিস্ এই কয় দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহযোগ্য করিবে। উহা প্রত্যহ ছয় রতি পরিমাণে লেহন করিলে যক্ষ্মারোগে উপকার দর্শে।

মাখন, মধু ও চিনি এই তিন দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া সেবন করিলে যক্ষ্মারোগীর শরীরে বলাধান হয়, সুতরাং রোগের হ্রাস হইয়া থাকে।

কাকজঙ্ঘা দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করত সেবন করিলে যক্ষ্মারোগে উপকার দর্শে।

অর্দ্ধসের জলের সহিত দুইতোলা মৃগমাংস পাক করিবে। পরে এক ছটাক ছাগীদুগ্ধের সহিত ঐ মাংস বাটিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ দূরীভূত হয়।

ত্রিশ রতি শুণ্ঠী, ত্রিশ রতি পিপ্পলী, ত্রিশ রতি ধনিয়া ও ত্রিশ রতি দশমূল এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া অর্দ্ধসের জল

সিদ্ধ করত অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ বিনষ্ট হয়।

ছাগল, মৃগ বা কপোতের মাংস প্রথমতঃ ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজিবে। পরে তাহা চূর্ণ করত অজদুগ্ধে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্ষয়রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

মিছরি, শতমূলী, বড়এলাইচ, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, বালা, বাসক, জীরা, দ্রাক্ষা, পিপ্পলী, দারচিনি, নাগকেশর, বালা, ছোট এলাইচ, বংশলোচন, জায়ফল, অর্জ্জুনছাল, তেজপত্র, শুণ্ঠী, বেড়েলা, অগুরু চন্দন, খদির, মুথা, বেলশুঁঠ, তালপত্র, জটামাংসী নিম্ব, পুনর্ণবা, শঠী এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করত সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে। পরে উহা মধুর সহিত নিরন্তর লেহন করিতে হয়, ইহা দ্বারা যক্ষ্মারোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

অর্দ্ধতোলা দারচিনি, একতোলা মরীচ, একতোলা চারি আনা শুণ্ঠী, দেড় তোলা পিপ্পলী ও চারি আনা বড় এলাইচ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যত হইবে, তাহার সমান চিনি মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। পরে সেবন কালে চারি আনা পরিমিত চিনি মিশাইয়া সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা যক্ষ্মারোগ বিনাশ পায়।

রাস্না, অশ্বগন্ধা, কর্পূর, থানকুনী, শিলাজতু, ত্রিকত্রয় ও লৌহ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবন দ্বারা যক্ষ্মারোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ইহাকে রাস্নাদিলৌহ কহে।

বানরের মাংস ঘৃতে ভাজিয়া তাহা চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ ছাগদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে যক্ষ্মারোগ বিনাশ পায়।

শ্বাস চিকিৎসা।

পুরাতন গুড় ও সর্ষপ তৈল সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

উৎকৃষ্ট মধু আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস রোগে উপকার দর্শে।

চল্লিশ রতি ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম সেবন করিলে শ্বাসরোগে উপকার হয়। ইহা বালকদিগের পক্ষেই বিশেষ উপকারী।

বিল্ব পত্র,বাসকপত্র ও শ্বেতভানকুনি এই তিন প্রকার পত্রের রস সমভাগে গ্রহণ করত মোট দুই তোলা করিবে। সর্ষপ তৈলের সহিত উহা সেবন করিলে শ্বাসরোগ প্রশান্ত হয়।

পিপ্পলীচূর্ণ ও ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশাইয়া দিনের মধ্যে ৭।৮ বার লেহন করিলে শ্বাসরোগে উপকার দর্শে।

অর্দ্ধ তোলা ত্রিকটু, অর্দ্ধ তোলা চিতা, অর্দ্ধ সের ছাগ দুগ্ধ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া এক সের জলে সিদ্ধ করিবে। পাদসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঐ জল পুনঃ পুনঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সেবন করিলে তমকশ্বাস বিদূরিত হয়।

একটী তাম্র পাত্রে পুরাতন ঘৃত পাক করিবে। ঘৃতের দ্বিগুণ আদার রস উহার মধ্যে ফেলিয়া দিতে হয়। যখন আদার রস মরিয়া ঘৃত মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইবে। ঐ ঘৃত বক্ষস্থলে ও পৃষ্ঠদেশে মর্দ্দন করিলে শ্বাসরোগ বিনাশ পায়।

দিশি কুষ্মাণ্ডের শস্য চারি মাষা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক উষ্ণ জলে মিশ্রিত করত সেবন করিলে শ্বাসরোগে অনেক উপকার দর্শে।

পিপ্পলী, হরিদ্রা, পুরাতন গুড়, রাস্না, কিসমিস্ ও মরীচ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। পরে উহা একত্রিত করিয়া তিল তৈল সহ মিশ্রিত করত চারি মাষা পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ইহাদ্বারা শ্বাস রোগ বিনাশ পায়।

অর্দ্ধরতি মরিচচূর্ণ ও একরতি নিসিন্দার শিকড়ের ছাল চূর্ণ একত্র করিয়া প্রতিদিন দুইবার বা তিনবার সেবন করিলে শ্বাস রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে, পরে উহা একটী তাম্রপাত্রে রাখিয়া রসগন্ধককল্কে উহা লেপন পূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে একদিন পাক করিবে, শীতল হইলে উহা গ্রহণ করিবে। দুই রতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা উর্দ্ধ্বশ্বাস নিবৃত্ত হয়। ইন্দ্রবারুণীর মুল, দেবদারু, ত্রিকটু ও শর্করা ইহার অনুপান।

একভাগ, পারদ, একভাগ স্বর্ণমাক্ষিক, একভাগ স্বর্ণ, অর্দ্ধভাগ

মুক্তা, অভ্র ও গন্ধক পারদের দ্বিগুণ, লৌহ চারিভাগ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া কণ্টকারির রসে সাতবার ছাগীদুগ্ধে সাতবার, যষ্টিমধুর রসে সাতবার ও পর্ণপত্রের রসে সাতবার, ভাবনা দিবে। অনন্তর দুই রতি প্রমাণ বড়ী করিতে হইবে। ইহাকে শ্বাসকাসচিন্তামণি কহে। পিপ্পলী ও মধুর সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়।

লবণের সহিত খাঁটি সর্ষপ তৈল মিশাইয়া বক্ষস্থলে সেক দিলে শ্বাস রোগের হ্রাস হইয়া থাকে।

অর্শচিকিৎসা।

ঘোষাফলচূর্ণ সূক্ষ্ম বস্ত্রে ছাকিয়া মলদ্বারে বলিতে ঘর্ষন করিলে অর্শ বিদুরিত হইয়া থাকে।

নরাফটকীর মুলের ছাল ঘোল দিয়া কিম্বা কাঁজিদ্বারা পেষণ করিয়া মলদ্বারে প্রলেপ দিবে আর নয়াফটকীর মুলের ছাল ও বিটলবণ এই দুই দ্রব্য একত্র পেষণ করত প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শরোগ বিনাশ পায়।

ঘোষাফলের চূর্ণ গুড়ের জলে পাক করিয়া সেই চূর্ণ দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করত সেই বর্ত্তি মলদ্বারে দিলে অর্শ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

ভেলা ও তিল সমপরিমাণে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

শুপারির সহিত তালমূলীর শিকড় চিবাইয়া খাইলে অর্শরোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

হরিদ্রাচূর্ণ ও মনসাসিজের আটা মিশ্রিত করত প্রলেপ দিলে অর্শ বিনাশ পায়।

ঘোল অর্শরোগে উপকারী, কিন্তু উহা বাতশ্লেষ্মাজনিত অর্শে বিশেষ ফলদায়ক।

চারিভাগ রসসিন্দুর, পাঁচ ভাগ সোহাগা, ও পাঁচ ভাগ অভ্র এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া শ্বেত পুনর্নবার রসে তিন দিন সূর্য্য কিরণে ভাবনা দিতে হইবে। পরে দুই রতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অর্শরোগের অগুকস্বরূপ, ইহাদ্বারা বাতদুর্নামা রোগও প্রশান্ত হয়।

অর্দ্ধতোলা মাখন, অর্দ্ধতোলা চিনি, দুই আনা পিপ্পলীচূর্ণ ও অর্দ্ধতোলা হরীতকীচূর্ণ এই কয়েকটী দ্রব্য অর্দ্ধপোয়া শীতল জলে মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন সেবন করিবে। এই ঔষধ দ্বারা এক সপ্তাহ মধ্যে অর্শরোগ পরাজিত হয়।

একটী বা একখণ্ড ওলের গাত্রে উত্তমরূপে মৃত্তিকার লেপ দিবে, পরে সেই ওল অনলে দগ্ধ করিবে, উত্তমরূপ দগ্ধ হইলে ওল বাহির করিয়া খাঁটি সরিষার তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। দিন কয়েক এইরূপ করিলে অর্শ রোগ বিনাশ পায়।

একভাগ রসসিন্দূর, একভাগ অভ্র, একভাগ দগ্ধহীরক, একভাগ তাম্র, একভাগ কান্তলৌহ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান গন্ধক এই সমস্ত একত্রিত করিয়া ভেলার রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপে মর্দ্দিত হইলে দুই রতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাকে চক্রাস্যরস বলে। ইহাদ্বারা সকল প্রকার অর্শ বিনষ্ট হয়।

হরিতাল ও অপামার্গের শিকড়ের ক্ষার এই দুই দ্রব্য একত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে বহুদিনের লিঙ্গার্শ বিনাশ পাইয়া থাকে।

তিন সের জলের মধ্যে এক ছটাক থুলকুঁড়ির পাতা দিয়া তাহা সিদ্ধ করিবে। উত্তমরূপ সিদ্ধ হইলে ঐ জলের স্বেদ প্রদান করিলে অর্শরোগ আরোগ্য হয়।

বিটলবণ ও যমানীচূর্ণ এই দুই দ্রব্য ঘোলের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ও বিশেষ উপকার দর্শে।

পাঁচতোলা শুঁঠ, পাঁচতোলা পিপ্পলী, পাঁচতোলা মরীচ, চারি তোলা নাগেশ্বর, তিন তোলা তেজপত্র, দুইতোলা গুড়ত্বক্, একতোলা এলাইচবীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান চিনি এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী পাত্রে স্থাপন করিবে। আটমাষা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়, গরম জল ইহার অনুপান।

মল পরিত্যাগের পর গুহ্যদেশে ধুনার ধূম প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রত্যহ অর্দ্ধপোয়া কুকশিমার রস সেবন করিলে অর্শরোগে বিশেষ উপকার হয়।

প্রমেহচিকিৎসা।

দুইতোলা আমলকীর রস, দুই মাষা হরিদ্রাচূর্ণ ও দুই মাষা মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে প্রমেহ রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

একসের জলের সহিত এক পোয়া কাঁচা গোদুগ্ধ সেবন করিলে প্রমেহ আরোগ্য হয়।

মৃত পারদ, রাং, অর্জ্জুনছাল ও চিনি এই চারি দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। পরে শাল্মলীর রসে উহা আট প্রহর পর্য্যন্ত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া চারি রতি প্রমাণ এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। এই বটী সেবনে প্রমেহ আরোগ্য হয়,এতদ্ভিন্ন একতোলা শুলঞ্চের ছাল মধু সহ বাটিয়া লিঙ্গে প্রলেপ দিতে হয়।

চারি আনা পরিমিত মধুর সহিত এক আনা ওজনে শুলঞ্চের পালো সেবন করিলে প্রমেহ রোগ পরাজিত হইয়া থাকে।

প্রমেহ রোগের প্রথমাবস্থাতে বায়ুর আধিক্য দেখিলে তলপেটে উষ্ণ জলের সেক দিতে হয়। যদি পিত্তের আধিক্য দেখা যায়, তাহা হইলে বিরেচন করাইবে আর যদি শ্লেষ্মার আধিক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বমন করান বিধেয়।

বেণার শিকড় অথবা তিলবাটা কিম্বা শ্বেত চন্দন বাটিয়া শরীরে লেপন করিবে। যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, তদ্রূপ ঔষধ সেবন করাইবে; উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইতে হয়, কিন্তু উহা একবার মাত্র বলক দেওয়া চাই। সদ্য ঘৃত কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া সেবন করাইতে হয়, সদ্যজাত ইক্ষুরসও সেবনীয়। দ্রাক্ষা, কিস্‌মিস ও ভূমি কুষ্মাণ্ডের রস পেয়। পিত্তজনিত প্রমেহের প্রথমাবস্থায় এই সকল দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

যদি শ্লেষ্মাজন্য প্রমেহ জন্মে, তাহা হইলে শুঁঠ, চিতামূল, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল ও চৈ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুইতোলা করিবে। পরে বত্রিশ তোলা জলে ঐ সকল দ্রব্য দিয়া

পাক করিবে। আটতোলা অবশিষ্ট থাকিতে উহা নামাইয়া রাখিতে হয়। উহা পান করিলে কফজনিত প্রমেহে বিশেষ উপকার দর্শে।

মুগ, চাকুলিয়া, শালপাণি ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুইতোলা করিবে। পরে অল্পবয়স্ক ছাগলের মাংসের সহিত ঐ সকল দ্রব্য পাক করিয়া সেই যূষ ছাঁকিয়া লইতে হয়। ঐ যূষ পান করিলে বায়ুজনিত প্রমেহরোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

পাঁচরতি শিলাজতু কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ দুইবার সেবন করিবে। এক সপ্তাহ এইরূপ করিলে শুক্রবৃদ্ধিজনিত প্রমেহ রোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

পুঁই গাছের একটী মূল উৎকৃষ্টরূপে বাটিয়া এক পোয়া জলে মিশাইয়া পান করিবে। অনন্তর কাঁচা কলায়ের ডাইল ভিজাইয়া তাহা চিনির সহিত মিশ্রিত করত ভোজন করিবে। ইহাদ্বারা তিন দিবস মধ্যে প্রমেহ রোগ পরাজিত হয়।

আমলকীচূর্ণ চারিরতি লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে প্রমেহ বিনষ্ট হয়।।

গোটাকত কাবাবচিনি, আর্‌বি গঁদ ও মিছরি এই তিন দ্রব্য একটী পাত্রে রাখিয়া তাহাতে এক ছটাক জল দিয়া রাত্রে এক স্থানে স্থাপন করিবে। প্রভাতে উহা সেবন করিলে অসাধ্য প্রমেহও বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অৰ্দ্ধ ছটাক মসিনা গরম জলে ভিজাইয়া প্রাতঃকালে সেই জল সেবন করিলে দুস্তর প্রমেহ দূরীভূত হয়।

লাউবীজের মধ্যে যে শাঁস থাকে, একটী পাথরে জলযোগে সেই শাঁস ঘর্ষণ পূর্ব্বক সেই জল পান করিলে প্রমেহ রেগ দূরীভূত হয়।

দুই আনা পরিমাণে হরিদ্রাচূর্ণ ও একতোলা আমলকীর রস এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া কিঞ্চিৎ শর্করার সহিত সেবন করিলে যে কোনরূপ প্রমেহই হউক্ না কেন আরোগ্য হইবে।

দুই তোলা বটের ঝুরি একতোলা কাঁচা গোদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

দুই তোলা শতমূলীর রস অৰ্দ্ধপোয়া গব্য দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার প্রমেহ আরোগ্য হইয়া থাকে।

অর্দ্ধতোলা পরিমাণে স্থলপদ্মের ডাঁটা লইয়া পরিষ্কৃত শিলায় বা হামানদিস্তায় অর্দ্ধছেঁচা করিবে। পরে একটী নূতন মৃত্তিকাপাত্রে এক ছটাক জল দিয়া তাহার মধ্যে ঐ ডাঁটা ফেলিয়া রাত্রে শিশিরে রাখিয়া দিবে। প্রভাতে উহা ছাঁকিয়া সেই জল পান করিতে হয়। ইহা দ্বারা এক সপ্তাহ মধ্যে প্রমেহ পরাজিত হইয়া থাকে।

বিনা জলে হিঞ্চাশাকের রস দুই তোলা বাহির করিয়া আদ পোয়া কাঁচা গব্য দুগ্ধের সহিত উহা সেবন করিবে। ইহা দ্বারা প্রমেহজনিত প্রস্রাবের যাতনা বিদূরিত হয়।

দুই আনা ওজনে কাঁচা হরিদ্রাচূর্ণ ও একতোলা আমলকীর রস এই দুই দ্রব্য চারি আনা ওজনে মধুর সহিত এক সপ্তাহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ রোগ প্রশমিত হয়।

এক আনা উৎকৃষ্ট গঁদ ও দুই আনা আইসশেওড়ার মূল এই দুই দ্রব্য একত্রে পেষণ করত দুইটী বড়ী প্রস্তুত করিবে। দুই বারে প্রতিদিন এইরূপ দুইটী বড়ী সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই প্রস্রাবের জ্বালা হ্রাস হইয়া যায় এবং ক্রমশঃ প্রস্রাব বারে কম হইয়া আরোগ্য হইয়া থাকে।

দুই গুঞ্জা পরিমাণে লৌহভস্ম ও দুই গুঞ্জা পরিমাণে লবঙ্গ এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া যজ্ঞডুমুরের রসের সহিত সেবন করিলে প্রমেহ প্রশমিত হইয়া থাকে।

একটী নেয়াপাতি ডাবের মুখ কাটিয়া তাহার মধ্যে দুই আনা ওজনে কর্পূর ফেলিয়া দিয়া রাত্রে শিশিরে রাখিবে, পরদিন প্রভাতে সেই জল সমস্ত পান করিতে হয়। ইহা দ্বারা সদ্য প্রমেহ আরোগ্য হয়, কিন্তু শরীরের বলাবল বিবেচনায় দিবে; কারণ ক্ষীণবল হইলে নেশায় ২৪ ঘণ্টা অজ্ঞান থাকিবার সম্ভব।

অর্দ্ধ ছটাক তেজপাতার ডাঁটা অর্দ্ধপোয়া জলে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে সেই জল পান করিতে হয়। এইরূপ এক সপ্তাহ সেবন করিলেই প্রমেহ প্রশান্ত হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্র চিকিৎসা।

হরীতকী, গোক্ষুর, সোন্দালু, কুলথ কলায়, বিল্বছাল, দুরালভা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সাতাইশ রতি, সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ একত্র

করিয়া চারিপল জলে মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে। এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া চারিরতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেই জল সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশান্ত হয়।

তিন রতি শিলাজতু কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে শুক্রবিবৃদ্ধিজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র পরাজিত হয়।

দুই রতি লৌহভস্ম কিঞ্চিৎ মধুর সহিত লেহন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

দুই তোলা আমলকীর রস ও দুই আনা হরিদ্রাচূর্ণ এই দুই দ্রব্য কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশান্ত হইয়া থাকে।

যবক্ষার ও চিনি এই দুই দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে বিশেষ উপকার হয়।

কিঞ্চিৎ কাশীর চিনির সহিত এক পোয়া ছানার জল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশান্ত হয়।

একতোলা গোক্ষুর ও একতোলা কণ্টকারি এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে, অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া খান কয়েক বাতাসা দিয়া সেই জল সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশান্ত হয়।

গোক্ষুরের ক্বাথ প্রস্তুত করত তাহার সহিত তিন রতি যবক্ষার মিশাইয়া সেবন করিবে। এইরূপ করিলে পুরীষজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশান্ত হয়।

একতোলা কণ্টকারীর রস কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

আমলকীর চূর্ণ চারি আনা ও গুড় চারি আনা এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ প্রশান্ত হয়।

অর্দ্ধতোলা আমলার চূর্ণ এক ছটাক অজাদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশান্ত হয়।

গেন্ধাফুলের গাছের পাতা আনিয়া ছেঁচিয়া অর্দ্ধপোয়া রস করিবে, কিন্তু তাহাতে জল দিয়া ছেঁচিবে না। প্রত্যহ প্রভাতে অন্য কিছু

আহারের পূর্ব্বে সেই রস সেবন করিতে হয়। তিনদিন এইরূপ সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশান্ত হয়।

ঢেঁড়শের (যাহাকে হিন্দিতে ভিণ্ডি বলে) গাছের শিকড় অর্দ্ধ-তোলা বাটিয়া চন্দনের ন্যায় করত তাহার সহিত কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা এক সপ্তাহ মধ্যে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশান্ত হয়।

মূত্রাঘাত চিকিৎসা।

দুইতোলা শসাবীজ ও চব্বিশ মাষা সৈন্ধব একত্রে কাঁজির সহিত বাটিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রাঘাত প্রশান্ত হয়।

তালমূলীর ক্বাথ প্রস্তুত করত তাহার সহিত ঘৃত, তৈল ও দুগ্ধ মিশাইয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

বাসকের ক্বাথ প্রস্তুত করত তাহার সহিত চারি রতি শিলাজতু মিশাইয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত্র আরোগ্য হইয়া থাকে।

একটী পরিষ্কৃত পাত্রে কিঞ্চিৎ জল দিয়া তন্মধ্যে কিছু কুঙ্কুম দিয়া রাত্রে শিশিরে রাখিবে। পরদিন প্রভাতে উহা সেবন করিতে হয়, ইহা দ্বারা মূত্রাঘাতে উপকার দর্শে।

দিশি কুষ্মাণ্ডের জলের সহিত চিনির সরবত করত যবক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়। যবক্ষারের মাত্রা দশ হইতে ত্রিশ।

রসসিন্দূর, অভ্র ও গন্ধক, সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ এক মাষা পরিমাণে সেবন করিতে হয়। মধু ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা মূত্রাঘাত ও বহুমূত্র রোগ প্রশান্ত হয়। যজ্ঞডুম্বুর চূর্ণ এক কর্ষ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা এই ঔষধের অনুপানার্থ প্রয়োগ করিলে অথবা এই ঔষধ সেবনান্তে তাহা লেহন করিলে আশু উপকার দর্শে।

অশ্মরী বা পাথরিচিকিৎসা।

দুই আনা গোক্ষুরবীজচূর্ণ, অর্দ্ধতোলা চিনি ও অর্দ্ধ পোয়া মেষের দুগ্ধ এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে অশ্মরীরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

গোরক্ষ চাকুলিয়া ও তালমূলী এই দুই দ্রব্য বাটিয়া বাসি জলের সহিত সেবন করিলে অবিলম্বে পাথরি রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

একতোলা মুথা ও একতোলা চিনি এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পাথরিরোগ আরোগ্য হয়।

বরুণ বৃক্ষের ছাল দুই তোলা লইয়া চারিপল জলে সিদ্ধ করিবে, একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চারি মাষা পুরাতন গুড় তাহার সহিত মিশাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেবন করিলে পাথরি রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অর্দ্ধসের জলে অর্দ্ধতোলা সজিনার শিকড়ের ছাল সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল সেবন করিলে পাথরি রোগ বিনাশ পায়।

দুই তোলা পক্ক তিতলাউর রস ও চারি রতি যবক্ষার এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া কিং চিনির সহিত সেবন করিলে পাথরিরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

একতোলা মসিনা রাত্রিকালে এক ছটাক গরম জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরদিন প্রাতঃকালে ঐ জল সেবন করিলে পাথরী বিনষ্ট হয়।

কিঞ্চিৎ মধুর সহিত চারি রতি যবক্ষার সেবন করিলে পাথরী রোগে উপকার দর্শে।

চারি আনা যবক্ষার ও চারি আনা নারিকেলের ফুল এই দুই দ্রব্য জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সাত দিনের মধ্যে পাথরি প্রশান্ত হইয়া থাকে।

একতোলা সজিনার ছালের চূর্ণ পুরাতন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী অর্থাৎ পাথরী রোগ প্রশমিত হয়।

বহুমূত্র চিকিৎসা।

মাষকলায় চূর্ণ, যষ্টিমধুচূর্ণ ও মধু এই তিন দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সেবন করিলে বহুমূত্র রোগ প্রশান্ত হয়।

যজ্ঞডুম্বুর চূর্ণ ও মধু এই দুই দ্রব্য একত্রিত করত তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে বহুমূত্র রোগ দূরীভূত হয়।

অর্দ্ধসের দুগ্ধের সহিত দশপাতা আলতা গুলিয়া সেই দুগ্ধ এক অহোরাত্র মধ্যে তিনবারে পান করিবে, এইরূপ করিলেই বহুমূত্র রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট ঘৃত মধ্যে যজ্ঞডুম্বুর ভাজিয়া খাইলে বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

দুইতোলা আমলকীর রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন দুইবার বা তিনবার সেবন করিলে বহুমূত্র রোগ প্রশান্ত হয়।

চারি আনা পরিমিত কুঙ্কুম রাত্রিকালে জলে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে প্রভাতে সেই জলের সহিত চারি আনা পরিমিত উৎকৃষ্ট মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বহুমূত্র রোগ প্রশান্ত হয়।

অর্দ্ধতোলা কাঁকুড়ের বীজ ও দুই আনা পরিমাণে সৈন্ধব এই দুই দ্রব্য একত্র করত জল দিয়া সেবন করিবে।

চারি ভরি খাঁড়গুড় ও চারি ভরি চাউলভাজাচূর্ণ এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া রাত্রিকালে সেবন করিলে বহুমূত্র প্রশান্ত হয়।

কৃষ্ণতিল ভাজা ও পুরাতন গুড় এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে বহুমূত্র রোগ প্রশান্ত হয়।

সুপক্ব চাটিমকলা, ভূমিকুষ্মাণ্ডের মুলচূর্ণ ও শতাবরীচূর্ণ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তৎসমপরিমাণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বহুমূত্র রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

অতীসার চিকিৎসা।

ধনিয়া, মুথা, পাথরকুচি, ইন্দ্রযব ও মোচরস এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করত সেবন করিলে অতীসার রোগ প্রশান্ত হয়।

হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুথা, আতিস, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে তিনমাষা পরিমাণে লইয়া চারিপল জলে সিদ্ধ করিবে, একপল শেষ থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শুঠীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে আমাতীসার নিবারণ হয়।

শুঁঠ ও ধনিয়া এই দুই দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করত অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ঐ জল ছাঁকিয়া সেবন করিতে হয়।

দগ্ধ বা পরিপক্ক বিল্বের শাস চিনির পানার সহিত সেবন করিলে অতিসার নিবারিত হয়।

আটমাষা বেলশুঁঠ পেষণ পূর্ব্বক একপোয়া ছাগদুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিবে। পরে চিনি, মোচরস ও ইন্দ্রযব এই তিন দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট চারি মাষা করত সেই দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে রক্তাতীসার বিনাশ পায়।

আম, জাম ও আমলকী পাতার রস দুই তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তাতীসার দূরীভূত হইয়া থাকে।

লোধ, বালা, বেলশুঁঠ, বেণামূল, বরাক্রান্তা, ধনিয়া, মুথা, শুণ্ঠী ও ধাইফুল এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুইতোলা করিবে। পরে বত্রিশ তোলা জলে উহা সিদ্ধ করিয়া আটতোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই জল সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার অতীসার শান্তি হয়।

কুড়িচী মুথা ছেঁচিয়া দেড় পোয়া জল ও অর্দ্ধপোয়া ছাগদুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল সেবন করিলে আমাতীসার প্রশান্ত হয়।

অর্দ্ধতোলা কাঁটা নটে পেষণ পূর্ব্বক তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার দূরীভূত হইয়া থাকে। বয়ঃক্রম বিবেচনায় সিকি মাত্রা কাঁটানটে গ্রহণ করিতে হয়।

শুণ্ঠী, মুথা, ধনিয়া, বেলশুঁঠ, বালা ও আতিস এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। উহা বত্রিশ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া আট তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। এই ক্বাথ সেবন করিলে আমাতীসার ও তৎসহ যন্ত্রণা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধনিয়া, যব ও পল্‌তা এই তিন দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করত সেবন করিলে অতীসার ও বমন নিবারিত হয়।

ইন্দ্রযবের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে পিত্তাতীসার দূরীভূত হইয়া থাকে।

মুথা, কুটজের ছাল,হরিদ্রা ও আতিস এই কয়েক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ইহার ক্বাথ প্রস্তুত করত সেবন করিলে রক্তাতীসার বিনাশ পায়।

কিঞ্চিৎ সদ্যোজাত দধির সহিত অর্দ্ধ তোলা জয়িত্রি পেষণ করিয়া একটী কাঁচা দাড়িম্বের রসের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অতীসার প্রশান্ত হয়।

বাব্‌লা গাছের কুঁড়ি এক সিকি পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক সেবন করিলে রক্তাতীসার বিনাশ পাইয়া থাকে।

কচি বিল্ব দগ্ধ করিয়া তাহার শস্য দুইতোলা ও দুইতোলা ইক্ষুগুড় এই উভয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আমাশয় প্রশান্ত হইয়া থাকে।

শুণ্ঠী, আকনাদি, হরীতকী ও ইন্দ্রযব এই কয়েক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া কাথ প্রস্তুত করত সেবন করিলে আমাতীসার ধ্বংস হইয়া যায়।

আম্রের অস্থি, বেলশুঁঠ, দাড়িম্বের খোসা, কুটজ ছাল, মুথা এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে রক্তাতীসার দূরীভূত হয়।

দুইতোলা পরিমাণে গান্ধাইলের পাতার রস সেবন করিলে আমাশয় বিনাশ পায়।

মোচরস, মুথা, শুণ্ঠী, আকনাদিমূল, ধাইপুষ্প এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করত লেহন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতীসারের নিবৃত্তি হয়।

অগ্নিমান্দ্যচিকিৎসা।

ছয় মাষা হরীতকী, ছয় মাষা শুঁঠ, ও ছয় মাষা চিনি এই তিন দ্রব্য একত্র পেষণ করতঃ সেবন করিলে কফজনিত মন্দাগ্নি বিনাশ পাইয়া থাকে।

দুইতোলা শঙ্খভস্ম লেবুর রসে ভিজাইয়া প্রত্যহ চারি রতি প্রমাণ সেবন করিবে। প্রভাতে ও বৈকালে দুইবার সেবন করিতে হয়। শীতল জল ইহার অনুপান।

একতোলা যমানী ও একতোলা শুণ্ঠী চূর্ণ করত এক পোয়া উষ্ণ জলে পাঁচ দণ্ড পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিবে। পরে সেই জল সেবন করিলে মন্দাগ্নি, অজীর্ণ ও উদরস্ফীতি আরোগ্য হয়।

তিন রতি হিঙ্গ, এক আনা যমানী ও দুই আনা লবঙ্গ এই তিন দ্রব্য

একত্র পেষণ করত বিট্ লবণের সহিত সেবন করিলে মন্দাগ্নি ও অজীর্ণ বিদুরিত হয়।

যব ও যবক্ষারচূর্ণ বেলের সহিত মিশ্রিত করত খোলায় গরম করিয়া স্বেদ প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও সিদ্ধি এই তিন দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। সন্ধ্যাকালে চারি আনা পরিমাণে উহা সেবন করিলে মন্দাগ্নি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শীতল জল ইহার অনুপান।

সিকি পরিমিত যমানীর সহিত দুই আনা সৈন্ধব সেবন করিলে অনেক উপকার দর্শে।

পুদীনা, বিট্লবণ, হরীতকী, চিতামূল, সোহাগার খৈ, ত্রিকটু, যমানী, ছোটএলাইচ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রতিদিন ইহার দশরতি সেবন করিলে মন্দাগ্নি রোগে বিশেষ উপকার হয়। শীতল জল ইহার অনুপান।

পিপ্পলী ও হরীতকীর ক্বাথ প্রস্তুত করত তাহার সহিত অর্দ্ধতোলা সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মন্দাগ্নি বিনাশ পাইয়া থাকে।

পিপ্পলি, হরীতকী, চিতামূল ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া গরম জলের সহিত সেবন করিলে মন্দাগ্নি বিনাশ পায়।

পিপ্পলী ও হরীতকী কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে মন্দাগ্নি বিদুরিত হয়, অজীর্ণ বিনাশ পায় এবং ধূম উদ্গার হইলে তাহাও দূরীভূত হইয়া থাকে।

এই রোগে সমাগ্নির রক্ষা করিতে হয়, বিষমাগ্নি হইলে বায়ুদমন করিবে, তীক্ষ্ণাগ্নির পিত্ত শান্তি করা বিধেয় এবং মন্দাগ্নিতে কফ শোধন করিতে হয়।

সৈন্ধব, হরীতকী, পিপ্পলী, মুথা, চিতামুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত চূর্ণ করিয়া চারিমাষা পরিমিত গরম জলের সহিত সেবন করিলে মন্দাগ্নি দূরীভূত হইয়া থাকে।

অজীর্ণচিকিৎসা।

শুণ্ঠী ও ধনিয়া এই দুই দ্রব্যের ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে আমাজীর্ণ বিনাশ পাইয়া থাকে।

শীতল জল পান দ্বারা বিদগ্ধাজীর্ণে বিশেষ উপকার দর্শে।

দুই আনা সোহাগার খৈচূর্ণ, এক আনা পাপড়ি খয়ের চূর্ণ, ও দুই আনা চা খড়ি চূর্ণ, এই কয় দ্রব্য একত্র করিয়া আতপতণ্ডুলের জলের সহিত চারি রতি পরিমাণে সেবন করিলে অজীর্ণ রোগ প্রশান্ত হয়।

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, হিং, সৈন্ধব ও মরীচ এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করত উদরে লেপ প্রদান করিয়া নিদ্রিত হইলে যাবতীয় অজীর্ণ বিনাশ পায়।

প্রত্যহ প্রাতে চুণের জল সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুখ ধৌত না করিয়া অগ্রে বাসি জল পান করিলে অজীর্ণ রোগ নিবারিত হয়।

বিট্‌লবণ দুইআনা ও জাতিস্ব হরীতকী চূর্ণ দুই আনা এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ প্রশান্ত হয়।

একতোলা শুণ্ঠী ও একতোলা ধনিয়া অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঐ জল সেবন দ্বারা অজীর্ণ রোগ বিনাশ পায়।

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, প্রভাতে স্নান পূর্ব্বক নিদ্রিত হইলে অজীর্ণ রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

শুল্‌ফা, হরীতকী, সৈন্ধব, হিং, দেবদারু ও কুড় এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে পেষণ করিয়া পেটের উপর প্রলেপ দিবে। যদি অজীর্ণরোগে পেট ফাঁপিয়া থাকে এবং বেদনা থাকে, তাহা হইলে ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

দুই আনা সৈন্ধব এবং লবঙ্গ, যমানী, কর্পূর, ও জীরা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক আনা পরিমাণে লইয়া একত্র করত প্রত্যহ প্রভাতে সেবন করিবে।

যবক্ষার, ত্রিফলা, ছোট এলাইচ, সৈন্ধব, পুদিনা, বিট্ লবণ, মৌরী, ত্রিকটু, সোহাগারখৈ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করত কাগজী লেবুর রসে ভিজাইয়া রাখিবে। এক রতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। শীতল জল ইহার অনুপান।

ক্রমিচিকিৎসা।

দুই তোলা বিড়ঙ্গচূর্ণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্রমিরোগ নষ্ট হয়।

একতোলা মুথার রস সেবন করিলে ক্রিমি রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

শাঞ্চে শাকের রস দুই তোলা পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি রোগ ধ্বংস হয়।

চারিআনা পরিমিত মধুর সহিত পালিতা মাদারের পত্ররস একতোলা মিশ্রিত করত সেবন করিবে।

প্রত্যহ প্রভাতে পলাশবীজ চারি আনা লইয়া ঘোলের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক সেবন করিলে ক্রিমি রোগ বিনাশ পায়।

খর্জ্জূর পত্রের রসের সহিত কিঞ্চিৎ লবণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে ক্রিমিরোগ ধ্বংস হয়।

টাট্কা পলাশবীজ মধুসহ পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে ক্রমিরোগে উপকার দর্শে।

নারিকেলের জল মধুর সহিত সেবন করিলে ক্রমি বিনাশ পায়।

আনারসের পাতার রস প্রত্যহ অর্দ্ধছটাক হিসাবে তিনদিন সেবন করিলে ক্রমি ধ্বংস হইয়া থাকে।

চারিতোলা লেবুর রস ও চারিতোলা খর্জ্জুরপত্রের রস একত্র করিয়া সেবন করিলে ক্রমি বিনাশ পায়।

তেঁতুল পাতার ক্বাথ ক্রিমিরোগে বিশেষ উপকারী।

এক ছটাক চুণের জল ও এক ছটাক বাসি হুকার [illegible] করিয়া সেবন করিলে ক্রমি ধ্বংস পায়।

দুই তোলা কাঁচা গুপারি পেষণ করত একপল পরিমিত লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে।

শুঁঠ, বেলশুঁঠ, বালা, শ্বেত অপরাজিতা মূল, ঝিনুকভস্ম, অর্জ্জুন ছাল, অর্জ্জুনফুল, বিড়ঙ্গ, ধুনা, গুগ্‌গুল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করত একত্র চূর্ণ করিবে। উষ্ণ জলের সহিত ইহার চারি মাষা প্রত্যহ সেবন করিলে ক্রমিরোগ বিনাশ পায়।

এক রতি গোময় ও দুই রতি ইক্ষুগুড় একত্র করিয়া বড়ী প্রস্তুত করিবে। যখন ক্রমিজনিত বেদনা উপস্থিত হইবে, তখন জল দ্বারা উহা সেবন করিতে হয়।

অর্দ্ধতোলা পলাশ বীজের রস কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্রমিরোগ বিনাশ পায়।

খর্জুরপত্রের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। তৎপরদিন সেই ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্রমিরোগ বিদূরিত হয়।

এক সিকি বিড়ঙ্গের শাঁস এবং অর্দ্ধতোলা দাড়িম্ব গাছের মূলের ছাল এই দুই দ্রব্য জল দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে পেষণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে কোষ্ঠস্থ ক্রমি ধ্বংস পায়।

এক ছটাক পরিমাণে ভাটপাতার রস প্রত্যহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

একতোলা চুণের জলের সহিত একতোলা আনারসের পাতার রস সেবন করিলে যাবতীয় ক্রমি বিনাশ পায়।

এক আনা পরিমিত বিড়ঙ্গের শাঁসচূর্ণ ও কিঞ্চিৎ মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্রিমি বিনাশ পাইয়া থাকে।

দুইতোলা আস্‌সেওড়ার পাতার রস সেবন করিলে ক্রিমি বিনাশ পায়।

একতোলা শাঞ্চেশাকের রস, একতোলা কেউয়ের রস এবং [illegible]তোলা মধু এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে [illegible]বিনাশ পাইয়া থাকে।

[illegible]লে যে শসা জন্মে সেই শসার গাছের পাতার রস [illegible] এক ছটাক এরণ্ড তৈল ও এক ছটাক নারিকেল দুগ্ধ

এই কয়েক দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে কৃমিজনিত বেদনা বিনাশ পায় এবং মলের সহিত কৃমি নির্গত হইয়া থাকে।

একপল তক্রের সহিত দুইতোলা তিতলাউবীজচূর্ণ পেষণ করত সেবন করিলে কৃমি বিনাশ পায়।

দুইতোলা বচ, দুইতোলা বিড়ঙ্গ ও দুইতোলা নিম্বছাল একত্র করত জলে সিদ্ধ করিবে। সেই জল শরীরে মার্জ্জনা করিলে কৃমি বিনাশ পাইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে খোরাসানি যমানীর সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব সেবন করিলে ক্রিমিরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

গরম জলের সহিত উচ্চে পাতার রস সেবন করিলে ক্রিমি বিনাশ পায়।

প্রত্যহ সোমরাজের বীজ অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত সেবন করিলে তিনদিনের মধ্যে ক্রিমি বিনাশ পাইয়া থাকে।

অর্দ্ধসের জলের সহিত দুই তোলা দাড়িম্ব মূলের ছাল সিদ্ধ করত আদপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। সেই জল প্রত্যহ তিনবারে সেবন করিতে হয়। তিনদিন মধ্যে ক্রিমিরোগ প্রশান্ত হয়।

শীতল জলের সহিত চারি আনা পরিমিত যমানীচূর্ণ সেবন করিলে কৃমি সকল ধ্বংস হইয়া থাকে।

যবক্ষার, হরীতকী, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ ও গুগুারোচনী এই সকল দ্রব্য তক্রের সহিত পেষণ করত সেবন করিলে কৃমিরোগ বিনাশ পায়।

পলাশবীজ, যমানী, বনযমানী, ত্রিফলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত যত হইবে, তাহার অর্দ্ধেক বিড়ঙ্গবীজ গ্রহণ করিবে। এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া গরম জলের সহিত সেবন করিলে কৃমি বিনাশ পায়।

পাণ্ডু ও কামলা চিকিৎসা।

রাত্রিকালে মেথিপাতা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহার পর দিবস প্রভাতে অর্দ্ধতোলা পরিমিত ইক্ষুগুড়ের সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে পাণ্ডু ও কামলারোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চারি আনা তেউড়ীচূর্ণ ও অর্দ্ধতোলা চিনি এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া প্রাতঃকালে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে তিনবার বা চারিবার ভেদ হইয়া পাণ্ডু ও কামলা রোগ বিনাশ পায়।

ঘোষাফল চূর্ণ করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কিঞ্চিৎ মধুর সহিত দুই আনা পরিমিত দারুহরিদ্রাচূর্ণ সেবন করিলে কামলা ও পাণ্ডু ধ্বংস হইয়া থাকে।

কাঁকরোল শিকড়ের রস বাহির করিয়া সেই রস দ্বারা নস্যগ্রহণ করিলে পাণ্ডু ও কামলা বিনাশ পায়।

ত্রিকটু, কৃষ্ণতিল ও লৌহভস্ম এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে গ্রহণ করিয়া যত হইবে, তত পরিমাণ স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ গ্রহণ করিবে। পরে সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মধু সহযোগে মর্দ্দন পূর্ব্বক মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক দ্বারা নিঃসংশয় কামলা ও পাণ্ডু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বয়ঃক্রম ও রোগের অবস্থাদি বিবেচনায় দুই আনা বা চারি আনা পরিমাণে এই মোদক সেবন করাই বিধেয়।

দ্রোণপুষ্পের রস বাহির করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে চারি আনা চিনির সহিত দুই আনা তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পাণ্ডু ও কামলা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রোগীর বয়ঃক্রম অল্প হইলে এক আনা তেউড়ীচূর্ণ ও দুই আনা চিনি গ্রহণ করিবে।

হরীতকী ও গুড় এই দুই দ্রব্য প্রত্যহ সেবন করিলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

চিনি, আমলা, ত্রিকটু, ঘৃত, লৌহচূর্ণ, মধু ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া সেবন করিলে পাণ্ডু ও কামলা বিনাশ পায়। সেবনের পরিমাণ অর্দ্ধতোলা।

প্রথমতঃ অনন্ত মূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত তিন রতি নিশাদল মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ উহা সেবন করিলে অচিরকাল মধ্যেই পাণ্ডু ও কামলা বিনাশ পায়।

ত্রিফলার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহা মধুর সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

নিম্বছাল, দারু হরিদ্রা, ত্রিফলা ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্যের রস বাহির করিয়া প্রত্যহ প্রভাতে সেবন করিলে পাণ্ডু ও কামলা রোগ দূরীভূত হয়।

দুই রতি বা তিন রতি উত্তম মণ্ডূরচূর্ণ প্রত্যহ সেবন করিলে কামলা রোগ ধ্বংস হয়। একতোলা শ্বেত পুনর্নবার রস ইহার অনুপান।

অর্দ্ধতোলা মধু ও দুইতোলা গুলঞ্চরস এই উভয় দ্রব্য একত্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

গোরক্ষ চাকুলিয়া ও তেউড়ীর শিকড়ের চূর্ণ এই দুই দ্রব্য চিনির সহিত একত্রিত করিয়া সেবন করিলে আশু ফল দর্শিয়া থাকে।

ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, দারু হরিদ্রার ছাল ও লৌহভস্ম এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। পরে ঐ সকল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অচিরে পাণ্ডু ও কামলা বিনাশ পায়। সেবনের পরিমাণ বয়ঃক্রম বিবেচনায় দুই আনা বা চারি আনা; অনুপান মধু।

গিরিমাটী, হরিদ্রা ও আমলা এই তিন দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে। শীতল জলের সহিত উহা সেবন করিলে পাণ্ডু ও কামলা রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। সেবনের মাত্রা অর্দ্ধতোলা।

দারু হরিদ্রার চূর্ণ ও শ্বেত চন্দন সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে! দুই আনা অথবা চারি আনা মাত্রা ঔষধের পরিমাণ জানিবে।

আমলা, হরিদ্রা ও গিরিমাটী এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করত নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

সাধারণতঃ বাতিক পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধ ক্রিয়া, পিত্তজনিত রোগে শীতল ক্রিয়া, কফজনিত রোগে উষ্ণ ও রুক্ষক্রিয়া এবং মিশ্র পাণ্ডু রোগে মিশ্রিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

হিক্কা ও বমন চিকিৎসা।

কিঞ্চিৎ মধুর সহিত এক আনা পরিমিত ময়ূরপুচ্ছভস্ম সেবন করিলে হিক্কা ও বমন রোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

চারি আনা চিনি, দুইতোলা চাঁপা কলার, গাছের শিকড়ের রস এবং ছয় রতি মরীচচূর্ণ এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কিঞ্চিৎ মধুর সহিত কলা গাছের শিকড়ের রস একতোলা সেবন করিলে আশু হিক্কা প্রশমিত হইয়া থাকে।

রক্তচন্দনের সহিত স্তনদুগ্ধ অথবা আলতার জল মিশাইয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে আশু ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বহেড়া ফল চূর্ণ করিয়া চারি আনা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া তাহা লেহন করিলে হিক্কারোগ প্রশমিত হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা শ্বাস রোগেও বিশেষ উপকার হয়।

খেজুরের মাতি সিকি মাত্রা গ্রহণ পূর্ব্বক পেষণ করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে যে কোনরূপ হিক্কা বা বমন হউক না কেন, আরোগ্য হইবে।

কুলের বীজের শাঁস এবং খৈচূর্ণ এই দুই দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিলাইয়া লেহন করিলে হিক্কা প্রশান্ত হয়।

কেশিয়ার শিকড় চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করত লেহন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

পেটের উপর তৈল মাখাইয়া উষ্ণ স্বেদ প্রদান করিলে হিক্কা বিনাশ পাইয়া থাকে।

চিনি, আমলাচূর্ণ, শুণ্ঠীচূর্ণ ও পিপ্পলীচূর্ণ এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুসহযোগে লেহন করিলে হিক্কা প্রশমিত হইয়া থাকে।

একতোলা পটলের রসের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বমন নিবারণ হইয়া থাকে।

স্তনদুগ্ধের সহিত মক্ষিকার বিষ্ঠা মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

একতোলা শুণ্ঠী, অর্দ্ধপোয়া ছাগীদুগ্ধ এবং অর্দ্ধপোয়া জল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। ইহা সেবন করিলে হিক্কা রোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

আলতার জল দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কারোগে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

স্বর্ণ গিরিমাটী ও কট্‌কী এই দুই দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক মধুর সহিত লেহন করিলে হিক্কা দূরীভূত হইয়া থাকে।

একতোলা টাবালেবুর রস, দুই আনা সচল লবণ এবং অর্দ্ধতোলা মধু এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কা দূরীভূত হইয়া থাকে।

তামাকপাতা যেরূপে কোটে, সেইরূপে হরিদ্রার পাতা কুটিয়া তাহার ধূম পান করিলে অতি দুস্তর হিক্কাও দূরীভূত হয়।

দুইতোলা পরিমিত ইন্দ্রযবচূর্ণ লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করত লেহন করিলে যে কোনরূপ হিক্কা হউক্ না কেন আরোগ্য হইবে। ইহা দ্বারা শ্বাসরোগেও বিশেষ উপকার দর্শে।

মুড়ি ভিজান জল সেবনে এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

বৈঁথ, কুলের বীজের শাঁস এবং রসাঞ্জন এই কয় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করত লেহন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

দুই আনা পিপ্পলীচূর্ণ ও এক আনা ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করত লেহন করিলে হিক্কা রোগ প্রশান্ত হয়। দুস্তর শ্বাসরোগেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

তালশাঁসের জল পান করিলে অচিরে দুস্তর হিক্কা প্রশান্ত হইয়া থাকে।

গোলমরীচচূর্ণ কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশ্রিত করত বারম্বার মুখে দিলে যে কোনরূপ হিক্কাই হউক্ না কেন, দূরীভূত হয়।

একতোলা আনারসের পাতার রস কিঞ্চিৎ শর্করার সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কারোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

এক ছটাক গব্য দুগ্ধ ও এক ছটাক ডাবের জল একত্র করিয়া সেবন করিলে হিক্কা প্রশান্ত হইয়া থাকে।

শ্বেত চন্দন কল্ক দুই আনা, দুই তোলা আমলকী রস ও কিঞ্চিৎ মধু এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে বমন ও হিক্কা নিবারিত হইয়া থাকে।

বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, কুড়, কিশ্মিশ্, আমলা ও কুলের বীজের শাঁস এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ মধু ও কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে হিক্কা দূরীভূত হইয়া থাকে।

যেরূপে তামাক সেবন করে, সেই রূপে কলিকায় মাষকলায় সাজিয়া তাহার ধূমপান করিলে হিক্কা রোগ প্রশান্ত হয়।

পিপ্পলীচূর্ণ ও খেজুরের মাখি এই দুই দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে হিক্কা দূরীভূত হইয়া থাকে।

চারি আনা পিপ্পলীচূর্ণ, দুই আনা ময়ূরপুচ্ছ ভস্ম ও চারি আনা মধু এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া লেহন করিলে হিক্কা প্রশান্ত হয়।

এক আনা পরিমাণে শসাবীজের শাঁস লইয়া তাহা পেষণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কা ও বমন রোগ নিবারিত হয়।

প্রথমতঃ একটী নারিকেলের মালা আগুণে পোড়াইবে। পরে সেই মালাটী ধীরে ধীরে তুলিয়া শীতল জলের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে সেই জল ছাঁকিয়া মালাটী ফেলিয়া দিবে। এক তোলা মধুর সহিত সেই জল পান করিবে। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া পাঁচ সাতবারে পান করিতে হয়। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার হিক্কা প্রশান্ত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধতোলা শ্বেত সর্ষপ পেষণ পূর্ব্বক অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিতে হয়; অনুমান অর্দ্ধ ঘণ্টা অল্প অল্প অগ্নিসন্তাপে গরম করিবে। পরে সেই জল বস্ত্রে ছাঁকিয়া পান করিলে দুস্তর হিক্কা দূরীভূত হইয়া থাকে। অর্দ্ধ ছটাক হিসাবে প্রতিদিন তিনবার বা চারিবার পান করিতে হয়।

দোমালা নারিকেলের মালা ছাগীদুগ্ধের সহিত ঘর্ষণ করত তাহার এক তোলা গ্রহণ করিবে এবং তাহার সহিত দুই রতি রসমাণিক ও

চারি আনা চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কা রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

মরীচ, কুড় ও যবক্ষার এই তিন দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গরম জলের সহিত সেবন করিলে দুস্তর হিক্কা রোগ প্রশান্ত হয়।

কিঞ্চিৎ চিনির সহিত দুই মাষা পরিমিত বড় এলাইচের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কা রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

শুণ্ঠী ও হরীতকী এই দুই দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করত গরম জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে হিক্কা রোগে বিশেষ উপকার হয়।

কিঞ্চিৎ সৈন্ধবের সহিত দুইতোলা পরিমাণে আনারসের রস সেবন করিলে হিক্কা দূরীভূত হয়। বয়ঃক্রম ও রোগের প্রাবল্য বিবেচনায় তিন বা চারি তোলা রস গ্রহণ করিবে।

এক পাতা আস্তার জলের সহিত অর্দ্ধতোলা চিনি ও একছটাক দাড়িম্বরস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কা রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

পুরাতন গুড়ের সহিত পিপ্পলীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কা রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

শূল ও পরিণামশূল চিকিৎসা।

লঙ্ঘন, বমন, স্বেদক্রিয়া এই সকল শূলরোগীর পক্ষে উপকারী, বিশেষতঃ বায়ুপ্রধান শূলে উগ্রক্রিয়া করিতে হয়।

তেঁতুলের ছালের ক্ষার ও আপাঙ্গের ক্ষার এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া জল দিয়া সেবন করিলে শূলরোগে উপকার দর্শে।

শামুকের খোলা ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম বয়ঃক্রম ও অবস্থাদি বিবেচনায় বার হইতে চব্বিশ রতি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিবে। গরম জলের সহিত সেই ভস্ম সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ইন্দ্রযবের ক্বাথ প্রস্তুত করত সেই ক্বাথের সহিত দুই রতি বা তিন রতি হিং ও দুই রতি বা তিন রতি সৌবর্চ্চল লবণ মিশাইয়া সেবন করিলে আমশূল দূরীভূত হয়।

সুখাদ্য পশুর বা পক্ষীর মাংসের যূষ সেবন দ্বারা শূল রোগীর বিশেষ উপকার দর্শে; কিন্তু কোন কোন চিকিৎসক উহা অহিতকর বলিয়া থাকেন।

যে সকল ঔষধ দ্বারা অগ্নিবৃদ্ধি হয়, আমদোষ নষ্ট করে এবং শরীরে বলাধান হয়, সেই সকল ঔষধ সেবন দ্বারা আমশূল নিবারিত হইয়া থাকে।

প্রত্যহ দুইতোলা শতমূলীর রস সেবন করিলে পিত্তজনিত শূলরোগ দূরীভূত হয় এবং তজ্জনিত দাহও বিনাশ পাইয়া থাকে।

যদি শূলরোগী অত্যন্ত কৃশ হইয়া যায় এবং অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যবচূর্ণের পালো শীতল করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ পূর্ব্বক সেবন করিবে।

চারি মাষা মধুর সহিত চারি তোলা শতমূলীর রস সেবন করিলে শূলবেদনা প্রশান্ত হইয়া থাকে।

শূলরোগে বমন ও বিরেচন করান আবশ্যক বোধ হইলে তিক্ত ও মধুর দ্রব্য দ্বারা বমনাদি করাইতে হয়।

হিঙ্গ ও সৌবর্চ্চল লবণ এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূলরোগে উপকার দর্শে।

শুণ্ঠী, সৈন্ধব, যমানী ও হরীতকী এই চারি দ্রব্য তুল্যপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ সেই চূর্ণ দুই আনা বা চারি আনা পরিমাণে সেবন করিলে অচিরে শূলরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

শুণ্ঠী, চৈ, পিপ্পলী ও পিপ্পলীমূল এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করত তাহার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক পরিণামশূল বিদূরিত হয়।

তিলের পুটলী গরম করিয়া তাহা পেটের উপর চালনা করিলে বাতিক শূল প্রশান্ত হয়।

গোক্ষুর, যষ্টিমধু, কুশমূল, শতমূলী ও বেড়েলা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। পরে অর্দ্ধসের জলে ঐ সকল দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে উত্তোলন পূর্ব্বক তাহা সেবন করিলে শূলরোগ দূরীভূত হয়।

রসুনের রস দুই তোলার সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সেবন করিলে কফজনিত শূলরোগ প্রশান্ত হয়। প্রভাতে সেবন করাই বিধি।

হরিণের শৃঙ্গ অন্তর্ধূমে ভস্ম করিতে হয়। সেই ভস্ম তিন রতি লইয়া গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করত লেহন করিলে হৃদ্‌শূল আরোগ্য হইয়া থাকে।

যমানী, সৈন্ধব, হরীতকী ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে চল্লিশ রতি পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া চারি পল জলে সিদ্ধ করত একপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। চল্লিশ রতি মধু প্রক্ষেপ দিয়া উহা সেবন করিলে শূলরোগ প্রশান্ত হয়।

চারি রতি মরীচ, চারি রতি শুণ্ঠী, চারি রতি পিপ্পলী, চারি রতি সৈন্ধব, বার রতি শঙ্খ ভস্ম এবং দুই রতি হিঙ্গ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে ত্রিদোষজনিত শূলরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

মণ্ডূর, ঘৃত ও ত্রিফলা এই তিন দ্রব্য মধুর সহিত মিশাইয়া লেহন করিলে শূলরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

কুড়চূর্ণ সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে শূলরোগ বিদূরিত হয়।

হরীতকী, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, বহেড়া, শতমূলী ও মরীচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মোট দুই তোলা করিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করত অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। উহা সেবন করিলে পৈত্তিক পরিণাম শূল বিদূরিত হয়।

শুণ্ঠী একতোলা, গুড় দুইতোলা ও ত্রিশতোলা তিল এই সকল দ্রব্য একত্রে দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া সেবন করিলে পরিণামশূল আরোগ্য হইয়া থাকে।

ছোলঙ্গ লেবুর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত দুই আনা সৌবর্চ্চল লবণ ও কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সেবন করিলে পার্শ্বশূল, হৃদশূল ও বস্তিশূল বিনাশ পাইয়া থাকে।

তিলভস্ম, শুণ্ঠী, যষ্টিমধু, হরীতকী, বহেড়া, সৈন্ধব, আমলকী ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত ও কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করত লেহন করিলে শূলরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে, কিন্তু এই ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ পান করা বিধেয়।

লৌহচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ ও স্বর্ণমাক্ষিকভস্ম এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শূলের নিবৃত্তি হয়।

চল্লিশ রতি শামুক ভস্ম অর্দ্ধপোয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে পরিণামশূলজনিত বেদনা নিবারিত হয়।

এক তোলা শুণ্ঠী, একতোলা এরণ্ডের শিকড়, এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করত আঁটতোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া দুই রতি হিঙ্গ ও দ্বাদশ রতি সচল লবণ উহার সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে বাতিক শূল বিনাশ পায়।

শতমূলীর রস মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রভাতকালে সেবন করিলে পৈত্তিক শূল বিনাশ পায়।

শুণ্ঠী পিপ্পলী, পিপ্পলীর শিকড়, চিতার শিকড়, চৈ এবং তিন প্রকার লবণ অর্থাৎ সৈন্ধব বিট্ ও সচল লবণ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের সূক্ষ্ম চূর্ণ এক আনা পরিমাণে গ্রহণ করত গরম জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই শূল রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

কিঞ্চিৎ সৌবর্চ্চল লবণ, লবণের দ্বিগুণ তিন্তিড়ীক্ষার, তিন্তিড়ীক্ষারের দ্বিগুণ জীরা এবং জীরার দ্বিগুণ মরীচ এই সকল দ্রব্য গ্রহণ করত টাবা লেবুর রসে মর্দ্দন করত চারি রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া সেবন করিলে শীঘ্রই শূলরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

তৃষ্ণা চিকিৎসা।

বরফ মুখে রাখিলে তৃষ্ণারোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

অল্প পরিমাণে বার বার কাঁজি সেবন করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

বমন করাইলে তৃষ্ণারোগের শান্তি হয়, কিন্তু ক্ষয়জ তৃষ্ণায় নহে।

যষ্টিমধু ও কিশ্‌মিশ এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে তৃষ্ণা বিনাশ পাইয়া থাকে।

মউরির পুটলী করিয়া তাহা পরিষ্কৃত জলে ভিজাইয়া সেই পুটলী পুনঃ পুনঃ চুষিলে তৃষ্ণা বিনাশ পায়।

শুঠী, কিম্বা মিস, যষ্টিমধু, খই, অনন্তমূল ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া সেই মণ্ড সেবন করিলে তৃষ্ণারোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত শীতল জলে গোটাকত মউরি ভিজাইয়া রাখিবে, সেইজল একটু একটু পান করিলে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়।

গুলঞ্চের রস করিয়া সেই রস একতোলা পরিমাণে সেবন করিলে তৃষ্ণা বিনাশ পায়।

সুপক্ক ডুম্বুরের রস একতোলা সেবন করিলে তৃষ্ণারোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

কতকগুলি কাবাবচিনি পরিষ্কৃত জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল বারম্বার পান করিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

আমের কচি পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করত সেবন করিলে তৃষ্ণা রোগের উপশম হইয়া থাকে, বমন রোগেও উহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

গাম্ভারীর ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেই ক্বাথের সহিত কিঞ্চিৎ শর্করা মিশ্রিত করত সেবন করিলে তৃষ্ণারোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

জামের কচি পাতা পরিষ্কৃত জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলের সহিত মধু মিশ্রিত করত সেবন করিলে তৃষ্ণা রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে, ইহা-দ্বারা বমন রোগেও বিশেষ উপকার হয়।

দাদখানি চালের ভাত রান্ধিয়া সেই ভাতের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করত সেবন করিলে তৃষ্ণা ধ্বংস হইয়া থাকে।

শসার আঁতি অর্থাৎ যাহাকে বুকা কহে, তাহার জল নির্গত করিয়া সেই জল কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বার বার পান করিলে তৃষ্ণা রোগ বিনাশ পায়।

যষ্টিমধু, বটের ঝুরি, লোধ্র কার্ষ্ঠ, চিনি, দাড়িম্ব ও মধু এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে তৃষ্ণা বিনাশ পায়। ইহা দ্বারা বমন রোগেও বিশেষ উপকার হয়।

দধির সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে তৃষ্ণা রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

মউয়ার মদ, গুড়ের জল, মধু, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, সীধু এবং অন্যান্য অম্ল দ্রব্যের রস দ্বারা গণ্ডূষ গ্রহণ করিলে তৃষ্ণা বিনাশ পায়। তালুশোষে ইহা বিশেষ উপকারী।

যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদের দেহ রুক্ষ, তাহাদের তৃষ্ণা রোগ হইলে দুগ্ধ ও মধুর রস সেবন করাইবে, ছাগমাংসের শীতল যূষ তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

খুব টক আমানী দ্বারা কুলকুচা করিলে তৃষ্ণা রোগে আশু উপকার দর্শে।

নিমপাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জল গরম থাকিতে থাকিতে সেবন করিলে কফজ তৃষ্ণা নিবারিত হয় এবং ইহা দ্বারা মৈথুন জনিত তৃষ্ণা প্রশমিত হইয়া থাকে।

শীতল জলের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বমন হইয়া তৃষ্ণা নিবারণ হয়, কিন্তু আকণ্ঠ পরিমাণে পান করা বিধেয়।

ডাবের জল এবং তালশাঁসের জল তৃষ্ণা নিবারক।

রাত্রিকালে এক সের উষ্ণজলে আদ পোয়া চৈ ভিজাইয়া রাখিবে। প্রভাতে সেই জল ছাঁকিয়া তাহার সহিত চারি মাষা চিনি, চারিমাষা গুড়, চারি মাষা মধু, এবং চারিমাষা গাম্ভারীফলচূর্ণ মিশ্রিত করত সেবন করিলে তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

নীলোৎপল, মধু, বটের ঝুরি, খই ও কুড় এই সকল দ্রব্য মর্দ্দন পূর্ব্বক সেই চূর্ণ চারি আনা পরিমাণে মুখে রাখিলে তৃষ্ণা বিদূরিত হইয়া থাকে।

পিপ্পলী, পিপ্পলী মূল, বেলশুঁঠ, চই মূল ও অড়হরপাতা এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মোট দুই তোলা করিবে। পরে অর্দ্ধসের জলের সহিত উহা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে তৃষ্ণা বিদুরিত হইয়া থাকে।

ছোট এলাইচের খোসা সিদ্ধ করিয়া সেই জল এক চাম্‌চে বা দুই চাম্‌চে করিয়া পান করিলে তৃষ্ণা বিদুরিত হইয়া থাকে।

খৈয়ের মণ্ডের সহিত মধু ও খাঁড় গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে তৃষ্ণা বিনাশ পায়।

মধু, দাড়িম ও টাবা লেবুর পুষ্পের কেশর এই সকল দ্রব্য একত্রে পেষণ পূর্ব্বক কবল করিলে যে কোনরূপ তৃষ্ণা হউক না কেন, প্রশমিত হইবে।

প্রথমতঃ জল উষ্ণ করিয়া সেই জলের মধ্যে কিঞ্চিৎ চা নিক্ষেপ করিবে। যখন জলেতে চার কস নির্গত হইবে, তখন সেই জলের সহিত কিঞ্চিৎ মধু, চিনি চা মিশ্রি মিশাইয়া সেবন করিলে অচিরে তৃষ্ণা রোগ প্রশান্ত হইয়া যায়।

অম্র পত্র বা জামপাতার রসের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া গণ্ডূষ করিলে তদ্দ্বারা তৃষ্ণা রোগ বিনাশিত হয়।

অরুচি চিকিৎসা।

দারচিনি, মুথা, এলাইচ ও ধনিয়া এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্রে চর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ মুখে রাখিলে অরুচি বিনাশ পাইয়া থাকে।

মরীচ, পুদীনা, পক্ক তেঁতুল ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করত তাহা লেহন করিলে অরুচি বিনাশ পায়।

মুথা, আমলকী ও দারচিনি এই তিন দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে, ঐ চূর্ণ মুখে রাখিলে অরুচি বিনাশ পাইয়া থাকে।

আহার করিবার অগ্রে ঘোলদ্বারা কবল অর্থাৎ কুলকুচা করিয়া তৎপরে আহার করিলে অরুচি বিনাশ পাইয়া থাকে।

দারচিনি, দেবদারু, আমলকী, পিপ্পলী ও চৈ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ মুখে রাখিলে অরুচি রোগ প্রশমিত হয়।

এক পোয়া মিছরি ও অর্দ্ধ সের পক্ক জামের রস এই দুই দ্রব্য জ্বালে চড়াইয়া রস প্রস্তুত করিতে হয়। সেই রসের সহিত এক ছটাক গোলাপ জল মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ঐ জল সেবন করিলে অরুচি মন্দাগ্নি ও অজীর্ণ প্রশমিত হইয়া থাকে।

আহার করিবার পূর্ব্বে জিহ্বাতে জীরা ভাজার চূর্ণ ঘর্ষণ পূর্ব্বক ভক্তের কবল করিয়া পরে আহার করিবে। এইরূপ করিলে অরুচি বিনাশ পায়।

উৎকৃষ্ট গৃহজাত সদ্য ঘোল জীরা ফোড়ন দ্বারা সম্বরণ করিয়া সেবন করিলে অরুচি বিনাশ পাইয়া থাকে।

শসার পাতা কদলীপত্রদ্বারা জড়াইয়া কলার খোলার ছোটা দ্বারা বন্ধন পূর্ব্বক অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। উপরের কদলীপত্র দগ্ধ হইলে অর্থাৎ শসাপাতা না পোড়ে, এইরূপে পোড়াইয়া সেই শসাপাতার সহিত তৈল ও লবণ মিশ্রিত করত ভোজন করিবার পূর্ব্বে দুই গ্রাস বা তিন গ্রাস অন্ন সহ তাহা ভক্ষণ করিবে। এইরূপ করিলে অচিরে অরুচি রোগ পলায়ন করে।

মউরোলা মৎস্যের যূষের সহিত আদার রস বা আমরুলের রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অরুচি বিনাশ পায়।

ছর্দ্দিচিকিৎসা।

ঘর্ষিত শ্বেত চন্দন দুই তোলা, আমলকীর রস চারি তোলা এবং মধু চারি মাষা এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দিরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

মরীচ, কদবেল, জায়ফল ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করত লেহন করিলে ছর্দ্দিরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে।

শ্বেত চন্দন, বেণামূল, বালা, শুঠী ও বাসকের ছাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ তণ্ডুলজল ও মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শুষ্ক অশ্বত্থ বৃক্ষের ছাল পোড়াইয়া তাহা জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে সেই জল পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

দুই তোলা ভাজা মুগ চারি পল জলে সিদ্ধ করিয়া এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঐ জলের সহিত চারি মাষা দারুচিনি ও চারি মাষা খৈচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দিরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

জীরা, ত্রিকটু, হরীতকী ও ধনিয়া এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

গব্য দুগ্ধ ও নারিকেলের জল এই দুই দ্রব্য প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে লইয়া একত্র করত উহা তিনবার বা চারিবার পান করিবে। দুগ্ধ কাঁচা গ্রহণ করিতে হয়।

দুইতোলা হরীতকীচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দিরোগ প্রশান্ত হয়।

মরীচ, শুলঞ্চ, হরীতকী, পিপ্পলী এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধু সহযোগে মাড়িয়া তাহা লেহন করিলে ছর্দ্দি বিনাশ পায়।

দশ তোলা সৈন্ধব এক তোলা গব্য ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আশু উপকার দর্শে।

দুই তোলা ক্ষেতপাপড়া চারি পল জলে সিদ্ধ করিয়া এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঐ জলের সহিত চারি মাষা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দিরোগ বিনাশ পায়। ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেবন করা বিধেয়।

ছয় রতি গিরিমাটী ও ছয় রতি বালাচূর্ণ এই দুই দ্রব্য তণ্ডুলোদকের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আশু ফল দর্শিয়া থাকে।

শীতল জলে দ্বিমুষ্টি পরিমিত মুড়ি ভিজাইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা এক স্থানে স্থাপন করিবে। অনন্তর তাহা ছাঁকিয়া সাতবার বা ছয় বারে সেই জল পান করিলে ছর্দ্দি প্রশমিত হইয়া থাকে।

বচ আড়াই আনা, গদ বচের দ্বিগুণ, যষ্টিমধু গদের দ্বিগুণ, তুলসীর বীজ গদের তিন গুণ এবং একটী রেড়ির ফল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দশ ছটাক জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধেক শুষ্ক হইলে উহা নামাইতে হয়। প্রতিদিন তিন বার অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় ঐ জল সেবন করিলে অচিরে ছর্দ্দি বিনাশ পাইয়া থাকে।

দুইতোলা ক্ষেতপাপড়া চারি পল জলে সিদ্ধ করিয়া এক পল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, ঐ জলের সহিত চারি মাষা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দিরোগ বিনাশ পায়।

অর্দ্ধ পোয়া ভাজা মুগ জলে ফেলিয়া কিয়ৎক্ষণ রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া সেই জলের সহিত চারি আনা খৈ চূর্ণ, চারি আনা চিনি ও চারি আনা মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ছর্দ্দি বিনাশ পাইয়া থাকে।

পিত্ত বা অম্লজন্য ছর্দ্দি জন্মিলে গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও পলতার ক্বাথ প্রস্তুত করত মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলের বীজের শাঁস, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, রক্তচন্দন ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত মধু ও কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করত লেহন করিলে ছর্দ্দি রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

ছর্দ্দিরোগে প্রথমতঃ উপবাস করাই বিধেয়। দোষের প্রাবল্য হইলে প্রথমতঃ শ্লেষ্মা ও পিত্তবিনাশক ঔষধ দ্বারা বিরেচন করাইবে, কিন্তু বায়ুজনিত রোগে বিরেচনাদি উচিত নহে।

অপস্মার চিকিৎসা।

গোমূত্র, রাই সরিষা ও সজিনা এই তিন দ্রব্যের ধূম গ্রহণ করিবে।

প্রতিদিন সরিষার তৈলের সহিত রশুন সেবন করিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হয়।

একতোলা বচচূর্ণের সহিত চল্লিশ রতি মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শতমূলীর রস দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

আট তোলা পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রস, দুই তোলা যষ্টিমধু, দুই তোলা ব্রাহ্মী রস ও দুই তোলা মধু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মীশাকের রস মধুর সহিত সেবন করিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

মধুর সহিত গবচূর্ণ চারি আনা সেবন করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

যখন অপস্মারে মূর্চ্ছা হয়, তখন কাগজের পলিতা করিয়া দগ্ধ করত তাহার ধূমগ্রহণ করিলে অবিলম্বে মূর্চ্ছা বিনাশ পাইয়া থাকে।

চারি সের মূর্চ্ছিত ঘৃত, বায়াত্তর সের কুষ্মাণ্ডরস, কলকার্থ যষ্টিমধু এক সের, এই সমস্ত একত্র করিয়া ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া যখন ঘৃতমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন বয়ঃক্রম ও রোগের অবস্থা বিবেচনায় এক হইতে তিন তোলা পর্য্যন্ত সেবন করিবে।

নিসিন্দার পাতার রসের সহিত আফিং গুলিয়া তদ্দারা নস্য গ্রহণ করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

হৃদ্রোগচিকিৎসা।

হৃদ্রোগে রক্তমোক্ষণ, পুষ্টিকরদ্রব্য ভক্ষণ, নদীজলে স্নান. এই সকল নিষেধ।

ময়দা, অর্জ্জুন গাছের ছালের চূর্ণ, ছাগদুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশাইয়া ভোজন করিলে হৃদ্রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

দশমূলের কাথ প্রস্তুত করত তাহার সহিত সৈন্ধব ও সর্ষপ তৈল মিশ্রিত করাইয়া সেবন করিলে বাতজনিত হৃদ্রোগ অপসারিত হইয়া থাকে।

এক আনা পরিমাণে বিড়ঙ্গ চূর্ণ গোমূত্রের সহিত মিষশইয়া সেবন করিলে হৃদ্রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

মুথা, দারু হরিদ্রা, নাগকেশর, ছোট এলাইচ, ত্রিকটু, যমানী, পিপ্পলীমূল, চিতা, হ্রীবের, ও রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ একত্র করিয়া প্রত্যহ দুই আনা পরিমাণে লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে যে কোনরূপ হৃদ্রোগ হউক না কেন বিনষ্ট হইবে।

অর্জ্জুন গাছের ছালের রস চারি সের এবং গব্য ঘৃত চারি সের এই দুই দ্রব্য পাক করিয়া যখন ঘৃতমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইবে। ঐ ঘৃত প্রত্যহ এক তোলা বা দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে হৃদ্রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

কুষ্ঠ চিকিৎসা।

হরিদ্রা, চিতামূল, ঝুল, মরীচ, বালা, দূর্ব্বা, আকন্দ আঠা, মনসাসিজের আঠা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক খলে মর্দ্দন করিয়া লেপন করিলে সামান্য কুষ্ঠ রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

মৃত কৃষ্ণ সর্পের মস্তক, অন্ত্র ও পুচ্ছ ত্যাগ করত অবশিষ্ট অংশ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করত সেই ভস্ম সোমরাজবীজের তৈলের সহিত মিশাইয়া তদ্দারা মর্দ্দন করিলে গলিত কুষ্ঠ বিনাশ পাইয়া থাকে।

কটুতৈল, তিলফুল, গোমূত্র ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করত লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। চরণ স্ফোটে উহা দ্বারা লেপ প্রদান করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

চারিতোলা সোমরাজবীজ ও এক তোলা হরিতাল এই দুই দ্রব্য গোমূত্র দ্বারা পেষণ করিয়া লেপ প্রদান করিলে ধবল রোগ বিনাশ পায়।

কালকাশন্দার শিকড় কাঞ্জির সহিত পেষণ করত লেপপ্রদান করিলে কিটিম কুষ্ঠ ও দদ্রুকুষ্ঠ দূরীভূত হইয়া থাকে।

চাকুন্দিয়া বীজ, কুড় ও ডহরকরঞ্জা বীজ তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক গোমূত্রে পেষণ করিয়া লেপ প্রদান করিলে কুষ্ঠ রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

এক ভাগ গন্ধক ও একভাগ যবক্ষার এই দুই দ্রব্য গ্রহণ করত কটু তৈলে মর্দ্দন করত লেপ প্রদান করিলে সিদ্ধ কুষ্ঠ বিনাশ পাইয়া থাকে।

বায়ুজনিত কুষ্ঠে ঘৃত সেবন, পৈত্তিক কুষ্ঠে রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন এবং শ্লৈষ্মিক কুষ্ঠে বমন করান বিধেয়।

কুঁচফল ও চিতার শিকড় এই দুই দ্রব্য মর্দ্দন করত তদ্দারা লেপ প্রদান করিলে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

রাই সরিষার তৈল আট পল, কল্কার্থ কৃষ্ণজীরা আট তোলা, সিন্দূর চারি তোলা, এই সকল দ্রব্য চারি সের জলে পাক করিয়া জল শুষ্ক হইলে নামাইবে। এই তৈল মর্দ্দন দ্বারা কুষ্ঠরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

মনঃশিলা ও আপাঙ্গের ক্ষার এই দুই দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া তদ্দারা লেপ প্রদান করিলে কুষ্ঠরোগ পরাজিত হইয়া থাকে।

হাতীর চর্ম্মভস্ম ও চিত ব্যাঘ্রের চর্ম্মভস্ম এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া কটুতৈল সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

কুড়, সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, শ্বেত সর্ষপ ও চাকুন্দিয়া বীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাঁজিতে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে দদ্রু কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

পেদোপোকা বাটিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে কুষ্ঠরোগ পরাজিত হইয়া থাকে।

ষোল সের ভল্লাতক চৌষট্টি সের জলে পাক করিয়া ষোল সের জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। পরে চারি সের ঘৃত, ষোল সের দুগ্ধ ও ষোল সের চিনির সহিত সেই জল পাক করিবে। যখন গুড়ের ন্যায় হইবে, তখন নামাইয়া রাখিবে। এই ঔষধ ৩ তোলা পরিমাণে ভক্ষণ করিলে কুষ্ঠরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে।

সিজের নলের মধ্যে রাই সরিষা পূর্ণ করিবে। পরে সেই নল ঘুঁটের আগুণে পোড়াইয়া সেই ভস্ম সর্ষপ তৈল সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চিকা কুষ্ঠ দূরীভূত হইয়া থাকে।

আকন্দের আঠা, হরিতাল, মনঃশিলা, তৈল, মরীচ এই সকল দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পায়।

যে স্থানে দদ্রু কুষ্ঠ হইয়াছে, প্রথমতঃ সেই স্থান ঘুঁটে দ্বারা উত্তমরূপে চুলকাইবে। পরে সোমরাজের পাতা লবণযোগে চূর্ণ করিয়া সেই স্থানে দিলে অচিরে আরোগ্য লাভ করা যায়।

হরিদ্রা, দূর্ব্বার শিকড়, কাঠবিষ, ঝুল, বরুণত্বক্, চিতার শিকড়, মরীচ ও ভেলা এই সকল বস্তু একত্র করিয়া আকন্দের আঠা ও সিজের নির্য্যাসের সহিত মাড়িয়া লেপপ্রদান করিলে কুষ্ঠরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে

কলাগাছের ক্ষার হরিদ্রার সহিত বাটিয়া লেপ প্রদান করিলেও কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

কুষ্ঠরোগীর গাত্রে প্রথমতঃ তৈল মাখাইয়া পরে করবীরের ছাল গুঁড়া করিয়া সেই গুঁড়া ঘর্ষণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

আইস্ শেওড়ার ছাল জলের সহিত উত্তমরূপে বাটিয়া চন্দনের ন্যায় হইলে তাহা লেপন করিলে ছুলি রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ অল্প অল্প পরিমাণে অভ্যাস করিয়া এক সের পর্য্যন্ত চোনা সেবনে অভ্যাস করিবে। এক সের প্রত্যহ সেবন করিলে দিন কয়েকের মধ্যে কুষ্ঠে বিশেষ উপকার হয়।

সোদালুপাতা কাঞ্জির সহিত বাটিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে সিধ্ম, কিটিম ও দদ্রুকুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

রসাঞ্জন ও ডহর করঞ্জাবীজ তুল্যপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কদবেলের রসে পেষণ করিয়া কুষ্ঠে প্রদান করিলে কুষ্ঠ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

আপাং পাতার রসের সহিত মূলকবীজ পেষণ করত তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে সিধ্ম কুষ্ঠে বিশেষ উপকার দর্শে।

কদলীভস্মের সহিত হরিদ্রা মিশাইয়া প্রলেপ দিলেও সিধ্ম কুষ্ঠ পরাজিত হয়।

মনঃশিলা, তুঁতিয়া, লোধ্র, বিড়ঙ্গ, কুড় ও মরীচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত তৈল মিশাইয়া লেপ প্রদান করিলে কুষ্ঠ রোগ বিনাশ পায়।

পাতি লেবুর রসের সহিত হরিতাল ঘসিয়া রৌদ্রপক্ক করত তাহা দ্বারা লেপ প্রদান করিলে ছলি নামক কুষ্ঠ পরাজিত হয়।

চাকুন্দিয়ার বীজ সিজের আঠায় ভাবনা দিয়া চোনার সহিত মর্দ্দন করত রৌদ্রে তপ্ত করিয়া লেপ প্রদান করিলে কিটিম কুষ্ঠ বিনাশ পাইয়া থাকে।

ফট্‌কিরি, গন্ধক, ধুনা ও সোহাগা এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলযোগে মর্দ্দন করিয়া লেপ দিলে দদ্রুরোগ বিনাশ পায়।

হাতীর মূত্রে হাতীর মলভস্ম বত্রিশ সের এক একবার করিয়া একবিংশতিবার ছাঁকিবে। সেই জলের সহিত ছয় সের এক পোয়া সোমরাজের বীজ মিশ্রিত করত পাক করিবে। যখন ঘন হইবে, তখন নামাইতে হয়, উহা রোগস্থানে ঘর্ষণ করিলে ধবল কুষ্ঠ বিনাশ পাইয়া থাকে।

একটী নারিকেলের মুখ কাটিয়া তাহার অভ্যন্তরে কতকগুলি চাউল পূরিয়া ১৫।১৬ দিন রাখিয়া দিবে। পরে সেই চাউল পচিলে তাহা

বাটিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে বিপাদিকা নামক কুষ্ঠ বিনাশ পায়।

একতোলা হরিতাল, এক তোলা পারদ, এক তোলা মনঃশিলা, এক তোলা গন্ধক এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া আমানিতে পেষণ পূর্ব্বক এক টুকরা নেকড়ায় উহা মাখাইবে। পরে ঐ বস্ত্রখণ্ড শুকাইলে বাতি প্রস্তুত করিবে। সেই বাতিতে তিল তৈল লেপন করিয়া একটী শাঁড়াসি দ্বারা সেই বাতী ধরিতে হয়। ঐ বাতি জ্বালিয়া তাহার নীচে একটী পাত্র স্থাপন করিবে এবং একটু একটু করিয়া বাতির উপরে তিল তৈল দিবে, মোট এক পোয়া তৈল ঐরূপে দিতে হইবে। বাতি জ্বলিয়া নীচে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া যে তৈল পড়িবে, সেই তৈল দ্বারা লেপ প্রদান করিলে সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ বিনাশ পাইয়া থাকে।

গন্ধক, বনগুঞ্জীবীজ, পারদ, কুঁচের শিকড়, পুরাতন গুড়, মধু, নিম্বছাল, বকফুলের শিকড়, সিজের আঠা, চাকুন্দিয়াবীজ, মনঃশিলা, শঙ্খভস্ম, রাখাল শশার শিকড়, ঝুল, রাস্না, ঈশ লাঙ্গলা, চিতার শিকড়, বরুণ ত্বক্‌, ও ভেলার মুটি এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে কণ্ডূ, মণ্ডল, বিচর্চ্চিকা ও দদ্রু বিনাশ পাইয়া থাকে।

কাকমাচীর পাতা তক্রের সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপ প্রদান করিলে কুষ্ঠ রোগ বিনাশ পায়।

গুলঞ্চের শিকড়, চাকুন্দিয়া বীজ, স্তোক ও করঞ্জ এই সকল দ্রব্য বাটিয়া লেপ দিলে দদ্রু ও অন্যান্য কুষ্ঠ বিনাশ পায়।

চারি আনা খদির ও দুই তোলা নিমের শিকড়ের ছালের রস একত্র করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে কুষ্ঠ রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

রসকর্পূর ও শেঁকো বিষ এই দুই দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া একরতি চন্দনের সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ লেপ দিলে ধবল রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। যদি ফুস্কুড়ি বহির্গত হয়, তবে কর্পূর ও চন্দন মিশাইয়া লেপ দিবে।

নিমছাল, পলতা, কণ্টকারি, গুলঞ্চ ও বাসকের ছাল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একপল পরিমাণে লইয়া একত্র করত চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিবে। যখন ষোলসের অবশিষ্ট থাকিবে, তখন তাহার

মধ্যে চারি সের ঘৃত নিক্ষেপ করিবে। পরে জল শুষ্ক হইয়া ঘৃতমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে দুইপল পাঁচতোলা সাত রতি করিয়া হরীতকীচূর্ণ বহেড়া চূর্ণ আমলকীচূর্ণ এবং শুঠীচূর্ণ ফেলিয়া দিয়া নাড়িয়া সত্বর নামাইবে। এই ঔষধ প্রত্যহ দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

গন্ধক চূর্ণ ও সোহাগার খৈচূর্ণ এই দুই দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে গর্জ্জনতৈল মিশাইয়া চন্দনের ন্যায় করিবে। পরে তাহাতে ৮।১০ ফোঁটা পাতিনেবুর রস দিবে। ডুমুরপাতা দিয়া দদ্রু স্থান চুলকাইয়া সেই স্থানে ঐ ঔষধ একবার প্রলেপ দিলেই দদ্রুরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

ভগন্দর চিকিৎসা।

মনসাসিজের আঠা, শ্বেত আকন্দের আঠা, দারচিনি, হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহা একখানি নেকড়ায় মাখাইবে। উহা শুষ্ক হইলে তদ্দ্বারা বাতি নির্ম্মাণ করিয়া সেই বাতি প্রজ্বলিত করত তাহার ধূম লাগাইলে ভগন্দর রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় বীরাসনের ন্যায় উপবেশন, বিরেচন ও বমন বিধেয়।

গাধার রক্তের সহিত কেঁচো সিদ্ধ করিয়া তাহা দ্বারা লেপ প্রদান করিলে ভগন্দর রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

তিল, হরীতকী, নিমপাতা, হরিদ্রা, বচ ও ঝুল এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক বাটিয়া লেপ প্রদান করিলে ভগন্দর রোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

ত্রিফলার ক্বাথের সহিত কুকুরের অস্থি পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে ভগন্দর রোগ দূরীভূত হয়।

গুহ্যদেশে জোঁক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণ করাইলে এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক, একত্র ঘৃতকুমারীর রসে তিনদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক সমুদায়ের তুল্য তাম্র ও লৌহ মিশাইয়া একটী পাত্রের

উপরে রাখিবে। পরে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত স্বেদ প্রদান করিয়া উহা ভস্ম করিবে এবং ঐ ভস্ম আলোড়ন পূর্ব্বক কাগজীলেবুর রসে সাতবার ভাবনা দিয়া পরে পুটপাক করিবে। এক রতিপরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

শুণ্ঠী, পুনর্নবা, বটপত্র ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক বাটিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর রোগ ধ্বংস হইয়া থাকে।

পিপ্পলী ও ত্রিফলা এই চারি দ্রব্য প্রত্যেকে দুইতোলা এবং গুগ্গুল দশতোলা এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া এক-তোলা পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ শীতল জলের সহিত সেবন করিলে ভগন্দর রোগ বিনাশ পায়, ইহা দ্বারা ভগন্দর বিনাশ পায়। অর্শ, গুল্ম রোগেও বিশেষ উপকার দর্শে!

মার্জ্জারের হাড় ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে ভগন্দর রোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

তিল তৈল চারি সের ষোল সের জলে সিদ্ধ করিয়া চারি সের শুষ্ক হইলে চিতামূল, আকন্দমূল, তেউড়ী মূল, কাকরোলমূল, কেতকী-মূল, ডুম্বুরমূল, শ্বেতকরবীর রস, মনসাসিজের আঠা, বচ, বিষলাঙ্গলিয়া হরিতাল, সাজিমাটী, লতাফট্কী এই সমুদায়ের প্রত্যেকের পাঁচ মাষা ছয় রতি করিয়া লইয়া উহার মধ্যে ফেলিয়া দিবে। নির্জ্জল হইলে নামাইতে হয়। এই তৈল ভগন্দরে দিলে অচিরে রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুথা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, চিতামূল, শঠী, এলাইচ, পিপ্পলীমূল, দেবদারু, ধনিয়া, কুড়, চৈ, রাখালশসার মূল, হরিদ্রা, বিট্লবণ, সৈন্ধব, গজপিপ্পলী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা, গুগ্গুল চুয়াল্লতোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মধু সহযোগে মর্দ্দন পূর্ব্বক একতোলা করিয়া সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা তিন সপ্তাহ মধ্যে ভগন্দর আরোগ্য হইয়া থাকে।

উপদংশ (গরমি) চিকিৎসা।

নিম্বপত্রের সহিত জল গরম করিয়া সেই জল দ্বারা ধৌত করিলে সাধারণত বিশেষ উপকার দর্শে। এই রোগে কলায় ডাইল, টক, শাক, মৎস্য, দধি আহার নিষিদ্ধ।

ত্রিফলা প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত পাক করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশ রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

কুলপত্রের কুঁড়ি, আকন্দের পাতার রস, আপাংপাতার রস, বামনহাটীর রস, হিঙ্গুল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক একখানি বস্ত্র খণ্ডে লেপন করিবে। শুষ্ক হইলে সেই বস্ত্রখণ্ড দ্বারা বাতি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক জ্বালিয়া ভাবনা দিলে উপদংশ প্রশান্ত হয়।

রসাঞ্জন ও মধু এই উভয় মিশ্রিত করিয়া লেপ প্রদান করিলে উপদংশ প্রশমিত হয়।

শিরীষ ও রসাঞ্জন এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লেপ দিলে উপদংশ প্রশমিত হয়।

ত্রিফলার ক্বাথে ধৌত করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শিয়ালকাঁটার মূল হাতে মর্দ্দন পূর্ব্বক কলিকায় সাজিয়া ধূম সেবন করিলে অবিলম্বে এই রোগ বিদূরিত হয়। প্রতিদিন পাঁচ ছয় বার সেবন করা বিধেয়।

এক ছটাক গব্য ঘৃত অগ্নিতে চড়াইয়া দিবে। যখন গরম হইয়া ফুটিতে থাকিবে, তখন অর্দ্ধতোলা জাঙ্গাল চূর্ণ তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। উভয়ে পাক হইয়া মলমের মত হইলে নামাইয়া রাখিবে। এই ঔষধ প্রত্যহ তিন চারিবার লেপন করিলে অচিরে গরমি আরোগ্য হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ উৎকৃষ্ট খাঁটি সরিষার তৈল অনুমান এক ছটাক অগ্নিতে চড়াইয়া দিবে। যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন উহার মধ্যে তিনটী বা চারিটী নিমপাতা দিবে, নিমপাতা দগ্ধ হইলে একটী পাটনাই লঙ্কামরিচ দিবে, লঙ্কাটী দগ্ধ হইলে তৎপরে একটী রসুনের কো দিবে, উহা দগ্ধ হইবার পর একটী কড়ানীয়া কুচা চিংড়িমাছ যাহা ভাজিবার

জন্য তৈলোপরি দিবা মাত্র রক্তবর্ণ হয়) দিবে, ঐ মাছটী ভাজা হইয়া ভস্মপ্রায় হইলে নামাইবে। ঐ তৈল প্রত্যহ তিন চারিবার দিলে ছয় সাতদিনের মধ্যেই উৎকট উপদংশ আরোগ্য হয়। ইহা দ্বারা যে কোনরূপ ক্ষত হউক না কেন প্রশমিত হইবে সন্দেহ নাই।

শ্লীপদ (গোদ) চিকিৎসা।

কনক ধুতুরার মূল, নিসিন্দার মূল, পুনর্নবার মূল, সজিনামূলের ছাল, রাই সর্ষপ এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া লেপ প্রদান করিলে গোদ আরোগ্য হইয়া থাকে।

যদি পিত্তজনিত গোদ হয়, তাহা হইলে গোড়ালির নিম্নস্থ শিরা বিদ্ধ করত রক্ত মোক্ষণ করিলে প্রশমিত হয়।

হরিদ্রাচূর্ণের সহিত গুড় ও গোমুত্র সেবন করিলে শ্লীপদ রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

খদির ও নিমের শিকড়ের ছাল এই দুই দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া বাটিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে গোদ আরোগ্য হইয়া থাকে।

শ্বেত আকন্দের শিকড়ের ছাল কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে গোদ দূরীভূত হইয়া থাকে।

জীয়াপুতের পত্র রস ও মাটাকরঞ্জার পত্র রস সমভাগে লইয়া কিঞ্চিৎ সরিষার তৈলের সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে গোদ আরোগ্য হয়।

এই রোগের প্রথমাবস্থাতে উপবাস দেওয়া বিধেয়। তদনন্তর স্বেদ, প্রলেপ ও জোঁক দ্বারা রক্ত মোক্ষন করা উচিত। যাহাতে সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় তাহা করিবে, শরীরে কফের আধিক্য না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।

সরিষা, এরণ্ডের শিকড়, পুনর্নবা, ধুতুরা, সাজিনা ও নিশুণ্ডী এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া শীতল জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোদের উপর লেপ দিলে অচিরে আরোগ্য হয়।

আকন্দের শিকড় ও বাসকের বল্কল সম পরিমাণে লইয়া কাঁজির সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক লেপ প্রদান করিলে যে কোনরূপ গোদ হউক না কেন আরোগ্য হইবে।

পিপ্পলী, বচ, দেবদারু, পুনর্নবা, বেল, ও বৃদ্ধদারক এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক বটী করিবে। কাঁজির সহিত এই বটী সেবন করিতে হয়, ইহা দ্বারা শ্লীপদরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

বীজতাড়কের ছালের চূর্ণ চোনার সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অল্পদিনের মধ্যেই শ্লীপদ রোগ প্রশমিত হয়।

অম্লপিত্ত চিকিৎসা।

একতোলা মণ্ডূরের সহিত একতোলা আমলকীর রস মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত বিনাশ পাইয়া থাকে।

এই রোগে অধিক পরিমাণে তিক্ত দ্রব্য সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শুঠী, পলতা ও ধনিয়া এই সকল দ্রব্যের ক্কাথ সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়।

ত্রিফলা, নিমছাল, পলতা ও গুলঞ্চ এই কয় দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুইতোলা করিবে। পরে অর্দ্ধসের জলে উহা সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া চারি আনা পরিমিত মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে অম্লপিত্তরোগ দূরীভূত হয়।

ঝুনাও নহে এবং ডাবও নহে, এই প্রকারের মধ্যবিধ একটী নারিকেলের মুখ কাটিয়া জল ফেলিয়া দিবে এবং উহার মধ্যে যে পরিমাণে সৈন্ধব ধরে তাহা পূর্ণ করিবে। পরে উহার মুখ আঁটিয়া নারিকেলটীর চারিদিকে দুই ইঞ্চি পুরু করিয়া মৃত্তিকার লেপ প্রদান পূর্ব্বক বিল ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। উত্তমরূপে দগ্ধ হইলে নারিকেলটী ভাঙ্গিয়া সৈন্ধব ও নারিকেল মিশ্রিত করত প্রত্যহ দুইবেলা দুইবার সেবন করিবে। শীতল জল ইহার অনুপান। সেবনের পরিমাণ বয়ঃক্রম বিবেচনায় অর্দ্ধতোলা হইতে একতোলা জানিবে।

পুরাতন গুড়ের সহিত আমলা ও ভীমরাজের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ দূরীভূত হয়।

প্রত্যহ প্রভাতে অন্য কিছু আহারের পূর্ব্বে ধৌতিকত চাউল মুখে দিয়া কিঞ্চিৎ জল সহ ভক্ষণ করিলে অনেক উপকার দর্শে।

শুণ্ঠী ও পলতা এই দুই দ্রব্য প্রত্যেকে একতোলা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। আদ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত প্রশান্ত হইয়া থাকে। বিশেষত বাতিক অম্লপিত্তে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

আমলা, পুরাতন গুড়, পিপ্পলী এই তিন দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে শ্লৈষ্মিক অম্লপিত্ত বিনাশ পাইয়া থাকে।

এক সের ঘৃতে অর্দ্ধসের শুণ্ঠীচূর্ণ প্রথমতঃ ভাজিবে। পরে অন্য একটী পাত্রে আট সের কাঁচা দুগ্ধের সহিত দুই সের চিনি গুলিয়া সেই শুণ্ঠীচূর্ণের উপর ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকিবে, সাবধানে নাড়িবে যেন তলায় ধরিয়া না যায়। পরে বড়ী বান্ধা যায় এরূপ অবস্থায় নামাইয়া তাহার সহিত পিপ্পলী, আমলকী, বংশলোচন, মুথা, জীরা, ধনিয়া, হরীতকী, গুড়ত্বক্‌, কৃষ্ণজীরা, তেজপাতা ও বড় এলাইচ এই সকলের প্রত্যেকের চূর্ণ দেড় তোলা এবং মরীচ ও নাগকেশর চূর্ণ প্রত্যেকে ছয় মাষা পরিমাণে মিশাইবে। পরে শীতল হইলে উহার সহিত তিন পল মধু মিশ্রিত করিয়া স্থাপন করিবে। এই ঔষধকে শুণ্ঠীখণ্ড বলে। ইহা দ্বারা দুস্তর অম্লপিত্ত রোগ প্রশান্ত হয়। সেবনের পরিমাণ দুইতোলা। শীতল জল ইহারঅনুপান। ইহা দ্বারা আমবাত, বমি, শূল ও হৃদ্রোগও বিনাশ পাইয়া থাকে।

গুলঞ্চ, খদির, যষ্টিমধু ও দারু হরিদ্রার ক্কাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

কিশ্‌মিশ্‌, মধু ও গুড়ের সহিত হরীতকী সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ প্রশান্ত হয়।

একটী লৌহপাত্র প্রথমতঃ গরম করিয়া তাহাতে ত্রিফলা বাটিয়া লেপ প্রদান করত এক রাত্রি এক স্থানে সংস্থাপন করিবে। পরে সেই কল্ক মধু ও শর্করার সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে পিত্তশ্লৈষ্মিক অম্লপিত্ত দূরীভূত হইয়া থাকে।

সন্ধ্যার সময়ে পরিপক্ক লেবুর রস চিনির সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

সন্ধ্যাকালে মধুর সহিত পিপ্পলীচূর্ণ মিশাইয়া সেবন করিলে অম্লপিত্ত-রোগ দূরীভূত হয়।

আহারান্তে আচমনের পূর্ব্বে একমুষ্টি চাউল মুখে দিয়া জল দিয়া গিলিয়া খাইবে।

শুণ্ঠী, কটকী, গুলঞ্চ ও পলতা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে।

আশুধান্যের কাঞ্জিকের সহিত কৃষ্ণাভ্র পেষণ পূর্ব্বক অহোরাত্র উহাতে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। অনন্তর মান, কচ্চী, হার মুচ, নটীয়া, শালিঞ্চ শাক, বৃহৎপাতা বিশিষ্ট নটে, শ্বেত পুনর্নবা, বৃহতী, ভৃঙ্গরাজ, লক্ষ্মণা, কেশরাজ এই সকলের রসে পেষণ করিবে, ভাবনা দিবে এবং পুনঃ পুনঃ পুট প্রদান করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত নিশ্চন্দ্রক না হয় তাবৎ ঐরূপ করিবে। ঐরূপে অভ্র শোধন করিয়া লইবে। স্বর্ণমাক্ষিক ও শাঞ্চে শাকের রসে কান্ত লৌহ লেপন করিয়া ভস্ত্রাগ্নি মধ্যে প্রদান পূর্ব্বক অগ্নি বর্ণ করিবে। পরে ত্রিফলার ক্বাথে বারম্বার নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে ত্রিফলার কাথ হইতে নিরুত্থভস্মা লৌহচূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া ধৌত করিতে হইবে এবং সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিবে। অনন্তর হস্তীকর্ণপলাশ, ত্রিফলা, বৃদ্ধ দারক, মান, ওল, হারমুচ, শুণ্ঠী, দশমূলী, মুণ্ডিরী ও তালমূলীর রসে সযত্নে পুটক্রিয়া করিবে। এইরূপে লৌহ বিশুদ্ধ হয়। শ্বেত শুল্‌টা, শ্বেতবেড়েলা, গুড়্চী, অপামার্গ, ছোট নটে ও পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য পুরাতন মণ্ডূরের উপরে ও নীচে স্থাপন পূর্ব্বক গোমূত্রে তিনদিন পাক করিবে। পরে উহা আচ্ছাদিত করিয়া তিনদিন অন্তর্বাষ্পে রাখিবে। পরে ধৌত করিয়া সূর্য্য কিরণে শুষ্ক করত চূর্ণ করিয়া লইবে। জয়ন্তী, এরণ্ডমূল, আদা ও কাইস্তার রসের সহিত বারম্বার মর্দ্দন করিয়া পারদ শোধন করিতে হয়। নবনীত নামক গন্ধকচূর্ণ ভৃঙ্গরাজের রসে আপ্লাবিত করিয়া লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিবে। এই প্রকার তিনবার শুষ্ক করিতে হইবে। পরে জ্বলন্ত বদরাঙ্গারের উপর চড়াইয়া জ্বাল দিবে। উহা গলিয়া গেলে ভৃঙ্গরাজ রসপূর্ণ একটী পাত্রের উপর বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি ঐ গন্ধক ঢালিয়া দিবে। পরে দুইবার

ধৌত করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপ করিলেই গন্ধক শোধন হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোধিত অভ্র দুই পল, এক পল লৌহ, চারিতোলা মণ্ডুর চূর্ণ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া থানকুনী, গজপিপ্পলী ও তালমূলীর রসে স্থালীপাক করিবে। শতমূলী ভৃঙ্গরাজ, কেশরাজ ও কাঁটানটের রসে দ্বিতীয় স্থালীপাক করিয়া ত্রিফলা ও ভদ্রমুস্তকের রসে তৃতীয় স্থালীপাক করিবে। পরে উহা চূর্ণ করিয়া লইবে। দুইতোলা পারদ ও দুইতোলা গন্ধক গ্রহণ পূর্ব্বক মসৃণ শিলাখণ্ডে সযত্নে ঘর্ষণ করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে এবং পূর্ব্বলিখিত অভ্রাদিচূর্ণ, ও বচ, চৈ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুলফা, ত্রিকটু, মুথা, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী মূল, অপামার্গ, তেউড়ী, চিতা, দন্তী, শ্বেত শুলটা, ভৃঙ্গরাজ, মান, খারকোন, দণ্ডোৎপল, কেশরাজ, কালাকড়া এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ চারিতোলা ও দেড়পল ত্রিফলাচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই সমস্ত দ্রব্য লৌহপাত্রে রাখিয়া আদার রসের সহিত ঘর্ষণ করিবে। পরে সূর্য্য কিরণে তিনবার ভাবনা দিবে। তদনন্তর খলে আদার রসের সহিত পেষণ করিয়া বদরাস্থির ন্যায় গুটিকা করিবে এবং ছায়াতে শুষ্ক হইলে নির্জ্জন স্থানে স্থাপন করিবে। ইহাকে ক্ষুধাবতী গুড়িকা কহে। প্রাতে ও আহারের পূর্ব্বে ইহার দুইটী বড়ী সেবন করিতে হয়। কাঁজি ইহার অনুপান। এই ঔষধ সেবনের পর দুগ্ধ, নারিকেল ও মধুর দ্রব্য কেবন করিবে না। ইহা দ্বারা অম্লপিত্ত, গুল্ম, শূল, পাণ্ডু, শোথ, উদররোগ, গুহ্যরোগ, যক্ষ্মা, পঞ্চবিধ কাস, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, প্লীহা, শ্বাস, আনাহ, আমবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

অন্ত্রবৃদ্ধি চিকিৎসা।

নীলোৎপল, বেণার শিকড়, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত বাটিয়া লেপ প্রদান করিলে কোষ বৃদ্ধিপ্রশমিত হয়।

কূর্ম্মমাংসের ঝোল সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

জোঁক দ্বারা রক্তমোক্ষণও বিশেষ উপকারী।

রাখাল শসার শিকড় চূর্ণ করিয়া এরণ্ড তৈলের সহিত লেপ প্রদান করিবে।

একছটাক গোমূত্রের সহিত দুইতোলা এরণ্ড তৈল ও এক আনা গুগ্ গুল্ সেবন করিলে অনেকাংশে উপকার হয়।

দুইতোলা এরণ্ড এক ছটাক গরম দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে।

আমরক্ত চিকিৎসা।

এক আনা কলিচুণ, এক আনা হরিদ্রাচূর্ণ, এক আনা মধু একত্র করিয়া সেবন করিবে।

দদ্যাৎ সাতিবিষাং পেয়াং সামেসাম্লাং সনাগরাং।

আতিস ও শুঠীসিদ্ধমণ্ড অম্ল দাড়িম্বরস দ্বারা অম্লরস করত পান করিবে।

এক ছটাক দূর্ব্বার রস অর্দ্ধ ছটাক চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। প্রতিদিন দুইবার বা তিনবার সেবন করিতে হয়।

দুই রতি পরিমাণ চাঁপাকলার শিকড় মর্দ্দন পূর্ব্বক সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অর্দ্ধতোলা পরিষ্কৃত চিনি, এক আনা জায়ফল চূর্ণ ও এক ছটাক বেলের মণ্ড এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিবে। প্রাতে ও সায়ংকালে সেবন করিতে হয়।

থানকুনি পাতার রসে অহিফেন ও জায়ফল ঘর্ষণ পূর্ব্বক নাভির চারিদিকে লেপ প্রদান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অর্দ্ধতোলা চিনির সহিত দুইতোলা মাখম সেবন করিবে।

লবণ ও কুলের কুঁড়ি তুল্য পরিমাণে মর্দ্দন পূর্ব্বক সেবন করিবে, কিন্তু অর্দ্ধতোলার অধিক সেবন করিবে না।

এক ছটাক চিনির সহিত অর্দ্ধপোয়া বাতাপি লেবুর রস সেব্য।

দুই কুঁচ পরিমাণে আফিং একটী পাতিলেবুর অভ্যন্তরে পূর্ণ করিয়া তাহার চারিদিকে লেপ প্রদান পূর্ব্বক ঘুঁটের আগুণে দগ্ধ করিবে। পরে অর্দ্ধপোয়া শর্করার সহিত পানা করিয়া সেবন করিতে হয়।

বাতরক্ত চিকিৎসা।

গমচূর্ণ ও ছাগদুগ্ধ একত্র করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে বাতরক্তজনিত বেদনার উপশম হয়।

কিঞ্চিৎ ঘৃত ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত দুইতোলা যষ্টিমধু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ভুমিকুষ্মাণ্ডের ফলচূর্ণ ও মূলচূর্ণ ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে।

ছাগীদুগ্ধে তিল সাতবার ভাবনা দিয়া সেই তিল সেব্য।

কৃষ্ণ তিল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্তজনিত বেদনার উপশম হয়।

লাঙ্গলিয়ামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দ্রাক্ষা, গুগ্গুল এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে এবং এই সমস্ত চূর্ণের সমান লৌহচূর্ণ এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া টাবালেবুর রসে ও ত্রিফলার কাথে মর্দ্দন করিয়া বদর পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহাকে লাঙ্গলাদিলৌহ কহে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা আজানুস্ফুটিত, সর্ব্বাঙ্গস্ফুটিত সাধাসাধ্য সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

এগার আনা ধনিয়া, এগার আনা শুঠী ও এগার আনা গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ঐ জল সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কতকগুলি তিল কাটখোলায় ভাজিয়া কাঁচা দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। উহা দ্বারা শরীরে লেপ প্রদান করিলে বাতরক্ত বিনাশ পায়।

গুলঞ্চ, শতমূলী, ত্রিফলা, কটকী ও পটল এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করত পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

গুলঞ্চের কাথ, কল্ক ও চূর্ণ সেবন দ্বারা এই রোগে বিশেষ উপকার হয়।

এই রোগে বিরেচক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

এই রোগে পুরাতন যবের পালো, পুরাতন গমের ময়দার লুচি, গব্য দুগ্ধ মহিষীদুগ্ধ ও ছাগীদুগ্ধ বিশেষ ফলপ্রদ।

দুই আনা ঘৃতপিষ্ট গুগ্গুল ও দুই তোলা গুলঞ্চের কাথ সেব্য।

বাতচিকিৎসা।

আফিং ও ধুস্তুর পত্র রস একত্র ঘর্ষণ পূর্ব্বক যে স্থানে বেদনা, তথায় দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

রসুন, কর্পূর, খাঁটি সরিষার তৈল, এই তিন দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলে যার পর নাই উপকার হয়।

যদি বাত হইয়া কোন স্থান ফোলে অথবা কট্ কট করে, তাহা হইলে বড় এরণ্ড পাতা গরম করিয়া সেই স্থানে বন্ধন করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

মনসাসিজের পাতা গরম করিয়া নরম হইলে উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহা বেদনা স্থানে বন্ধন করিতে হয়।

প্রত্যহ রাত্রে আহারের পর এক ছটাক গোদুগ্ধের সহিত এক তোলা এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

যে স্থানে বাতজন্য বেদনা হয়, সেই স্থানে তেশিরা মনসার আটা দিলে আরোগ্য হয়, কিন্তু সেই আটা অন্য স্থানে না লাগে এমত ভাবে দিবে।

কিঞ্চিৎ খাঁটী সর্ষপতৈলের সহিত অর্দ্ধ ছটাক গাঁজা সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল লেপন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

পুরাতন ওল, লঙ্কা ও রাইসর্ষপ এই তিন দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে বাতজনিত বেদনা প্রশমিত হয়।

সাধারণতঃ বাতে কেরোশিন তৈল বিশেষ উপকারী। রৌদ্রে বসিয়া বেদনাস্থানে ঐ তৈল মালিশ করাতে অনেকের রোগ আরোগ্য হইয়াছে।

আদা ও সজিনার ছাল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে বাতজনিত স্ফীতি ও বেদনা প্রশমিত হয়।

শুণ্ঠীচূর্ণ রৌদ্রে ঈষৎ তপ্ত করিয়া বাতজনিত বেদনাস্থানে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রত্যহ প্রভাতে এক তোলা রসুন সেবন করিলে বাত দূরীভূত হয়।

হরিদ্রা, সোরা ও সৈন্ধব লবণ এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া বেদনাস্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

মুসব্বর ও আদা এই দুই দ্রব্য একত্র বাটিয়া বেদনা স্থানে লেপ দিলে অনেক উপকার দর্শিয়া থাকে।

শোথ চিকিৎসা।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তী, অপামার্গ, ত্রিমদ, শুণ্ঠী, পুনর্নবা এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং এই সমস্তের তুল্য লৌহ সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা দুস্তর শোথ, স্থৌল্য, উদররোগ ও জলোদর বিনষ্ট হয়।

দশমূলের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত গুগ্‌গুলু সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ছোট এলাইচ, পিপ্পলী, মুথা, পিপ্পলীমূল, জটামাংসী, পুনর্নবা, দেবদারু, চিতা, রাস্না, চৈ, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, তেজপত্র, কুলত্থ কলায়, নাগকেশর ও দারুচিনি এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে পাঁচ আনা পরিমাণে লইয়া এক সের জলে সিদ্ধ করিবে। এক পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। এই জল শীতল করিয়া চারিবার সেবন করিবে। চারি আনা মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করা বিধি।

দুইতোলা গোমূত্র ও দুই তোলা ত্রিফলা একত্র করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

দেবদারু, ত্রিকটু, তেউড়ী ও চিতার শিকড়ের ক্বাথ বিশেষ ফলপ্রদ।

ডুম্বুর, হরীতকী, পলতা, ইন্দ্রবারুণী, চন্দন, দারুহরিদ্রা, পিপ্পলী, যষ্টিমধু, দন্তীমূল ও আকনাদি এই সকলের ক্বাথ প্রস্তুত করত ঘৃতের সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

বিল্বপত্রের রস সেবন দ্বারা শোথরোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

শুণ্ঠী, দেবদারু ও গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা বিশেষ উপকার হয়।

কটুকী, ত্রিকটু, দন্তী, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিরতা, দেবদারু, তেউড়ী, গজপিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে এবং এই সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ লৌহ, সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লইবে। দুগ্ধের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়।

অর্দ্দিতচিকিৎসা।

আহারের সময় কেবল মাত্র দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিবে অথবা কেবল মাত্র মাংসের যূষের সহিত সেবন করিতে পারে, পরে সায়ংকালে দশমূলের ক্কাথ সেবন করিতে হয়।

সরু চাকলি নামক পিঠা নবনীতের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

রশুনের রস ও মাখন একত্র করিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অপচীচিকিৎসা।

দেবদারু ও সজিনা কাঞ্জির সহিত পেষণ করিয়া লেপ প্রদান করিলে অপচী আরোগ্য হইয়া থাকে।

গুলঞ্চ, দেবদারু, মুথা এই তিন দ্রব্যের ক্কাথ প্রস্তুত করত তাহার সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া লেপ প্রদান করিবে।

আমবাতচিকিৎসা।

কাঁচা গুড় কামাই, কেঁউ, সজিনাছাল ও উই মাটী এই চারি দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আমবাত বিনাশ পাইয়া থাকে।

হরীতকী চূর্ণ ও এরণ্ডতৈল এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

বালির স্বেদ দ্বারা আমবাত বিনাশ পায়।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় উপবাস দেওয়া বিধি, তৎপরে অগ্নিবৃদ্ধিকর কটু, তিক্ত, বিরেচক এই সকল দ্রব্য সেবন করিবে।

এক ছটাক গরম জলে অর্দ্ধ তোলা চিরতা ভিজাইয়া রাখিয়া পরে সেই জল পান করিলে আমবাত বিনাশ পায়।

পিপ্পলী চূর্ণের সহিত দশমূলের ক্কাথ সেব্য।

পারদ, গন্ধক লৌহ, অভ্র, তুঁতে, সোহাগা, সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য পরিমাণে চূর্ণ করিবে। ঐসমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ গুগ্গুলু এবং গাগ্গুলুর

চতুর্থাংশ তেউড়ীচূর্ণ ও ক্ষিত্যচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে দুই মাষ পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। ত্রিফলার চূর্ণের সহিত এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহাদ্বারা আমবাত, গুল্ম, শূল, উদররোগ, যকৃৎ, প্লীহা, অষ্ঠীলা, কামলা, পাণ্ডু, অরুচি, শিরঃশূল, বাতরোগ, গৃধ্রসী, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, কৃমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগ প্রশান্ত হয়।

হরীতকীচূর্ণ, নারেঙ্গা লেবুর রস ও গুলঞ্চের কাথ এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

দেবদারু, দশমূল, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, রাস্না ও এরণ্ডমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মোট দুই তোলা করিবে। পরে অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া এরণ্ডতৈল কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করত সেবন করিলে আমবাত রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

কচি সোঁদালপাতা খাঁটি সরিষার তৈলে ভাজিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শুণ্ঠী, চৈ, চিতামূল, পিপ্পলী ও পিপ্পলীমূল এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মোট দুই তোলা করিবে। পরে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে আমবাত রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

বৃদ্ধদারক, তেউড়ী, দন্তী, গজপিপ্পলী, মান, ত্রিকত্রয়, এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য পরিমাণ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের তুল্য লৌহ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। সিংহ যেরূপ করিণীগণকে বিনাশ করে, সেইরূপ এই ঔষধ আমবাতরোগ ধ্বংস করিয়া থাকে।

উদরীচিকিৎসা।

গাম্ভারী, সচল সৈন্ধব, যমানী যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গ, পিপ্পলী, চিতামূল, শুণ্ঠী এই সমস্ত দ্রব্য তুল্য পরিমাণে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণের দুই তোলা ঘৃতসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদরী রোগ বিনাশ পায়।

বাত্তিক উদরী রোগে—পিপ্পলীচূর্ণ, সৈন্ধব ও তক্র একত্র মিশ্রিত করিয়া সেব্য।

শ্লৈষ্মিক উদরীতে—ত্রিকটু, সৈন্ধব, যমানী ও জীরা সমভাগে লইয়া চূর্ণ করত সেবন করিবে।

বদ্ধোদরীরোগে—সৈন্ধব, হবুষ, জীরা ও যমানী সমভাগে মিশ্রিত করত সেব্য।

শুঁঠ, মরীচ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, প্রত্যেকে একভাগ, জয়পাল দুইভাগ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। দুই রতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। শর্করা ইহার অনুপান। এই ঔষধ সেবন করিয়া যত গণ্ডূষ জলপান করিবে, ততবার বিরেচন হইয়া উদররোগ নিবারিত হয়।

মহিষমূত্র পান দ্বারা উদরী দূরীভূত হইয়া থাকে।

প্লীহোদরীতে।—শতমূলী, সৈন্ধব, মধু; গুড়, শুণ্ঠী, তৈল ও বচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র করত সেবন করিবে।

জলোদরীতে—প্লীহোদরীতে যে ঔষধ লিখিত হইল, উহার সহিত ত্রিকটু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলেই জলোদরী প্রশান্ত হয়।

গোমূত্রের সহিত দশমূলের ক্বাথ সেবন করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

অর্দ্ধছটাক এরণ্ডতৈলের সহিত চারি আনা পরিমাণে পিপ্পলীচূর্ণ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদরী প্রশমিত হয়।

অর্দ্ধ পোয়া তক্রের সহিত এক তোলা মধু সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পিপ্পলীমূল, চিতা, অভ্র, ত্রিকত্রয় ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য এক একভাগ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান লৌহচূর্ণ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লইবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার উদররোগের নিবৃত্তিকর।

মানকলচূর্ণ ছয় পল, তণ্ডুলচূর্ণ দুই পল, দুগ্ধ ছয় পল এবং জল ছয়পল একত্র সিদ্ধ করিবে। দুই তোলা প্রমাণ ইহা সেবন করিতে হয়। ঘন হইলেই পাক সমাপ্ত হইয়া থাকে।

যকৃৎ ও প্লীহা চিকিৎসা।

প্লীহা ও যকৃৎ রোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা পরিষ্কৃত দেশে পরিষ্কৃত স্থানে বাস করিবে। জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর হইলে সে স্থান পরিত্যাগ করা

সর্ব্বথা তাহার পক্ষে বিধেয়। যাহাতে সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে দেহের বলবৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ কার্য্য করিবে।

মানকচুর মূল, আপাংমূল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ নষ্ট হইয়া থাকে।

উষ্ণ গোমূত্র দ্বারা প্লীহা ও যকৃৎ স্থানে সেক দিলে বিশেষ উপকার হয় এবং গোমূত্র সেবনও বিশেষ ফলপ্রদ।

পুরাতন গুড়ের সহিত তালের জটার ক্ষার মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

এক ভরি মুসব্বর ও চারি আনা হিঙ্গ একত্র করিয়া একটী পাতি লেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে প্লীহা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রভাতকালে উৎকৃষ্ট চিনির সহিত এক ঝিণুক কাঁচা পেঁপের আঠা সেবন করিলে যকৃৎ প্লীহা বিনাশ পায়। বয়ঃক্রম কম হইলে এক ঝিনুকের কম আঠা দিবে।

পুরাতন গুড়, জীরক, ভেলা ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক সেবন দ্বারা প্লীহা বিনাশ পাইয়া থাকে।

এই প্রকার প্রসিদ্ধি আছে যে, রবিবার দিবসে পান মরীচের মূলের রস সেবন করিলে প্লীহা বিনাশ পায়। ইহা ব্যবহার দ্বারা অনেককে নীরোগ হইতে দেখা গিয়াছে।

কিঞ্চিৎ তিল ও কিঞ্চিৎ সৈন্ধব, ছাগল ঘৃতের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে প্লীহা বিনাশ হয়।

যবক্ষার এবং পলাশ গাছের ক্ষার এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে প্লীহা আরোগ্য হইয়া থাকে।

চারি তোলা লৌহ, চারিতোলা অভ্র, দুই তোলা তামা, আট তোলা পাতিলেবুর ছাল, আট তোলা হরিণের চর্ম্মভস্ম এই সকল দ্রব্য জলের সহিত একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক নয় রতি প্রমাণ এক একটী বড়ী করিবে। তপ্তজলের সহিত এই বড়ী এক একটী সেবন করিলে যকৃৎ ও প্লীহা বিনাশ পায়।

হিঙ্গ, ত্রিকটু, অপামার্গপত্র, আকন্দপত্র, সিজপত্র এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ এবং এই সমুদায়ের সমান সৈন্ধব ও সৈন্ধব সহ সমস্তের তুল্য লৌহ ও তাম্র এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া বটী করিবে। ইহা দ্বারা প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, আমবাত, অর্শ, উদরী, মূর্চ্ছা, পাণ্ডু, হলীমক, গ্রহণী, অতীসার, যক্ষা ও শোথ বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, বিষ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক পল, মরীচ ও পিপ্পলী প্রত্যেকে অর্দ্ধপল, এই সমস্ত দ্রব্য মর্দ্দন পূর্ব্বক এক বল্ল পরিমাণ বড়ী করিবে। শেফালিকা পাতার রস ও মধু ইহার অনুপান। ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার প্লীহা, মন্দাগ্নি, জ্বর, কাস, শ্বাস, বমি, ভ্রমি প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। গহনানন্দ নাথ এই ঔষধের আবিষ্কর্ত্তা।

রোহিত গাছের ছাল ও ত্রিকত্রয় এক এক ভাগ এবং এই সমস্তের সমান লৌহ একত্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে রোহিতক লৌহ বলে। ইহা দ্বারা প্লীহা, অগ্রমাংস ও যকৃৎ বিনাশ পায়।

উন্মাদ রোগের চিকিৎসা।

দশমূলের ক্বাথের সহিত ছাগমাংসের যূষ সেবন করিলে উন্মাদ রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

উন্মাদ রোগে বিরেচক ঔষধ দ্বারা ভেদ করান বিধেয়। শীতল দ্রব্য ভোজন করিতে দিবে। যবচূর্ণ ও গোধূমচূর্ণ সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে। গব্য দুগ্ধ দোহন মাত্র উষ্ণ থাকিতে থাকিতে সেবন করাইবে। শরীরে পুরাতন ঘৃত মাখাইবে। ছাগমাংস, কচ্ছপমাংস, পটোল, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, হিঞ্চা শাক, বৃষ্টির জল, গর্দ্দভ মূত্র, ডাবের জল, শতমূলীর রস, মিছরির পানা এই সকল সেবন করাইবে।

কটু তৈলের নস্য দ্বারা উন্মাদ রোগে অনেক উপকার দর্শে।

ঘৃত পান করাইলে এবং যথাবিধি যাগ, যজ্ঞ, হোম ও দেবার্চ্চনাদি করাইলে অনেক পরিমাণে আগন্তুক উন্মাদ রোগে উপকার হয়।

দিশি কুষ্মাণ্ডের রস গুড়ের সহিত সেবন করিলে উন্মাদ রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরীচ, হিঙ্গু, সৈন্ধব, কটকী, শিরীষবীজ, ডহর করঞ্জবীজ ও শ্বেত সর্ষপ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করত গোমূত্রে পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে উন্মাদ রোগে প্রশান্ত হয়।

রোগীকে কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া বায়ুশূন্য স্থানে নিদ্রিত করাইলে রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

চারিমাষা ব্রাহ্মীরস ও দুই মাষা কুড়চূর্ণ একত্র করিয়া সেবন করিলে উন্মাদ রোগ দূরীভূত হয়।

চিনি কিম্বা মিছরির সহিত কুষ্মাণ্ডরস সেবন করিবে।

বচের ক্বাথ উন্মাদরোগে বিশেষ উপকারী।

বালার ক্বাথে অনেক উপকার দর্শে।

চড়াই পাখী মারিয়া তাহাকে রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে তাহাকে চূর্ণ করিতে হইবে। ঐ চূর্ণ দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উন্মাদরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

এই রোগে রোগীকে ভয় দেখান, সময় বিশেষে প্রবোধ দান এবং তাহার মনে আনন্দ উৎপাদন করিবে।

যদি কোন অভিলষিত পদার্থের অভাবে মন অস্থির হইয়া উন্মাদ রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে তদনুরূপ দ্রব্য প্রদান দ্বারা এবং নানাবিধ প্রবোধ বচন দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করিবে।

লোভ, হিংসা, রোষ, ভয়, শোক, কাম প্রভৃতি কারণে উন্মাদ রোগ হইলে ঐ সকলের বিপরীত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা রোগের শান্তি করিবে।

তণ্ডুলোদকের সহিত শ্বেত অপরাজিতার শিকড় বাটিয়া পুরাতন ঘৃতের সহিত নস্য গ্রহণ করিলে উন্মাদ রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

রাখাল শসার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণী, মুথা, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, তালীশপত্র, নীলোৎপল, এলাইচ, দন্তীমূল, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম্ববীজ, নাগেশ্বর ফুল, বৃহতী, মালতীফুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলিয়া, কুড়, রক্ত চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা পরিমাণে লইয়া ষোল সের জলে সিদ্ধ করিবে। চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে তন্মধ্যে ষোল সের ঘৃত দিয়া পাক করিবে। নির্জ্জল

হইলেই পাক সমাপ্ত হইল। এই ঘৃত সেবন করিলে ও শরীরে মাখাইলে উন্মাদ রোগ বিনাশ পায়।

গুল্মচিকিৎসা।

ত্রিবিধ স্বেদ দ্বারা গুল্ম রোগের উপশম হইয়া থাকে। *

এই রোগের প্রথমাবস্থাতে বায়ুদমন করা এবং গাত্রে বিষ্ণু তৈল মর্দ্দন করা সর্ব্বথা বিধেয়।

সৈন্ধব, চিতা, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল ও শ্বেত জীরক এই সকল দ্রব্য মদ্যের সহিত পান করিলে গুল্মরোগে উপকার দর্শে।

তাম্র, পারদ, গন্ধক, জয়পাল, ত্রিফলা, কটুকী, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিয়া ক্ষারত্রয়ে পেষণ করিবে। নিষ্ক পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া গরম জল পান করিবে।

হরীতকী, হিং, লবণ, যমানী, যবক্ষার ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য সুরার সহিত পান করিলে গুল্ম রোগ প্রশান্ত হয়।

জোঁক দ্বারা রক্তমোক্ষণও এই রোগে ফলপ্রদ।

দুই মাষা কুড় চর্ণ ও দুই মাষা সজিনার ক্ষার এরণ্ড তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতিক গুল্ম বিনাশ পাইয়া থাকে।

চারি আনা যবক্ষারের সহিত একতোলা এরণ্ড তৈল সেব্য।

পারদ, তুঁতিয়া, গন্ধক, জয় পাল, পিপ্পলী, সোণালুর মজ্জা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিজের দুগ্ধে পেষণ করিবে। আমলকীর রসের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে তিন্তিড়ী

---

* স্বেদ ত্রিবিধ ; পিণ্ডস্বেদ, ইষ্টকাস্বেদ ও কুম্ভ স্বেদ। সিদ্ধ মাংসাদি দ্বারা যে স্বেদ প্রদান করা যায়, তাহাকে পিণ্ড স্বেদ কহে। কাঁজি প্রভৃতি দ্বারা ঘট পরিপূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদানের নাম কুম্ভ স্বেদ এবং ইষ্টকচূর্ণ উষ্ণ ও কাঁজিতে ডুবাইয়া তাহা দ্বারা যে স্বেদ প্রদান করা যায়, তাহাকে ইষ্টকা স্বেদ কহে। ইহার মধ্যে যে কোনরূপ স্বেদ প্রদান করা যাউক্ না কেন, গুল্মরোগে বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে সন্দেহ নাই।

ফলের রস ও দধিমিশ্রিত অন্ন পথ্য দিবে। ইহা দ্বারা গুল্ম রোগ প্রশান্ত হয়।

হরীতকী, দন্তীমূল ও চিতামূল এই কয়েক দ্রব্য প্রত্যেক চব্বিশ পল পরিমাণে লইয়া বস্ত্রে বন্ধন পূর্ব্বক চৌষট্টি সের জলে পাক করিবে। আট সের অবশিষ্ট থাকিতে পাঁচ পল পুরাতন গুড়ওচারিপল তিলতৈল দিবে। পরে চারিপল মধু, চল্লিশ রতি হরীতকীচূর্ণ, আট তোলা দারু চিনিচূর্ণ, ৮তোলা তেজপত্রচূর্ণ, আট তোলা এলাইচচূর্ণ ও আটতোলা নাগেশ্বর চূর্ণ দিয়া নামাইবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া উষ্ণ দুগ্ধ পান করিতে হয়। ইহা দ্বারা গুল্ম রোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

চক্ষুরোগের চিকিৎসা।

হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া জলের সহিত বাটিয়া চক্ষের বাহিরে দিলে চক্ষুরোগ প্রশান্ত হয়।

বচ, রক্তচন্দন, শুঠী, গিরিমাটী ও চাখড়ি এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক নেত্রের চারিদিকে লেপপ্রদান করিলে চক্ষুরোগের নিবৃত্তি হয়।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাকড়াশৃঙ্গী, শঠীরাস্না, শুঠী, দ্রাক্ষা, নীলোৎপল, কাকোলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কেশরাজ, কণ্টকারী, বৃহতী, লৌহ, অভ্র, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক পল গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিফলার ক্বাথ, ভৃঙ্গরা-জের রস এই দুই দ্রব্যদ্বারা প্রত্যেকে সাতবার ভাবনা দিবে। পরে বদরাস্থি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে নয়নামৃতলৌহ কহে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার নেত্র রোগ বিদূরিত হয়।

ডহর করঞ্জার বীজ, ত্রিকটু, ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে ভস্ম করত তদ্দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে চক্ষুরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

করবীরের কচি পাতা ছিন্ন করিলে তাহার অভ্যন্তরভাগ হইতে যে রস বহির্গত হয়,সেই রস নেত্রে দিলে সর্ব্ব প্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কিঞ্চিৎ আফিং লইয়া মনসাসিজের পত্রের রসে মর্দ্দন করিবে।

পরে উহা নেত্রের পাতায় লেপ প্রদান করিলে চক্ষুরোগ বিনাশ পায়।

কাঁচা কাগজিলেবুর রস চক্ষুরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

স্তনদুগ্ধ চক্ষে প্রদান করিলে চক্ষু উঠা প্রশমিত হয়।

দিশি দাড়িম্বফলের দানা টিপিলে যে রস বহির্গত হয়, সেই রস চক্ষুরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

ত্রিফলা, পদ্মকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ এবং এই সমস্ত দ্রব্যের সমান লৌহ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লইবে। ইহাকে তিমিরহর লৌহ কহে। চন্দ্রমা যেরূপ তিমির বিনাশ করেন, সেইরূপ ইহাদ্বারা সকল প্রকার নেত্ররোগ প্রশান্ত হয়।

গিরিমাটী, রক্তচন্দন, শুণ্ঠী, চাখড়ি ও বচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে ঘর্ষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়।

দুই টুকরা কাগজে আফিং লাগাইয়া দুই দিকের রগে দিলে চক্ষরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

তেঁতুলক্কাথ দ্বারা নেত্র ধৌত করিলে চক্ষু রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

জয়ন্তীপাতা ছেঁচিয়া রুটী প্রস্তুত করত চক্ষুর উপর বন্ধন করিলে চক্ষুরোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

বটের টাটকা আঠা চক্ষুতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

রসাঞ্জন, সৈন্ধব, গিরিমাটী, দারুহরিদ্রা, ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া লেপ প্রদান করিলে চক্ষুরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

মুথা, দারুহরিদ্রা ও গিরীমাটী এই তিন দ্রব্য ছাগী দুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক লেপ প্রদান করিকে নেত্র রোগ প্রশান্ত হয়।

বংশকর্পূর অর্থাৎ কোন কোন বাঁশের মধ্যে কর্পূরের ন্যায় শ্বেত বর্ণ এক প্রকার পদার্থ জন্মে। উহার গন্ধ অতি চমৎকার, উহা চক্ষুর মধ্যে দিলে যে কোনরূপ চক্ষুরোগ হউক না কেন বিশেষ ফল দর্শিয়া থাকে।

ত্রিফলা দ্বারা গব্য ঘৃত দাগ করিয়া তাহা প্রত্যহ একতোলা সেবনে নেত্ররোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

হরীতকী, বচ, বহেড়া, পিপ্পলী, নাভিশঙ্খ ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া দুগ্ধের সহিত খলে মর্দ্দন পূর্ব্বক মধু যোগে চক্ষে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

নাসারোগ, নাসাক্ষত ও নাসাদিয়া রক্তস্রাব চিকিৎসা।

গুগ্‌গুলের বাতি প্রস্তুত করিয়া তাহা জ্বালিয়া তাহার ধূম শরীরে ও নাসারন্ধ্রে প্রদান করিলে নাসা রোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

আলতার সহিত কেশুর্তে রস মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

বাবুই তুলসীর পাতার রস দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

আকন্দের ডাঁটার ধূম নাসারন্ধ্রে গ্রহণ করিলে ফল দর্শিয়া থাকে।

একভাগ পারদ, দুইভাগ গন্ধক, তিন ভাগ সোহাগা, চারিভাগ বিষ ও পাঁচ ভাগ মরীচ এই সকল দ্রব্য আদার রসের সহিত পেষণ করিয়া পাঁচ রতি পরিমাণে বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার নাসারোগ ধ্বংস হয়।

প্রথমতঃ এক সের তিলতৈল অগ্নিতে চড়াইয়া দিবে। যখন তৈল অত্যন্ত গরম হইবে, তখন তাহার মধ্যে শুল, পিপ্পলী, দারু হরিদ্রা, যবক্ষার, ডহর করঞ্জার বীজ, সৈন্ধব, বামনহাটী এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের দুই তোলা চারি মাষা ছয় রতি করিয়া চূর্ণ করত উহার মধ্যে ফেলিয়া দিবে। যখন তৈল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিবে, তখন নামাইবে। এই তৈল নাসারন্ধ্রে দিলে সর্ব্বপ্রকার নাসারোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

নূতন চামড়া আগুণে পোড়াইয়া সেই ভস্ম নারিকেলের তৈলের সহিত মিশাইয়া ক্ষত স্থানে দিলে নাসাক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে।

পেঁয়াজের রসের নস্য গ্রহণ করিলে নাক দিয়া রক্ত পড়া প্রশান্ত হইয়া থাকে।

খাঁটি সর্ষপ তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে নাসাদিয়া রক্তস্রাব দূরীভূত হয়।

টাট্কা গব্য ঘৃতের নস্য দ্বারাও নাসারক্ত স্রাবে বিশেষ উপকার দর্শে।

চামেলী পুষ্পের তৈলের সহিত পুরাতন ঘৃত মিশাইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে দিলে নাক দিয়া রক্ত পড়া বিনাশ পাইয়া থাকে।

শিরোরোগ চিকিৎসা।

রসসিন্দূর, অভ্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক ভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক সিজের দুগ্ধে এক দিন মর্দ্দন করিবে। উত্তমরূপ মর্দ্দিত হইলে একমাষা পরিমাণে বড়ী করিবে। ইহাকে চান্দ্রকান্ত রস কহে। প্রতি দিন লৌহপাত্রে মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া এই বটী সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা এক সপ্তাহ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

দুই রগ ধরিলে শ্বেত চন্দন ঘষিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে নিশাদল মিশ্রিত করত লেপ প্রদান করিবে।

মনসাসিজের আঠার সহিত ধানি লঙ্কা বাটিয়া তদ্বারা লেপ প্রদান করিলে শিরোরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

বায়ুজনিত শিরোরোগ বায়ু বিনাশক দ্রব্য ভোজন করিবে এবং স্বেদ প্রলেপ ও নস্য এই সকল গ্রহণ করিতে হয়।

পিত্তজনিত শিরোরোগে পিত্ত নাশক দ্রব্য ভোজন করিতে হয় এবং ঘৃত, দুগ্ধ, জলসেক, শীতল দ্রব্যের প্রলেপ এই সকল অনুষ্ঠান করিবে।

যদি শ্লেষ্মাজনিত শিরোরোগ জন্মে, তাহা হইলে স্বেদ, উপবাস, তীক্ষ্ণদ্রব্যের নস্য গ্রহণ, ধূমগ্রহণ এই সকল ব্যবস্থেয়।

নিশাদলচূর্ণ ও টাটকা চুণ একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে আশু এই রোগে ফল দর্শে।

দশমূলের কাথ প্রস্তুত করত তাহার সহিত ঘৃত ও সৈন্ধব মিশাইয়া নস্য গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্ত নামক শিরোরোগ বিনাশ পায়। অপরাজিতা পুষ্পের রস লইয়া তদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

অপরাজিতার মুল কর্ণে বন্ধন করিলে শিরোরোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

হুড় হুড়ের রসের সহিত হুড় হুড়ের বীজে পেষণ পূর্ব্বক লেপ প্রদান করিলে শিরোরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

মুচুকুন্দ পুষ্প কাঞ্জির সহিত মর্দ্দন করিয়া তদ্বারা লেপ প্রদান করিলে শিরোরোগ দুরীভূত হয়।

সজিনাছাল জলে মর্দ্দন করিয়া লেপ দিলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

মাখনের সহিত শিমুলের শিকড় মর্দ্দন করিয়া লেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

রক্তচন্দনের সহিত কাঁটালি কলা মিশ্রিত করিয়া লেপ দিলে শিরোরোগ দুরীভূত হয়।

চোরকাঁটা, অগুরু, হোগলার শিকড় ও পদ্মকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করত লেপ প্রদান করিলে শিরোরোগ প্রশান্ত হয়।

বচ এবং পিপ্পলী এই দুই দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করতঃ তদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগে উপকার দর্শে।

কৃষ্ণ তিলের খোসা তুলিয়া সেই তিল এবং জটামাংসী সমভাগে লইয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব ও মধুর সহিত একত্র করত লেপ দিলে আদ কপালিয়া শিরোরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

দুই তোলা পরিমাণে ছাগীদুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজ রস মিশ্রিত করত সূর্য্য-কিরণে উত্তপ্ত করিয়া নস্য লইলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অন্যান্য অনেক প্রকার শিরোরোগে উপকার দর্শে।

হরিণের শৃঙ্গ, ছাগীদুগ্ধ, রক্তচন্দন ও লাউবীজ একত্র ঘর্ষণ পূর্ব্বক লেপ প্রদান করিলে শিরোরোগ প্রশান্ত হয়।

রক্তপিত্ত চিকিৎসা।

মধুর সহিত মোচরস সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

যজ্ঞডুম্বুর ও বাসকের ছাল এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া তাহার ক্বাথ প্রস্তুত করত সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

দশরতি পিপ্পলীচূর্ণ ও একতোলা বাসকের রস এই দুই দ্রব্য একত্র করত চারি আনা মধুর সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

ডুম্বুরের রস ও মধু একত্র করিয়া সেবন করিলেও বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

একতোলা গব্য ঘৃত, এক তোলা মধু ও দুই তোলা খৈচূর্ণ একত্র করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত প্রশান্ত হয়। প্রাতঃকালে সেবন করাই বিধি।

শালফুল, শিমুলফুল ও কাঞ্চনফুল প্রত্যেকে এক তোলা পরিমাণে লইয়া সেবন করাইবে।

বাসক পাতা পুটপাক করিয়া তাহার রসের সহিত চিনি ও মধু মিশ্রিত করত সেবন করিতে হয়।

একতোলা পিপ্পলী, এক তোলা তেউড়ী, এক তোলা শ্যামালতা, একতোলা ত্রিফলা ও তের আনা চিনি এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চারি আনাপ্রমাণ এক একটী বটীকা প্রস্তুত করিবে। শীতল জলের সহিত এই বটীকা সেবন করিতে হয়। প্রভাতকালে সেবন করাই বিধি।

পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাসকের রসে হরীতকী সাতবার ভাবনা দিয়া সেই হরীতকী সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

স্বরভঙ্গচিকিৎসা।

পৈত্তিক স্বর ভেদ রোগে মধুযুক্ত ঘৃত, বাতিক স্বরভেদে সৈন্ধব-চূর্ণযুক্ত তিলতৈল এবং শ্লৈষ্মিক স্বরভেদে শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরীচ বিশেষ উপকারী।

চিতার শিকড়, হরিদ্রা, যবক্ষার, বনযমানী ও আমলকী এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শুণ্ঠীচূর্ণ, শর্করা ও মধু এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা কুলকুচা করিলে বিশেষ উপকার হয়।

সৈন্ধব, ও সর্ষপ তৈলের কবলও বিশেষ ফলপ্রদ।

যষ্টিমধু ও মধু এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া লেহন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

হরিদ্রা, কুড়, বচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে স্বরভেদ রোগ প্রশান্ত হয়।

পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মরীচ, চৈ, চিতা, এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক তিনরতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে ভৈরব রস কহে। জল ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা শ্বাস, কাস ও স্বরভেদ বিনষ্ট হইয়া যায়।

কলিকায় তেজপত্র সাজিয়া সেই ধূমপান করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

সৈন্ধব লবণ ও কুলপত্র একত্রে ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে এই রোগ বিনাশ পায়।

একটী পাত্রে ষোল সের ব্রাহ্মীরস রাখিয়া তাহা অগ্নিতে চড়াইয়া দিবে এবং তাহার মধ্যে হরিদ্রা, কুড়, বৃহতী, হরীতকী ও জাতিপুষ্প এই কয়েক দ্রব্য প্রত্যেকে এক পল পরিমাণে পুটলি করিয়া দিবে। জাতিপুষ্প ছেঁচিবে না, কিন্তু অন্য সমস্ত ছেঁচিয়া দিবে। পরে চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে পুটুলি নিঙড়াইয়া লইবে এবং চারি সের ঘৃতের সহিত পাক করিবে। যখন রস শুষ্ক হইয়া কেবল ঘৃতমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন তাহার মধ্যে পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি, বালা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের চূর্ণ দুই তোলা করিয়া দিয়া

নাড়িতে থাকিবে। শীতল হইলে নামাইয়া অন্য পাত্রে রাখিতে হয়। উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এইঔষধের একতোলা পরিমাণে সেবন করা বিধেয়। ইহা দ্বারা দুস্তর স্বরভঙ্গ রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

মূর্চ্ছাচিকিৎসা।

বাতিক মূর্চ্ছা রোগ হইলে বায়ুনিবারক ঔষধ সেবন এবং বিষ্ণুতৈল গাত্রে লেপন করাইতে হয় এবং গাত্রে শীতল জল প্রদান করিবে।

পৈত্তিক মূর্চ্ছাতে গুড়ূচীতৈল গাত্রে মর্দ্দন করিবে অথবা গুলঞ্চের রস কিম্বা পলতার রস মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়। রক্তচন্দন ঘর্ষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলেও উপকার দর্শে।

পলতার রস সেবন দ্বারা পৈত্তিক মূর্চ্ছা দূরীভূত হয়।

শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছাতে সিদ্ধিপাতা ভাজিয়া চূর্ণ করত তাহা গাত্রে ঘর্ষণ করিবে।

দশমূলাদিতৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছায় বিশেষ উপকার দর্শে।

শঠী ভাজিয়া তাহার চূর্ণ গাত্রে ঘর্ষণ করিলে শ্লৈষ্মিক মূর্চ্ছা বিনাশ পায়।

হরিদ্রা ভাজিয়া তাহার চূর্ণ গাত্রে মর্দ্দন করিলে কফ জন্য মূর্চ্ছায় বিশেষ উপকার দর্শে।

মধুর সহিত ত্রিফলাচূর্ণ সেবন করিলে মূর্চ্ছারোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

উটের মূত্র দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে মূর্চ্ছারোগ বিনাশ পায়।

মধুর সহিত পিপ্পলীচূর্ণ মিশ্রিত করত তাহা লেহন করিলে মূর্চ্ছা রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

অর্দ্ধতোলা শতমূলী, অর্দ্ধতোলা শুণ্ঠী, অর্দ্ধতোলা বেড়েলা, অর্দ্ধতোলা গুলঞ্চ, অর্দ্ধতোলা দ্রাক্ষা, অর্দ্ধতোলা পিপ্পলীমূল, অর্দ্ধতোলা কণ্টকারী, অর্দ্ধতোলা কুড়, অর্দ্ধতোলা নাগকেশর, অর্দ্ধতোলা কুঁচ, অর্দ্ধতোলা কুলের আঁটীর সাস, অর্দ্ধতোলা বচ,

অৰ্দ্ধতোলা সৈন্ধব ও অৰ্দ্ধতোলা মরীচ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দুই সের জলে সিদ্ধ করিয়া অৰ্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই ক্বাথ বার ভাগ করিয়া বার বারে সেবন করিতে হয়। উহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করাই বিধি।

নাসিকারন্ধ্র দ্বারা কাগজের ধূম গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ঘৃতের সহিত দুরালভার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে এই রোগ আরোগ্য হয়।

মূর্চ্ছারোগে পিপুলের চূর্ণ ও রসসিন্দূর মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে শীতলজলে রোগীকে স্নান করাইতে হয় এবং তাহার গাত্রে শীতল জল সেচন করিবে। এইরূপ করিলে মদ ও মূর্চ্ছারোগ বিনষ্ট হয়।

দাহচিকিৎসা।

ধনিয়ার চাউল বাটিয়া তাহা চিনির পানার সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে দাহরোগ বিনষ্ট হয়।

চন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বালা ও বেণার শিকড় এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র করিয়া একটী বৃহৎ মৃত্তিকার বা কাষ্ঠের স্নানপাত্রে অর্থাৎ টবে ফেলিয়া তাহাতে জলপূর্ণ করত সেই জলমধ্যে বসিয়া স্নান করিলে দাহ রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

একটী রাঙ্গা নারিকেলের মুখ কাটিয়া তাহার মধ্যে ইক্ষুগুড় পূর্ণ করত ক্ষণকাল স্থাপন করিবে। পরে তাহা সেবন করিলে দাহ রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

এক খানি বস্ত্রে কাঁজি মাখিয়া সেই বস্ত্র খানি গাত্রে আচ্ছাদন করিলে দাহ রোগ বিনাশ পায়।

দধি ও বেণার শিকড় একত্র বাটিয়া লেপ প্রদান করিবে।

নাভির উপর এক খানি কাঁসার পাত্র রাখিয়া ঊৰ্দ্ধ হইতে তাহার উপর শীতল জলধারা নিক্ষেপ করিলে দাহরোগ প্রশান্ত হয়।

ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ প্রস্তুত করত মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে দাহরোগ প্রশান্ত হয়।

গুলঞ্চের ক্বাথ মধুর সহিত সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

মুগের ডাইল ভিজাইয়া তাহা বাতাসার সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে দাহরোগ প্রশান্ত হয়।

পাঁচভাগ পারদ ও এক ভাগ তাম্র একত্র করিয়া জামীরের রসে মর্দ্দন করিবে। পরে উহার সহিত পাঁচ ভাগ গন্ধক মিশ্রিত করিতে হইবে। অনন্তর পানের রসে ভাবনা দিয়া ভূধর যন্ত্রে পাক করত ভস্ম করিবে। ইহাকে দেহান্তক রস বলে। দুই রতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। আদার রস ও ত্রিকটুচূর্ণ ইহার অনুপান। ইহাদ্বারা দাহ সন্তাপ ও পিত্তজন্য মূর্চ্ছা বিনাশ পাইয়া থাকে।

দন্তরোগ চিকিৎসা।

কুড়, দারু হরিদ্রা, লোধ্র, মুথা, আকনাদিমূল, চৈ, নয়াফটকী, হরিদ্রা, তুঁতেভস্ম, ঘৃত, পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া মুখমধ্যে স্থাপন করিলে সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগের উপশম হয়।

কৃমিদন্তে হিঙ্গ উষ্ণ করিয়া লাগাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

পিপ্পলীচূর্ণের সহিত কিঞ্চিৎ মধু ও কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করত মুখমধ্যে ধারণ করিলে দন্তশূল বিনাশ পায়।

উৎকৃষ্টরূপে দাঁতন করিলে দন্তরোগে বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু সকল কাষ্ঠে দন্ত ধাবন করিবে না। করবী, অশন, করঞ্জ, অর্জ্জুন, আকন্দ ও মালতী বৃক্ষের কাষ্ঠে দন্ত ধাবন করিবে।

দশপল খদিরকাষ্ঠচূর্ণ চৌষট্টি সের জলে সিদ্ধ করিবে। আট সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া তাহাতে জয়িত্রি, কর্পূর, গুবাক, জায়ফল, এই সকলের প্রত্যেকের চূর্ণ আট তোলা ও আট তোলা খদির দিয়া পাক করত সেই ঔষধ মুখে রাখিলে সর্ব্বপ্রকার দন্তরোগ বিনাশ পায়।

ফট্কিরির সহিত জল গরম করিয়া তদ্দ্বারা কবল করিলে দন্তরোগে বিশেষ উপকার হয়।

যদি দন্তক্ষত হয়, তাহা হইলে পলতা, নিম্বপত্র ও ত্রিফলার ক্বাথে দন্ত ধৌত করিবে।

যদি দন্তে কৃমি জন্মে অর্থাৎ পোকা হয়, তাহা হইলে সিজ, নীল গাছ, ক্ষিরাই ও কাকজঙ্ঘা এই সকলের শিকড় চর্ব্বণ করত দাঁতে ঘর্ষণ করিলে পোকা সকল বিনাশ পাইয়া থাকে।

মঞ্জিষ্ঠা, লোধ্র, যষ্টিমধু ও খদির এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পক্ব করিয়া দন্তে দিলে দন্তনালী বিনাশ পায়।

লবণের সহিত ঝুল মিশাইয়া তদ্দ্বারা দন্ত মার্জ্জন করিলে দন্তরোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

হিজল বৃক্ষের ফল গুঁড়া করিয়া দন্তে দিলে দন্তরোগ নিবারণ হয়।

তৈলের গণ্ডূষ গ্রহণ করিলে দন্তরোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

তুঁতিয়া দগ্ধ করিয়া দন্তে দিলে দন্তরোগ বিনাশ পায়।

ডাবের জল গরম করিয়া তদ্দ্বারা কবল করিলে আশু ফল দর্শে।

সৈন্ধব লবণের সহিত শ্বেত সর্ষপ মিশাইয়া তদ্বারা কবল করিলেও দন্ত রোগ বিনাশ পায়।

বাঁসি হুকার জলে কবল করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

একভাগ রসসিন্দূর, এক ভাগ স্বর্ণ, দুইভাগ মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অতসীতৈলে মর্দ্দন করিতে হইবে। পিণ্ডাকার হইলে উহা কাপড়ে বন্ধন করিলে অতসীফলের কল্কে লেপন করিবে। পরে দোলাযন্ত্রে তিন দিন পাক করিতে হইবে। পরে উহা তুলিয়া মুখে ধারণ করিলে জিহ্বা ও দন্তাদিগত মুখ রোগ প্রশান্ত হয়। ইহাকে চতুর্ম্মুখরস কহে।

বসন্তরোগ চিকিৎসা।

কণ্টকারির শিকড় বাটিয়া মরীচ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিবে।

শীতল জলের সহিত অর্দ্ধপোয়া মধু সেবন করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

ক্ষেতপাপড়া, চিরতা, পলতা, কটকী, মুতা, নিম্বছাল, বাসকছাল, ও দুরালভা এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে কুড়ি রতি করিয়া লইয়া অর্দ্ধ সের জলে

সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। এই জল দুই বারে সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

শীতল জলে রুদ্রাক্ষের ফল ঘর্ষণ পূর্ব্বক তাহার সহিত ছয় রতি মরীচ-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অনেক উপকার হয়।

আতিস, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব ও মুথা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে বত্রিশ রতি পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। এই জল দুইবারে সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

দশরতি হরিদ্রাচূর্ণের সহিত এক তোলা উচ্চে পাতার রস মিশাইয়া সেবন করিলে অনেক উপকার হয়।

পাণিবসন্ত চিকিৎসা।

কলমী শাকের ডাটা ছেঁচিয়া সেই রস গাত্রে মর্দ্দন করিলে আশু যাতনা বিনাশ পাইয়া থাকে।

এই রোগে রোগীকে অল্পপরিমাণে আহার প্রদান করিবে, বলকর ও উষ্ণকর দ্রব্য ভোজন করিতে দিবেনা আর সর্ব্বদা এরূপ সতর্কে থাকিবে যেন গুটীর মুখ ছিন্ন হইয়া না যায়।

উৎকাশী চিকিৎসা।

মরীচচূর্ণ ও মিছরিচূর্ণ সমভাগে মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে মুখে রাখিলে বিশেষ উপকার হয়।

আদার রস মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ময়ূরপুচ্ছভস্ম মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার কিঞ্চিৎ জিহ্বায় প্রদান পূর্ব্বক লেহন করিবে।

মরীচ, কিস্‌মিস, পিপ্পলী, যষ্টিমধু ও পিণ্ড খেজুর সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া গব্যঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিবে।

ধুতুরার ডাল, পাতা ও ফল শুষ্ক করিয়া তাহা কলিকায় সাজিয়া তাহার ধূম পান করিলে উৎকাশী প্রশান্ত হয়। ইহাদ্বারা হাঁপানি রোগেও বিশেষ উপকার দর্শে।

লাউপাতা শুষ্ক করিয়া তাহা কলিকায় সাজিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

অর্দ্ধতোলা মরীচ, অর্দ্ধতোলা গমের ভুষি, অর্দ্ধতোলা মিছরি ও অর্দ্ধ-তোলা যষ্টি মধু এই সকল দ্রব্য দেড়পোয়া জলে সিদ্ধ করিবে। তিন ছটাক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হয়। ইহা পান করিলে উৎকাশী প্রশান্ত হইয়া থাকে।

বাসকপাতা ছেঁচিয়া সেই রসের সহিত কিঞ্চিৎ মধু মিশাইয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

বামনহাটী, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, শটী, মুতা, পিপ্পলী ও পুরাতন গুড় এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সরিষার তৈলের সহিত মর্দ্দন করত লেহন করিতে হয়।

ওলাউঠা চিকিৎসা।

ওলাউঠার প্রথমাবস্থাতে—কুক্‌শিমার পত্ররস সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

গোলমরীচের সহিত কমলা লেবুর খোসা বাটিয়া সেবন করিলে উপকার হয়।

এই রোগের সূত্রপাতে তিন আউন্‌স্‌ পরিমাণে এক্‌সা ব্রাণ্ডি পান করিলে রোগ দুরীভূত হয়। রোগীর বলাধিক্যাদি বিবেচনায় ছয় আউন্স দিবে।

দুই রতি রক্তচন্দন, তিনরতি অহিফেন, ও তিন রতি পুরাতনগুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া তিনটী বটিকা করিবে। ক্রমে এক একটী করিয়া এই তিনটী সেবন করিতে হয়।

অধিক পরিমাণে বরফ ব্যবহার দ্বারা এই রোগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

দশটী কি দ্বাদশটী লঙ্কা পোড়াইয়া অর্দ্ধ পোয়া শীতল পরিষ্কৃত জলে নিক্ষেপ করিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই জল ছাঁকিয়া অর্দ্ধছটাক পরিমাণে দুই দণ্ড অন্তর সেবন করিলে ওলাউঠা প্রশান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এস্থলে ইহাও জানা আবশ্যক যে, কাঁচা লঙ্কা মরিচ গ্রহণ করিবে না, শুষ্ক মরীচ গ্রহণ করিতে হয়।

হিঙ্গ, কর্পূর ও পিপ্পলীচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক শীতল জলের সহিত উহার দুই রতি পরিমাণে সেবন করিবে।

একটী সূচির অগ্রদেশে একটী গোলমরীচ বিদ্ধ করিয়া প্রদীপের শিখায় দগ্ধ করত সেই ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে ওলাউঠা জনিত হিক্কা প্রশান্ত হয়।

কতকগুলি মুঁড়ি পরিষ্কৃত জলে ভিজাইয়া সেই জল ছাঁকিয়া একটু একটু সেবন করিলে ওলাউঠাজনিত বমি ও তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

গেঁটে দূর্ব্বা, বড় শশাগাছের পত্র, চটীয়া কলা ও আতপ তণ্ডুল এই সকল দ্রব্য একত্রে জল দ্বারা চটকাইয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে। সেই জল একটু একটু করিয়া পান করিলে ভেদ ও তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

উদাবর্ত্ত ও আনাহ চিকিৎসা।

হরীতকী, ত্রিকটু ও পারদ প্রত্যেকে একভাগ, জয়পাল দুইভাগ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া থানকুনীর রসে ও আমরুলের রসে ভাবনা দিবে। পরে বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাকে বৈদ্যনাথবটী কহে। ইহা দ্বারা উদাবর্ত্ত, আনাহ, গুল্ম, পাণ্ডু, ক্রিমি, কুষ্ঠ, গাত্রকণ্ডূ, পীড়কা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। বৈদ্যনাথ স্বয়ং এই ঔষধ বলিয়াছেন।

দুই ভাগ তেউড়ী, চারি ভাগ পিপ্পলী, পাঁচ ভাগ হরীতকী ও এগার ভাগ গুড়, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া দুই আনা পরিমাণ এক একটী বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা সেবন দ্বারা উদাবর্ত্ত রোগ বিনাশ পায়।

সিজের শিকড়ের চূর্ণ গরম জলে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আনাহ রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

একপল শর্করা, দুই তোলা পিপ্পলী চূর্ণ ও একপল তেউড়ীর শিকড়-চূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে উদাবর্ত্ত রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। দুই তোলা পরিমাণে সেবন করিতে হয়। ভোজনের অগ্রে সেবন করাই বিধি।

শ্যামালতা, তেউড়ীর শিকড় ও হরীতকী এই তিন দ্রব্য একত্রে সিজের আটায় ভাবনা দিয়া সেবন করিলে আনাহ রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

দুইতোলা দুগ্ধের সহিত দুইতোলা এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উদাবর্ত্ত রোগ প্রশান্ত হয়।

তেউড়ীর শিকড়, হরীতকী, মুগ্‌রোর শিকড় ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে উদাবর্ত্ত রোগ বিনাশ পায়।

ময়নাফল, ত্রিকটু, কুড়, সৈন্ধব, বুল ও শ্বেত সরিসা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। পরে উহা এক পল মধুর সহিত পাক করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠপরিমাণ বাতি করিবে। ঐ বাতি ঘৃতে মাখাইয়া গুহ্যদেশে প্রবেশ করাইতে হয়। এই রূপ করিলে ভেদ হইয়া আনাহ রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে। ইহা দ্বারা উদাবর্ত্ত, গুল্ম ও অন্যান্য জঠর রোগও দূরীভূত হয়।

অলাবুর গদা গরম করিয়া তদ্দ্বারা নাভিদেশে স্বেদ প্রদান করিলে উদাবর্ত্ত রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

ইন্দুরের বিষ ও উকুন নিবারণের ঔষধ।

পারদের সহিত ধুতুরার রস অথবা পানের রস মর্দ্দন করত ঘন হইলে তদ্দ্বারা শিরোদেশে লেপ প্রদান করিলে উকুন বিনাশ পাইয়া থাকে।

হলুদ, বুল, সৈন্ধব, মঞ্জিষ্ঠা তুল্য পরিমাণে বাটিয়া লেপ প্রদান করিলে ইন্দুরের বিষ বিনাশ পাইয়া থাকে।

ইন্দুরে কামড়াইবামাত্র সেই স্থানে কিঞ্চিৎ গুড় মাখাইলে বিষ বিনাশ পায়।

কর্পূর মস্তকে মাখাইলে উকুন বিনাশ পাইয়া থাকে।

কাঁজির সহিত মালিতা শাকের বীজ মর্দ্দন করিয়া মস্তকে লেপ প্রদান করিলে ইন্দ্রলুপ্ত বিনাশ পাইয়া থাকে।

উরস্তম্ভ চিকিৎসা।

দশমূল পাঁচনের সহিত চারি মাষা শিলাজতুচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উরস্তম্ভ রোগ বিনাশ পায়।

শিলাজতু, গুগ্গুল, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য গোমূত্র বা দশমূলীর কাথের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে উরস্তম্ভ রোগী রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, চৈ, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরীচ, পিপ্পলীমূল, সর্ষপ, উইমাটী এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপ প্রদান করিলে উরস্তম্ভ রোগ বিনাশ পায়।

দেড়তোলা পারদ, ছয়তোলা গন্ধক, শ্বেত গুঞ্জাবীজ তিনতোলা, জয়ন্তী, নিম্ববীজ, জয়পালবীজ ইহারা প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া জয়ন্তী, জম্বীর, ধুতুরা, কাকমাছী ইহাদিগের প্রত্যেকের রসে ভাবনা দিবে। অনন্তর চারি রতি প্রমাণ বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহার নাম গুঞ্জাভদ্ররস। হিঙ্গু ও সৈন্ধবের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা অত্যুগ্র সুদারুণ উরুস্তম্ভ প্রশান্ত হয়।

কর্ণরোগচিকিৎসা।

সমুদ্রের ফেনা গুঁড়া করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

ত্রিকটু, হিজলবীজ, শঙ্খভস্ম ও বিষ এই সকল একত্রিত করিয়া মরীচের ন্যায় বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে কফকেতুরস কহে। ইহা দ্বারা সকল প্রকার কর্ণরোগ দূরীভূত হয়।

টাবালেবু, কদবেল ও আদার রস কর্ণে পূরণ করিলে উপকার দর্শে।

কর্ণে পুঁজ হইলে উৎকৃষ্ট পুষ্করিণীর জলে ডুব দিয়া স্নান করিবে। দুই তিন দিন এইরূপ করিলে আরোগ্য হয়।

মালতীপাতার রস মধুর সহিত মিশাইয়া কাণে পূরণ করিলে কর্ণরোগ দূরীভূত হয়।

শুণ্ঠী, হিঙ্গ ও ধনিয়া এই সকল দ্রব্যের সহিত সরিষার তৈল সিদ্ধ করিয়া দিলে কর্ণশূল বিনাশ পাইয়া থাকে।

চোনা গরম করিয়া কাণে দিলে কর্ণশূল বিনাশ পায়।

কটু তৈল কর্ণের মধ্যে দিলে কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষেড় নামক কর্ণরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

আর্দ্রক, মধু, সৈন্ধব, ও তৈল কিঞ্চিৎ গরম করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণরোগ বিনাশ পায়।

হরিতাল চোনার সহিত ঘর্ষণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কানপচা বিনষ্ট হয়।

সিজের পাতা আগুণে ঝলসাইয়া সেই রস কিঞ্চিৎ গরম করত কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

রস্থনের রস কিঞ্চিৎ গরম করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

আর্দ্রকের রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পুরণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

সজিনার ছালের রস কিঞ্চিৎ গরম করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

আকন্দের পক্ক পত্রে ঘৃত মাখাইয়া প্রদীপের শিখায় ঝলসাইবে। পরে তাহার রস বাহির করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

রস্থনের রস, আদার রস, সজিনা ছালের রস, রাঙ্গামুলার ছালের রস, কদলীমুলের রস ইহার মধ্যে যে রস ইচ্ছা সেই রস লইয়া তাহার তুল্য পরিমাণ মনসাপাতার রস মিশাইয়া কাণের মধ্যে দিলে নানাবিধ পূকর্ণশূল বিনাশ পায়।

ফট্‌কিরি ও আফিং এই দুই দ্রব্য একত্রে পাতিলেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক কপোতের পালক দ্বারা কাণে দিলে কর্ণরোগ নিবারণ হইয়া থাকে।

তুষ্‌ক, শুণ্ঠী ও হিঙ্গ সর্ষপ তৈলের সহিত মিশাইয়া কিঞ্চিৎ জলে পাক করত সেই তৈল কাণে দিলে কর্ণশূল বিনাশ পায়।

শয়ন করিবার সময় শাঁকেড় গুড়া ও চোনা মিশ্রিত করিয়া পীড়িত কর্ণে প্রদান পূর্ব্বক কাত হইয়া শয়ন করিলে কর্ণপুঁজ ও নানাবিধ কর্ণরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

তিল তৈল ও সজিনার আঠা একত্র মিশাইয়া কিঞ্চিৎ গরম করত পীড়িত কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল বিনাশ পায়।

কোঠ, উদর্দ্দ ও শীতপিত্ত চিকিৎসা।

হরিদ্রা, চাকুলিয়া বীজ, কৃষ্ণতিল এই কয় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক জলদ্বারা বাটিয়া গাত্রে লেপন করিলে শীতপিত্ত রোগ বিনাশ পায়।

গণিবারির শিকড় পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেবন করিবে। এইরূপ করিলে কোঠ, উদর্দ্দ ও শীতপিত্ত রোগ দূরীভূত হয়।

পুরাতন গুড় ও যমানী একত্র করিয়া সাত দিন সেবন করিলে উদর্দ্দ রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু ঐ সাত দিন সুপথ্য আহার করিবে।

দুই তোলা পুরাতন গুড় ও দুই তোলা যমানী একত্র করিয়া সেবন করিলে শীতপিত্ত রোগ দূরীভূত হইয়া থাকে।

একতোলা মরীচচূর্ণ ও দুই তোলা গব্য ঘৃত একত্র করিয়া সেবন করিলে শীতপিত্ত বিনাশ পায়।

গলগণ্ড ও গণ্ডমালাচিকিৎসা।

নিসিন্দার শিকড়, তেলাকুচা ও করবী এই সকল দ্রব্যের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া সেই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে গলগণ্ড ও গণ্ডমালা রোগ বিনাশ পায়।

নিমের তৈলের নস্য বিশেষ ফলপদ।

পেদোপোকা বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে গলগণ্ড ও গণ্ডমালা রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

গজপিপ্পলীচূর্ণের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

এই রোগে রক্তমোক্ষণ দ্বারা এবং বমন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে। রুক্ষ দ্রব্য ভোজন করা কর্ত্তব্য। যে সকল দ্রব্য কটু এবং মুগ, পটল ও যব এই সমস্তও ফলপ্রদ।

গলগণ্ডের উপরে হুড়হুড়ের রস মাখাইলে ঐ রোগ প্রশমিত হয়।

বরুণের শিকড়ের ক্বাথ প্রস্তুত করত সেই ক্বাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গণ্ডমালা রোগ পরাজিত হইয়া থাকে।

পুঁই পাতার রস গলগণ্ড ও গণ্ডমালা স্থানে লাগাইয়া সেই পাতা দ্বারা সেই স্থান বন্ধন করিলে উক্ত রোগ বিনাশ পায়।

কোষ্ঠবদ্ধ চিকিৎসা।

পুরাতন তেঁতুল ও মিছরি একত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া তৎপরদিন প্রাতে সেবন করিলে উক্ত রোগ বিনাশ পায়।

এক ছটাক বা দেড় ছটাক আদার রস সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

গরম দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধ রোগ প্রশান্ত হয়।

ঘৃতের সহিত সোঁদালের কচি পাতা ভাজিয়া তাহা ভাতের সহিত সেবন করিলে এই রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

পদ্মের ডাঁটার রস এই রোগে বিশেষ উপকারী।

প্রত্যহ রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে আহারের পর এক ছটাক ইসবগুল মুখে ফেলিয়া দিয়া জল দিয়া গিলিয়া খাইবে। ইহা দ্বারা রোগ প্রশান্ত হয়।

সোণামুখী, শুণ্ঠী, জাঙ্গি হরীতকী, সোঁদাল আটা, দন্তীমূল এই সকল দ্রব্য তুল্যপরিমাণে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। পরে উহা অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া রাখিবে। ঐ জল সেবন করিলে দুই একবার দাস্ত হইয়া কোষ্ঠবদ্ধ রোগ প্রশমিত হয়।

গর্ভস্রাবের রক্তস্রাব বন্ধ করার এবং গর্ভ না হওয়ার ঔষধ।

বেণার শিকড়, বৃহতী ও কদম্ব এই কয় দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে গর্ভস্রাবের রক্তস্রাব বিনাশ পাইয়া থাকে।

ধুস্তুরের শিকড় গুঁড়া করিয়া যোনি মধ্যে প্রবেশ করাইলে আর তাহার গর্ভ হয় না।

তাম্বূল চূর্ণ করিয়া যোনিদেশে দিলেও পরিণামে গর্ভ হওয়া বন্ধ হয়।

পুরুষসহবাসের সময় শ্বেত সর্ষপের শিকড় মস্তকে বন্ধন করিলে গর্ভ হওয়া বন্ধ হইয়া যায়।

বিদ্রধিচিকিৎসা।

গমের ভূষি সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে বিদ্রধি রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

শ্বেত পুনর্ণবা ও বরুণ মূলের ক্বাথ সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

সজিনার শিকড়ের ছাল বাটিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে এই রোগ প্রশান্ত হয়।

ক্ষীর কাকোলী, রক্তচন্দন, চিনি ও বেণার শিকড় এই সকল দ্রব্য দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপ প্রদান করিলে বিদ্রধি রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

সজিনার শিকড় ধৌত করত মর্দ্দন করিয়া তাহার রসের সহিত মধু মিশ্রিত করত সেবন করিলে দেহাভ্যন্তরস্থ বিদ্রধি প্রশান্ত হইয়া থাকে।

চারি আনা পরিমিত তেউড়ীর মূল চূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

বিসর্প, বিস্ফোটক, ব্রণ, দগ্ধ ব্রণ ও অন্তর্ব্রণ চিকিৎসা।

রসসিন্দূর ও ত্রিসুগন্ধিচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া গুড়ূচী ও নিম্বের ক্বাথের সহিত অথবা খদির ও ইন্দ্রযবের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে বীসর্প ও বিস্ফোটক প্রশান্ত হইয়া থাকে।

যব পোড়াইয়া তৈলের সহ মর্দ্দন করত লেপ দিলে দগ্ধব্রণ বিনাশ পায়।

বিল্বপত্র বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে ব্রণ রোগ নিবারিত হয়।

শিরীষছাল, বেণামূল ও নাগেশ্বর এই সকল দ্রব্য বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিস্ফোটকরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধতোলা শুণ্ঠী, অর্দ্ধতোলা পলতা, অর্দ্ধতোলা গুলঞ্চ ও অর্দ্ধতোলা কটকী এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই জল ছাঁকিয়া সেবন করিলে বীসর্প ও বিস্ফোট রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

ব্রণ হইবার সূত্রপাতে ধুতুরা পাতার বোঁটায় লবণ মিশাইয়া ব্রণে লেপন করিলে অবিলম্বে ব্রণ বিনষ্ট হয়।

দধির সহিত শিমুলের কাঁটা ঘসিয়া চন্দনের মত করত তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে বিস্ফোটক রোগ বিনাশ পায়, কিন্তু দধি নির্জ্জল হওয়া আবশ্যক।

তিল ও শ্বেত সর্ষপ একত্র করত দুগ্ধের সহিত বাটিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে ব্রণরোগ দুরীভূত হয়।

তিলতৈল চারিসের, কল্কার্থ বাট্যালমূল চারিতোলা, অপাঙ্গ চারিতোলা এবং জল ষোল সের একত্র পাক করিয়া নির্জ্জল হইলে পাক পরিসমাপ্ত হইবে। ইহা দ্বারা ব্রণ রোগ বিনাশ পায়।

চারি আনা তেউড়ীচূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে বিরেচন হইয়া বীসর্প ও বিস্ফোটক রোগ বিনাশ পায়।

গোরোচনা ও মরীচ একত্র করত মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা লেপ প্রদান করিলে ব্রণরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরীচ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে চারিতোলা ও গুগ্‌গুল চব্বিশ তোলা একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক সেবন করিলে অন্তর্ব্রণ রোগ বিনাশ পায়।

পাঁচড়াচিকিৎসা।

তিল উত্তমরূপে বাটিয়া পাঁচড়ার মুখে লেপ দিলে অল্প দিনের মধ্যে পাঁচড়া প্রশান্ত হয়।

পাঁচড়াতে তুঁতিয়া চূর্ণ দিলেও বিশেষ উপকার দর্শে, কিন্তু কিঞ্চিৎ জ্বালা করে।

বাসকের পাতা ও ফল চিনির সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপ দিলে পাঁচড়া দূরীভূত হয়।

দধির মাত ও কালকাসন্দার বীজ একত্র পেষণ করিয়া প্রয়োগ করিলে পাঁচড়া বিনাশ পায়। ইহা দ্বারা দাদরোগেও বিশেষ উপকার দর্শে।

নিমপাতার সহিত জল গরম করিয়া তদ্দ্বারা ধৌত করিলে বিশেষ উপকার হয়।

চাল মুগুরের সহিত খাঁটী শরিষার তৈল পাক করিয়া সেই তৈল দিলে অল্পদিনের মধ্যেই পাঁচড়া বিনাশ পাইয়া থাকে।

লঙ্কা, কর্পূর ও তিলতৈল একত্রে পাক করিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পাঁচড়ায় দিলে অচিরে পাঁচড়া বিনাশ পাইয়া থাকে।

মাখন ও গন্ধক এই দুই দ্রব্য একত্র করত তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে পাঁচড়া বিনষ্ট হয়।

থুলকুড়ীর পত্র বাটিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

এই রোগে সাধারণতঃ যাহাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবে এবং যে কোন ঔষধই প্রয়োগ করুক না কেন, অগ্রে গরম জলদ্বারা ধৌত করিয়া মুখ ছিন্ন করত ঔরস প্রয়োগ করিতে হয়।

ঘৃতের সহিত মুদ্রাশঙ্খ ঘর্ষণ করিয়া তদ্বারা লেপ প্রদান করিলে পাঁচড়ারোগ বিনাশ পায়।

ধনুস্তম্ভ চিকিৎসা।

মুক্তাবড়্শীর পাতার রস দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে ধনুস্তম্ভরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

এক তোলা ঘৃতের সহিত দশমূলের ক্বাথ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

আকন্দের আঠার সহিত সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া তদ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ধ্বজভঙ্গচিকিৎসা।

মরদা চড়াই পাখী ঘৃতে ভাজিয়া ভক্ষণ করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার হয়।

পানের সহিত নাগকেশরপুষ্পের আতর এক রতি পরিমাণে ভক্ষণ করিবে এবং একরতি পরিমাণে ঐ আতর লইয়া উপস্থের মূলদেশে মালিশ করিতে হয়। কিয়ৎক্ষণ মালিশ করিয়া তদুপরি একটী পান স্থাপন পূর্ব্বক নেকড়া দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে। দুই তিন দিন এইরূপ করিলেই আরোগ্য লাভ হয়।

শাণ্ডা নামক জীবের তৈল উপস্থে মালিশ করিলে অল্পদিনের মধ্যেই ধ্বজভঙ্গ প্রশমিত হইয়া থাকে। এই তৈল এক প্রকার বন্য ম্লেচ্ছজাতিরা সচরাচর কলিকাতা ও অন্যান্য নিকটবর্ত্তী স্থানে বিক্রয় করিতে আইসে।

চারি আনা প্রিয়ঙ্গু, চারি আনা যষ্টিমধু ও চারি আনা লোধ্র এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া তাহার সহিত এক সের সর্ষপ তৈল মিশ্রিত করিবে। পরে ঐ তৈল দ্বারা উপস্থে স্বেদ প্রদান করিলে অল্পদিনের মধ্যেই ধ্বজভঙ্গ রোগ দূরীভূত হয়।

পদ্মের শিকড় ও গোড়া মর্দ্দনপূর্ব্বক তাহার সহিত কিঞ্চিৎ বিল্বপত্ররস ও অর্দ্ধসের পরিষ্কৃত অকৃত্রিম ঘৃত মিশাইবে। এই সকল দ্রব্য পিত্তলের পাত্রে স্থাপন করিতে হয়। উহা পান করিলে ধ্বজভঙ্গ রোগ প্রশান্ত হয়।

রোহিত মৎস্যের পিত্ত, গব্য ঘৃত ও রৌপ্য তবক এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

একটী কৃকলাস মারিয়া তাহার তৈল বাহির করিয়া তদ্দ্বারা উপস্থে মালিশ করিলে ধ্বজভঙ্গ রোগ বিনাশ পায়।

পঞ্চপিত্ত সমভাগে গ্রহণ করত উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃতে পাক করিবে। সেই ঘৃত উপস্থে মর্দ্দন করিলে ধ্বজভঙ্গ রোগ বিনাশ পায়।

আঙ্গুলহাড়ার ঔষধ।

• আঙ্গুল হাড়া হইলে সাঞ্চে শাকের শিকড় ছেঁকিয়া ক্ষত মুখে কলার মাইজ পাতা সাতপুরু করিয়া দিয়া ঐ শাক দিবে এবং তাহার উপরে সাতপুরু ঐরূপ পত্র দিয়া নেকড়া দিয়া বন্ধন করিয়া রাখিবে। ইহাদ্বারা আঙ্গুলহাড়া বিনাশ পায়।

আঙ্গুলহাড়ার সূত্রপাতে শীতল জলে মগ্ন করিয়া রাখিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ছোট গোয়ালের পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে অচিরে আরোগ্য হয়। ইহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্লৈষ্মিক বেদনার ঔষধ।

শুণ্ঠীচূর্ণ কাপড়ে ছাঁকিয়া সেই চূর্ণ বেদনাস্থানে মালিশ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

গমের ভুসির স্বেদ প্রদানও ইহার পক্ষে বিশেষ উপকারী।

একটী হাঁড়িতে সদ্য গোবর পূর্ণ করত তাহার মুখ বন্ধ করিয়া অগ্নিতে সিদ্ধ করিবে। পরে উষ্ণ থাকিতে থাকিতে উহা দ্বারা লেপ প্রদান করিলে শ্লৈষ্মিক বেদনা বিনাশ পায়।

শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত সর্ষপ তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা মালিশ করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

কফ সহ পিত্ত দৃষ্টে তাহার ঔষধ।

আদার রস ও হিঞ্চাশাকের রস দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেব্য।

অর্দ্ধ তোলা ধনিয়া বাটিয়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করত হিমে রাখিয়া পর দিন তাহার সহিত এক তোলা মিছরি মিশাইয়া সেবন করিবে।

গরম দুগ্ধের সহিত শুণ্ঠীচূর্ণ সেবনও এই রোগে বিশেষ ফলপ্রদ।

কাটা ঘায়ের চিকিৎসা।

কোনস্থান কাটিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ পাথরিয়া কয়লা ঘসিয়া দিলে আরোগ্য হয়।

কাটিবামাত্র ক্ষতস্থানে চিনি দিলে অমনি রক্তস্রাব বন্ধ হয়এবং কোন যন্ত্রণা থাকে না।

পাথর কুচির পত্র ছেঁচিয়া ক্ষত স্থানে বন্ধন করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

অল্পপরিমাণে কোন স্থান কাটিয়া গেলে শীতল জলের মধ্যে সেই স্থান টিপিয়া ধরিলে অবিলম্বে আরোগ্য হইয়া থাকে।

কোন স্থান কাটিবামাত্র সেই স্থানে টার্পিণ তৈল দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

কাউর রোগের চিকিৎসা।

আতপ চাউল, মুশুর ডাইল, শুণ্ঠী ও আর্দ্রকরস এই সকল দ্রব্য অনুমানানুসারে লইয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে কাউর রোগ বিনাশ পায়।

তণ্ডুলজলের সহিত সোমরাজবীজ পেষণ করিয়া লেপ প্রদান করিলেও বিশেষ উপকার দর্শে।

হুকার জল ও মুশুর ডাইল একত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক লেপ প্রদান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

প্রথমতঃ যে স্থানে কাউর হইয়াছে, তাহার উপর টার অর্থাৎ আলকাতরার লেপ দিবে, পরে তাহার উপর করীষভস্ম অর্থাৎ ঘুঁটের ছাই দিবে। কিয়দ্দিন এইরূপ করিলেই কাউর রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

কাণের গোড়া ফুলিলে অথবা গলদেশ ফুলিলে তাহার ঔষধ।

ধুতুরা পাতার রস ও সমুদ্রের ফেণা একত্র করিয়া লেপ প্রদান করিবে।

ধুস্তুর রস, অহিফেন, সমুদ্রফেন, এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া লেপ প্রদান করিলে অচিরে ফুলা ও বেদনা প্রশান্ত হইয়া থাকে।

কায়ছাল, কুড়, শুণ্ঠী ও কৃষ্ণজীরা এই কয় দ্রব্য একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক লেপ দিলে অচিরে প্রশান্ত হয়।

ধুতুরা পাতার রসে মুসব্বর ঘর্ষণ করিয়া তদ্দারা লেপ প্রদান করিলে অচিরে এই রোগ দুরীভূত হয়।

সিমপাতার রস ও অহিফেন একত্র মর্দ্দন করিয়া লেপ দিলে ফুলা ও যাতনা বিনাশ পায়।

কুক্কুরে বা শৃগালে কামড়াইলে তাহার ঔষধ।

দংশন করিবামাত্র রোগীকে বহুক্ষণ জলের মধ্যে রাখিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

হরিদ্রাচূর্ণ ও বিড়ালের বিষ্ঠা একত্র করত ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিলে আরোগ্য হয়।

শিরীষবীজ ও মনসার আঠা এই দুই দ্রব্য মর্দ্দন করিয়া লেপ প্রদান করিলে কুক্কুর দষ্ট বা শৃগালদষ্ট ব্যক্তি নীরোগ হইয়া থাকে।

সংবাদ পত্রে এইরূপ দৃষ্ট হইয়াছে যে, পাগলা কুক্কুরে কামড়াইলে রোগীর জলাশঙ্কা উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় রোগীর দেহের রক্ত মোক্ষণ বিশেষ উপকারী। প্রথমে ডাইন হাতের একটী শিরা হইতে অনুমান দেড়সের রক্ত মোক্ষণ করিবে। তৎপরে দুই তিন দিন বিলম্বে আবার অনুমান তিনপোয়া রক্ত মোক্ষণ করিতে হয়, এইরূপ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কলার মধ্যে করিয়া রক্ত বনাতের টুকুরা রোগীকে খাওয়াইলে সুস্থ হইয়া থাকে।

ঘাড় মাগুরা চিকিৎসা।

পুরাতন পুষ্করিণীজাত শৈবাল আনিয়া তাহার সহিত আদার রস ও শুণ্ঠী মিশ্রিত করত লেপ প্রদান করিবে।

ঘেঁটু পুষ্পের শিকড় বাটিয়া লেপ প্রদান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

কণ্ঠনালীদাহ অর্থাৎ ঘুঙ্‌রী চিকিৎসা।

কুড়, আতিস, কাকড়া শৃঙ্গী, দুরালভা ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করত মধুর সহিত মিশাইয়া বালকের জিহ্বায় একটু একটু দিবে। ইহা দ্বারা ঘুঙরী ও কাস বিনষ্ট হয়।

মুক্তাবড়শির পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক সেবন করাইলে রোগ দূরীভূত হয়। ইহা দ্বারা ভেদ বা বমি হইয়া থাকে।

অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে উচ্চে পাতার রস সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয়।

যে পুষ্করিণীর তীরে আম্র বৃক্ষ আছে, সেই পুষ্করিণী হইতে সদ্য পতিত একটী আম্রপত্র তুলিয়া আনিয়া তাহাতে খাঁটি সরিষার তৈল মাখাইয়া প্রদীপের শিখায় গরম করিবে। পরে সেই তৈল আঙ্গুলে করিয়া গলদেশে ও কণ্ঠে প্রদান করিলে ঘুঙ্‌রী বিনাশ পায়।

হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তৈলের সহিত পাক করত সেই তৈল নাভি দেশে দিলে ঘুঙ্‌রী বিনষ্ট হয় এবং বালকদিগের পেটকামড়ানি ভাল হইয়া থাকে।

কাগজিয়া পোকা অর্থাৎ অনেক দিন একস্থানে কাগজ রাখিলে তাহাতে যে কীট জন্মে, সেই পোকা দুইটী অথবা তিনটী গ্রহণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে ঘুঙ্‌রী বিনষ্ট হয়।

চূণের জলের আঘ্রাণ লওয়াও বিশেষ উপকারী।

চষী পোকার ঔষধ।

কর্পূর মর্দ্দন করিলে চষি পোকা বিনাশ পায়।

তেলাকুচার পাতার রস ও আদার রস একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে।

প্রভাতে জলস্পর্শ করিবার অগ্রে তেলাকুচার পত্র চষী পোকা স্থানে ঘসিলে পোকা বিনাশ পায়।

জিহ্বারোগ চিকিৎসা।

মধুর সহিত দারু হরিদ্রা চূর্ণ জিহ্বায় প্রদান করিলে জিহ্বারোগ বিনষ্ট হয়।

এলাইচ দানা ঘৃতের সহিত ভাজিয়া সেই এলাইচ চূর্ণ করত মধ্যে মধ্যে জিহ্বায় প্রদান করিলে নানাবিধ জিহ্বারোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

মানকচুর শিকড় দগ্ধ করত সেই ছাইয়ের সহিত সর্ষপ তৈল ও লবণ মিশাইয়া জিহ্বায় দিলে জিহ্বা রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

ঘৃত মধ্যে বা খাঁটি সর্ষপ তৈলে রশুন ভাজিয়া সেই রশুন জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

তেজপত্র সহ জল উষ্ণ করিয়া সেই জল দ্বারা কবল করিবে।

যদি বালকের জিহ্বায় ব্রণ হয়, তাহা হইলে জলের সহিত কর্পূর গুলিয়া সেই জল দ্বারা জিহ্বা ধৌত করিবে।

বালকের তালুদেশে ব্রণ হইলে তাহার ঔষধ।

গব্য ঘৃতের সহিত ঈষৎ পরিমাণে মরীচচূর্ণ বা শুঠী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে দিবে; কিন্তু অপক্কাবস্থায় নহে।

বচ, হরীতকী ও কুড় এই তিন দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া স্তনদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

টাকরোগের ঔষধ।

কটুতৈল চারি সের, মালতীপাতা, করবীপাতা, চিতামূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে দুই তোলা, জল ষোল সের এবং গোমূত্র চারি সের একত্র পাক করিয়া চারি সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে টাকরোগ বিনাশ পায়।

জবাপুষ্প ও কৃষ্ণবর্ণা গাভীর মূত্র একত্র মিশ্রিত করত লেপ প্রদান করিবে।

চিতার মুল ঘর্ষণ পূর্ব্বক অল্প পরিমাণে দিলে কেশ উৎপন্ন হয়।

টাকফল (এই ফল বনে জঙ্গলে বা বেদিয়াদের নিকট পাওয়া যায়) আনিয়া তাহা দক্ষিণ হস্তে করত টাকস্থানে অতি সামান্যরূপে ঘষিবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিলে টাক দুরীভূত হইয়া যায়।

আমলকী ও আমের আঠির মজ্জা একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক লেপ দিবে।

কুঁচফল, কুঁচের শিকড়, ভেলা ও বৃহতীফল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক লেপ দিলে অচিরে টাক বিনাশ পাইয়া থাকে।

কটু তৈল চারি সের, গোমূত্র আটসের, ছাগমূত্র আটসের, কল্কার্থ সিজ আঠা, আকন্দ আঠা, ভীমরাজরস, বিষ লাঙ্গলিয়া এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে বার পল ছয় মাষা একত্রে পাক করিয়া চারি সের অবশিষ্ট থাকিবে নামাইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে টাকরোগ বিনাশ পায়।

থুনকো (ঠুনকো) রোগের চিকিৎসা।

হলুদ পোড়ান ছাই এক তোলা, এক তোলা মরীচ, এক তোলা ঘৃতকুমারী ও এক তোলা হাঁচুটি পাতা এই সকল একত্র করিয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক স্তনে প্রলেপ দিবে।

মশুর ডাইল জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে আশু আরোগ্য হয়।

বর্ষার প্রথমে যখন শিলা বৃষ্টি হয় তখন সেই শিলার জলের সহিত মৃত্তিকা মাখাইয়া রাখিতে হয়। যখন এই রোগ হইবে, তখন তাহা ঘষিয়া লেপ দিলে অচিরে আরোগ্য হয়।

দন্ত কড়মড়ির চিকিৎসা।

রাত্রিকালে নিদ্রাবশে যাহার দাঁত কড় মড় করে, তাহার মুখ মধ্যে সেই সময় অল্প পরিমাণে বালুকা দিলে আর কদাচ ওরূপ হয়না।

কাঁকড়ার বড় দাঁড়া দুইটী দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিবে। যখন দুগ্ধ খুব ঘন হইবে, তখন তাহা রোগীর পাদতলে মালিশ করিতে হয়।

দুধ তোলা, দুধে দাঁতে পোকা হওয়া ও দুগ্ধস্রাবের চিকিৎসা।

হরীতকী, বচ ও কুড় এই তিন দ্রব্য চূর্ণ করত দুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে দুধতোলা আরোগ্য হয়।

পান উষ্ণ করিয়া স্তনে বন্ধন করিলে দুগ্ধস্রাব কমিয়া যায়।

অধিক পরিমাণে স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হইলে কিঞ্চিৎ লইয়া বিড়ালকে খাওয়াইবে। তাহা হইলেই দুগ্ধের হ্রাস হইবে সন্দেহ নাই।

মুথার বীজ তণ্ডুলজলে বাটিয়া তাহার সহিত চারি রতি স্তনদুগ্ধ সেবন করিলে দুধতোলা আরোগ্য হয়।

বচ ও শুঠী চূর্ণ ছাগীদুগ্ধের সহিত চন্দনবৎ বাটিয়া একটু একটু দিলে দুধে দাঁতের পোকা বিনাশ পায়।

রক্তপামার মূল চর্ব্বণ দ্বারাও দাঁতের পোকা বিনাশ পাইয়া থাকে।

নাভি শোথ চিকিৎসা।

মৃত্তিকাপিণ্ড অনলে সন্তপ্ত করিয়া তাহা দুগ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তদ্দারা নাভিদেশে স্বেদ প্রদান করিলে আরোগ্য হয়।

পার্শ্বব্যথা চিকিৎসা।

শুঠীচূর্ণ গরম গব্যঘৃতে মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে মালিশ করিবে।

শতমূলী, রাস্না, দেবদারু, হরিদ্রা, বেণামূল, দারুহরিদ্রা, শল্লকী, জীবন্তীমূল ও সৈন্ধব এই সকল দ্রব্য গব্যঘৃত ও তৈলের সহিত মিশাইয়া কিঞ্চিৎ গরম করত লেপ দিলে পার্শ্ববেদনা নিবারিত হয়।

পা ফাটার ঔষধ।

জ্বলন্ত শলিতা রাত্রিকালে ফাটাস্থানে আঘাত করিলে পা ফাটা নিবারিত হয়।

মোম ও ফুলল তৈল একত্র করিয়া লেপ প্রদান করিলে পা ফাটা রোগ বিনাশ পায়।

ধুনা, সৈন্ধব, মধু ও কটু তৈল একত্র মিশাইয়া লেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

শ্বেত খয়ের, সিন্দূর ও মোম সমভাগে লইয়া নারিকেলের তৈলের সহিত সিদ্ধ করিবে। পরে তাহা ফাটা স্থানে লাগাইলে অল্পকালের মধ্যেই আরোগ্য হয়।

শ্বেত ধুনা ও গব্য ঘৃত সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্তর পাত্রে মর্দ্দন করত রৌদ্রে গরম করিয়া ফাটাস্থানে দিলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

লিঙ্গ দিয়া রক্তস্রাব, রক্তমূত্র ও মূত্রবন্ধ রোগের চিকিৎসা।

এক পোয়া মিছরির পানার সহিত এক ছটাক কমলালেবুর রস সেবন করিলে মূত্রবন্ধ রোগ প্রশান্ত হয়।

একটী বৃহৎ টবে গরম জল ফেলিয়া তাহার মধ্যে কটি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রোগীকে বসাইলে মূত্রবন্ধরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

দশপাতা বা বারপাতা আল্‌তা দুগ্ধে গুলিয়া অহোরাত্রের মধ্যে সেই দুগ্ধ তিনবারে পান করিবে। ইহা দ্বারা রক্তমূত্র নিবারিত হইয়া থাকে।

দুইপল ছাগীদুগ্ধ ও দুই তোলা পঞ্চ তৃণ একত্রে একসের জলে সিদ্ধ করিয়া দুইপল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ইহা পান করিলে লিঙ্গ দিয়া রক্তস্রাব হওয়া বিনাশ পায়।

অধিক পরিমাণে ইক্ষুরস সেবন দ্বারা মূত্রবন্ধ রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

পক্ব কুষ্মাণ্ডরস অর্দ্ধপোয়া, দুই আনা যবক্ষারচূর্ণ ও দুই আনা চিনি একত্র মিশাইয়া সেবন করিলে মূত্রবন্ধ রোগ প্রশান্ত হয়।

চুলপাকার ঔষধ।

আমলকী, জবাপুষ্প ও মণ্ডূর এই তিন দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লেপ প্রদান করিলে শ্বেত কেশ শুভ্র হয়, কিন্তু ইহা চিরস্থায়ী নহে।

নীলপাতা, ভীমরাজ, ত্রিফলা ও লৌহ এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া ভেড়ার মূত্রে মর্দ্দন করত মাখাইলে শ্বেতকেশ শুভ্র হয়।

জবাপুষ্প ও মণ্ডূর মিশাইয়া মস্তকে লাগাইলে কেশ শুভ্র হইয়া থাকে।

কিঞ্চিৎ পাকা নারিকেলের মুখ কাটিয়া তাহার মধ্যে ত্রিফলার গুঁড়া, লৌহ ও ভীমরাজের রস পূরিয়া একমাস পর্য্যন্ত মৃত্তিকা মধ্যে

প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ক্রমে নারিকেল পচিয়া যাইবে। ঐ সমস্ত পচা দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক লেপ দিয়া কদলীপত্র দ্বারা মস্তক বন্ধন করিবে। একসপ্তাহ পরে প্রলেপ তুলিয়া ত্রিফলার ক্কাথ দ্বারা ধৌত করিতে। যে সাত দিন মস্তক বান্ধা থাকিবে, সেই সাতদিন মাংসের যূষ ও দুগ্ধ সেবন করিবে, ইহা দ্বারা কেশ কৃষ্ণ বর্ণ হয়।

এক মাস পর্য্যন্ত নিমের তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে এবং তদবস্থায় গব্য দুগ্ধ পান করিলে শ্বেতবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

পেট ফাঁপার ঔষধ।

বরফ সেবন দ্বারা এই রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

জৈন একছটাক ও সৈন্ধব কিঞ্চিৎ একত্র করিয়া শয়নের পূর্ব্বে রাত্রে সেবন করিলে পেট ফাঁপা রোগ বিনাশ পায়।

সুগন্ধ তৈলাদি মর্দ্দন দ্বারা পেট ফাঁপা রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

দশমূলের ক্কাথ দ্বারা ঘৃত, তৈল কিম্বা মেদ ও মজ্জা সিদ্ধ করত পেটের উপর মাখাইলে পেট ফাঁপা রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

বমন রোগের চিকিৎসা।

কণ্টকারির শিকড় বাটিয়া মদ্যের সহিত পান করিলে বমন রোগ বিনাশ পায়।

অর্দ্ধছটাক পাতিলেবুর রসের সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া সেবন করিবে।

তালশাঁসের জল সেবন দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শে।

অশ্বত্থ গাছের শুষ্ক ত্বক্ দগ্ধ করত শীতল জলে ফেলিয়া সেই জল একটু একটু করিয়া পান করিলে বমন রোগ বিনাশ পায়।

সুখ প্রসবের ঔষধ।

কোমরে সহদেবের শিকড় বন্ধন করিলে সুখে অচিরে প্রসব হয়।

কোমরে লজ্জালুলতার শিকড় বন্ধন করিলেও সুপ্রসব হয়।

কাঞ্জির সহিত ঝুল সেবন করলে অচিরে সুখে প্রসব হইয়া থাকে।

লাঙ্গলীর শিকড় জলে মর্দ্দন করত যোনিতে প্রবিষ্ট করাইলে সুখ প্রসব হইয়া থাকে।

উত্তর দিকে মুখ রাখিয়া শ্বেত কুঁচের শিকড় উত্তোলন করত কটিতে বান্ধিলে সুখে প্রসব হইয়া থাকে।

দশমূলের কাথের সহিত সৈন্ধব ও ঘৃত মিশাইয়া সেবন করিলে সুখে প্রসব হইয়া থাকে।

আকন্দের শিকড়, কুঁচফল ও অর্দ্ধখানি গুবাক একত্র জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক পান করাইলে অচিরে সুখে প্রসব হইয়া থাকে।

কালা রোগের ঔষধ।

অপামার্গ ক্ষারের কল্‌কে তিল তৈল প্রস্তুত করত ব্যবহার করিলে কালারোগ আরোগ্য হয়।

দাড়িম্বের ত্বক্ ও তুলার বীজ একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তৈলে পাক করিয়া সেই তৈল কর্ণবিবরে দিলে বধিরতা রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

পেট কামড়ানি চিকিৎসা।

অধিক পরিমাণে ইক্ষুরস সেবন করিলে একবার দুইবার বিরেচন হইয়া পেট কামড়ানি রোগ বিনাশ পায়।

মুথার রস একছটাক আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে পেট কামড়ানি রোগ দূরীভূত হয়।

জলে মুড়ি ভিজাইয়া সেই জল পান করিলে পেট কামড়ানি বিনাশ পায়।

বর্ষাকালে শিশুদিগের উদরাময় হইলে তাহার চিকিৎসা।

একতোলা মর্ত্তমান কলার ভেগোর রস ও সিকি রতি কর্পূর একত্র করিয়া সেবন করিবে। এক সপ্তাহ কাল এইরূপ সেবন করিলে শিশুদের উদরাময় বিনাশ পায়।

বন্ধ্যাচিকিৎসা।

যখন ঋতু হয়, সেই সময়ে জীবপুত্রিকা বৃক্ষের পত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রলেপ দিয়া পুরুষ সহবাস করিলে গর্ভধারণ হয়।

দুই তোলা শরপুঙখার শিকড় জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে।

একবর্ণা ধেনুর দুগ্ধের সহিত কাঁকরোলবীজ মর্দ্দন করিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করত সেবন করিলে গর্ভ হয়।

রবিবারে পুষ্যা নক্ষত্রে অনন্ত মূল উত্তোলন পূর্ব্বক অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে ঋতুর দিন হইতে প্রত্যহ একবর্ণা ধেনুর দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বন্ধ্যাও গর্ভবতী হয়। সাতদিন সেবন করা বিধি।

শ্বেত কণ্টকারির শিকড় ও কদম্বপত্র সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মোট দুই তোলা করিবে। পরে উহা ছাগীদুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া ঋতুর দিন হইতে পাঁচদিন সেবন করিবে। এইরূপ করিলে গর্ভ হইয়া থাকে।

বাঘির ঔষধ।

বাঘি ফুলিয়া উঠিবামাত্র গন্ধবিরাজের আঠা ঈষৎ গরম করিয়া এক খণ্ড কাগজে মাখাইয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে লাগাইয়া দিবে একবার বা দুইবার দিলেই বসিয়া যাইবে।

খাঁটি মধু ও চুন হাতে একত্রে ফেনাইয়া লেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

অহিফেনের পটী বান্ধিলে এক দিনের মধ্যেই বাঘি আরোগ্য হইয়া থাকে।

ভুঁইচাঁপা ফুলের গেড় মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে অচিরে বসিয়া যায়।

চিতার শিকড়ের ছাল কাঁজিদ্বারা মর্দ্দন করত লেপ দিলে বাখি ও ফোড়াতে বিশেষ উপকার দর্শে।

গরুর দাঁত মাখনের সহিত ঘর্ষণ করত লেপ দিলে অচিরে আরোগ্য হয়।

কাঁটা নটিয়ার শিকড় বাটিয়া দুইবার বা তিনবার লেপ দিলে অচিরে আরোগ্য হইয়া থাকে।

বলকর ঔষধ।

চিনির সহিত পুরাতন শিমুলের মূলের রস সেবন করিলে দেহে বলাধান হয়।

অনন্ত মূল সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সেবন করিলে শরীর বলিষ্ঠ হইয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রাতে কাঁচা হরিদ্রা ও ইক্ষুগুড় একত্রে সেবন করিলে রক্ত পরিষ্কার হয় ও দেহে বলাধান হইয়া থাকে।

দাড়িম্বের রস প্রত্যহ এক ছটাক করিয়া সেবন করিলে শরীর বল-বশিষ্ট হয়।

জামের আরক সেবন দ্বারা রক্ত পরিষ্কার ও বলাধান হইয়া থাকে।

প্রত্যহ প্রভাতে অন্য কিছু আহারের পূর্ব্বে ভিজা ছোলা সেবন করিলে বলাধান হয়।

ছাগমাংস ঘৃত ও দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত সৈন্ধব ও পিপ্প-লীচূর্ণ মিশ্রিত করত সেবন করিলে শরীরে বলবৃদ্ধি হয় ও রতি শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ছোটসিমুলমুল ও তালমূলীচূর্ণ ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বলাধান হয়।

শ্বেত কুলিয়া খাড়ার বীজ ও সেটে ধান্যের তণ্ডুল ঘৃত ও মধুর সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ সেবন করিবে।

বাতব্যাধিচিকিৎসা।

গ্রীবাদেশ স্তম্ভিত হইলে অশ্বগন্ধার শিকড় বাটিয়া লেপ প্রদান করিবে।

যদি এই রোগে স্বরভঙ্গ হয়, তাহাহইলে টা্টকা ঘি গরম করিয়া তাহার সহিত ত্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করত সেবন করিবে।

এই রোগে রোগী যদি কুব্জ হইয়া যায়, তাহা হইলে দশমূলের ক্বাথ এবং গরম সিঠা পীড়িত স্থানে ব্যবহার করিলে রোগ প্রশামিত হয়।

কর্পূর ও খাঁটি সর্ষপ তৈল একত্র করিয়া মালিশ করিলে বাতব্যাধিতে উপকার দর্শে।

বাধকের ঔষধ ও কষ্টরজঃ চিকিৎসা।

ঋতুর দিন হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে সাতটি গোলমরীচ ও উলট্কম্বলের শিকড়ের ছাল মর্দ্দন করিয়া সেবন করিবে, ইহা দ্বারা বাধক দুরীভূত হয় ও অচিরে সন্তান জন্মে। ইহা দ্বারা কষ্টরজঃ দূরীভূত হয়।

বাতজনিত কামড় চিকিৎসা।

কর্পূর, শণ্ঠীচূর্ণ ও তৈল একত্রে উষ্ণ করিয়া মালিস্ করিবে।

শুষ্ক শুণ্ঠীচূর্ণ আদার রসে মিশাইয়া মর্দ্দন করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

কর্পূর এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধব এই তিনদ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র করত রৌদ্রে গরম করিয়া মালিশ করিবে।

ব্রধ্নচিকিকিৎসা।

কুড়, শসাবীজ ও কায়ছাল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিয়া লেপ দিলে আরোগ্য হয়।

জীরা, গম, কুলের আঁঠি, হবুষ ও কুড় এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে মর্দ্দন করিয়া ব্রধ্নে লেপ দিলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

বৃশ্চিক বিষের চিকিৎসা।

বৃশ্চিকে দংশন করিবামাত্র রোগীর অজ্ঞাতসারে ক্ষত স্থানে কালী লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা বিনাশ পায়।

গুড় দিলেও বিষের অনেক লাঘব হইয়া থাকে।

কলার গাছের খোলার রস এবং হরিদ্রাচূর্ণ একত্র করিয়া দংশন স্থানে দিলে বৃশ্চিকবিষ বিনাশ পাইয়া থাকে।

ছাগলের নাদি ঘসিয়া দংশন স্থানে দিলে বিষ বিনাশ পায়।

রাঙ্গ চিতার পত্র মর্দ্দন করত দংশিত স্থানে দিলে আরোগ্য হইয়া থাকে।

গরম দুগ্ধের সহিত সৈন্ধব মিশাইয়া লেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

বৃহৎ রোহিত বা কাতলা মাছের আঁইস দ্বারা দংশন স্থান ঘর্ষণ করিলে অচিরে বিষ বিনাশ পায়।

দংশন স্থানে বিছুটির পাতা বুলাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

কাঁটা নটিয়ার মূল বাটিয়া লেপ প্রদান করিলে বৃশ্চিক দংশনজনিত বিষের উপশম হয়।

বোল্‌তা বা মৌমাছিতে কামড়াইলে তাহার ঔষধ।

কাঁচা পাথুরিয়া কয়লা ঘর্ষণ পূর্ব্বক লেপ প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ বিষ দূরীভূত হয়।

শিউলীয়ার ছোপ, নাগকেশর ফুল, শুঠী ও মরীচ এই সকল দ্রব্য পরিষ্কৃত জলের সহিত মর্দ্দন করত লেপ দিলে বোলতা ও মৌমাছি দংশনজনিত বিষ দূর হয়।

ভগ্নরোগ চিকিৎসা।

ময়দা এবং লাহা তুল্য পরিমাণে মর্দ্দন করিয়া ভগ্নস্থানে লেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

অশ্বত্থ গাছের ছালের ক্বাথ করিয়া তদ্দ্বারা ভগ্নস্থান সেচন করিবে।

যষ্টিমধু ও মঞ্জিষ্ঠা কাঞ্জির সহিত পেষণ পূর্ব্বক ভগ্নস্থানে লেপ প্রদান করিলে আশু উপকার হয়।

দুই রতি কড়িভস্ম কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ভগ্ন অস্থি যথাস্থানে সংলগ্ন হয়।

কিঞ্চিৎ গরম সর্ষপ তৈল মালিশ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পাঁচতোলা গুগ্গুল, একতোলা গোরক্ষচাকুলিয়া, একতোলা লাক্ষা, একতোলা অর্জ্জুন ছাল, একতোলা অশ্বগন্ধা ও একতোলা হাড়যোড়া এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লেপ দিলে বেদনা দূর হয়, ভগ্নস্থান পূর্ব্বমত হয় এবং শরীর দৃঢ় হইয়া থাকে।

এই রোগে মাংসের যূষ প্রভৃতি বলকারক দ্রব্য ভক্ষণ করা বিধেয়।

দুইতোলা পঞ্চমূল, একতোলা দুগ্ধ ও এক সের জল একত্র করিয়া সিদ্ধ করিবে। এক পোয়া মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে ভগ্নরোগীর বেদনা আরোগ্য হয়।

বাব্লার শিকড়ের ছালের চূর্ণ ত্রিকটু ও ত্রিফলা সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ তিন দ্রব্যের সমান গুগ্গুল তাহার সহিত মিশ্রিত করিয়া জল দ্বারা মিশ্রিত পূর্ব্বক লেপন করিলে ভগ্নস্থান পূর্ব্ববৎ যোজিত হয়।

ত্রিকটু ও গুগ্গুল একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক লেপ দিলে ভগ্নস্থান যুড়িয়া থাকে।

মদাত্যয় চিকিৎসা।

চৈ, হিঙ্গু, ত্রিকটু, ধনিয়া, শুঁঠ, যমানী ও রস সিন্দূর এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র করিয়া সেবন করিলে মদাত্যয় রোগ বিনষ্ট হয়।

যদি ধুতূরা জন্য মত্ততা জন্মে, তাহা হইলে দুগ্ধ ও চিনি মিশাইয়া সেবন করিবে।

সুরা পান করিয়া তৎক্ষণাৎ চিনি ও ঘৃত একত্রে ভক্ষণ করিলে মত্ততা জন্মে না।

চৈ, চিতামূল, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মোট দুইতোলা করিয়া অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করত অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, ঐ জলের সহিত সুরা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মদাত্যয় রোগ বিনাশ পায়।

সৌবর্চ্চল, জীরা, থৈকল, দারুচিনি, এলাইচ, মরীচ, মহার্দ্রক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে একভাগ এবং মধু অর্দ্ধভাগ ও শর্করা অর্দ্ধভাগ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহাকে অষ্টাঙ্গ লবণ কহে। ইহা দ্বারা কফপ্রধান মদাত্যয় রোগ বিনষ্ট হয় এবং উদরাগ্নির বৃদ্ধি করে।

মুখরোগ চিকিৎসা ও মুখে সুগন্ধ হইবার ঔষধ।

গরম তৈল দ্বারা কবল করিলে অনেক প্রকার মুখরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

মুরামাংসী, নাগকেশর ও কুড় একত্র চূর্ণ করিয়া ক্রমাগত মুখে ধারণ করিলে মুখে সদ্গন্ধ হয়।

চারিতোলা মধু ও চারিতোলা জল একত্র করিয়া প্রত্যহ পান করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হইয়া থাকে।

নাগকেশর, গন্ধক, বেণামূল, লোধ্র ছাল, শিরীষছাল এই কয় দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করত গাত্রে লেপন করিলে শরীরের ও মুখের দুর্গন্ধ নিবারণ হয়।

মরীচ ও কিস্‌মিস্‌ একত্র করিয়া চর্ব্বণ করিলে সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ বিদূরিত হয়।

বকুলের ফল মুখের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক চর্ব্বণ করত তাহার রস নিক্ষেপ করিবে, ইহা দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ বিনাশ পায়।

অধিক পরিমাণে লঙ্কা সেবন দ্বারা মুখের ঘা বিনাশ পাইয়া থাকে।

অতি প্রত্যূষে উঠিয়া শিশিরের জল মুখে দিলে মুখফাটা ও মুখের ঘা বিনাশ পায়।

একখানি লোহার হাতায় একতোলা তুঁতিয়া দিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে। পরে তাহাতে কিঞ্চিৎ পানপুঁটীর রস দিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কাদার ন্যায় হইলে প্রস্তর পাত্রে স্থাপন করিবে। প্রত্যহ চারি পাঁচবার উহা ক্ষত স্থানে দিতে হয়, ইহা দ্বারা মুখের ঘা বিনাশ পায়।

বালকদিগের মুখে ব্রণ হইলে তাহার ঔষধ।

সিজের পত্রের রস ও লেবুর রস একত্র করিয়া লেপ দিবে।

স্ত্রীসহবাসে উপস্থ ফাটিলে তাহার ঔষধ।

সহবাসান্তে গরম জল দ্বারা ধৌত করিলে উপশম হয়।

নিম্বপত্রের রসে ধৌত করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

স্বীয় প্রস্রাব দ্বারা ধৌত করিলেও কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে না।

বড় পানার মূল পাপড়ি খদিরের সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপ দিবে।

মেদোরোগ চিকিৎসা।

দুইরতি হিঙ্গ ও ছয়রতি এরণ্ড পত্রের ক্ষার এই দুই দ্রব্য একত্র করিয়া প্রতিদিন পরিষ্কৃত জলের সহিত সেবন করিবে।

গণিয়ারি ছালের রসের সহিত শিলাজতু সেবন করিলে মেদোরোগ বিনাশ পায়। শিলাজতুর মাত্রা পাঁচ হইতে দশ রতি।

রক্তচন্দন, শুণ্ঠী, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, গুলঞ্চ, আমলকী, সজিনা, মরীচ, মুথা, হরীতকী ও বহেড়া এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করত কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মেদোরোগের বিনাশ হয়।

রক্ত বমন ও রক্ত ভেদের চিকিৎসা।

হরীতকী চূর্ণ করিয়া বাসকপাতার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। সেবনের পরিমাণ চারি মাষা। ইহা দ্বারা রক্তস্রাব দুরীভূত হয়।

দেড়তোলা রেউচিনি ও অর্দ্ধতোলা মউরি দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে উত্তোলন করিয়া তাহার সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশাইয়া সাতবারে তাহা পান করিবে। ইহা দ্বারা রক্ত বমন ও রক্তভেদ দূরীভূত হয়।

চারিতোলা বাসকের পাতার রস, চারিমাষা তালিশচূর্ণ ও চারিমাষা মধু, একত্রিত করিয়া পান করিবে। ইহা দ্বারা রক্ত বমন বিনাশ পাইয়া থাকে।

রাত্রিকাণা চিকিৎসা।

ফট্‌কিরির জল গরম করিয়া সেই জল ছাঁকিয়া কোন কাচপাত্রে বা মৃত্তিকাপাত্রে রাখিয়া মুখবন্ধ করত মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিবে। তিনদিন পরে উহা উঠাইয়া সেই জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পাঁটার মিটুলি পোড়াইয়া ভক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

মধুর সহিত ত্রিকটু মিশ্রত করত তদ্বারা নেত্রে অঞ্জন দিবে।

বাসকপত্রে মাখমের কাজল প্রস্তুত করিয়া রাত্রে অঞ্জন দিতে হয়।

সাবানের জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

উৎকৃষ্ট দধিতে অর্দ্ধখানি মরীচ ঘর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অঞ্জন করিতে হয়।

লোমোৎপাটন ঔষধ।

রোমস্থানে কুসুম্ভ তৈল মাখিলে রোম উঠিয়া যায়।

হরিতাল ও শঙ্খভস্ম এই দুই দ্রব্য কলার এটিয়ার রসে মাড়িয়া রোমস্থানে লেপন করিলে রোম উঠিয়া যায়।

পলাশক্ষার ও হরিতাল তুল্য পরিমাণে কদলীর এটিয়ার রসে মাড়িয়া লেপ দিলে রোম উঠিয়া যায়।

গরম জলে হরিতালের চূর্ণ মাড়িয়া রোম স্থানে লেপ দিলে রোম অচিরে উঠিয়া যায়।

শ্বিত্রী রোগের ঔষধ।

শ্মশানের ভস্ম, হরীতকী, কদলীর মূল এই কয় দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দ্দন করত তদ্বারা লেপ প্রদান করিবে।

বাতরক্ত রোগের যে সকল ঔষধ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এই রোগে সেই সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আঁইশ শেওড়ার ছাল জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া চন্দনের মত হইলে তদ্বারা লেপ প্রদান করিবে।

শিঙ্গিমাছে কামড়াইলে তাহার ঔষধ।

অর্দ্ধপোয়া শীতল জলের সহিত একতোলা সোরা মিশাইয়া সেই জলে নেকড়া ভিজাইয়া পটী বান্ধিবে।

অগ্নির উত্তাপ প্রদান করিলে অনেক উপকার হয়।

দারচিনি ও গুড় একত্র মিশ্রিত করিয়া লেপ দিবে।

গরম জলের স্বেদ দিলে অচিরে যন্ত্রণা বিনাশ পায়।

হাত পা জ্বালা চিকিৎসা।

বেণার শিকড়ের রস হস্তে মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

হিঞ্চা শাকের রস হাত পায়ের তলায় মাখিবে ও কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে।

হস্ততলে ও পদতলে তেলাকুচের পাতার রস মাখিলে বিশেষ উপকার হয়।

কলমি শাকের রস পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধ ন্যূন করিবার ঔষধ।

মুশুর ডাইল বাটিয়া লেপ দিলে দুগ্ধ স্রাব হ্রাস হয়।

কৃষ্ণজীরা বাটিয়া লেপ দিলে দুগ্ধস্রাব কমিয়া থাকে।

রাত্রে অন্ন আহার ও দুগ্ধ পান পরিত্যাগ করিলে স্তনদুগ্ধের হ্রাস হইয়া থাকে।

স্তনবৃদ্ধিকরণ ও পতিত স্তনের উত্থান।

যখন প্রথম ঋতু হয়, তখন তণ্ডুলের জলের নস্য গ্রহণ করিলে সেই রমণীর স্তন কদাচ পতিত হয় না।

শউল মাছের তৈল, এরণ্ড তৈল, ও অপক্ক বেলের রস একত্র পাক করিয়া স্তনে লেপ প্রদান করিলে স্তন পতিত হয় না।

অশীতি তোলা শুণ্ঠীচূর্ণ চতুর্গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক অবশিষ্ট থাকিতে উত্তোলন করিয়া সেই ক্বাথের অর্দ্ধপরিমাণ তিল-তৈল দিয়া পাক করিবে। যখন সমস্ত শুষ্ক হইয়া তৈল মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন নামাইবে। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সেবন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই পতিত স্তন পুনরুত্থিত হয়।

কৃষ্ণ কুড়, বচ, অশ্বগন্ধা ও গজপিপ্পলী এই সকল দ্রব্য বাসিজলে ভিজাইয়া রাখিয়া মর্দ্দন করত নবনীতের সহিত মিশাইবে। উহা স্তনে লেপন করিলে স্তন অতি স্থূল হয়।

গাম্ভারের রসের সহিত তিলতৈল পাক করিয়া সেই তৈল লেপন করিলে স্তন পুনরুত্থিত হয় ও স্থূল হইয়া থাকে।

সূতিকা চিকিৎসা।

দশমূলের ক্বাথ সেবন দ্বারা সূতিকারোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

একভাগ পারদ, একভাগ গন্ধক, অর্দ্ধভাগ তাম্র একত্র করিয়া থানকুনীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুই রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা সূতিকারোগ এবং জ্বর, তৃষ্ণা, অরুচি, শ্বাস, শোথ প্রভৃতি বিনাশ পায়।

নীলঝাঁটীর মূল চর্ব্বণ করিলে এই রোগে অনেক উপকার হইতে দেখা যায়।

বিট্‌লবণ, চৈ, ত্রিকটু, সৈন্ধব, কৃষ্ণজীরা, যমানী, শ্বেতজীরক, দারুহরিদ্রা ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করত সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সূতিকা, অজীর্ণ ও আমবাত নষ্ট হয়।

দুই তোলা ঝাটিমুল অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অর্দ্ধ তোলা পিপ্পলী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা সূতিকাজ্বর বিনাশ পায়।

বেণামূল, আতিস, ধনিয়া, ক্ষেত্রপর্পটী, গুলঞ্চ, দুরালভা, রক্তচন্দন, বেড়েলা, মুথা, বালা ও পলতা এই সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া মোট দুই তোলা করিবে। পরে উহা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ সেবন করিলে সূতিকা জ্বর ও অতীসার বিনাশ পায়।

সূতিকাবিনোদরস,—পারদ, গন্ধক, তুঁতে, সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জামীরের রসে তিনদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ত্রিকটুর ক্বাথে তিনবার ভাবনা দিবে। ইহাকে সূতিকাবিনোদরস কহে। চারি রতি পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা গর্ভিণীর শূল, বিষ্টম্ভজ্বর, অজীর্ণ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

প্রদরচিকিৎসা।

শুষ্ক আম্রের আঁঠির মধ্যের শাস একছটাক অর্দ্ধপোয়া কাঁচা ছাগদুগ্ধ একত্রে বাটিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই শ্বেত প্রদর বা রক্ত প্রদর বিনাশ পাইয়া থাকে।

ময়নাপত্র ঘৃতে ভাজিয়া ভোজন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

যজ্ঞডুম্বুরের রস দুই তোলা ও কাঁচা দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া একত্র করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিবে।

দুইতোলা আমলকীর রস ও অর্দ্ধ তোলা চিনি একত্র করিয়া ভোজন করিবে।

দুই তোলা চাঁপা নটের মূল ও দুইটা জবাপুষ্পের কলিকা কিঞ্চিৎ পুরাতন মৃত্তিকার সহিত বাটিয়া সেবন করিবে।

দুই তোলা অশোকছাল অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, উহার সহিত গব্য দুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া মিশাইয়া পান করিবে।

পারদ, গন্ধক, রৌপ্য, খর্পর, বরাট এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, তিন তোলা লৌহ, সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর

রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বড়ী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে প্রদরান্তক রস কহে। ইহা দ্বারা সাধ্যাসাধ্য সকল প্রকার প্রদর নিবারিত হয়।

আগুণে পুড়িলে তাহার চিকিৎসা।

কোন স্থান অগ্নিতে দগ্ধ হইলে কতকগুলি তণ্ডুলের মধ্যে সেই স্থান পূরিয়া রাখিলে সত্বর যন্ত্রণা দূর হয় এবং ফোস্কা বা ঘা হয় না।

কোন স্থান দগ্ধ হইবামাত্র সেই স্থানে পাকা কলা চটকাইয়া মাখিলে অচিরে আরোগ্য হইয়া থাকে।

গোল আলু বাটিয়া তদ্বারা প্রলেপ দিলে দগ্ধ স্থানে ফোস্কা হয় না এবং যাতনা বিনাশ পায়।

থুথু অধিক পরিমাণে লাগাইলে সামান্যরূপ দগ্ধস্থান আরোগ্য হয়।

ফ্যান পড়িয়া তাপ লাগিলে বা অন্য কোন রূপে সামান্য পুড়িলে সেই স্থান অগ্নিতে পুনরায় তপ্ত করিবে। তাহা হইলে যন্ত্রণা অচিরে বিনাশ পায়।

কেশুরপাতার রস লাগাইলে দগ্ধস্থান আরোগ্য হয়।

পরিষ্কৃত চুণের জল এক ছটাক ও এক ছটাক মসিনাতৈল উত্তমরূপে মিশাইয়া তুলায় ভিজাইয়া লাগাইলে দগ্ধস্থানে ঘা হয় না এবং যাতনা বিনাশ পায়।

সর্পাঘাত চিকিৎসা। *

হরিদ্রা, সোহাগা, জায়িত্রী তুঁতে এই সকল সমপরিমাণে লইয়া

* অদ্যাবধি সর্পাঘাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই, যিনি যে কোনরূপ ঔষধই বলুন না কেন, কিছুতেই ফল দর্শে না; সুতরাং সেই সকল ঔষধ লিখিয়া বৃথা পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। মন্ত্র প্রয়োগেও অদ্যাপি বিষ দূর করিতে দেখা যায়। উৎকৃষ্ট পরীক্ষিত সর্পের মন্ত্রের পুস্তক বটতলা গরাণহাটা বাগেশ্বর ঘোষের দোকানে পাওয়া যায়। শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন উহার সংগ্রাহক। আবশ্যক হইলে তাহা ক্রয় করিবেন।

ঘোষা ফলের রসে মর্দ্দন করিবে। ইহাকে বিষবজ্রপাতরস কহে। অর্দ্ধতোলা পরিমাণে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা সকল প্রকার বিষ বিনষ্ট হয়। কালদষ্ট ব্যক্তিও ইহা সেবন করিলে জীবন লাভ করে।

অর্দ্ধ ছটাক শ্বেত বেড়েলা গাছের মূল আড়াইটী মরীচের সহিত জলে মর্দ্দন করিয়া রোগীকে ভোজন করাইবে।

সমুদ্রগড় নামক গাছের ছাল' ও গোলমরীচ পঁচিশটী একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া রোগীকে ভোজন করাইবে। বালক বালিকা হইলে আড়াইটী গোলমরীচ দিতে হয়।

নিষিন্দা গাছের পাতা শুণ্ঠীর সহিত মিশাইয়া ভোজন করাইবে।

এক ছটাক ফট্কিরি ও অর্দ্ধ ছটাক জল মিশাইয়া রোগীকে পান করাইলে বিরেচন বা বমন হইয়া আরোগ্য হয়।

জয়পালের বীজের মধ্যস্থ শাস বহির্গত করিয়া তাহা ঘসিয়া ক্ষত স্থানে লেপ দিলে আরোগ্য হয়।

চিকিৎসাধ্যায় সমাপ্ত।

প্রকীর্ণ অংশ।

শোধনবিধি।

পারদশোধন।—পারদ শোধন করিতে হইলে শুভ নক্ষত্রে একশত পল, পঞ্চাশপল, পঁচিশপল, পোনের পল কিম্বা একপল পারদ গ্রহণ করিবে। একপলের কম পারদ কদাচ শোধনার্থ লইবে না। কোন কোন বিজ্ঞ বলেন যে, একশতপল, পঞ্চাশপল, পঁচিশপল, দশপল, একপল কিম্বা অর্দ্ধতোলা পারদ শোধনার্থ গ্রহণ করিবে। যে পারদ একবর্ষের ন্যূন, তাহা কদাচ লইবে না। ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময় যে ঔষধে যেরূপ পরিমাণ লিখিত আছে, সেইরূপ লইবে। ধীরবুদ্ধি শিবভক্ত বিজ্ঞ চিকিৎসক শুভদিনে একাগ্রমনে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া কুমারী ও বটুকদেবের পূজা করিবে। অনন্তর খলে রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করত পারদ রাখিয়া শোধনাদি কার্য্য করিতে হইবে। খলখানি লৌহ বা পাষাণে নির্ম্মিত হইবে; উহার গভীরতা চারি অঙ্গুলি এবং উহা দৃঢ় ও তপ্ত হইবে। মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্তমধ্যে ছাগবিষ্ঠা, তুষ ও অগ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপরে খল রাখিবে। এই খলকেই তপ্তখল কহে। এই প্রকার খলই পারদশোধনক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। "অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ। সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিভ্যঃ।" এই মন্ত্রে পারদের রক্ষাবিধান করিতে হয়।

মনসাগাছ ও আকন্দবৃক্ষের ক্ষীর, পলাশবীজ, গুগ্‌গুল এবং সৈন্ধব এই সকল বস্তু পারদের দ্বিগুণ প্রমাণে গ্রহণপূর্ব্বক পারদের সহিত মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে। ইহাকে রসনিগড় বলে।

রসমারক দ্রব্যের চূর্ণ ষোড়শাংশপরিমাণে পারদের সহিত মিশাইয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। এই প্রকারে প্রত্যহ প্রতিদ্রব্য সপ্তবার করিয়া মিশ্রিত করত মর্দ্দন করিবে। এই প্রকার প্রক্রিয়াকেই পারদের সাধারণ শুদ্ধি বলা যায়।

পারদের সহিত মেষের লোম, হরিদ্রা, ইষ্টকচূর্ণ ও ঘরের ঝুল মিশাইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কাঁজিদ্বারা ধৌত করিবে। এইরূপ করিলে পারদের সীসদোষ বিনষ্ট হয়।

পারদের সহিত গোক্ষরচাকুলিয়া ও আকোড়ফলের চূর্ণ মিশাইয়া মর্দ্দন করিলে অন্তর্গত বঙ্গদোষ বিনষ্ট হয়।

পারদের সহিত সোণালুফুলের চূর্ণ মিশাইয়া মর্দ্দন করিলে মলদোষ বিনষ্ট হয়।

পারদের সহিত চিতার চূর্ণ মিশাইয়া মর্দ্দন করিলে পারদের বহ্নিদোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পারদের সহিত কৃষ্ণ ধুতুরার চূর্ণ মিশাইয়া মর্দ্দন করিলে পারদের চাঞ্চল্যদোষ বিদূরিত হয়।

পারদের সহিত ত্রিফলাচূর্ণ মিশাইয়া মর্দ্দন করিলে পারদের বিষ দোষ দূর হয়।

পারদের সহিত ত্রিকটুচূর্ণ মিশাইয়া মর্দ্দন করিলে পারদের গিরিদোষ নষ্ট হইয়া যায়।

পারদের সহিত গোক্ষুরচূর্ণ মিশাইয়া মর্দ্দন করিলে পারদের অসহ্যাগ্নিদোষ দূর হইয়া থাকে।

পারদ শোধনের জন্য যে সকল চূর্ণ উল্লেখ করা গেল, পারদের ষোড়শাংশ প্রমাণ সেই সকল চূর্ণ লইয়া পারদের সহিত মর্দ্দন করিবে। সকল প্রকার দোষ নিবারণেই ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক মৃত্তিকাপাত্রে স্থাপন করত উষ্ণ কাঁজি দ্বারা ধৌত করিবে। এইরূপ করিলে পারদের সপ্তবিধ দোষ দূর হইয়া থাকে।

শ্বেতচন্দন, দেবদারু, কাকজঙ্ঘা, জয়ন্তী, কাকরোল, তালমূলী ও ঘৃতকুমারীর রস এই সমস্ত বস্তুর প্রত্যেকের সহিত পারদ এক এক দিবস মর্দ্দন করিবে। পরে পাতনাযন্ত্রে পাতন করিবে। এইরূপ করিলেই পারদ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

পারদের সহিত ঘৃতকুমারীর রস ও হরিদ্রাচূর্ণ মিশাইয়া মর্দ্দন করিবে। পরে ঊর্দ্ধপাতনযন্ত্রে পাতন করিবে। এইরূপ করিলেও পারদ বিশুদ্ধ হয়।

পারদ একদিন ঘৃতকুমারীর রসের সহিত মর্দ্দন করিবে, পরে একদিন চিতার রসে মর্দ্দন করিবে, তৎপরে একদিন কাকমাছীর রসে মর্দ্দন করিবে, তৎপরে একদিন কাকমাছীর রসে মর্দ্দন করিবে। এইরূপ করিলেও পারদ শোধন হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ পারদ রশুনের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক কাঁজিদ্বারা ধৌত করিবে, অনন্তর পানের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক আবার কাঁজিদ্বারা ধৌত করিবে, পরে ত্রিফলার রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া আবার কাঁজিদ্বারা ধৌত করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারাও পারদের সপ্তবিধ দোষ বিদূরিত হয়।

পারদের ঊর্দ্ধ্বপাতনপ্রণালী।—পারদ তিনভাগ ও তাম্রচূর্ণ একভাগ এই উভয় দ্রব্য মিশাইয়া জামীরের রসে মর্দ্দন করিবে। উহা পিণ্ডের ন্যায় হইলে সেই পিণ্ড একটা হাণ্ডিকামধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক আর একটি হাঁড়িদ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিবে এবং উভয় হাঁড়ির সন্ধিস্থান উত্তমরূপে মৃত্তিকা দিয়া বন্ধ করিবে। অনন্তর উপরের হাঁড়িতে জল দিয়া নিচের হাঁড়িতে জ্বাল দিবে। এই প্রকার করিলে নীচের হাঁড়িতে তাম্রসহ বঙ্গাদি দোষ পড়িয়া রহিবে। আর উপরের হাঁড়ির তলাতে বিশুদ্ধ পারদ সংযুক্ত হইবে। ঐ পারদ ঔষধে ব্যবহার করিবে। ইহাকে পারদের ঊর্দ্ধ্বপাতন কহে। কেহ কেহ উহাকেই বিদ্যাধরযন্ত্র বলেন।

পারদের অধঃপাতন।—পারদের সহিত লাউয়া গন্ধক ও জামীরের রস মিশাইয়া একদিন মর্দ্দন করিবে। উহা পিণ্ডাকৃতি হইলে তাহার সহিত শূকশিম্বী, সজিনা, অপামার্গ, লবণ ও শ্বেতসর্ষপ পেষণ পূর্ব্বক মিশাইবে। পরে ঐ পিণ্ডদ্বারা একটা হণ্ডিকার মধ্যস্থান লেপন করিবে এবং ঐ হাঁড়ী আর একটা হাঁড়ীর উপর অধোমুখে রাখিবে। পরে নীচের হাঁড়িতে জল দিয়া মৃত্তিকাদ্বারা সন্ধি বন্ধ করিবে। এই যন্ত্র একটী গর্ত্তের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। অনন্তর উহার অগ্নিসন্তাপ দিয়া পুটপাক করিবে। এই প্রকার প্রক্রিয়াদ্বারা পারদ নিম্নস্থিত জলে পড়িয়া যায়। ইহাতে পারদ বিশুদ্ধ হয়। ইহাকেই পারদের অধঃপাতন কহে।

পারদের তির্য্যক্পাতন প্রণালী।—একটা ঘটের মধ্যে পারদ স্থাপন পূর্ব্বক আর একটা ঘটে জল রাখিবে। এই দুইটী ঘট বক্রভাগে একত্রিত করিয়া উহার সন্ধি বন্ধ করিয়া দিবে। পরে যে ঘটে পারদ আছে, তাহার নীচে জ্বাল দিবে। ইহাদ্বারা পারদ তির্য্যক্ভাবে জলের মধ্যে পড়িয়া যায়, ইহাতে পারদের দোষ দূর হইয়া থাকে, ইহাকেই পারদের তির্য্যক্পাতন কহে।

ঊর্দ্ধ্বপাতন, অধঃপাতন ও তির্য্যক্‌পাতন এই তিন প্রকার প্রণালীতে পারদের নীসবঙ্গাদি দোষ দূর হয় বটে, কিন্তু ইহাতে পারদ ষণ্ডত্ব দোষ প্রাপ্ত হয়। এই ষণ্ডত্ব দোষ দূর করিবার জন্য পারদের শোধন করা উচিত।—নারিকেলপাত্রে কিম্বা কাচের পাত্রে পারদ স্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে জল দিবে। যেন ঐ জলদ্বারা পারদ নিমগ্ন থাকে। অনন্তর গজদন্তপরিমিত একটী গর্ত্তমধ্যে ঐ পাত্রটী তিন দিন পুতিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলেই পারদের ষণ্ডত্বদোষ বিদূরিত হয়। ইহাকে পারদের বোধন কহে।

হিঙ্গুলে যে পারদ থাকে, তাহা বিশুদ্ধ, অতএব সেই হিঙ্গুলজাত পারদ ঔষধে ব্যবহার করিতে পারে। যে প্রকারে হিঙ্গুল হইতে পারদ লইতে হয় তাহা বলা যাইতেছে।—হিঙ্গুল জামীরের রসে ও কাগজীলেবুর রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া ঊর্দ্ধ্বপাতনযন্ত্রে বিশুদ্ধ পারদ গ্রহণ করিবে। এই প্রকার করিলে পারদে কোন দোষই থাকে না। এইরূপ পারদ সকল কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অষ্টকর্ম্মে ব্যবহার করা যায় না। *

অন্যপ্রকারেও হিঙ্গুল হইতে পারদ লওয়া যাইতে পারে। কিঞ্চিৎ হিঙ্গুল হইয়া পালিতামান্দারের রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। পরে জামীরের রসে একপ্রহর মর্দ্দন করিবে। অনন্তর ঊর্দ্ধ্বপাতন যন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা বিশুদ্ধ পারদ লাভ হইয়া থাকে।

পারদের মুর্চ্ছন।—পারদ ও গন্ধক একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিবে। এইরূপ করিলে পারদের চাঞ্চল্যদোষ ও গাঢ়ত্ব বিনষ্ট হয়। এইরূপ পারদের নাম মূর্চ্ছিত পারদ। এই পারদ অনুপানে প্রয়োগ করিলে আশু ফল দর্শে।

পারদের মারণ।—ষোলতোলা পারদ ও আটতোলা গন্ধক একত্রে ঘৃতকুমারীর রসের সহিত তিন দিন মর্দ্দন করিবে। পরে ভূধরযন্ত্রে

---

* পারদের অষ্টকর্ম্ম।—স্বেদন, মর্দ্দন, মূর্চ্ছন উত্থাপন, পাতন, শোধন, নিয়ামান ও দীপন এই সকলকে পারদের অষ্টকর্ম্ম কহে। এই অষ্টকর্ম্মদ্বারা পারদ বিশুদ্ধ হয়।

একদিন পুটপাক করিয়া লইবে। এইরূপ পারদকেই মারিত পারদ কহে।

ভূধরযন্ত্র।—একটী গর্ত্তের মধ্যে বালুকা পরিপূর্ণ করিয়া সেই বালুকার মধ্যে মূষামধ্যগত পারদ স্থাপনপূর্ব্বক ঘুঁটের অগ্নিতে পুট-পাক করিবে।

শ্বেত আকোড় বৃক্ষের মূলের রসের সহিত পারদ তিনদিন মর্দ্দন করিবে। পরে অন্ধমূষা যন্ত্রে পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এইরূপ করি-লেই পারদ ভস্ম হইয়া থাকে।

ঘোষা, মুড়মুড়ে, কাঁচা তেঁতুল ও পুনর্নবা এই সকল দ্রব্যের রসের সহিত পারদ মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিলেও পারদ মারিত হয়।

রসসিন্দূর।—একপল পারদ, তিনপল গন্ধক ও একমাষা সীস এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দিত হইলে উহা একটী বোতলের মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে একখানি বস্ত্রে মৃত্তিকা লেপন করিয়া সেই বস্ত্র দ্বারা বোতল বেষ্টন করিবে। পরে চূর্ণ ও খড়িদ্বারা বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। অনন্তর ঐ বোতল একটা হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক সেই হাঁড়িটী বালুকাদ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। পরে তিন দিন সেই হাঁড়িতে অগ্নিসন্তাপদ্বারা পাক করিতে হইবে। এই প্রকার করিলে পারদ বন্ধুকফুলের ন্যায় অরুণবর্ণ হইবে। তখনই জানিবে যে পারদ ভস্ম হইয়াছে। ঐরূপ পারদভস্ম তিনরতি-প্রমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক যথাযথ অনুপানের সহিত সেবন করিলে সকল-প্রকার রোগ বিদূরিত হয়। ইহাকেই রসসিন্দূর কহে।

অন্য প্রকারে রসসিন্দূর প্রস্তুত প্রণালী।—একপল পারদ, একপল গন্ধক একত্রে কজ্জলী করিয়া বটাঙ্কুরের কাথে তিনবার ভাবনা দিবে। পরে ঐ কজ্জলী একটী বোতলের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্রদ্বারা সেই বোতল বেষ্টিত করিবে। পরে একটী হণ্ডিকামধ্যে বোতলটী স্থাপন পূর্ব্বক বালুকাদ্বারা হাঁড়ি পরিপূর্ণ করিবে। অনন্তর চারি প্রহর পর্য্যন্ত সেই হাঁড়িতে অগ্নিসন্তাপ দিবে। এইরূপ করিলেও অরুণবর্ণ উৎকৃষ্ট রসসিন্দূর উৎপন্ন হয়।

রসকর্পূর।—সোহাগা, মধু, লাক্ষা, মেষের রোম, শ্বেতগুঞ্জা ও ভৃঙ্গরাজের রস এই সকল বস্তুর সহিত পারদ একদিন মর্দ্দন করিবে।

পরে রসসিন্দূরোক্ত বিধানানুসারে পাক করিবে। এইরূপ করিলে যে পারদ ভস্ম হয়, তাহাকেই রসকর্পূর কহে। ইহার বর্ণ কর্পূরের ন্যায়।

সুধানিধিরস।—পারদের সহিত ধূলি ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। উহা বিমলীভূত হইলে সিজের রসে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিয়া উহা লৌহপাত্রমধ্যে স্থাপন করিবে এবং খড়িদ্বারা মুখ বন্ধ করত লবণপূর্ণ পাত্রমধ্যে সেই লৌহপাত্র সংস্থাপনপূর্ব্বক একদিন প্রবল অগ্নিতাপে পাক করিবে। এই প্রকারকরিলে সেই লৌহপাত্রের উপরিভাগস্থ পারদ কুন্দকুসুম কিম্বা চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও ভস্মীভূত হয়। এই ভস্ম ছয়রতিপ্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক প্রভাতে লবঙ্গসহ সেবন করিবে। ইহাদ্বারা দুই প্রহর মধ্যে ঊর্দ্ধ বিরেচন হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে পুনঃ পুনঃ শীতল জল পান করিবে। এই ঔষধ একবৎসর সেবন করিলে বিষদোষ দূর হইয়া যায় এবং ছয়মাস পর্য্যন্ত একমাষা প্রমাণ সেবন করিলে শৈলোথ গরল বিনষ্ট হয়। ইহাকে সুধানিধিরস কহে। ইহাকেই পারদের শ্বেতভস্ম বলা যায়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস।—পারদ ও গন্ধক তুল্যপরিমাণে লইয়া সাতদিন হাঁতিশুড়ার রসে ও ভুঁই আমলকীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক উহা মুষামধ্যে স্থাপন করিবে। অনন্তর একটা হণ্ডিকামধ্যে বালুকাকাপূর্ণ করিয়া সেই মুষা ঐ বালুকার অন্তর্গত করত মৃদু অগ্নিতাপে একদিন অহোরাত্র পাক করিবে। এই প্রকার করিলে সেই পারদ পীতবর্ণ হইয়া ভস্মীভূত হয়। এই ভস্ম একরতি গ্রহণপূর্ব্বক পানের সহিত সেবন করিবে। ইহাদ্বারা দেহে বলবৃদ্ধি হয়, ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং জ্বর ও উদররোগ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণভস্ম।—সমভাগে ধান্যাভ্র ও পারদ গ্রহণ পূর্ব্বক রসমারক দ্রব্যের রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। অনন্তর উহার সহিত সেই রসমারক দ্রব্যের কল্ক মিশাইয়া বস্ত্রখণ্ডে লেপন করিবে। পরে সেই বস্ত্র খণ্ডদ্বারা বর্ত্তি করিয়া এরণ্ড তৈলে ভিজাইয়া জ্বালাইবে। সেই জ্বলন্ত বর্ত্তির নীচে ঘৃতপরিপূর্ণ পাত্র রাখিতে হইবে। এইপ্রকার করিলে সেই ভাণ্ডে যে পারদ পড়িবে, তাহা লইয়া রসনিয়ামক দ্রব্যের রসে একদিন মর্দ্দন করত কন্দুকনামক যন্ত্রে পাতন করিবে। এই প্রকার ভস্মীভূত পারদকেই কৃষ্ণভস্ম বলে।

মুষাকরণপদ্ধতি।—দুইভাগ অর্দ্ধদগ্ধ তুষ, একভাগ বল্মীকমৃত্তিকা, একভাগ মণ্ডূর, একভাগ শ্বেতপাষাণ, একভাগ নরকেশ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একপ্রহর যাবৎ ছাগীদুগ্ধে পেষণ পূর্ব্বক মুষা প্রস্তুত করিবে। অনন্তর ঐ মুষা শুষ্ক হইলে পুনরায় পূর্ব্বলিখিত দ্রব্যের কল্ক-দ্বারা লেপন করত বদ্ধ করিবে। ইহাকে বজ্রমুষা কহে। পারদের মারণাদিকর্ম্মে এই মুষা ব্যবহার হয়।

গন্ধকশোধন।

একটী লৌহপাত্রে ঘৃত রাখিয়া ঐ পাত্র অগ্নিতাপে স্থাপন করিবে। পরে ঐ ঘৃত সন্তপ্ত হইলে তাহাতে গন্ধকচূর্ণ প্রক্ষেপ করিবে। যখন গন্ধক দ্রবীভূত হইয়া যাইবে, তখন একটী দুগ্ধপূর্ণ পাত্রের মুখ ঘৃতাক্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া তাহার উপরে সেই গন্ধক ঢালিয়া ফেলিবে। এইপ্রকার করিলে সেই বস্ত্রের ছিদ্র দিয়া গলিত গন্ধক দুগ্ধমধ্যে পড়িবে। শীতল হইলে উহা গ্রহণ করিবে। এইরূপ করিলেই সেই গন্ধক বিশুদ্ধ হয়।

হীরকশোধন।

কণ্টকারির মূলের মধ্যে হীরক স্থাপন পূর্ব্বক সাতদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে কোদ্রব ও কুলথ কলায় ঐ উভয়ের ক্বাথে ধৌত করিয়া লইবে। এইরূপ করিলেই হীরক বিশুদ্ধ হয় অথবা কণ্টকারির মূলমধ্যে হীরক সংস্থাপন পূর্ব্বক একদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে ঐ হীরক তুলিয়া তাহাতে ঘোড়ার মূত্র অথবা সিজের দুগ্ধ সিঞ্চন করিবে। এইরূপ করিলেও হীরক বিশুদ্ধ হয়।

হীরকমারণপ্রণালী।—ত্রিবর্ষজাত কার্পাসবৃক্ষের মূল লইয়া তাহা ত্রিবর্ষজাত পানের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিবে। অনন্তর ঐ পিণ্ডমধ্যে হীরক সংস্থাপনপূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে। এই প্রকার সপ্তবার গজপুটে পাক করিলে হীরক মারিত ও বিশুদ্ধ হয়।

একটী কাংস্যপাত্রে গর্দ্দভের মূত্র রাখিয়া তাহাতে দগ্ধ হীরক রাখিবে। এই প্রকারে একবিংশতিবার দাহন ও গর্দ্দভমূত্রে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক সেই হীরক হরিতালপিণ্ডমধ্যে সংস্থাপন করত দগ্ধ করিবে।

যখন সেই পিণ্ড অগ্নির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইবে, তখন অশ্বমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকার করিলে হীরক ভস্মীভূত হয়, ইহারই নাম হীরকভস্ম।

বৈক্রান্তশোধন।

হীরকশুদ্ধির প্রক্রিয়া অনুসারে বৈক্রান্ত শোধন করিতে হয়। বিশুদ্ধ বৈক্রান্ত অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অশ্বমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। উহা শীতল হইলেই ভস্মীভূত হয়।

অভ্রশোধন।

ভস্ত্রাগ্নির মধ্যে অভ্র দগ্ধ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথ, গোমূত্র, দুগ্ধ ও আমানিতে নিক্ষেপ করিবে। এই প্রকারে সপ্তবার দাহ ও ক্বাথাদিতে নিক্ষেপ করিলে অভ্রশোধন হইয়া থাকে।

অভ্র দগ্ধ করত বদরীর ক্বাথে ফেলিয়া দিবে। অনন্তর শুষ্ক হইলে হস্তে মর্দ্দন করিলেই অভ্র শোধন হয়।

অভ্রমারণ।—কদলীর ক্ষারজলে বজ্রাভ্র ধৌত করিয়া একটী হণ্ডিকামধ্যে স্থাপন করিবে ও ঘুঁটের অগ্নিতে পাক করিবে। যে পর্য্যন্ত হাঁড়ির বহির্দ্দেশ সিন্দূরতুল্য শোণিতবর্ণ না হয়, তাবৎ জ্বাল দিবে। পরে সেই অভ্র দুগ্ধদ্বারা সেচন করত চূর্ণ করিবে। এইপ্রকার করিলেই অভ্র মারিত হয়।

একভাগ ধান্যাভ্র, দুইভাগ সোহাগা, এই উভয় দ্রব্য একত্র পেষণ করত অন্ধমূষামধ্যে অবরুদ্ধ করত প্রখর অগ্নিসন্তাপে পুটপাকে দগ্ধ করিবে। পরে শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। এইরূপেও অভ্র মারিত হইয়া থাকে।

হরিতালশোধন।

প্রথমত হরিতাল কুষ্মাণ্ডের রসে দোলাযন্ত্রে একপ্রহর পাক করিয়া পরে চুণের জলে ঐরূপ একপ্রহর পাক করিবে, অনন্তর তৈলে ঐরূপ একপ্রহর পাক করিতে হইবে। এইরূপ করিলেই হরিতাল বিশুদ্ধ হয়।

হরিতাল মারণ।—বিশুদ্ধ হরিতাল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড করিয়া চুণের জলে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর অপামার্গমূলের ক্ষারজলে মর্দ্দন করত সেই পেষিত হরিতালের ঊর্দ্ধ ও নিম্নভাগে যবক্ষারচূর্ণ দিবে। পরে উহা একটী হণ্ডিকামধ্যে সংস্থাপনপূর্ব্বক ঐ হণ্ডিকা শরাদ্বারা আবৃত করিবে ও কুষ্মাণ্ড দ্বারা সেই হণ্ডিকা পূর্ণ করিয়া মুখ রুদ্ধ করিয়া দিবে। অনন্তর চারিপ্রহর পাক করিলে হরিতাল উৎক্ষিপ্ত হইয়া উপরিভাগস্থিতশরাতে সংলগ্ন হইয়া যাইবে। ঐ হরিতালচূর্ণ গ্রহণ করিবে। ইহাকেই মারিত হরিতাল বলে।

রসমাণিক্য প্রস্তুত প্রণালী।—বংশপত্রনামক হরিতাল যথাক্রমে কুষ্মাণ্ডের রসে তিনবার, দধিদ্বারা তিনবার, কাঁজিদ্বারা তিনবার ভাবনা দিবে। পরে সেই হরিতাল তণ্ডুলবৎ ছোটছোট খণ্ড করিবে। অনন্তর উহা একটী শরার অভ্যন্তরে সংস্থাপনপূর্ব্বক আর একটী শরা দ্বারা আবৃত করিবে। তৎপরে বদরীপাতা পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা ঐ দুইটী শরার সন্ধি অবরুদ্ধ করিয়া দিবে। অনন্তর ঐ শরা একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া সেই হাঁড়িটী বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া উহার নীচে জ্বাল দিবে। যে পর্য্যন্ত সেই হাঁড়ির নিম্নদেশ অরুণবর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে। পরে নামাইয়া শীতল হইলে দেখিবে,ঐ শরার অভ্যন্তরে মাণিক্যবৎ সমুজ্বল রসমাণিক্য উৎপন্ন হইয়াছে। এই রসমাণিক্য দ্বারা গলৎকুষ্ঠও প্রশান্ত হয়।

মনঃশিলা শোধন।

জয়ন্তীপাতার রসে, ভৃঙ্গরাজের রসে অথবা রক্তবর্ণ বককুলের রসে একদিন দোলাযন্ত্রে পাক করত পরে কাঁজিতে ধৌত করিলেই মনঃশিলা বিশুদ্ধ হয়।

এক প্রহর যাবৎ ছাগমূত্রে পাক করিয়া কাঁজিতে ধৌত করিলেও মনঃশিলা শোধন হইয়া থাকে।

খর্পর শোধন।

রক্তবর্ণ অথবা পীতবর্ণ পুষ্পরসে খর্পর পেষণ পূর্ব্বক মনুষ্যের মূত্রে, গোমূত্রে ও সৈন্ধব মিশ্রিত যবকাঞ্জিতে সাতদিন কিম্বা তিনদিন ভাবনা দিলেই খর্পর বিশুদ্ধ হয়।

খর্পরমারণ।—খর্পর চূর্ণ করত তৎসহ সমভাগ পারদ মিশাইয়া একদিন বালুকাযন্ত্রে পাক করিলেই খর্পর মারিত ও ভস্মীভূত হয়।

তুঁতেশোধন।

তুল্যপরিমাণ বিড়ালের বিষ্ঠা তুঁতের সহিত পেষণ করত চতুর্থাংশ প্রমাণ মধু ও সোহাগা মিশাইয়া তিনবার পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার করিলেই তুঁতে বিশুদ্ধ হয়।

বিমলশোধন।

জম্বীরের রস বিমল স্বিন্ন করত মেষ শৃঙ্গীর রসে কিম্বা কদলীর রসে এক দিবস দোলাযন্ত্রে পাক করিলেই বিমল বিশুদ্ধ হয়।

মাক্ষিকশোধন।

তিন ভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও একভাগ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া টাবালেবু অথবা জম্বীরের রসে লৌহপাত্রে পাক করিবে। যতক্ষণ পাক হইবে, তাবৎ লৌহদণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিবে। যখন পাত্র শোণিতবর্ণ হইবে, তখন উহা নামাইয়া গ্রহণ করিবে। এইরূপ করিলেই মাক্ষিক বিশুদ্ধ হয়।

স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত তাহার চতুর্থাংশ পরিমাণ গন্ধক মিশাইয়া মর্দ্দন করিতে হইবে। অনন্তর এরণ্ডতৈল মিশাইয়া চক্রাকার করিবে। অনন্তর উহা একটী শরার মধ্যে রাখিয়া আর একটী শরাদ্বারা আবৃত করত গজপুটে পাক করিবে। যখন ঐ মাক্ষিক সিন্দূরের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট ও ভস্মীভূত হইবে, তখনই উহা গ্রহণ করিবে। এই প্রকারেও মাক্ষিক বিশুদ্ধ ও মারিত হয়।

হীরাকসশোধন।

ভৃঙ্গরাজের রসে সিদ্ধ করিলেই হীরাকস বিশুদ্ধ হয়।

রাজপট্টশোধন।

রাজপট্টকেই কান্তপাষাণ কহে। উহা চূর্ণ করত গবায়ত ও মাহিষ দুগ্ধের সহিত লৌহপাত্রে পাক করিবে। পরে সৈন্ধব, যবক্ষার ও সজ্জি-

নার রস একত্রিত করিয়া তন্মধ্যে প্রদান করিবে। তদনন্তর অম্লবর্গে ভাবনা দিয়া গব্যঘৃত ও মহিষদুগ্ধের সহিত দোলাযন্ত্রে একদিবস পাক করিতে হইবে। কান্তপাষাণশোধনে রসকর্ম্ম করিতে হয়। এই প্রকারেই কান্তপাষাণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

বরাটিকা (কড়ি) শোধন।

কড়ি কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া এক প্রহর পর্য্যন্ত দোলাযন্ত্রে স্বেদ করিলেই কড়ি বিশুদ্ধ হয়।

রসাঞ্জনশোধন।

প্রথমতঃ রসাঞ্জন চূর্ণ করত গোঁড়ালেবুর রসে একদিন ভাবনা দিয়া পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই প্রকার করিলেই রসাঞ্জন বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

হিঙ্গুলশোধন।

মেষদুগ্ধে সাতবার ভাবনা দিলেই হিঙ্গুল বিশুদ্ধ হয়।

শিলাজতুশোধন।

লৌহপাত্রে শিলাজতু স্থাপন পূর্ব্বক গোদুগ্ধে, ত্রিফলার ক্বাথে ও ভৃঙ্গরাজের রসে এক এক দিবস মর্দ্দন করিলেই শিলাজতু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

শিলাজতু বিশেষরূপে বিশুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমতঃ উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিবে। অনন্তর গরম জলে এক প্রহর নিক্ষেপ করিয়া রাখিতে হইবে। পরে বসনে ছাঁকিয়া মৃত্তিকাপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই প্রকার করিলে শিলাজতুর উপরিভাগে যে ঘন একরূপ পদার্থ বাহির হইবে, তাহা অন্য একটী পাত্রে রাখিবে। দুইমাস যাবৎ বারম্বার এই প্রকার করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি সেই শিলাজতু হইতে ধূম উদ্গীর্ণ হয়, তাহা হইলেই জানিবে যে শিলাজতু বিশুদ্ধ হইয়াছে।

সৌবীরাঞ্জনাদিশোধন।

সৌবীরাঞ্জন, সোহাগা, শঙ্খ, কঙ্কুষ্ঠ ও গৈরিক এই সমস্ত কড়ির বিধানানুসারে শোধন করিতে হয়।

কঙ্কুষ্ঠ, গৈরিক, শঙ্খ, নীলাঞ্জন, সোহাগা, শুক্তি, নাভিশঙ্খ, কড়ি, এই সকল দ্রব্য জম্বীরের রসে স্বেদ দিয়া গরম জলে প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধ হয়।

সোহাগা একদিন কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। অনন্তর নরমূত্রে ও গোমূত্রে ভিজাইয়া একদিন রৌদ্রযন্ত্রে ভাবনা দিবে। একদিন বিলম্বে জম্বীররসে ভিজাইবে। পরে উঠাইয়া মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করত নারিকেলপাত্রে স্থাপন করিবে। এই প্রকার করিলেই সোহাগা বিশুদ্ধ হয়।

শঙ্খশোধন।

একপল শঙ্খ অর্দ্ধমাত্রা সোহাগার সহিত অন্দমূষামধ্যে বদ্ধ করত পাক করিবে। পরে দণ্ডযন্ত্রে চূর্ণ করিয়া লইবে। এইরূপেই শঙ্খশোধন হইয়া থাকে।

স্বর্ণশোধন।

স্বর্ণাদি ধাতু সকল গরম করিয়া তৈল, ঘোল, গোমূত্র, কাঁজি ও কুলথ কলায়ের যূষে সাতবার করিয়া নিক্ষেপ করিলেই শুদ্ধ হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ স্বর্ণ মৃত্তিকা টাবালেবুর রসে পাঁচদিন ভাবনা দিয়া মৃত্তিকালবণ দ্বারা শোধন ও পুটপ্রদান করিবে। বল্মীকমৃত্তিকা, গৃহ-ধূম, গৈরিক, ইষ্টক, লবণ এই পাঁচ প্রকার মৃত্তিকা, জম্বীররস ও কাঁজি পেষণ পূর্ব্বক স্বর্ণপাত্রে লেপন করত পাঁচদিন পরে পুটপ্রদান করিলেই স্বর্ণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

স্বর্ণমাক্ষিক, সীসচূর্ণ ও আকন্দের রস এই দ্রব্যত্রয় স্বর্ণপত্রে লেপন পূর্ব্বক পুটপ্রদান করিলেই স্বর্ণ ভস্ম হয়।

গলিত স্বর্ণের সহিত তাহার ষোড়শাংশ সীসচূর্ণ একত্র করিয়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিতে হইবে এবং তৎসহ সমভাগ পারদ মিশাইয়া পিণ্ডের ন্যায় করিবে। অনন্তর সকলের সমান গন্ধকচূর্ণ তদুপরি স্থাপন পূর্ব্বক শরাবসংপুট করত ত্রিশখানি বনঘুঁটের অগ্নিতে পুটপ্রদান করিবে। এই প্রকারে সাতবার পুট প্রদান করিলেই স্বর্ণের নিরুত্থভস্ম হয়।

রজতশোধন।

রৌপ্যের সহিত সোহাগা ও সীসমিশাইয়া অথবা সোহাগা ও অম্লসহ পাক করিয়া রজত বিশুদ্ধ করিতে হয়।

রৌপ্যপত্র, হরিতাল ও গন্ধক এই তিন দ্রব্য তুল্যপরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কাগজিলেবুর রসের সহিত মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে তিনবার পুটপাকে দগ্ধ করিলেই রৌপ্য ভস্মীভূত হইয়া মারিত হয়।

চারিভাগ রৌপ্যপত্র ও একভাগ হরিতাল গ্রহণ করিবে। প্রথমে ঐ হরিতাল জম্বীরের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহা দ্বারা রৌপ্যপত্র লেপন করিবে। অনন্তর পুটমধ্যে রুদ্ধকরত পঁচিশখানি বনঘুঁটের অগ্নিতে তিনবার পুটপাক করিবে। প্রতিপুটে গন্ধক নিক্ষেপ করিতে হইবে, এই প্রকার করিলেই রৌপ্য মারিত হয়।

তাম্রশোধন।

সৈন্ধব ও আকন্দরস একত্র করিয়া তদ্দ্বারা তাম্রপত্র লেপন পূর্ব্বক অগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং ঐ তাম্রপত্র নিসিন্দাপাতার রসে সিঞ্চন করিবে। এই প্রকার বারম্বার করিলেই তাম্র বিশুদ্ধ হয়।

লবণদ্বারা তাম্রপত্র লেপন করত তিনদিন রাখিবে। পরে গোমূত্রের সহিত দৃঢ় অগ্নিসন্তাপে এক প্রহর পাক করিলেই তাম্র বিশুদ্ধ হয়।

তাম্রমারণ।—একভাগ পারদ ও দুইভাগ গন্ধক একত্র ঘৃতকুমারীর রসে একপ্রহর মর্দ্দন করিতে হইবে। পরে উভয়ের সমান তাম্রপত্র লইয়া তাহাতে উক্ত মর্দ্দিত দ্রব্য দ্বারা লেপন করিয়া একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিবে। পরে তাহার পার্শ্বে ওল ও ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া

চারি প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিবে। পাকের সময় হাঁড়ির পৃষ্ঠদেশ গোময় দ্বারা লেপন পূর্ব্বক তাহাতে বারম্বার জল দিতে হইবে। পাকশেষে নামাইয়া রাখিবে এবং শীতল হইলে মর্দ্দনপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। এই প্রকার করিলেই তাম্র মারিত হয়।*

সীস ও বঙ্গশোধন।

একটী পাত্রের মধ্যে আকন্দের দুগ্ধ রাখিয়া তাহার উপর একটী ছিদ্রযুক্ত পাত্র রাখিবে, পরে সীস ও বঙ্গ গলাইয়া সেই পাত্রে ঢালিয়া দিবে। তখন ঐ সকল ছিদ্র দ্বারা গলিত সীস বা বঙ্গ নিম্নস্থিত আকন্দদুগ্ধে পড়িবে। তিনবার এইরূপ করিলে সীস ও বঙ্গ বিশুদ্ধ হয়।

সীসমারণ।—বক বৃক্ষের পাতা ও পান একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহাদ্বারা সীসপত্র লেপন করিতে হইবে। ঐ সীস একটী হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক জ্বাল দিবে। যখন সীস গলিয়া যাইবে, তখন তাহাতে সীসের চতুর্থাংশ বাসক ও অপামার্গের ক্ষার দিবে। দুই প্রহর এই প্রকার পাক করিয়া বাসকের রসে মর্দ্দন করিবে এবং সাতবার বাসকের রসে পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার করিলেই সীস রক্তবর্ণ ও ভস্মীভূত হইয়া মারিত হইবে।

বঙ্গমারণ।—হরিতাল ও বঙ্গ তুল্যপরিমাণে লইয়া প্রথমতঃ আকন্দের ক্ষীরে হরিতাল পেষণ করত তাহাদ্বারা বঙ্গ লেপন করিতে হইবে। অনন্তর শুষ্ক অশ্বত্থবল্কলদ্বারা সাতবার বেষ্টন করত পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার করিলেই বঙ্গ ভস্মীভূত হয়।

লৌহশোধন।

অগ্নিতে লৌহ সন্তপ্ত করত কদলীমূলের রসে সিঞ্চন করিতে হইবে। এইপ্রকারে সাতবার সন্তপ্ত ও কদলীমূলের রসে সিঞ্চন করিলেই লৌহ বিশুদ্ধ হয়। ইহা লৌহের সাধারণ শোধন।

---

* তাম্রশোধনবিধানানুসারে কাংস্য ও পিত্তল শোধন করিতে হয়।

লৌহের বিশেষ শুদ্ধি।—অগ্রে শাণদ্বারা লৌহকে নির্ম্মল করিবে, পরে উহাকে পত্রাকৃতি করিতে হইবে। তদনন্তর আমকলীর রসে, লেবুর রসে ও অম্লবেতসের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে দুই দিন কাঁজিমধ্যে রাখিবে, পরে ত্রিফলাকল্ক গোমূত্রে পেষণ করত তদ্দ্বারা ঐ লৌহ লেপন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। তদনন্তর মনঃশিলা, বল্মীকমৃত্তিকা, কুচারিকামূল, আমলী, শ্বেতদূর্ব্বা ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য জলে পেষণপূর্ব্বক তাহাদ্বারা ক্রমশঃ লেপন করত রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এই প্রকারে নির্ম্মল হইলে ঐ লৌহ অম্লমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর পুনরায় গোমূত্রে পিস্ট ত্রিফলা ও জলপিষ্ট মনঃশিলাদ্বারা ভাবনা দিয়া ভস্ত্রাযন্ত্রদ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া লৌহ কিঞ্চিৎ তপ্ত করিবে এবং লৌহের দ্বিগুণ গব্যদুগ্ধ, কাঁজি, গোমূত্র ও ত্রিফলার ক্বাথে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে তিন তিনবার নিক্ষেপ করিবে। কিম্বা লৌহ তপ্ত করিয়া দ্বিগুণ কদলীমূলের রসে সাতবার সিঞ্চন করিবে। পরে একরাত্রি ঐরূপ রাখিয়া পুনরায় কাঁজিতে সিঞ্চন করিবে। এই প্রকারে লৌহ শোধন হয়।

উক্তপ্রকার বিশুদ্ধ লৌহ পাঁচপল গ্রহণ পূর্ব্বক লৌহের অর্দ্ধাংশ কিম্বা ষোড়শাংশ স্বর্ণমাক্ষিকচূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথে আলোড়ন করত তাহাদ্বারা ছিন্ন ত্রিফলা ও অপরাজিতার বীজ, হস্তিকর্ণপলাশের মূল, শতমূলী, কেশুরতে, ধান্যমূল, কুশিকামূল, পুনর্নবা ও ভৃঙ্গরাজ এই সমস্ত বস্তু লৌহের ষোড়শাংশপ্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক পেষণ করত লৌহ লেপন করিবে। অনন্তর ধমকাদ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া সেই অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। লৌহ গলিয়া গেলে ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিবে। যদি এইরূপ করিলেও লোহ মারিত না হয়, তাহা হইলে পুনরায় দগ্ধ করিয়া ঐ প্রকার ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিতে হইবে। যদি সাতবার এইরূপ করিলেও লোহ মারিত না হয়, তাহা হইলে সে লৌহ গ্রহণ করিবে না।

লৌহশোধনে যে ত্রিফলার ক্বাথের কথা উল্লেখ হইল, ঐ ত্রিফলা-ক্বাথ প্রস্তুত করিবার প্রণালী।—পাঁচপল লৌহকে সাতখানি পত্র প্রস্তুত করিয়া দগ্ধ করিবে। ষোলপল ত্রিফলা, তাহার আটগুণ জলে

সিদ্ধ করিয়া জলের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে তন্মধ্যে ঐ লৌহপত্র নিক্ষেপ করিবে। এইপ্রকারে সাতবার লৌহপত্র দগ্ধ ও সাতবার ত্রিফলার ক্বাথে নিক্ষেপ করিলেই লৌহ বিশুদ্ধ হয়। এই প্রকারে লৌহ বিশুদ্ধ হইলে অবশিষ্ট ক্বাথ ভানুপাকের জন্য রাখিবে। ভানুপাকাদি দ্বারা লৌহের নিরুত্থীকরণ করিবে। ভানুপাক, স্থালীপাক ও পুটপাকদ্বারা লৌহ মারিত হয়।

ভানুপাকবিধি।—বিশুদ্ধ লৌহ প্রস্তরনির্ম্মিত কিম্বা লৌহগঠিত উদুখলে স্থাপনপূর্ব্বক লৌহমুদ্গর দ্বারা বারম্বার আহত করিবে, অনন্তর যখন সেই লৌহ চূর্ণ হইবে, তখন তাহাতে জল কিম্বা ত্রিফলার ক্বাথ দিয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং বারম্বার ধৌত করিয়া অঙ্গার শূন্য করিবে। অনন্তর অগ্নিতাপে অথবা রৌদ্রে শুকাইয়া লৌহখলে মর্দ্দন করিবে। পরে ত্রিফলার ক্বাথের সহিত রৌদ্রে স্থাপন করিবে। লৌহ ধৌত করিবার সময় ত্রিফলার ক্বাথে বারম্বার আলোড়নপূর্ব্বক জলভাগ পৃথক্ করিয়া লৌহ গ্রহণ করিতে হয়।

ভানুপাকের জন্য ও লৌহ ধৌত করিবার জন্য লৌহের সমান ত্রিফলা ও তাহার দ্বিগুণ জল গ্রহণপূর্ব্বক পাক করিবে। যখন চতুর্থাংশমাত্র জল অবশিষ্ট থাকিবে, তখন সেই ক্বাথ গ্রহণ পূর্ব্বক লৌহ ধৌত ও ভানুপাক করিবে। ঐ ক্বাথ লৌহে দিয়া তিনদিন অনবরত সূর্য্যকিরণে শুষ্ক করিবে। কিম্বা সেই ক্বাথ সাতভাগ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ এক এক ভাগ দিবে। একভাগ শুকাইলে আর একভাগ দিবে। এই প্রকারে সাতভাগ শুষ্ক হইলেই ভানুপাকবিধি সম্পন্ন হইল।

স্থালীপাকবিধি। ভানুপাক করিয়া তৎপরে স্থালীপাক করিতে হয়। লৌহের তিনগুণ ত্রিফলা ও ষোলগুণ জলে ক্বাথ করিবে। আটভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে উহা গ্রহণ পূর্ব্বক স্থালীপাক করিবে। ক্বাথ্য দ্রব্য সমস্ত মৃদু হইলে চারিগুণ জলে, মধ্যবিধ হইলে আটগুণ জলে ও কঠিন হইলে ষোলগুণ জলে পাক করিয়া লৌহের সমান ক্বাথ গ্রহণ করিতে হইবে। আর যখন দ্রব্যের স্বরসদ্বারা স্থালীপাক করিতে হইবে, তখন লৌহের পরিমাণে স্বরস লইবে। ক্বাথ অথবা স্বরস স্থালীমধ্যে দিয়া তাহাতে পূর্ব্বলিখিত বিশুদ্ধ

লৌহচূর্ণের সহিত বিধানানুসারে পাক করিবে। ঐ ক্বাথাদি শুষ্ক হইলেই স্থালীপাকবিধি সমাধা হইল।

স্থালীপাকের সময় অগ্রে স্থালীমধ্যে বিশুদ্ধ লৌহচূর্ণ দিয়া ত্রিফলার ক্বাথে আলোড়ন করত হস্তিকর্ণ পলাশের মুল, শতমূলী, ভৃঙ্গরাজ ও কেশুরতে ইহাদের রস পৃথক্ পৃথক্ অথবা সকলের রস একত্র দিয়া পাক করিবে। যখন সেই সকল ক্বাথ ও রস শুষ্ক হইবে, তখন রোগীর রোগানুসারে দোষশান্তিকারক ঔষধির স্বরূপ কিম্বা ক্বাথে পুনরায় পাক করিয়া নামাইবে।

এই প্রকারে ভানুপাক ও স্থালীপাক সম্পন্ন হইলে বিমল জলদ্বারা লৌহ প্রক্ষালন করিবে এবং রৌদ্রে শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিবে। পরে পুটপাকবিধানে পুটপ্রদান করিবে। পুটপাকবিধানে পাক করিলে লৌহ নির্দ্দোষ হয় এবং মারিত হইয়া থাকে।

পুটপাকের সংখ্যানিরূপণ—যে লৌহদ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই লৌহ দশ হইতে একশতবার পর্য্যন্ত পুটপাক করিবে। রসায়নকার্য্যে শত হইতে সহস্রবার পুটপাক করিবে। বাজীকর্ম্মে একশত হইতে পাঁচশতবার পুটপ্রদান করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত লৌহ চূর্ণীভূত হইয়া স্থির জলে হংসের ন্যায় না ভাসে তাবৎপর্য্যন্ত বার-বার পুটপাক করিবে। পুটপাকের পর যদি লৌহ কেতকীফুলের রেণুর ন্যায় হয় এবং কাপড়ে ছাঁকিলে লৌহ বসনের ছিদ্র দিয়া পড়ে, তাহা হইলে পুটপাকের সংখ্যার আবশ্যক করে না। সুতরাং যে পর্য্যন্ত খলে পেষণ করিলে কেতকীফুলের রেণুর ন্যায় চূর্ণ না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ পুটপ্রদান করিবে। ত্রিফলাদিগণ দ্বারা লৌহের পুটপাক করিতে হয়। উহাদের স্বরস কিম্বা ক্বাথ দ্বারা পুটপ্রদান করিবে। স্বরসের অভাবে ক্বাথ দ্বারা পুটপাক করিতে হয়। ত্রিফলাদিগণ, এরণ্ডাদিগণ, কিরাতাদিগণ, শৃঙ্গবেরাদিগণ, গোক্ষুরাদিগণ, পটোলাদিগণ, কিংশুকাদিগণ এই সকল দ্রব্য দ্বারা লৌহের পুটপাক করিতে হয়। এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ কিম্বা সমস্ত একত্র করিয়া লৌহের পুটপাক করিবে। যে পর্য্যন্ত লৌহ নির্ম্মল না হয়, সেই পর্য্যন্ত বারম্বার পুটপাক দগ্ধ করিতে হইবে। চিকিৎসকেরা দশ হইতে হাজার পর্য্যন্ত

পুটপাকের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। যে পর্য্যন্ত লৌহ লঘু হইয়া জলের উপরিভাগে হংসবৎ ভাসিতে না থাকে, তাবৎ বারম্বার পুটপ্রদান করিতে হইবে। পুটপাকের সময় লৌহের সমভাগে পুটদ্রব্যের স্বরস গ্রহণ করিবে। স্বরসের অভাবে লৌহের সমান পুটনদ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহার ক্বাথ করিবে এবং সেই ক্বাথের সহিত লৌহচূর্ণ মর্দ্দন করিয়া পঙ্কবৎ করিবে। পরে তাহা লৌহনির্ম্মিত কিম্বা মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে স্থাপন করিয়া তাহার সমান অপর পাত্র দ্বারা আবৃত করিয়া উভয় পাত্রের সন্ধি অবরুদ্ধ করত বিধানানুসারে পাক করিবে।

লৌহের পুটপাকপ্রণালী।—মৃত্তিকাতে চারিদিকে একহস্তপরিমিত একটী গর্ত্ত করিবে। সেই গর্ত্তের অর্দ্ধভাগ ঘুঁটে, তুষ কিম্বা কাষ্ঠদ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক তাহার উপরে লৌহপুট স্থাপন করিবে। পরে বনঘুঁটে, তুষ কিম্বা কাষ্ঠদ্বারা গর্ত্তের অপর অর্দ্ধাংশ পরিপূর্ণ করিবে। এই প্রকারে দিনে অথবা রাত্রিতে চারি প্রহর পুটপাক করিয়া লৌহভস্ম করিবে। এক একবার পুটপাকের পর উৎকৃষ্ট প্রস্তরে সেই চূর্ণ করিয়া কেতকীফুলের পরাগের তুল্য করিবে। যে পর্য্যন্ত লৌহ উত্তমরূপে মারিত না হয়, তাবৎ বারম্বার পুটপাক ও বারম্বার পাষাণে পেষণ করিবে।

পুটপাকে গর্ত্তের ঊর্দ্ধে পুটস্থাপন করিলে অল্পসময়মধ্যেই লৌহ ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহাতে লৌহের পুটপাকজনিত গুণ জন্মে না, অধোভাগে রাখিলে লৌহের বীর্য্যের হ্রাস হয়, সুতরাং তাহা নিকৃষ্ট হয়। কুণ্ডের মধ্যভাগে শরাপুট রাখিলে এবং তুষাদি ভস্মসাৎ হইয়া শীতল হইলে সেই ভস্মাবৃত লৌহ গ্রহণ করিবে, কখন তপ্ত লৌহ গ্রহণ করিবে না।

লৌহের নিরুত্থীকরণ।—লৌহের সহিত মিত্রপঞ্চক * একত্রিত করিয়া পুটপাকে দগ্ধ করিবে। এই প্রকার করিলে যদি লৌহ উত্তমরূপ ভস্মীভূত হয়, তাহা হইলে সেই লৌহের চারি রতি সেবন করিবে। ঐরূপ ভস্মকেই নিরুত্থ কহে।

---

* ঘৃত, মধু, কুঁচ, সোহাগা ও গুগ্‌গুল এই পাঁচটীকে মিত্রপঞ্চক বলে। ধাতুমেলনে ইহাদ্বারা বিশেষ সাহায্য হয়।

মতান্তরে লৌহমারণ।—গো'ঘৃত, গন্ধক ও লৌহ এই দ্রব্যত্রয় তুল্য-পরিমাণে গ্রহণ করিয়া তপ্তখলে ঘৃতকুমারীর রসের সহিত একদিন মর্দ্দন করিবে। পরে উহা পুটমধ্যে নিরুদ্ধ করত গজপুটে পাক করিবে। এই প্রকার করিলে লৌহ ভস্মীভূত হয়।

রসায়নার্থ লৌহভস্ম করিতে হইলে, ঘৃত, মধু, কুঁচ, সোহাগা ও লৌহচূর্ণ এই সকল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। এইরূপ করিলে যদি সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপ মিশ্রিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই লৌহ গ্রহণ করিবে।

মণ্ডূরশোধন।

বহেড়াকাষ্ঠের অগ্নিতে মণ্ডূর দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। এইপ্রকার আটবার দগ্ধ ও আটবার গোমূত্রে নির্ব্বাপন করিলে মণ্ডূর বিশুদ্ধ হয়।

মণিমুক্তাদিশোধন।

মণিমুক্তাদি শোধন করিতে হইলে জয়ন্তীপাতার স্বরসে একপ্রহর দোলাযন্ত্রে স্বেদ প্রদান করিলেই মণিমুক্তাদি বিশুদ্ধ হয়।

মুক্তা শোধন করিয়া খলে পেষণ পুর্ব্বক চূর্ণ করিবে। পরে লঘু-পুটে দগ্ধ করিলেই মুক্তাভস্ম হয়। কাঁজির সহিত পুটপাকে দগ্ধ করিলে হীরক মারিত ও ভস্মীভূত হয়।

মুক্তা, প্রবাল ও অপরাপর রত্নাদি উত্তপ্ত করিয়া ঘৃতকুমারী ও ক্ষুদে নটের রসে ফেলিবে। মুক্তাদির সমান ঘৃতকুমারী ও ক্ষুদে নটের রস গ্রহণপূর্ব্বক প্রত্যেকে সাতবার সেচন করিবে। এই প্রকার করি-লেই মুক্তাদি ভস্মীভূত হয়।

প্রবালমারণ।—প্রবাল নারীদুগ্ধে ভাবনা দিয়া তক্রের সহিত একটী হাঁড়ির অভ্যন্তরে রাখিবে। পরে ঐ হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া চুল্লীতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে। এই প্রকার করিলে প্রবাল মারিত হয়।

বিষ ও উপবিষশোধন।

ত্রিফলার ক্বাথে দোলাযন্ত্রে তিনদিন পাক করিলে সকল প্রকার বিষ বিশুদ্ধ হয়।

ছাগীদুগ্ধে তিনদিন পাক করিলে বিষের শোধন হইয়া থাকে।

গোমূত্রপরিপূর্ণ পাত্রে দোলাযন্ত্রে বিষ পাক করিবেক, তাহা হইলেও বিষ বিশুদ্ধ হয়।

দুগ্ধপূর্ণপাত্রে দোলাযন্ত্রে পাক করিলে উপবিষ বিশুদ্ধ হয়।

জয়পালশোধন।

জয়পালবীজের খোসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুইভাগ করিবে। তাহার মধ্যে যে পত্রতুল্য অংশ দেখা যায়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া সারাংশের অষ্টমাংশ সোহাগার চূর্ণের সহিত মিশাইবে। পরে কেশযন্ত্রে ভাবনা দিয়া দুগ্ধমধ্যে ফেলিয়া তিনদিন পাক করিবে। এইরূপ করিলেই জয়পাল বিশুদ্ধ হয়। জয়পাল শোধনের সময় তুষশূন্য জয়পালবীজ নূতন শরাতে ঘর্ষণ পূর্ব্বক তাহার স্নেহভাগ দূর করিয়া লইবে।

স্নুহীক্ষীরশোধন।

দুইতোলা তেঁতুলপাতার রস লইয়া তাহাতে ষোলতোলা সিজের ক্ষীর মিশাইয়া রৌদ্রে ভাবনা দিবে। যে পর্য্যন্ত তেঁতুলপাতার রস শুষ্ক না হয়, তাবৎ রৌদ্রে রাখিবে, উহা শুষ্ক হইলেই স্নুহিক্ষীর বিশুদ্ধ হয়।

জলৌকাশোধন।

প্রাচীন জলৌকা (জোঁক) আনিয়া তাম্র পাত্রে স্থাপন করিবে। পরে আটপল জলে অর্দ্ধতোলা হরিদ্রাচূর্ণ মিশাইয়া ঐ জল সেই তাম্রপাত্রে প্রদান করিবে। এইপ্রকার করিলে জলৌকা লালাত্যাগ করিতে থাকে। লালাবিহীন হইলেই জলৌকা বিশুদ্ধ হইল।

বৃদ্ধদারকাদিশোধন।

সৈন্ধবসমন্বিত জলে বৃদ্ধদারকের বীজ সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। পরে অপামার্গের রসে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে ভাবনা দিবে। এইরূপ করিলেই বৃদ্ধদারক বিশুদ্ধ হয়।

লেবুর বীজ অপামার্গের কাথে নিক্ষেপ পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

শজিনাবীজ, কার্পাসবীজ ও অপামার্গ বীজ রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই শুদ্ধ হয়।

কটুকী, কোষাতকী, দন্তী, পটোলী, রাখালশসা, তিতলাউ, ঘোষা ও কাকতুণ্ডী ইহাদিগকেও রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বিশুদ্ধ হয়।

মাখালফল আমলকীর রসে নিক্ষেপ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই শুদ্ধ হয়।

করঞ্জা ও ডহরকরঞ্জার বীজ ভৃঙ্গরাজের রসে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই বিশুদ্ধ হয়।

গুঞ্জাদি সকলপ্রকার বীজ সৈন্ধব ভিন্ন নরমূত্রে সিক্ত করিয়া শুষ্ক করিলেই বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।

বিল ও ভেলা নারিকেলোদকে সিক্ত করিয়া শুষ্ক করিলেই বিশোধিত হয়।

গুগ্‌গুল শোধন করিতে হইলে গুড়ূচীর কাথে, ত্রিফলার কাথে ও দুগ্ধে পাক করিয়া লইবে। তাহা হইলেই উহা বিশুদ্ধ হইল।

বায়ুবৃদ্ধির কারণ,—অধিক ব্যায়াম, নারীসহবাস, আঘাত, জলে বাস, পতন, অধ্যয়ন, ঘোটকাদি চালন, ভারবহন, জাগরণ, অধিক হাঁটা, শুষ্ক শাক, শুষ্ক মাংস, শ্যামা ধান্য, উড়ি ধান্য, মুগ, মসূর, অরহর মাষকলায় এই সকল ভোজন, উপবাস, অধিক আহার, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ এই সকল কারণে বায়ু প্রকোপিত হয়।

পিত্তবৃদ্ধির কারণ,—রোষ, শোক, রোদন, ভাবনা, ত্রাস, অনশন, মৈথুন, অগ্নিদাহ, কটু, অম্ল,উষ্ণ, লঘু দ্রব্য ভোজন, তিল তৈল, সরিষা মসিনা, ছাগমাংস, মেষমাংস, দধি, তক্র, ছানা, আমানি, মদ্য ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য সেবন, এই সকল কারণে পিত্ত কুপিত হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মা বৃদ্ধির কারণ,—পরিশ্রম ত্যাগ, দিবা নিদ্রা, আলস্য, পিচ্ছিল, গুরু, স্নিগ্ধ, মধুর, অম্ল, লবণাক্ত, শীতল দ্রব্য সেবন, যব, মাষ, গম, তিলচূর্ণ দধি, দুগ্ধ, পরমান্ন, মাংস, চর্ব্বি, পাণিফল, কেশুর, লাউ, কুষ্মাণ্ড ইত্যাদি দ্রব্য ভোজন, এই সকল কারণে কফ কুপিত হয়। শীতলক্রিয়া দ্বারাও কফের প্রাবল্য হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আহারান্তে, শীতকালে, প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাসময়ে ও বসন্তকালে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া থাকে।

বায়ুদমনের উপায়,—আমলকী, পুনর্নবা, দেবদারু, [illegible]লা, কুড়, মেষশৃঙ্গী, হরিদ্রা, নীলঝিণ্টী, গজপিপ্পলী, দুরালভা, গণিয়ারি, আকন্দ, শতমূলী, কার্পাস, যব, বিছুটী, এরণ্ড, গুলঞ্চ, অর্জ্জুন, পারুল, কোল, শালিঞ্চা, কুলথ, স্বল্প পঞ্চমুলী, বৃহৎ পঞ্চমূলী, এ সকল দ্বারা বায়ু প্রশান্ত হইয়া থাকে।

পিত্ত উপশমের উপায়,—পঞ্চতৃণ, ন্যগ্রোধাদিগণ, শ্বেত চন্দন, রক্ত চন্দন, কুমুদ, শতমূলী, বেণামূল, বালা, কাকোলী, ভূমি কুষ্মাণ্ড, মুর্ব্বা, পদ্ম, দুর্ব্বা, পদ্মবীজ, শ্বেতশুঁদি ও প্রিয়ঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা পিত্তের উপশম হয়।

কফদমনোপায়—আরগ্বধাদিগণ, সুরসাদিগণ, দারুহরিদ্রা, পলাশ, জাতি, ইঙ্গুদী, মউরী, রক্তচন্দন হরিদ্রা, অগুরু, শুল্ফা, কুড়, হস্তিকর্ণ, বচাদিগণ, পিপ্পলী, বৃহৎ পঞ্চমূলী, কণ্টকগণ, স্বল্প পঞ্চমূলীগণ, পলাশ, ডাহা করঞ্জ, সরলকাষ্ঠ, বেণামুল, মুষ্ককাদিগণ, বল্লীগণ, বৃহত্যাদিগণ এই সকল কফ দমন করে।

স্নানের গুণ,—কৃষ্ণতিল উষ্ণজলে মিশ্রিত করিয়া স্নান করিলে বায়ু দমন হয়, চক্ষুরোগে উপকার দর্শে, কেশ উজ্জ্বল হয়। গরম জলে স্নান করিলে শরীর নির্ম্মল হয়, চক্ষু ও মস্তকের উপকার হয়। পিপাসা, ওষ্ঠশোষ, তালুশোষ, চুলকনা, শিরঃপীড়া ও পৈত্তিকরোগ বিনাশ পায়। যে ব্যক্তি স্নান না করে, তাহার দেহ নিরন্তর উষ্ণ থাকে। স্নান দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং দেহের লাবণ্য হয়, কেবল চক্ষুরোগ, অর্দ্দিত রোগ, পীনস, কর্ণরোগ, অজীর্ণরোগ, ও মুখরোগ এই সকল পীড়ায় স্নান করিবে না। বচ, বালা ও নিম্বছাল সহ জল গরম করিয়া স্নান করিলে চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পায়, কফ দমন হয়, শীতল জলে

স্নান করিলে দেহ শীতল হয় ও মল দূর হইয়া থাকে, দেহে বলাধান ও তেজ হয়।

ব্যায়ামের গুণ —ব্যায়াম দ্বারা বায়ু পিত্ত কফ সমভাব ধারণ করে, দেহে অগ্নি বৃদ্ধি হয়, অনেক কষ্ট সহ্য করিতে পারে, বিরুদ্ধ ভোজন করিতে পারে, বরুদ্ধ ভোজন করিলেও তাহা জীর্ণ হয়। ব্যায়াম করিতে করিতে যখন দেখিবে যে, ঘাড়, গলা, কপাল, পেট এই সকল স্থানে ঘর্ম্ম হইতেছে, তখন পরিত্যাগ করিবে। বসন্তকালে আর শীতকালে ঘৃত প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য আহার করিয়া ব্যায়াম করিতে হয়। নিতান্ত দুর্ব্বলের পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ।

তৈল মাখার গুণ,—তৈল মাখিয়া স্নান করিলে দেহে বলাধান হয়, আর নাড়ী সবল ও ঠাণ্ডা থাকে। কর্ণে তৈল দিলে কর্ণরোগ বিনাশ পায়। মস্তকে তৈল দিলে শিরঃশূল, খালধরা, টাক এই সকল ধ্বংস হয়, কেশ ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, মুখের শ্রীবৃদ্ধি হয় আর ইন্দ্রিয় সকল প্রফুল্ল থাকে। পাদতলে তৈল মাখিলে নিদ্রা হয়, চক্ষুর তেজ বৃদ্ধি হয় এবং পাদরোগ বিনাশ পায়, কিন্তু যে ব্যক্তি কফরোগী, তাহার পদে তৈল লেপন নিষিদ্ধ। তৈল মাখিলে ধাতু পুষ্টি হয়, তেজ ও বল বৃদ্ধি হয় এবং মন প্রফুল্ল থাকে।

আহারীয় দ্রব্যের নিষিদ্ধতা,—লবণ ও কষায় রস, মধুর ও অম্লরস, কটু ও তিক্তরস, মধুর ও কষায়রস, কটু ও কষায়রস, মধুর ও তিক্তরস, তিক্ত ও কষায়রস, অম্ল ও লবণরস, এবং অম্ল ও কটুরস, ইহারা রসে, বলে ও পরিপাক বিষয়ে বিরুদ্ধ জানিবে। নূতন চাউলের সহিত অথবা গুড়, মাষকলায়, মধু, চর্ব্বি বা দুগ্ধের সহিত মাংস ভোজন নিষিদ্ধ। দুগ্ধের সহিত মাংস, মৎস্য, লাউ, কুমড়া, জায়ফল, সরিষা, লবণ, চালতা, আমড়া ও কুলথ কলায় সেবন করিতে নাই। কলম্বী শাকের সহিত তিলবাটা, মধুসহ জল, মধুসহ ঘৃত, গুড় বা চিনির সহিত মৎস্য, মদ্যসহ বা কাঁজিসহ বালহংসের মাংস, মুলার সহিত দুগ্ধ, কলার সহিত দধি দুগ্ধ বা তাল, আম জাম ও চিংড়ি মাছের সহিত দুগ্ধ, কাঁজির সহিত তিলের নাড়ু, ঘৃতসহ মাদার ফল, পায়রা, কপিঞ্জল, ছাতারে, ময়ূর, গোসাপ ও তিত্তিরির মাংসের

সহিত তিল তৈল, কাংস্যপাত্রে ঘৃত বা মধু, শল্য পক্ক কুক্কুট মাংস, (যাহাকে শিককাবাব বলে) এই সকল আহার নিষিদ্ধ। অত্যন্ত উষ্ণ বা অত্যন্ত শীতল দ্রব্য ভোজন করিবে না।

ষড়্ ঋতুর কর্ম্ম—গ্রীষ্মঋতুতে সকল ঔষধিই রসশূন্য লঘু ও রুক্ষ হয়, অধিক কি, জল পর্য্যন্ত রুক্ষ হইয়া থাকে। এই কারণে ঐ সকল দ্রব্য সেবনদ্বারা জীবগণের শরীরে বায়ুর আধিক্য হয়। বর্ষাকালে সর্ব্বত্রজলে সিক্ত হয়, আর জীবগণেরও দেহ ভিজা থাকে, গ্রীষ্ম সময়ে যে সকল বাহ্যিক শীতল বাতাসে দেহে সঞ্চিত থাকে, তাহা বর্ষা ঋতুতে দেহে ব্যাপ্ত হয়, এই কারণে বাতজন্য রোগ জন্মে। শরৎকালে গগণমণ্ডল পরিষ্কার হয়, কর্দ্দম শুষ্ক হয় আর বর্ষাকালে দেহে যে সকল পিত্ত সঞ্চিত থাকে, রৌদ্রতেজে তাহা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, এজন্য পৈত্তিক রোগ জন্মে। হেমন্ত ঋতুতে ঔষধি সকল জল-বিশিষ্ট হয়, জল পরিষ্কার হয়, সূর্য্যতেজ মন্দ হয়, হিমদ্বারা ও শীতল বায়ুদ্বারা জীবের দেহ জড়প্রায় হইয়া যায়; ঐ জন্য ঐ কালে আমাজীর্ণ রোগ জন্মে। এই কালে কাজে কাজেই কফের সঞ্চার হইয়া থাকে। শীতকালে গাত্রে শীতল বাতাস লাগিলে অগ্নিমান্দ্য জন্মে, এই জন্য নানা প্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। বসন্ত ঋতুতে দেহ জড়ীভূত থাকে, হেমন্তেতে যে সকল কফ দেহে সঞ্চিত হয়, এই কালে তাহা সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হয়; এই জন্য কফপ্রধান রোগের উৎপত্তি হয়। বর্ষাকালে বাতজন্য রোগের; শরৎকালে পৈত্তিক এবং বসন্তকালে শ্লেষ্মা প্রধান রোগের উপশম করিতে হয়।

গতিভেদে বায়ুর গুণাদি—যে বায়ু উত্তর দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়, তদ্দ্বারা বায়ুপিত্তাদি কোন দোষ প্রকুপিত হয় না। কৃশ, ক্ষয় রোগী ও বিষ রোগীর পক্ষে এই বায়ু বিশেষ উপকারী। ইহা দ্বারা বলাধান হয় ও শরীরে ক্লেদ জন্মে। ঐ বায়ু স্নিগ্ধ, শীতল, মধুর ও কষায় রসযুক্ত। যে বায়ু দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়, তাহা অম্লপিত্তকর বা বায়ুপ্রকোপজনক হয় না। উহা দ্বারা বলবৃদ্ধি হয় এবং চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি করে; ঐ বায়ু লঘু ও মধুর এবং কষায় রসপূর্ণ। যে সকল ব্যক্তি কফরোগী, ক্ষতরোগী, ব্রণরোগী ও

বিষরোগী, তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বদিকস্থ বায়ু অহিতকর। যাহারা বায়ুরোগী, পরিশ্রান্ত এবং যাহাদের শরীরের কফের ভাগ শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পক্ষে উপকারী। এই বায়ু স্নিগ্ধ, পিত্তকর রক্তপিত্তবৃদ্ধিকর, অম্লকর, মধুর ও লবণরসযুক্ত। যে বায়ু পশ্চিম দিক্ হইতে প্রবাহিত হয়, তাহা দ্বারা শরীর শুষ্ক হয় এবং প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বায়ু মেদশোষক, বলক্ষয় কারক, শরীরের চিক্কণতা বিনাশক, রুক্ষ, কর্কশস্পর্শ, উগ্র, কফশোষক এবং কঠিন।

রাত্রি জাগরণ—যাহারা কফরোগী, মেদোরোগী ও বিষভোজী, তাহাদিগের পক্ষে রাত্রি জাগরণ বিশেষ উপকারী।

দেহ মার্জ্জন—দেহ মার্জ্জন দ্বারা ঘর্ম্ম দূর হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, কণ্ডু বিনষ্ট হয়, মলা থাকে না, দুর্গন্ধ দূর হয়, দেহ লঘু বোধ হয় এবং দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়।

পরিষ্কৃত বস্ত্র ধারণ—পরিষ্কৃত বস্ত্র ধারণ করিলে মন প্রফুল্ল থাকে, অলক্ষ্মী দূর হয় এবং উদ্বেগ বিনাশ পায়।

ঔষধের মাত্রা—রোগ, বল, স্বভাব এবং অগ্নি বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। অধিক প্রমাণে ঔষধ প্রয়োগ করিলে রোগ দূর হইবার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা অন্য কোন উৎকট পীড়া জন্মিবার সম্ভব, এমন কি, রোগীর প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। অত্যন্ত শিশু যাহারা ঔষধ সেবন করিতে পারে না, তাহাদিগের রোগ নিবারণার্থ ঔষধের কল্ক জননীর স্তনে মাখাইয়া সেই স্তন পান করাইতে হয়। যে সকল দুগ্ধপোষ্য বালক কষায় ঔষধ সেবন করিতে না পারে, তাহাদিগের জননীকে সেই ঔষধ সেবন করাইবে। একমাস বয়স্ক বালকের ঔষধের পরিমাণ এক রতি, উহা মধু চিনি ঘৃত ইত্যাদির সহিত মাখিয়া লেহন করাইতে হয়। তৎপর দুইমাস হইতে এক বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে। এক বৎসর হইতে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর বার রতি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। ষোল বৎসর হইতে সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত দুইতোলা প্রমাণ দিবে; তৎপরে পুনরায় বালকের ন্যায় ঔষধের মাত্রা নিরূপণ করিতে হয়।

ন্যগ্রোধাদিগণ—ইহারা মেদবিনাশী, রক্তপিত্তবিনাশী, মলসংগ্রহকারক, দাহবিনাশক, ভগ্ন অস্থিযোজক ও ব্রণরোগাপহারী। মৌল, আমড়া, কেওড়া, চোরকটুকী তেজপত্র, পিয়াল, বনজাম, বেতস, কদম্ব, গাব, লোধ্র, সাল্‌কী ভেলা, সাবরলোধ, পলাশ, নন্দীগাছ, বটগাছ, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, আম্র, জাম, কুল, কটুকী, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুন ইহাদিগেরই নাম ন্যগ্রোধাদিগণ।

লোধ্রাদিগণ—লোধ, কদলী, অশোক, সাবর লোধ, পলাশ, শোণা, বামনহাটী, কট্‌ফল, এলবালুক, শল্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, কদম্ব ও সাল ইহাদের নাম লোধ্রাদিগণ।

বল্যাদিগণ—অতিবলা, অশ্বগন্ধা, শিমূলী, ক্ষ প ও প্রসারণী ইহাদের নাম বল্যাদিগণ।

বচাদিগণ—বচাদিগণ দ্বারা বাতাদি দোষের পরিপাক ও আমাতিসার বিনাশ পায় এবং স্তন্য শোধন হইয়া থাকে। বচ, মুথা, হরীতকী, আতিস, দেবদারু ও নাগকেশর ইহাদের নাম বচাদিগণ।

আরগ্বধাদিগণ—সোঁদালু, মদনফল, সেয়াকুল, কুর্চি, আক্‌নাদি পাকল, কাঁটা বেগুন, মূর্ব্বা, ইন্দ্রযব, দাড়িম্ব, নিম্ব, পীতঝিণ্টী, গুলঞ্চ, চিতা, মহাকরঞ্জ, ডহর করঞ্জ, কাঁটা করঞ্জ, করলা, চিরতা ও পটোল ইহাদের নাম আরগ্বধাদিগণ।

পিপ্পল্যাদিগণ—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতাশিকড়, শুণ্ঠী, মরীচ, গজপিপ্পলী, মূর্ব্বা, বচ, বড় এলাইচ, জীরা, রেণুক, বনযমানী, আক্‌নাদি, ইন্দ্রযব, ঘোড়া নিম্বফল, হিং, সর্ষপ আতিস, বিড়ঙ্গ, বামনহাটী ও কটুকী ইহাদের নাম পিপ্পল্যাদিগণ।

মুষ্ককাদিগণ—ইহাদ্বারা অশ্মরী, শর্করা, শুক্রদোষ, মেদোরোগ, পাণ্ডু, অর্শ ও মেহ বিনাশ পায়। ঘণ্টাপাকলী, শিশু, ত্রিফলা, মনসাসিজ, পলাশ, ময়না, চিতা ও ধাওয়া ইহাদের নাম মুষ্ককাদিগণ।

সুরসাদিগণ—সুরসা গাছ, নীল শেফালিকা, শ্বেত শেফালিকা, ছোট তুলসী, বাবুই তুলসী, গন্ধতৃণ, রস বাবুই, কৃষ্ণ তুলসী, রক্ত তুলসী, আপাং, কালকাসন্দা, বিড়ঙ্গ, কুলিয়া খাড়া, কটফল, নিসিন্দা,

মুষিকপর্ণী, কুকুর সোকা, বিষমুষ্টি কুণ্ঠ, কাকমাচী, বামনহাটী ও প্রাচীবল শাক ইহাদের নাম সুরসাদিগণ।

বৃহত্যাদিগণ—ইহাদ্বারা বাতাদির কোপ দমন হয় এবং অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র ও হৃল্লাস বিনাশ পায়। বৃহতী, যষ্টিমধু, ইন্দ্রযব, কণ্টকারি ও আকনাদি ইহাদের নাম বৃহত্যাদিগণ।

বিদারী গন্ধ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, আলকুশী, শালপানি, গোরক্ষ চাকুলিয়া, শতমূলী, বিছুটী, বেড়েলা, পুনর্ণবা, মুগানি, বৃহতী, ঋষভ, অনন্তমূল, মাষাণি, জীবক, এরণ্ডমূল, শ্যামালতা, কণ্টকারি ও গোয়ালিয়া লতা ইহাদের নাম বিদারী গন্ধ।

দশমূল—বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলত্বক্, গণিয়ারিত্বক্, শালপানি, চাকুলিয়া, ব্যাকুড়, কণ্টকারি ও গোক্ষুর ইহাদেরই নাম দশমূল।

কষায়বর্গ—লোধ্রাদিগণ; অম্বষ্ঠাদিগণ, ন্যগ্রোধাদিগণ, প্রিয়ঙ্গু, বকুল, তিন্দুক, কতকশাক, ত্রিফলা, পাষাণভেদী, আম্র, পুষ্পশূন্য গাছের ফল ও ধুনা, উড়িধান্য, শুষণী শাক, কুরুবক, জীবন্তী, বিল, কাঞ্চন গাছ ও পালং শাক ইহাদের নাম কষায়বর্গ।

বরুণাদিগণ—ইহাদ্বারা মেদ, কফ, শিরঃশূল, গুল্ম ও বিদ্রধি বিনাশ পায়। বরুণগাছ, সজিনা, নীলঝিণ্টী, জয়ন্তী, রক্ত সজিনা, আকন্দ, করঞ্জ, মেষশৃঙ্গী, নাটাকরঞ্জ, গণিয়ারি, মূর্ব্বা, তেলাকুচা, পীতঝিণ্টী, কণ্টকারি, গজপিপ্পলী, বৃহতী, চিতা, বিল্ব, শতমূলী ও কুশ ইহারাই বরুণাদিগণ।

পঞ্চতৃণ—ইহা দ্বারা পিত্ত বিনাশ পায় এবং দুগ্ধ সহ সেবন করিলে শুক্র পরিষ্কার হয় ও রক্তপিত্ত দূর করে। কুশ, কোশে, শর, কৃষ্ণ ইক্ষু ও উলু ইহাদের নাম পঞ্চ তৃণ।

তিক্তরস—ইহা রুচি ও দীপ্তিজনক, ইহাদ্বারা পিপাসা, জ্বর, কণ্ডূ, মূর্চ্ছা, কোঠ এই সকল বিনাশ পায়; ইহা মল, মূত্র, ক্লেদ, মেদ, বসা ইত্যাদির শোষণ কারক, ইহা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে শিরঃশূল, স্বেদ, ভ্রম, হস্তপদবিক্ষেপ, মন্যাস্তম্ভ, মুখবৈরস্য এই সকল জন্মে।

যাহাতে তিক্ত রস আছে, তাহারই নাম তিক্ত রস, নিম, পলতা, উচ্ছে, আফিং, চিরতা ইত্যাদি।

লবণরস—ইহা দ্বারা দেহের শিথিলতা, ক্লেদ, বিশ্লেষ, পরিপাক, সংশোধন এই সকল হয়। যদি অধিক সেবন করা যায়, তাহা হইলে বাতরক্ত, অম্লোদ্গার, শোথ, কণ্ডূ, ব্রণ, রক্তপিত্ত, ধ্বজভঙ্গ, বিবর্ণতা, ইন্দ্রিয়তাপ এই সকল রোগ হয়। সৈন্ধব, স্বচ্ছ, বিট, পাঙ্গা, সাম্ভার, সামুদ্র, যবক্ষার, সৌবর্চ্চল, উষক্ষার ও পক্তিম ইহারাই লবণবর্গ।

কটু রস—ইহাদ্বারা ক্রিমি, কুষ্ঠ ও কণ্ডূ বিনাশ পায় এবং অগ্নি-বৃদ্ধি, রুচি, পরিপাক ও কফ অল্প হয়। যাহাতে ঝাল বোধ হয়, তাহাই কটুরস। যথা—লঙ্কা, আদা, মরীচ, পেঁয়াজ, বচ ইত্যাদি।

অম্লরস—ইহা সামান্য পরিমাণে সেবন করিলে পরিপাক করে, জীর্ণ করে ও বায়ু দমন করে। ইহা মুখরুচিকর, বিদাহী ও বহি-র্ভাগে শীতলকর। যদি অধিক পরিমাণে সেবন করা যায়, তাহা হইলে দন্তহর্ষ, নেত্রসংমিলন, শরীরের শৈথিল্য ও কফ তরল হয়, ব্রণাদি থাকিলে পাকিয়া উঠে। যাহাতে টক রস আছে, তাহারই নাম অম্লরস। যথা—কদবেল, আমড়া, ডালিম, তেতুল, দৈ ইত্যাদি।

মধুর রস—ইহাদ্বারা দেহের রস ও শোণিত বৃদ্ধি হয়, যা থাকিলে বৃদ্ধি পায়; রক্ত, অস্থি, মজ্জা, শুক্র, মেদ, মাংস ও স্তনদুগ্ধ এই সকল বৃদ্ধি করে, বলাধান হয়, দৃষ্টিশক্তি হয়। ইহা বালক, বৃদ্ধ ও ক্ষীণের পক্ষে উপকারী। ইহা দ্বারা তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা বিনাশ পায়, কৃমি ও কফ বৃদ্ধি পায়। যদি অধিক পরিমাণে সেবন করা যায়, তাহা হইলে স্বরভঙ্গ, ক্রিমি, কাস, শ্বাস, আলস্য, মুখমাধুর্য্য, বমনাভিলাষ, গলগণ্ড, গোদ, নেত্ররোগ এই সকল পীড়া জন্মে। কাকোল্যাদিগণ, দুগ্ধ, ঘৃত, বসা, মজ্জা, শালিধান্য, যষ্টিধান্য, কতক ফল, গম, যব, মাষকলায়, পাণিফল, কেশুর, শসা, লাউ, কাঁকুড়, তরমুজ, মিষ্ট জাম, গাম্ভারী ফল, পদ্মবীজ, দ্রাক্ষা, মৌলফল খেজুর, বেড়েলা, ক্ষীরুই, তাল, নারিকেল, গুড়, শর্করা, ভূমি কুষ্মাণ্ড, পীত বেড়েলা, আলকুশী, পায়স, গোক্ষুর, মুর্ব্বালতা, পিছুরী, কুষ্মাণ্ড, মিষ্টজাম, এই সকল মধুর রস বলিয়া কথিত।

স্বল্প পঞ্চমূল—শালপাণি, চাকুলিয়া, বৃহতী, কণ্টকারি, গোক্ষুর ইহাদের নাম স্বল্পপঞ্চমূল।

বৃহৎপঞ্চমূল—বিল্ব, সোণা গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি ইহার নাম বৃহৎ পঞ্চমূল।

পঞ্চনিম্ব—নিমের পত্র, ত্বক্, ফল, ফুল ও মূলকে পঞ্চ নিম্ব বলে। ইহা বলবৃদ্ধি করে, জ্বরনাশক ও কুষ্ঠাপহারক।

পঞ্চলবণ—সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট্, সৌবর্চ্চল ও উদ্ভিদ্ ইহাই পঞ্চলবণ।

পঞ্চকোল—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা ও শুঠী ইহাই পঞ্চকোল।

পঞ্চ কষায়—স্বরস, কথিত, কল্ক, শৃত ও ফাণ্ট ইহাই পঞ্চ কষায়। স্বরস অর্থাৎ টাটকা দ্রব্য নিষ্পীড়ন দ্বারা যে রস নির্গত হয়, তাহার নাম স্বরস ; টাটকা বস্তু পেষণ করিয়া যে রস নির্গত হয় তাহার নাম কল্ক। শিলাতে পেষণ পূর্ব্বক কিম্বা রাত্রিকালে হিমে রাখিয়া পর দিন যে রস বাহির করা যায়, তাহার নাম কথিত ও সৃত এবং ঔষধ গরম জলে নিক্ষেপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে সেই জল গ্রহণ করিলে তাহার নাম ফাণ্ট।

মণ্ড—তণ্ডুলাদি কুট্টন করত জলে সিদ্ধ করিবে। উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে উত্তোলন পূর্ব্বক ছাঁকিয়া লইবে। বড় ঘন বা বড় তরল না হয় ; ইহারই নাম মণ্ড।

যবক্ষার—ইহা পাচক, শ্লেষা ও শুক্রবিনাশক, অর্শ,প্লীহা ও গুল্মনাশক। যবের শুয়া ভস্ম করিয়া যে লবণ হয়, তাহাকে যবক্ষার কহে।

সাচিক্ষার—ইহা অর্শ,গুল্ম,প্লীহা, কফ ও শুক্র দমনকারী। ইহাকেই সাজিমাটী কহে।

ক্বাথ—যে বস্তুর ক্বাথ প্রস্তুত করিতে হয়, সেই বস্তু দুই তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক অর্দ্ধ ছেঁচা করিয়া ষোলগুণ জলে মৃত্তিকাপাত্রে সিদ্ধ করিবে। এক চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইতে হয়। ইহাকেই ক্বাথ কহে।

বস্তিক্রিয়া—ঔষধদ্রব্য জলের সহিত মিশাইয়া সেই জল টবে ফেলিয়া তন্মধ্যে রোগীকে বসানকে বস্তিকর্ম্ম কহে।

কজ্জলী—সমভাগে পারদ ও গন্ধক মিশাইতে হয়; উত্তমরূপ মর্দ্দিত ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং পারদের চিহ্নমাত্রও দেখা না গেলে কজ্জলী হইল।

কাঞ্জি নির্ম্মাণ—অন্নে জল দিয়া সেই জল প্রত্যহ কোন পাত্রে ঢালিবে। কিছু দিনে সেই পাত্র পূর্ণ হইলে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে। ছয় মাস পরে উহা উঠাইতে হয়। ইহারই নাম প্রকৃত কাঁজি।

ক্ষার প্রস্তুত—যে দ্রব্যের ক্ষার করিতে হইবে, সেই দ্রব্য অগ্নিতে ভস্ম করত তাহার চতুর্গুণ বা অষ্টগুণ জল দিয়া একখানা বস্ত্রে দোলাযন্ত্রে করিয়া ঢালিবে আর উঠাইবে। সাতবার ঐরূপ করিয়া সেই জল মাটীর পাত্রে অগ্নিতে জ্বাল দিয়া গাঢ় করত চূর্ণ করিয়া নামাইবে। ইহাকেই ক্ষার বলে। *

চালুনির জল প্রস্তুত—দুইতোলা আতপ তণ্ডুল লইয়া এক ছটাক জলে আদঘণ্টা কচলাইয়া যখন দেখিবে যে, তণ্ডুল সামান্যরূপ কমিয়াছে, তখন ছাঁকিয়া সেই জল লইবে। ইহাই যথার্থ চালুনির জল।

জীবনীয় গণ—জীবক, ঋষভ, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীর কাকোলী, মুগানি, মাষাণী জীবন্তী ও যষ্টিমধু ইহার নাম জীবনীয়গণ।

ঔষধের ওজন,—ঔষধ দ্রব্যের ওজনের নিয়ম ছয় সর্ষপে এক যব; তিন যবে এক রতি; বার রতিতে এক মাষা; চারি মাষায় এক শাণ; দুই শাণে এক তোলা; দুই তোলায় এক কর্ষ; দুই কর্ষে এক শুক্তি; দুই শুক্তিতে এক পল; দুই পলে এক প্রসৃতি; দুই প্রসৃতিতে এক কুড়ব; দুই কুড়বে এক শরাব; দুই শরাবে এক প্রস্থ; চারি প্রস্থে এক আঢ়ক; চারি আঢ়কে এক দ্রোণ; দুই দ্রোণে এক কুম্ভ; দুই কুম্ভে এক দ্রোণী; চারি দ্রোণীতে এক খারী; দুই শত পলে এক ভার; এক শত পলে এক তুলা বা সাড়ে বার সের।

---

* দোলাযন্ত্র—একখানি বস্ত্রের চারি কোণে চারিটী কাষ্ঠি বন্ধন পূর্ব্বক ঐ কাঠী কয়েকটী মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া তন্নিম্নে একটী বৃহৎ মৃত্তিকাপাত্র স্থাপন পূর্ব্বক ঐ কাপড়ের উপর ঢালিয়া দিবে। ইহাকেই দোলাযন্ত্র কহে।

সম্পূর্ণ।